

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্তী জেওর

৮ম, ৯ম, ও ১০ম খণ্ড

[তৃতীয় ভলিউম]

লেখক

কুত্বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উস্মত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্তী (রঃ)

অনুবাদক

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী
প্রাক্তন প্রিসিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ১ ঢাকা

আরয়

হাম্দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাত্বন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয় এই যে, মুজাদ্দে যমান, কৃত্বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুয়ুর্গ হয়রত মাওলানা আশৱাফ আলী থানভী (রহমতুল্লাহি আলাইছি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপর্যুক্ত করেন নাই। শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে দীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্দে সমাপ্ত বেহেশ্তী জেওর একখানা বিশেষ যরাবী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহকারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভন্ডীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উচ্চীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শৈষ্য ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওয়ায়ে-আকদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। ‘আল্লাহ পাক এই কিতাবখানা কবুল করুন এই আমার দো’আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো’আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরাবী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তাঁছাড়া বেহেশ্তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে চুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

অষ্টম খণ্ড

রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর জন্ম ও মৃত্যু	১
রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর চারি কন্যা, পাঁচ পুত্র	২
রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর আদত-আখ্লাক	৩
আম্বিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী	
হ্যরত হাওয়া (আং),	
হ্যরত সারা (আং)	৫
হ্যরত হাজেরা (আং)	৬
হ্যরত ইসমাইলের বিবির কাহিনী	৭
বাদশাহ নমরংদের কন্যা	৮
আইয়ুব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা,	
হ্যরত ইউসুফ (আং)-এর খালা	৯
হ্যরত মুসা (আং)-এর মাতা,	
হ্যরত মুসা (আং)-এর ভগ্নী	১০
হ্যরত মুসা (আং)-এর বিবি ছফুরা	১১
হ্যরত বিবি আছিয়া,	
ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী	১২
হ্যরত মুসার এক বৃদ্ধা লক্ষ্ম	১৩
হাইসুরের ভগ্নী, হ্যরত বিলকিস	১৪
বনি-ই-শ্রায়ীলের এক দাসী	১৫
বনি-ই-শ্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী,	
হ্যরত বিবি মরইয়ম	১৬
হ্যরত খাদিজা, হ্যরত সওদা, হ্যরত আয়েশা ছিদ্রীকা	১৭
হ্যরত হাফ্সা, হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ	১৮
হ্যরত যোয়ায়রিয়াহ	১৯
হ্যরত মায়মুনাহ, হ্যরত সফিয়া	২০
হ্যরত যয়নব, হ্যরত রোকেয়া,	
হ্যরত উম্মে কুলসুম, হ্যরত ফাতেমা (রাঁং)	২১
হ্যরত হালিমা সাআদিয়া, হ্যরত উম্মে সলিম	২২
হ্যরত উম্মে হারাম, হ্যরত আবু হুরায়রার মাতা	২৩
ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা, হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরী	২৪
হ্যরত রবিয়া বিন্তে ইসমাইল, হ্যরত মায়মুনা সওদা	২৫
হ্যরত ছারি সাক্ষাতির মুরীদ, হ্যরত তোহফা	২৬
শাহ ইবনে-সোজা কারমানির কন্যা	২৭

বিষয়

নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস	পঞ্চ
সংশোধনমূলক কাহিনী	২৮
ওয়ায়েলার কাহিনী, হযরত লুত (আঃ)-এর বিবি, কাফের আওরত ছদ্মফের কাহিনী	৩২
আরবিলের কাহিনী	৩৩
নায়েলার কাহিনী, হযরত ইয়াহ্যা (আঃ)-এর হত্যাকারিণী	৩৪
মহান আবেদের বিবির কাহিনী,	৩৫
হযরত জুরীহের তোহমতকারিণী আওরত বনি-ইস্রায়ীলের নির্দয় আওরত,	৩৬
ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এক আওরত বনি-ইস্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত,	৩৭
যায়দা বিন্তে আশআবের কাহিনী	৩৮
বিবি যুলেখার কাহিনী, কারণের ধোকাবাজ আওরত গোনাহ স্বীকারকারিণী আওরত,	৩৯
রাসূলে মাকবুলের পাক শামায়েল	৪০
নবম খণ্ড	
স্বাস্থ্যই সুখের মূল	৪৯
খাদ্য	৫১
গম	৫২
মাংস বর্গ, পাখী	৫৩
মাছ বর্গ	৫৪
ডাইল বর্গ, তরকারী	৫৪
শাক বর্গ	৫৫
তেল বর্গ, ঘৃত বর্গ, দুষ্ক বর্গ	৫৬
অবস্থাভেদে দুষ্কের গুণাগুণ, গুড়বর্গ	৫৭
ফল বর্গ	৫৮
মোছলেহাত বর্গ	৫৯
লবণ বর্গ, মধু বর্গ	৬১
অম বর্গ, মিষ্টান বর্গ, পরিশ্রম	৬২
বিশ্রাম, চিন্ত বিনোদন, ক্রন্দন	৬৩
নিদ্রা, নিদ্রার সময়	৬৪
নিদ্রার নিয়ম, নিদ্রার সময় সাবধানতা, পানি	৬৫
অধঃগতি, সংযম	৬৬
সমাধান	৬৭
সাবধানতা	৬৮
বিশেষ সতকীকরণ	৬৯
শিরঃ পীড়া	৭০
	৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাথা বেদনার চিকিৎসা, তদবীর	৭২
প্রতিশ্যায় সর্দি, তদবীর, উন্মাদ	৭৪
উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ	৭৫
স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদবীর	৭৭
মৃগী,	
তদবীর	৭৮
চুল, চক্ষু রোগ	৭৯
চক্ষু উঠা	৮০
দৃষ্টিশক্তি হীনতা, তদবীর	৮১
কর্ণ রোগ	৮২
নাসিকা রোগ, তদবীর, সর্দি, জিঞ্চা	৮৩
দন্ত রোগ, মুখের দুর্গন্ধ, গণমালা ও গলগাঞ্জ	৮৪
বক্ষ, চন্দনাদ্য তেল প্রস্তুত প্রণালী	৮৫
রাজ যশোরা, যশোর রোগের লক্ষণ	৮৬
তদবীর, হৃদ রোগ	৮৭
তদবীর	৮৮
পথ্যাপথ্য, জঠর পীড়া	৮৯
অগ্নিমান্দ্য	৯০
অতিসার, প্রবাহিকা	৯১
তদবীর	৯২
শূল বা নিদারণ বেদনা	৯৩
তদবীর, শোথ ও জলোদরী	৯৪
তদবীর, ক্রিমি, প্লীহা-যকৃত	৯৫
পাণু, কামলা, হলিমক, তদবীর	৯৬
গুর্দা, মূত্রাশয়	৯৮
তদবীর	৯৯
পাথরী	১০০
তদবীর, জরায়ু	১০১
অধিক রক্তস্নাব, তদবীর	১০২
শ্বেত প্রদর, তদবীর	১০৩
গর্ভ	১০৮
গর্ভবতীর সাবধানতা, গর্ভবতীর রক্তস্নাব, গর্ভবতীর অকাল বেদনা	১০৫
তদবীর	১০৭
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	১০৮
গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা	১১২
গর্ভে সন্তানের অস্থিরতা	১১২
প্রসব বেদনা, গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল বাহির করিবার উপায়	১১৩

	পর্ণা
বিষয়
তদবীর
প্রসূতির পথ্যাপথ্য, যৌন ব্যাধি (প্রমেহ), চিকিৎসা
 ১১৮
রস প্রয়োগ, পথ্যাপথ্য, প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় সতর্কীকরণ
 ১১৭
ধৰ্মজভঙ্গ, চিকিৎসা
 ১১৮
প্রস্তুত প্রশালী, লিঙ্গ ব্যাধি
 ১২১
গণোরিয়া, চিকিৎসা, গর্ভ (সিফলিস), চিকিৎসা
 ১২২
তদবীর
 ১২৩
যোনি ব্যাধি, চিকিৎসা, বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ, স্বপ্নদোষ
 ১২৪
তদবীর, কোষ ব্যাধি, একশিরা কুরণ্ড ও অস্ত্র বৃদ্ধি, চিকিৎসা
 ১২৫
গুহ্যদ্বার ব্যাধি
 ১২৬
চিকিৎসা, তদবীর
 ১২৭
ভগন্দর, তদবীর
 ১২৮
অর্শ ও ভগন্দরের পথ্যাপথ্য, বাগী, শ্লীপদ (গোদ)
 ১২৯
তদবীর, গোড়শূল
 ১৩০
সর্বাঙ্গীন, ফোঁড়া ও ব্রণ
 ১৩১
নালী ঘা
 ১৩২
জ্বর, বাত জ্বর
 ১৩৩
চিকিৎসা, দ্বিদোষজ জ্বর, চিকিৎসা, পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর
 ১৩৪
বাত শ্লেষ্মা জ্বর, চিকিৎসা, ত্রিদোষজ বা সামিপাতিক জ্বর
 ১৩৫
কর্ণমূল জাত শোথ, চিকিৎসা, বিষম জ্বর ও জীৰ্ণ জ্বর চিকিৎসা
 ১৩৬
পালা জ্বর, তদবীর, গরম লাগা জ্বর
 ১৩৭
জ্বরের পথ্যাপথ্য
 ১৩৯
অগ্নিদঞ্চ, অগ্নিদঞ্চ চিকিৎসা, দাদ, কাওর চিকিৎসা,
খোস চুক্ষনা, মুখের মোচতা
 ১৪০
পিট চাল, তদবীর, আঘাত, শিত্র রোগ (পাতরী),
চিকিৎসা, বিষ চিকিৎসা
 ১৪১
স্থাবর বিষ চিকিৎসা, জঙ্গম বিষ চিকিৎসা, তদবীর
 ১৪২
কুকুরের বিষ
 ১৪৩
জলাতক্ষ, বাল্য রোগ, হেরয়ে আবী দোজানা
 ১৪৪
স্তন্য-দুংখ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ, উমুছ-ছিবইয়ান
 ১৪৬
শিশুর ক্রন্দন, শিশুর কর্ণ রোগ, তদবীর
 ১৪৭
শ্যায়া-মূত্র, শিশুর জ্বর, কলেরা, বসন্ত
 ১৪৮
শ্লেগ
 ১৪৯
বেদনা-শূল বেদনা
 ১৫১
স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য
 ১৫২
জ্বর, শোথ ফোঁড়া, সাপ, বিছু, বোলতা দংশন,
বদ নজর, বসন্ত, সর্বপ্রকার ব্যাধিতে
 ১৫৩

বিষয়

পৃষ্ঠা

অভাব-অন্টন দূর করণার্থে, মুশকিল, জীন	১৫৪
পরীক্ষা ও জীন হাজির	১৫৫
বন্ধন	১৫৭
শাস্তি	১৫৮
বন্ধ	১৬৬
বাড়ী বন্ধ, বাড়ী বন্ধের নিয়ম নিম্নরূপ	১৬৯
জীন ও ইনসানের যাদু	১৭১
আমেলের কর্তব্য	১৭৩
অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ, হারানো বস্তু প্রাপ্তির জন্য	১৭৪
চুরি	১৭৫
প্লাতক মানুষ হায়ির করিবার তদবীর	১৭৬

দশম খণ্ড

নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা	১৭৮
কতিপয় শালীনতাহীন ও ক্রটিপূর্ণ অভ্যাস— যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়	১৮৩
শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ	১৮৭
শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা	১৯৪
কতিপয় জরুরী উপদেশ	১৯৬
অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুগাবলীর কথা	২০১
কতিপয় আম্বিয়া (আঃ) ও বুর্যুর্গ যাহারা	
স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন	২০২
জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়, সাবান প্রস্তুত প্রণালী	২০৩
সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতি	২০৫
সাবানের উপাদানের তালিকা, প্রস্তুতের নিয়ম, কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম	২০৬
লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী, ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম, কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম, বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম, তামা-পিতল কালাই করার নিয়ম	২০৭
তামাক প্রস্তুতের নিয়ম, খোশবুদার তামাক প্রস্তুতের নিয়ম, সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তুতের নিয়ম,	
গোশ্ত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না	২০৮
গোস্ত পাকানের ২য় নিয়ম, বিস্কুট পাউরুটি প্রস্তুত প্রণালী	২০৯
পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম	২১০
নানখাতায়ী প্রস্তুত করিবার নিয়ম, মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম, নিমকী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম	২১১

বিষয়

পঢ়া

আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
চাস্নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
শালগমের আচার, নবরত্ন চাট্টনী তৈয়ার করার নিয়ম,	
মোরবো প্রস্তরের নিয়ম	২১২
নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী,	
লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম,	
কাপড় রংগাইবার নিয়ম, হলুদ রং	২১৩
সোনালী আভা রং, সোনালী রং করার অন্য নিয়ম,	
গীন বা সবুজ রং করার নিয়ম,	
সবুজ বা গীন রং করার ২য় প্রণালী,	
বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী, লাল-আভা পাকা গাড় বেগুনী রং	২১৪
চকলেট রং, বাদামী বা হালকা জরদ রং, লাল পাকা রং	২১৫
পেস্তা রং, পেস্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম, নীল রং, খাদ্য অধ্যায়	২১৬
ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ	২১৭
স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও	
ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা	২১৮
কোন্ খাদ্যে কতগুণ ভিটামিন আছে তাহার তালিকা	২১৯
দ্রব্য গুণ	২২৩
তরি-তরকারি	২২৪
দেশী ফল-ফলাদির গুণগুণ	২২৫
মসল্লাদির গুণগুণ	২২৭
হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম, হিসাবের নমুনা	২২৯
পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী	২৩১
বুক-পোষ্টের নিয়ম	২৩৩
বীমা বা ইন্সিওরের নিয়ম	২৩৪
ভি, পি-এর নিয়ম, মণিঅর্ডারের নিয়ম, টেলিগ্রামের নিয়ম	২৩৫
পাসপোর্ট ও ভিসা	২৩৬

বেহেশ্তী জেওর

অষ্টম খণ্ড



রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর জন্ম ও মৃত্যু

রাসূলে করীমের মোবারক নাম মুহাম্মদ (ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ। তাঁহার পিতার পিতার নাম আবদুল মুতালিব, তাঁহার পিতার নাম হাশেম, হাশেমের পিতা আব্দে মনাফ।

রাসূলে করীমের মাতা আমেনা। আমেনা ছিলেন অহবের কন্যা। অহবের পিতা আব্দে মনাফ। তাঁহার পিতা যোহরা। উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীমের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের আব্দে মনাফ একই জন নহেন—ভিন্ন ব্যক্তি।

কাফের বাদশাহ আবরাহা যে বৎসর হস্তী সহকারে খানায়ে কাঁবা ধ্বংস করিতে আসে—সেই সালের বারই রবিউল আউয়াল নবী করীম ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন। সেদিনটি ছিল সোমবার। জন্মের কয়েক মাস পর হইতে শিশু নবী ধাত্রী গৃহে লালিত-পালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে ধাই-মা হালিমা তাঁহাকে মাতা আমেনার গৃহে ফিরাইয়া দেন। ছয় বৎসর বয়সে মাতা আমেনা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপন মাতুলালয় মদীনার বনী-নাজ্জারে গমন করেন। ফিরিবার পথে ‘আবওয়া’ নামক স্থানে এস্তেকাল করেন। সঙ্গীয়া দাসী উম্মে আয়মন বালক নবীকে সঙ্গে করিয়া মকায় পোঁচ্ছেন।

পিতা আবদুল্লাহ নবী করীমকে মাতৃগর্ভে রাখিয়াই এস্তেকাল করেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাদার লালন-পালনে তিনি বড় হইতেছিলেন। আল্লাহর মহিমা অপার—মানুষের বুঝা ভার। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দাদা আবদুল মুতালিবও ইহধাম ছাড়িয়া গেলেন। এইবার তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার চাচা আবু তালিব আপন কাঁধে তুলিয়া নিলেন।

একবারের এক ঘটনা। নবীকে সঙ্গে করিয়া চাচা আবু তালিব সিরিয়া তেজারতে চলিলেন। পথিমধ্যে নাছারা ধর্ম যাজক ‘বুহাইরার’ সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। বুহাইরা আবু তালিবকে বলিল—খবরদার! এই বালককে হেফায়ত কর। এই বালকই ভাবী নবী, আখেরী পয়গম্বর। এতদ্রবণে আবু তালিব বিস্মিত ও চমকিত হইলেন—আনন্দে অবিভূত হইলেন। বুহাইরার পরামর্শে তিনি বালক নবীকে মকায় পাঠাইয়া দিলেন।

বালক নবী যুবক হইয়াছেন। বিবি খাদিজার মাল লইয়া তেজারতে চলিয়াছেন। পথে বিঞ্চ-সাধু ব্যক্তি ‘নস্তুরা’ তাঁহাকে নবী হওয়ার সুসংবাদ দিল। তেজারত শেষে তিনি মকায় ফিরিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা তাহেরা সচরিতা বিবি খাদিজার সহিত ঠাহার শাদী-মোবারক সুসম্পন্ন হইল। এই সময় নবী করীমের বয়স পঁচিশ বৎসর, বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর।

রাসূলুল্লাহ চল্লিশ বৎসর বয়সে নুরুওত প্রাপ্ত হন। তিনার বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি মেরাজ শরীফ গমন করেন। তিনি নুরুওত লাভের সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল মাত্তুমি মকাতেই ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন। অতঃপর কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের কারণে আল্লাহ তাওলার আদেশে মদীনা মনাওয়ারায় হিজরত করেন। ঠাহার মদীনা আগমনের দিতীয় বৎসরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রথম জেহাদ জংগে বদর অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশটি উল্লেখযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) জীবনে মোট এগারটি শাদী করেন। ঠাহার জীবিতাবস্থায়ই দুইজন স্ত্রী এন্টেকাল করেন। একজন হ্যরত খাদিজা (রাঃ), দিতীয়জন যয়নব বিন্তে খোয়ায়মা (রাঃ) বাকী নয়জনকে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ) জাগ্রাতি হন।

- ১। হ্যরত সওদা রায়তাল্লাহ আনহা
- ২। হ্যরত আয়শা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৩। হ্যরত হাফছা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৪। হ্যরত উম্মে হাবিবা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৫। হ্যরত উম্মে সালমা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৬। হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ রায়তাল্লাহ আনহা
- ৭। হ্যরত জোয়ায়ারিয়া রায়তাল্লাহ আনহা
- ৮। হ্যরত মায়মুনা রায়তাল্লাহ আনহা
- ৯। হ্যরত সাফিয়া রায়তাল্লাহ আনহা

রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর চারি কন্যা :

- ১। হ্যরত যয়নব রায়তাল্লাহ আনহা
- ২। হ্যরত রোকেয়া রায়তাল্লাহ আনহা
- ৩। হ্যরত উম্মে কুলসুম রায়তাল্লাহ আনহা
- ৪। হ্যরত ফাতেমা রায়তাল্লাহ আনহা

পাঁচ পুত্র :

ঠাহাদের সকলেই বাল্যকালে এন্টেকাল করেন। একমাত্র হ্যরত বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভেই জন্ম নিয়াছিলেন চারিজন। ঠাহার হইতেছেন—

- ১। হ্যরত কাসেম রায়তাল্লাহ আনহু
- ২। হ্যরত আবদুল্লাহ রায়তাল্লাহ আনহু
- ৩। হ্যরত তৈয়াব রায়তাল্লাহ আনহু
- ৪। হ্যরত তাহের রায়তাল্লাহ আনহু

পঞ্চম পুত্র হ্যরত ইব্রাহীম (রাঃ) জন্ম নিয়াছিলেন হ্যরত মারিয়ার গর্ভে। মক্কা শরীফে তিনি জন্ম নিয়া শৈশবাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। হ্যরত আবদুল্লাহ নুরুওতের পর মক্কা শরীফে পয়দা হইয়া বাল্যেই এন্টেকাল করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ নুরুওতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং নুরুওতের পুর্বেই এন্টেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর তেষটি বৎসরের জেনেগীর দশ বৎসরকাল মদীনা মনাওয়ারায় ইসলাম প্রচার কার্যে অতিবাহিত করেন। ছফর মাসের দুইদিন বাকী থাকিতে (বুধবার) তিনি রোগ শয্যায় শায়িত হন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চাশ্তের ওয়াকে তিনি ওফাত পান।

রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে হ্যরত যয়নব (রাঃ)-এর গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম মোবারক আলী ও উমাৰ। হ্যরত রোকেয়া (রাঃ)-এর গর্ভে আববুল্লাহুর জন্ম হয়। কিন্তু ছয় বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। হ্যরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) নিঃসন্তান। হ্যরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জন্ম। তাঁহাদের বৎশধরণ দ্বারাই দুনিয়াতে নবী বৎশ জারি আছে। কিন্তু দৈহিক বৎশের চেয়ে ক্রহানী বৎশের সংখ্যাই অধিক।

রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর আদত-আখ্লাক

রাসূলুল্লাহ (দণ্ড) ছিলেন দয়ার দরিয়া। প্রার্থীকে কখনো তিনি বিমুখ করিতেন না। কিছু না কিছু তিনি প্রার্থীকে দান করিতেন। তৎক্ষণাত দান করিতে না পারিলে অন্য সময়ে দান করিবার ওয়াদা করিতেন। সদা সত্য কথা বলিতেন। মিথ্যাকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না—সর্বদা ঘৃণা করিতেন। নম্রতা ও কোমলতায় ছিল তাঁহার দেল ভরপুর। ধীর, স্থির, শান্তভাবে কথা বলা ছিল তাঁহার আদত। কাটু কথা তিনি কখনও বলিতেন না। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহুর চরিত্রে অসাধারণ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি চিরদিন ছিলেন সরল, মুক্ত উদার, সুন্দর, কল্যাণময়। স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-তকলিফ না হয়, সেদিকে তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে নিশ্চন্দে জুতা পায়ে দিয়া নীরবে দেরওয়াজা খুলিয়া বাহির হইতেন। বাহিরের ঘররত পুরো করিয়া আস্তে আস্তে নীরবে ঘরে প্রবেশ করিতেন। কাহারো ঘুম নষ্ট করিয়া কষ্ট দিতেন না। হাঁটিবার সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিতেন। সঙ্গীদের সহিত চলিবার সময় পিছনে চলিতেন। কাহারো সাক্ষাতে তিনি আগে সালাম করিতেন। বসিবারকালে খুব আজেয়ীর সহিত বসিতেন। আহার করিবার সময় নেহায়েত তাঁয়ীমের সহিত আহার করিতেন। কখনও পেট পুরিয়া খাইতেন না। সুস্বাদ বিলাস দ্রব্য আহার করা পছন্দ করিতেন না। হামেশা আল্লাহুর ভয়ে ভীত থাকিতেন। এই জন্যই অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। বেলা-ঘরুরত কথা কহিতেন না। যাহা বলিতেন তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেন—যাহাতে কথা বুঝিতে কাহারও কষ্ট না হয়। কথাকে খুব লস্বা ও খুব খাট করিয়া বলিতেন না। ব্যবহার ও কথাবার্তায় খুব নম্রতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার খেদমতে কেহ হাজের হইলে তাহার যথার্থ সম্মান করিতেন এবং তাহার বক্তব্য খুব আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। শরীরত বিরোধী কথা বলিতে শুনিলে উহাতে বাধা দিতেন, অথবা নিজে দূরে সরিয়া পড়িতেন। অতি নগণ্য বস্তুকেও তিনি আল্লাহ তা'আলার অসীম নেয়ামত বলিয়া গণ্য করিতেন। কোন নেয়ামতকেই তিনি মন্দ বলিতেন না। এমন উক্তি করিতেন না যে, উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল নয়। অগত্যা কোন চীজ নিজের মোয়াফেক না হইলে উহা খাইতেন না বা তারীফ করিতেন না। কোন জিনিসের কোন দোষ খুজিয়া বাহির করিতেন না। কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কোন লোকসান কাহারও দ্বারা হইলে বা কোন কাজকে কেহ বিগড়াইয়া ফেলিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। হ্যরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, “আমি সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল হ্যুর (দণ্ড)-এর খেদমতে রহিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাহাকিছু করিয়াছি সেই সম্পর্কে তিনি

কোনদিন এমন বলেন নাই যে, ইহা কেন করিয়াছ বা ইহা কেন কর নাই? কিন্তু শরীতের সীমা লঙ্ঘন করিলে তখন রাসূলুল্লাহর রাগকে কিছুই দমাইয়া রাখিতে পারিত না। নিজস্ব স্বার্থের জন্য তিনি কখনও রাগ করিতেন না। তিনি যাহার প্রতি রাগ হইতেন, তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন মাত্র—ভালমন্দ কিছুই বলিতেন না। কাহারও প্রতি অসম্প্রস্তু হইলে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাহার লজ্জা অবিবাহিতা মেয়ের চাইতেও বেশী ছিল।

প্রয়োজন বোধে মৃদু হাস্য করিতেন। উচ্চেঃস্বরের হাসিকে তিনি পছন্দ করিতেন না। সকলের সহিত মিল-মহবত বজায় রাখিয়া চলিতেন। অহঙ্কারে মন্ত হইয়া কখনও নিজকে বড় মনে করিতেন না। মাঝে মাঝে সত্য কথার মাধ্যমে হাসি ম্যাক করিতেন। নফল এবাদত নামায এত অধিক পড়িতেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কদম মোৰারক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। কোরআন শরীর পড়িবার ও শুনিবারকালে আল্লাহর মহবতে ও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেন। সঙ্গী-সাথীগণকে প্রশংসায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করিতেন। দীনহীন লোকের ডাকে সাড়া দিতেও বিলম্ব করিতেন না। রোগী চাই সে গরীব হউক, চাই সে আমীর হউক তাহার হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করিতেন। ধনী-গরীব সবার জানায়ায়ই তিনি শরীর থাকিতেন। কোন গোলাম বা বান্দীর দাওয়াতকেও তিনি সাগ্রহে কবূল ফরমাইতেন। তাহার আচার-ব্যবহারে কখনও এইরূপ প্রকাশ পাইত না যাহাতে কেহ নিরাশ হয় বা ঘাবড়াইয়া যায়।

যালেম দুশ্মনের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অথচ দুশ্মনের সহিত অতি ন্যূন ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং হাসি মুখে কথাবার্তা কহিতেন। বসিবার সময়, দাঁড়াইবার সময় সর্ববিস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ রাখিতেন। কোন মহফিলে হাজের হইলে সর্ব-সাধারণের আসনেই উপবেশন করিতেন। জনসাধারণকে রাখিয়া কখনও উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন না। কতিপয় লোকের সহিত কথা বলিবার সময় সকলের প্রতি সমভাবেই দৃষ্টি করিতেন। প্রত্যেকের সহিতই এমন দিলখোলা ব্যবহার করিতেন, যাহাতে সকলেই ভাবিত, রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকেই বেশী মহবত করেন। কেহ তাহার খেদমতে বসিলে বা কথা বলিতে লাগিলে, কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা সে ব্যক্তি না উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। অধিকাংশ গৃহস্থালী কার্য তিনি স্বহস্তে সমাধা করিতেন। যাবতীয় কার্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন। অতি সাধারণের সহিতও তিনি বড়ই নশ্বর ও ভদ্রতার সহিত মিশিতেন। কাহারও দ্বারা কোন অনিষ্ট সাধিত হইলেও তিনি মুখের উপর ধমকি দিতেন না। ঝগড়া, ফাসাদ ও শোরগোলকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে তিনি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন এবং তাহার অপরাধ মার্জনা করিতেন। কোন খাদ্যে, গোলাম বা স্ত্রীলোক এমন কি কোন জানোয়ারকেও তিনি স্বহস্তে প্রহার করিতেন না। অবশ্য শরীতের ভুকুম মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা সেটা পৃথক কথা। কোন যালেমের যুলুমের বদলা তিনি নিতেন না। তাহার চেহারা মেৰাবকে সুদা হাসি ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু দেল সদাসর্বদা আল্লাহর চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকিত। বেফিকির কোন কথাই কহিতেন না। তাড়াতাড়ি কাহারও কুৎসা করিতেন না। কোন বিষয়ে কৃপণতা করিতেন না। তর্ক-বিতর্কে বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়াকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অহঙ্কার বা গর্বের লেশমাত্রও তাহার ভিতর ছিল না। প্রয়োজনীয় ও উপকারী কথা ব্যতীত একটি বৃথা কথাও বলিতেন না। মেহমান ও অতিথিগণের যথাসাধ্য খেদমত করিতেন। কাহারও বে-তমিয়িকে তিনি সহ্য করিতেন না। কাহাকেও তাহার তারিফ বা প্রশংসা করিতে দিতেন না।

হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ (দণ্ড)-এর মোবারক আদত-আখ্লাক সম্পর্কে বহু কিছু লিখিত রহিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করা হইল, ইহার উপর বা-আমল হইতে পারিলেও যথেষ্ট।

আন্ধ্রিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী

হযরত হাওয়া (আঃ)

বিবি হাওয়া (আঃ) আদি মানব হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী এবং মানব জাতির মাতা। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরতে বিবি হাওয়াকে আদি পিতা আদমের (আঃ) বাম পাঁজরের হাড়ি হইতে পয়দা করিয়াছেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থান হইয়াছিল বেহেশ্তের বাগিচা। সেখানে একটি বৃক্ষের ফল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইবলীসের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহারা উক্ত ফল ভক্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে এই নাফরামানীর দরমন এই মরজগতে পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কান্দাকাটি করিতে থাকেন। অবশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নেহায়েত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে মার্জনা করেন। দুনিয়াতে আসার সময় তাঁহারা একে অপর হইতে নির্খেঁজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় আল্লাহ্ কৃপায় তাঁহারা একত্রে মিলিত হন। ইহার পর তাঁহাদের ঘরে বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়।

শরীতের খেলাফ কোন কাজ হইয়া গেলে সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্দাকাটা করা চাই ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া মাফ করিতে পারেন। এখান হইতে আমরা প্রধানতঃ এই শিক্ষাটি পাই।

হযরত সারা (আঃ)

বিবি সারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-স্ত্রী এবং হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মাতা। ফেরেশ্তাগণ হযরত সারাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, “আপনি আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ।” তাঁহার ঐশ্বর্যপ্রেম ও দো'আ কবৃল হওয়ার কথা কোরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে আছে—একদা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শামদেশে হিজরত করিতেছিলেন। বিবি সারা ছিলেন তাঁহার সঙ্গীনী। তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে এক যালেম বাদশাহের রাজ্যে আসিয়া পেঁচিলেন। এক নাদান গোপনে বাদশাহকে জানাইল যে, আপনার রাজ্যে এক সুন্দরী রমণী আগমন করিয়াছে। ঘটনাচক্রে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রাজ দরবারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তোমার সঙ্গী রমণীটি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ সে আমার ভগী। (হযরত ইব্রাহীম [আঃ] এখানে বিবি সারাকে স্বীয় স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না, যেহেতু ইব্রাহীম [আঃ]-কে স্বামী বলিয়া জানিতে পারিলে যালেম বাদশাহ তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবার সন্তানবনাই বেশী ছিল।) বাদশাহের সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিয়া ইব্রাহীম (আঃ) বিবি সারাকে বলিলেনঃ দেখ তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিও না। যেহেতু দীনী সম্পর্কে তুমি আমার ভগীই হও। ইহার পর বাদশাহ বিবি সারাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি বাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, বাদশাহের মতলব মোটাই ভাল নয়। তাই তিনি ওয়ু করিয়া নামায পড়িলেন এবং দো'আর জন্য দরবারে এলাহীতে হাত উঠাইলেন। প্রার্থনা জানাইলেন, আয় আল্লাহ! হে পরওয়ারদেগার বেনিয়ায! সত্য সত্যই আমি যদি তোমার প্রেরিত পয়গম্বরের উপর বিশ্বাসী হইয়া থাকি, ঈমান আনিয়া থাকি এবং অদ্যাবধি আমার সতীত্বকে বজায়

রাখিয়া থাকি, তবে এই যালেম বাদশাহকে আমার উপর গালের করিয়া দিও না। দো'আ করার সঙ্গে সঙ্গেই যালেম বাদশাহৰ হাত, পা, এমন-কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনি পঙ্গু হইয়া পড়িল যে, অত্যাচার যুলুম তো দূরের কথা, সে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার অবস্থা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। বিবি সারা ভবিলেন, এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ মারা যায়, তবে জনগণ অবশ্যই বলিবে যে, এই রঘুনাথ বাদশাহৰ হত্যাকারিণী। তাই তিনি (সারা) বাদশাহের নিমিত্ত নেক (খায়রে) দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হইয়া গেল। পুনরায় বাদশাহের মাথায় বদ খেয়াল চাপিল। বাধ্য হইয়া বিবি সারা আবার বদ দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ববস্থাই ঘটিল। এইবার বাদশাহ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া খুব কানাকাটা করিতে লাগিল। বিবি সারার দয়ার দরিয়ায় বান ডাকিল। তিনি দো'আ করিলেন, বাদশাহ ভাল হইয়া গেল। এইরূপে সে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিবারই তাহা ভঙ্গ করিল। অবশ্যে বাদশাহু বলিয়া ফেলিল—আপনি এখানে কি মুছিবত নিয়া আসিয়াছেন, আপনি দয়া করিয়া এখান হইতে বিদায় হউন। বাদশাহ পূর্বাঙ্গেই বিবি হাজেরাকে ধাঁদী বানাইয়া রাখিয়াছিল। এবার তাঁহাকে খেদমতের নিমিত্ত বিবি সারার হাতোলা করিয়া দিল। বিবি হাজেরার ইজ্জত আবরু আল্লাহ তা'আলা হেফায়ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবি সারা তাঁহাকে স্বীয় স্বামী হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত কাহিনী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নামায়ের পরের দো'আ কবুল হইয়া থাকে। তাই প্রত্যেকের উচিত কোন মুছিবতে লিপ্ত হইয়া পড়িলে খাঁটি দেলে তওবা করিয়া নফল নামায আদায় করত দো'আয় মশগুল হওয়া।

হ্যরত হাজেরা (আঃ)

বিবি হাজেরা হ্যরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহৰ সহধৰ্মী ও হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা। হ্যরত ইসমাঈল (আঃ) তখন দুঃখপোষ্য শিশু। এই সময় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হইলঃ তিনি হ্যরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিগণের মাধ্যমে দিগন্ত বিস্তৃত মরম্ময় মক্কাভূমিকে বস্তিতে পরিণত করিবেন। তাই তিনি প্রিয় নবী হ্যরত ইব্রাহীমকে হুকুম করিলেন বিবি হাজেরা ও তাঁহার দুধের সন্তানকে ভয়াবহ মরু ময়দানে ছাড়িয়া আসিতে। হ্যরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ আল্লাহৰ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। ছাড়িয়া আসিলেন বিবি হাজেরাকে তাঁহার দুধের সন্তানসহ নির্জন মরু-ময়দানে। রাখিয়া আসিলেন তাঁহাদের জন্য এক মশক পানি ও এক থলি খোরমা। আসিবার সময় বিবি হাজেরা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ওহে খালীলুল্লাহ! আমার প্রাণের স্বামী, আমাদিগকে একাকী কোথায় ছাড়িয়া যাইতেছেন? উত্তরে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) নিরত্বে রহিলেন। বিবি হাজেরা কাতর স্বরে গদ্গদ কঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তবে ইহা কি আল্লাহৰ আদেশ? খালীলুল্লাহ বলিলেনঃ হঁ! এইবার সহাস্যে উৎফুল্ল হাদয়ে বিবি হাজেরা বলিয়া উঠিলেন, তবে আর কি চাই? করণাময়ের আদেশ; তাই আর কোন চিন্তা নাই; তিনি নিশ্চয়ই নিখিল মানবের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। ইহার পর বিবি হাজেরা সেখানে প্রশান্ত চিন্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খোরমা খাইয়া পানি পান করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ছেলেকে স্তনের দুঃখ পান করাইতে লাগিলেন। অবশ্যে এমন একদিন উপস্থিত হইল যখন খোরমা ও পানি সবই ফুরাইয়া গেল। স্তনও দুঃখহীন হইয়া পড়িল। উভয়ের ক্ষুধা ও পিপাসা চরমে পৌঁছিল। পিপাসার তাড়নায় মরুভূমির উত্তাপে দুধের শিশু ছট্টফট্ট করিতে

লাগিল। মা ও ছেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। পানির সন্ধানে মাতা দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ছাফা পাহাড়ে চড়িয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও পানির লেশমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সেখান হইতে নামিয়া মারওয়া পাহাড় পানে দৌড়িয়া ছুটিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও একবিন্দু পানির সন্ধান পাইলেন না। উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা নীচা ছিল। যতক্ষণ সমভূমিতে চলিতেন, তখন চাতক পাখীর ন্যায় অনিমেষ নেত্রে ছেলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেন। কিন্তু নিমস্তানে অবতরণ করিলে আর ছেলেকে দেখা যাইত না। তাই তিনি ঐ স্থানটুকু বেগে দৌড়াইয়া অতিক্রম করিতেন। এইভাবে বিবি হাজেরা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে চড়িয়া কয়েকবার পানির সন্ধান করিলেন। বর্তমানে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিমস্তুমি সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বিবি হাজেরার এই দৌড়ান আল্লাহু তা'আলার নিকট এত পছন্দনীয় হইল যে, তিনি হাজীদের জন্য উক্ত স্থানে সাতবার দৌড়ান এবাদতে পরিণত করিয়া দিলেন।

অবশ্যে বিবি হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে চড়িয়া এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পুনরায় ঐ আওয়াজ অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেনঃ আমি আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি, যদি কেহ এমন বিপদের সময় সাহায্য করিতে চায়, তবে আগাইয়া আসিতে পারে। তৎক্ষণাত বর্তমান যমযম কূয়ার জায়গায় ফেরেশ্তা দেখা গেল। ফেরেশ্তা তাঁহার বাজু দ্বারা মাটিতে আঘাত করায় পানি উথালিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা মাটির বাঁধে পানি আটকাইয়া ফেলিলেন। নিজে পানি পান করিলেন, ছেলেকে পান করাইলেন, মশক ভরিয়া পানি রাখিলেন। ফেরেশ্তা বলিলেনঃ আপনি চিন্তা করিবেন না। এখনে খোদার ঘর 'খানায়ে কা'বা' রহিয়াছে। এই ছেলেই তাঁহার পিতার সহিত মিলিয়া এই ঘরের মেরামত করিবেন। এই ভয়াবহ নির্জন মরু-ময়দান আবাদী জমিতে পরিণত হইবে। দেখিতে দেখিতে সকলই বাস্তবায়িত হইতে লাগিল। এক মরু কফেলা পানির সন্ধান পাইয়া সেখানে বসিত স্থাপন করিল। যথাসময়ে হ্যরত ইসমাইল (আঃ)-এর শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। আল্লাহর আদেশ পাইয়া হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে মিলিয়া খানায়ে কা'বা নির্মাণ করিলেন। যমযমের পানি ঐ সময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে তাহা কূয়ার আকার ধারণ করে।

বিবি হাজেরার বিশ্বাস ও ভরসা আল্লাহর উপর ছিল অপরিমেয়। তাই 'মরুময় ময়দানে অবস্থান করা, আল্লাহর হৃকুম জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে শাস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। অবশ্যে এই ভরসার বদলে কত নেয়ামতই না জাহের হইল। তাঁহার মামুলী দৌড়া-দৌড়িই হাজীদের জন্য এবাদতে পরিণত হইয়া গেল। মকবুল বান্দার অতি সাধারণ কার্যগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহার শত শত নয়ির ইতিহাসে বিদ্যমান। অতএব, সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার উপর নির্মল আস্থা ও ভরসা রাখা চাই।

হ্যরত ইসমাইলের বিবির কাহিনী

খানায়ে কা'বা নির্মাণের পর হ্যরত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ আরও দুইবার মকায় আগমন করেন। কিন্তু একবারও পুত্র ইসমাইল (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। প্রথম বার আসিয়া হ্যরত ইসমাইলের বিবিকে বাড়ীতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতি-পাত করিতেছ? উত্তরে বিবি বলিলেনঃ আমরা অত্যন্ত মুছিবতের ভিতর কাল্যাপন করিতেছি।

অতঃপর হয়রত ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ বলিলেনঃ আচ্ছা তোমার স্বামী (হয়রত ইসমাঈল) বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও এবং ইহাও বলিও যে, তিনি (খালীলুল্লাহ) বলিয়াছেন, আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে। কিছুদিন পর হয়রত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিলেন, বিবির নিকট হইতে বিস্তারিত খবর অবগত হইলেন।

অতঃপর হয়রত ইসমাঈল (আঃ) বলিলেনঃ উক্ত আগস্তক আমার পিতা এবং চৌকাঠ তুমি নিজে। তিনি এই কথাই বলিয়াছেন যে, আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ করি। ইহার পর হয়রত ইসমাঈল এই বিবিকে তালাক দিয়া অন্য এক বিবাহ করিলেন।

নব-বধূকে বাড়ী রাখিয়া তিনি পুনরায় বিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) আগমন করিলেন। নব-বধূকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? বিবি উত্তর করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আমরা সুখেই কালায়াপন করিতেছি। হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম তাহার জন্য দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও, ইহাও বলিও যে, সে যেন তাহার ঘরের চৌকাঠ ঠিকই রাখে। অল্পদিন পরেই হয়রত ইসমাঈল বাড়ী আসিলেন এবং যাবতীয় বিষয় অবগত হইলেন। তৎপর বলিলেন, উক্ত আগস্তক আমার পিতা এবং উক্ত চৌকাঠ তুমি নিজেই। অর্থাৎ, তিনি বলিয়াছেন, তোমাকে আমার নিকট রাখিতে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, প্রথমা বিবির না-শুকরির কারণে এক নবীর অসন্তুষ্টির দরজন অন্য নবী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়া বিবি শুকরগোয়ার হওয়ার পরিণামে এক নবীর সন্তুষ্টি ও দো'আর বরকতে অন্য নবী তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখা মোনাসেব মনে করিলেন। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্-বিশ্বাসী মানুষের কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ধৈর্য সহকারে রায়ী থাকিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শোকর গোয়ার হওয়া। ইহাই অতি উত্তম পঞ্চা।

বাদশাহ নমরংদের কল্যা

যে নমরংদ হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার এক কন্যার নাম রেয়’যা। হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালামকে ভীষণ অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। শত শত লোক উহা দেখিবার জন্য ভিড় করিল। নমরংদের কন্যাও একটি উঁচুস্থানে ঢিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে দেখিল, এই ভীষণ প্রজ্জলিত অগ্নি হয়রত ইব্রাহীমের লোমও স্পর্শ করিতেছে না। তৎক্ষণাত সে উচ্চেংস্বরে জিজ্ঞাসা করিলঃ ওহে ইব্রাহীম! তোমাকে অগ্নি কেন জ্বালাইতেছে না? উত্তরে খালীলুল্লাহ্ বলিলেনঃ ঈমানের বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতেছেন। তখন রেয়’যা বলিয়া উঠিলঃ আপনার অনুমতি পাইলে এক্ষুণি আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হয়রত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম বলিলেন, তুমি ‘লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ্’ বলিয়া এখানে চলিয়া আস। তৎক্ষণাত সে কলেমা পড়িয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল, অগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিল না। রেয়’যা অগ্নি হইতে বাহির হইয়া তাহার বাবা নমরংদকে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলিলেন। ইহাতে শুন্দ হইয়া নমরংদ তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন করিল। কিন্তু সকল উৎপৌড়ন নির্যাতন তাহার আটল ঈমানের মোকাবেলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নমরংদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু তাহার আদরণীয় মেয়েকেও সে হারাইল। সুবহানাল্লাহ! কত নির্ভীক সাহসী মেয়েটি। অকথ্য নির্যাতন, অসহনীয় উৎপৌড়ন

সকলই পরাভূত হইল তাহার ঈমানের সামনে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এহেন বিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ হওয়া যাহার নিকট শত বাধা-বিপত্তি পদদলিত নিষ্পেষিত হয় অনায়াসে।

আইয়ুব নবীর স্তু বিবি রহীমা

বিবি রহীমা নবী আইয়ুব (আঃ)-এর বিবি। একদা নবীর তামাম দেহ দুর্গন্ধময় ঘায়ের দরজন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। তখন সমস্ত চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী নবীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই ভয়াবহ সংকটকালেও বিবি রহীমা স্বামীকে ছাড়িয়া যান নাই। সর্বদা স্বামীর খেদমতে মশগুল থাকেন। ঘটনাচক্রে একবার তিনি নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীর খেদমতে হাজির হইতে পারেন নাই। ইহার মূলেও ছিল ইবলিসের কারসাজি। ইবলীস মানুষের আকৃতিতে আসিয়া আইয়ুব নবীর নিকট মিথ্যা তোহমত লাগাইয়াছিল। ফলে নবী রাগাঞ্চিত হইয়া কসম খাইয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিবি রহীমাকে একশত দোর্বা মারিবেন। অতঃপর নবী সুন্দ হইয়া উক্ত ওয়াদা পুরা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযেল করিলেন, হে নবী! আপনি শত শলা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু লইয়া তাহাকে মাত্র একবার প্রহার করুন, তবেই আপনার কসম পুরা হইবে।

হযরত বিবি রহীমা নবী জাতির আদর্শ। তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক। নবীর ভীষণ বিপদের সময় যখন সকল ধাঁধী-দাসী তাহার সাহচর্য ত্যাগ করিল, অন্যান্য বিবিগণ নবীকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তে বিবি রহীমা স্বামীর সেবায় নিমগ্না রহিলেন। এই নির্মল স্বামী-ভক্তি, খেদমত ও ছবর এখতেয়ার করার দরজন বিবি রহীমাকে ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া নিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহার সুপারিশ কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামের কাহিনী কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন মিসরের বাদশাহ তখন একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় তাহার অন্যান্য ভাতাগণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য তাহার নিকট আগমন করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালামের অঙ্গ চোখের উপর ঢালিয়া দিবার জন্য তাহার একখানা জামা ভাতাগণের নিকট অর্পণ করেন। (উল্লেখযোগ্য যে, পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামকে হারাইয়া কাঁদিতে চক্ষু অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।) আরও বলিলেন, তাহাদিগকে সপরিবারে তাহার নিকট চলিয়া আসিতে।

ইউসুফ (আঃ) ভাতাগণকে বিদায় করিলেন। উক্ত জামার বরকতে পিতা ইয়াকুবের অঙ্গ চক্ষু ভাল হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা সকলেই সপরিবারে মিসরে পৌঁছিয়া হযরত ইউসুফের সহিত মিলিত হইলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতা ইয়াকুব (আঃ) ও তাহার খালাকে সম্মানার্থে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভাতাগণ তাহার সম্মানার্থে সজ্দা করিল। সেই জমানায় সালামের পরিবর্তে সজ্দার প্রচলন ছিল। এই যমানায় সজ্দা করা না জায়ে—বিলকুল হারাম। ইউসুফ (আঃ)-এর মাতার এন্টেকাল হইলে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাহার খালাকে বিবাহ করেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, তিনিই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এবং তাহার নাম রাখেলা। ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছেন, এই ঘটনাই আমার বাল্যকালীন খাবের তাবির। তিনি খাবে দেখিয়া-ছিলেন, চন্দ্ৰ-সূর্য এবং এগারাটি নক্ষত্র তাহাকে সজ্দা করিতেছে।

এখানে চিন্তার খোরাক ইহাই যে অবলা একজন নারী তিনিও কত বড় বোয়ুর্গী হালেল করিয়াছিলেন। এত বড় একজন পয়গম্বরও তাহাকে শান্তিকরে সহিত অভিনন্দিত করিলেন, সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

হয়রত মূসা (আঃ)-এর মাতা

তাহার মোবারক নাম ইউখান্দ। সেই যমানার পণ্ডিতগণ ফেরআউনকে আতঙ্কিত করিয়াছিল যে, বনি-ইস্রায়ীল কওমে এক ছেলের জন্ম হইবে। আর সেই ছেলেই তোমার এই সোনার বাদশাহী ধূলিসাং করিয়া ফেলিবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ফেরআউনকে ভীষণ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে সমস্ত রাজকীয় লোকদের হৃকুম করিল, বনি-ইস্রায়ীল কওমের ছেলে সন্তানদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলিতে। হৃকুম পালনার্থে বনি-ইস্রায়ীলের হাজার হাজার মাচুম ছেলে সন্তানকে হত্যা করা হইল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কালের পর কাল, দিনের পর দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। কোন সন্তানকেই এই চরম নির্ণুরতা হইতে রক্ষা করা কাহারো পক্ষে সন্তুষ্ট ছিল না। ঠিক এই ভয়াবহ মুহূর্তে হয়রত মূসা (আঃ) জন্ম নিলেন বনি-ইস্রায়ীল কওমে। হয়রত মূসার মাতার নিকট আল্লাহু তা'আলার তরফ হইতে এলাহাম হইলঃ তুমি নিশ্চিতে ছেলেকে স্তন্য পান করাইতে থাক। যখন আশংকা হয় যে, ছেলের জন্ম সংবাদ শীঘ্ৰই প্রচার হইয়া যাইবে, ফলে ফেরআউনের লোক আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, তখন তুমি ছেলেকে সিন্দুকে ভরিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দিও। ইহার পর ছেলেকে পুনরায় তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার দায়িত্বে রহিল। একদিন সত্য সত্তাই মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া অসীম অতল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। অবশ্যে দেখা গেল, আল্লাহু তা'আলাও স্থীয় ওয়াদা যথাযথ পুরা করিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য ইহাই যে, অবলা একজন নারী—কিন্তু তাহার ঐশ্বীপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস কত প্রবল! আল্লাহু আদেশ রক্ষার্থ সদ্যপ্রসূত দুঃখপোষ্য শিশুকে সিন্দুকে ভরিয়া তরঙ্গমালা বিশুদ্ধ বিশাল সাগর বক্ষে নিষ্কেপ করিলেন। আল্লাহু তা'আলাও বান্দার কৃতকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দান করিলেন।

হয়রত মূসা (আঃ)-এর ভগী

মূসা (আঃ)-এর ভগীর নাম নিয়া মতভেদে আছে। অনেকের মতে মরহিয়ম—আবার কাহারো মতে কুলসুম। আল্লাহু তা'আলার আদেশ পাইয়া হয়রত মূসার মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মরহিয়মকে নির্দেশ দিলেন সিন্দুক ভাসিয়া কোথায় যায়, অবশ্যে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য।

সিন্দুকটি সাগরে ভাসিতে ভাসিতে টেউয়ের তালে তালে নাচিতে যালেম বাদশাহু ফেরআউনের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ফেরআউনের লোকেরা কৌতুহলী মনে সিন্দুক উঠাইয়া খুলিয়া ফেলিল। উহাতে তাহারা সুন্দর ফুটফুটে সোনালী চেহারার এক ছেলে দেখিতে পাইল। ছেলেটিকে নিয়া তাহারা ফেরআউনের সামনে হাজির করিল। নির্ণুর যালেম ফেরআউন ছেলেটিকে কতল করার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল। কিন্তু ফেরআউনের নেকবৰ্থত বিবি ছেলেকে কতল করিতে দিলেন না। তাহার মাতৃ সুলভ সম্মেহে ছেলেকে আপন পুত্ররপে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া ফেরআউনও রাজী হইয়া গেল। কিন্তু ছেলেকে দুধ পান করানোর দারুণ সমস্যা দেখা দিল। ছেলে কাহারো স্তন্য পান করিতে চাহে না। সকলেই এই ব্যাপারে নিরাশ হইয়া

পড়িল। সকলেই মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল কি করা যায়? এই সময় মরইয়ম (মুসার ভন্নী) তথায় উপস্থিত হইলেন। আল্লাহর রহমতে তাঁহার মাথায় এক চূড়ান্ত বুদ্ধি হাজির হইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট এমন একজন দুধ-মায়ের সন্ধান দিতে পারি, যাহার দুধ অতি উত্তম এবং তিনি সস্তান পালনেও বিশেষ পারদর্শী। এই বলিয়া তিনি মূসা (আঃ)-এর মাতার নাম বলিয়া দিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। ছেলে তাঁহারই দুধ পান করিতে লাগিল। অতঃপর ছেলের লালন-পালন মূসা (আঃ)-এর মাতার উপরই অর্পণ করা হইল। এইভাবে আল্লাহ তাঁ'আলা স্বীয় পূর্বৰূপ ওয়াদা পুরা করিলেন।

হ্যরত মূসা (আঃ)-এর ভন্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। তাই তিনি অতি সুষ্ঠু কৌশলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে অত্যন্ত নিরাপদে ছেলের দুধ-মার স্থলে প্রকৃত মাতাকেই নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। দুশমনেরা উপস্থিত থাকিয়াও কোন কিছু টের পাইল না। অতএব, দেখা যাইতেছে আকল অত্যন্ত মূল্যবান বস্ত। আর সুবুদ্ধি বলে কাজ করিতে পারিলে উহার পরিণাম অতি উত্তম।

হ্যরত মূসা (আঃ)-এর বিবি ছফুরা

বিবি ছফুরা হ্যরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। একবার হ্যরত মূসার হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিসর শহরের এক যালেম কাফের মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ ফেরআউনের নিকট পৌঁছিল। ফেরআউন হুকুম করিল মূসা (আঃ)-কে কতল করিবার জন্য। হ্যরত মূসা ইহা জানিতে পারিয়া গোপনে ‘মাদায়েন’ শহরে রওয়ানা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে একটি কুপের নিকটবর্তী হইলেন। দেখিলেন, বহু সংখ্যক রাখাল কুপ হইতে পানি উঠাইয়া প্রত্যেকেই আপন আপন বকরীগুলিকে পানি পান করাইতেছে। আর কুপ হইতে অনতিদূরেই দুইটি মেয়ে তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভিত্তের জন্য তাহারা কুপের নিকটেই আসিতে পারিতেছে না। মূসা (আঃ) তাহাদের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল, ‘আমাদের গৃহস্থালী কার্য করিবার মত কোন পুরুষ লোক নাই। তাই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সমস্ত কার্য করিতে হয়। যেহেতু আমরা মেয়ে মানুষ; তাই অপেক্ষা করিতেছি—পুরুষগণ চলিয়া গেলে পর আমরা আমাদের বকরীদলকে পানি পান করাইব।’

মেয়ে দুইটির এই দুর্দশা দেখিয়া মূসা (আঃ)-এর মনে দয়ার সংঘার হইল। তিনি কুপ হইতে পানি উঠাইয়া তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহার পর মেয়ে দুইটি এই ঘটনা পিতার নিকট খুলিয়া বলিল। তাঁহাদের পিতা হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ) বড় মেয়েকে বলিলেন, মূসা (আঃ)-কে ডাকিবার জন্য। পিতার আদেশে বড় মেয়েটি লজ্জাবনতা হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। হ্যরত মূসা (আঃ) খবর পাইয়া হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি হ্যরত মূসার ঘটনা শুনিলেন এবং তাঁহাকে সাস্তনা দিয়া বলিলেন, বাবা! এখন তুমি যালেম বাদশার রাজ্যের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছ। এখন সে আর কিছুই করিতে পারিবে না। আর আমি আমার এই মেয়ের যে-কোন একজনকে তোমার নিকট বিবাহ দিব। কিন্তু শর্ত থাকিবে যে, আট কিলো দশ বৎসর পর্যন্ত তুমি আমার বকরী চরাইবে। ইহাতে হ্যরত মূসা (আঃ) রাজী হইয়া গেলেন।

হ্যরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বড় কন্যার সহিত হ্যরত মূসার শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বিবিকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে চলিলেন। পথিমধ্যে প্রবল শীত অনুভূত হওয়ায়

তাঁহারা অম্বির প্রয়োজন মনে করিলেন। দূর হইতে তুর পাহাড়ে অম্বি দেখিতে পাইলেন। নিকটবর্তী হইয়া বুঝিতে পারিলেন উহা অম্বি নহে—আল্লাহর নূর। এইখান হইতেই তিনি নুবুওত লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে প্রশিখানযোগ্য যে, একজন নবীর মেয়ে হইয়া তাঁহারা স্বহস্তে গৃহস্থালী কার্য করিত অথচ তাঁহাদের যথার্থ মেয়েলী লঙ্জা শরম বাকী রাখিত। এই যমানায় পর্দা-পুশিদার হুকুম যেমনি কঠোর, গৃহস্থালী কার্য করার প্রয়োজনও তেমনি অধিক। কিন্তু হালে দেখা যায় নারিগণ গৃহস্থালী কার্যে যেমনি অলস, ঠিক তেমনি নিষেজ। পক্ষান্তরে বে-পর্দা, বেহায়া ও নিলঞ্জতার কার্যে বেশ তৎপর। ইহা কিয়ামতের আলামত বৈ কি?

হ্যরত বিবি আছিয়া

খোদায়ী দাবীদার ফেরআউনের বিবি ছিলেন হ্যরত আছিয়া। আল্লাহ তা'আলার কুররতের নেশানা বে-এন্তেহা। ফেরআউন শয়তান, আর তাহারই বিবি অলীআল্লাহ। হ্যরত আছিয়ার প্রশংসা কোরআন পাকে করা হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ তা'আলার নেকটালাভ করিয়াছে। কিন্তু আওরতদের মধ্য হইতে মাত্র দুইজন পূর্ণ কামালিয়াত হাচেল করিয়াছে—বিবি মরহিয়ম ও বিবি আছিয়া। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বিবি আছিয়াই হ্যরত মুসাকে বাল্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। হ্যরত মুসাকে লালন-পালন করিবারকালেই তাঁহার মনে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল।

পূর্ণ বয়সে হ্যরত মুসা (আঃ) নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। এই খবর বিবি আছিয়ার নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন। বিবি আছিয়ার ঈমান আনার সংবাদ ঘটনাচক্রে ফেরআউনের কর্ণগোচর হইল। ফেরআউন সংবাদ পাইয়া দুঃখিত ও ক্রোধাপ্ত হইল। অবশেষে সে হ্যরত আছিয়ার উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইল। সেই অসহ্য যাতনায়ই বিবি আছিয়া ইহদুনিয়া ত্যাগ করিলেন। তবুও আল্লাহর বিশ্বাসে ঐশ্বী প্রেমের অচল-অটল রহিলেন।

ঈমান অতুলনীয় অমূল্য স্বর্গীয় বস্তু। হ্যরত আছিয়া কেমন অটল ঈমানের অধিকারিণী তাহা অনুধাবনীয়। ফেরআউন মিসরাধিপতি। বিবি আছিয়া তাহারই প্রিয়তমা মহিলা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ফেরআউন অজস্র ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া দিত। তথাপি ঈমানের ব্যাপারে আসিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে একদণ্ড ভাবিলেন না। মিসরাধিপতি স্বামীকে ভুলিলেন, সমস্ত আরাম-আয়েশ জলাঞ্জলি দিলেন, প্রাণ দিলেন, তবু ঈমান ছাড়িলেন না। প্রত্যেক আদর্শ মুসলমানের ইহাই পরিচয়।

ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী

ফেরআউন-কন্যার ছিল এক বাঁদী। তাঁহার যাবতীয় খেদমতের ভার উক্ত বাঁদীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সে গোপনে আল্লাহর নবী হ্যরত মুসার উপর ঈমান রাখিত। ফেরআউনের ভয়ে সে তাহা কখনো প্রকাশ করিত না। একদা সে শাহজাদীর চুল আঁচড়াইতেছিল। এমন সময় তাঁহার হাত হইতে চিকণী মাটিতে পড়িয়া যায়। মাটি হইতে উহা উঠাইবার সময় বিসমিল্লাহ বলিল। শাহজাদী ইহা শুনিয়া চমকিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ তুই কি বলিলি, ইহা কাহার নাম? উভয়ের বাঁদী বলিলঃ আমি তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়াছি যিনি এই নিখিলের শ্রষ্টা। তোমার পিতার সৃষ্টিকর্তা এবং বাদশাহীদাতা। বাদশাহজাদী বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতার চেয়েও কি কেহ বড় আছেন?

অতঃপর শাহজাদী দোড়াইয়া গিয়া পিতা ফেরআউনের নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বলিল। ফেরআউন বাঁদীকে ডাকিয়া পাঠাইল। বাঁদী নির্ভয়ে ফেরআউনের সামনে হাজির হইল। ফেরআউন তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে জলিয়া গেল। তাহাকে ভয় দেখাইল, গালিগালাজ করিল। বাঁদী হাসি-মুখে বলিয়া দিলঃ আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, আমি কিছুতেই ঈমান ত্যাগ করিব না। ইহাতে বাঁদীর উপর অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষণ করা হইল। কিন্তু সে ঈমান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। তারপর তাহার কোলের শিশুকে অগ্নিতে নিষ্কপ করা হইল। শিশুটি অগ্নিতে নিষ্কপ হইবার সময় বলিয়া গেল—আশ্মা, ঈমান নষ্ট করিবেন না। ইহার পর বাঁদীকে হাত ধাধিয়া অগ্নিতে ফেলান হইল। সে জান দিল, কলিজার টুকরা শিশুকে হারাইল, তবু ঈমানের মায়া ছাড়িল না।

এতেন ঘটনা হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। মোটকথা, ঈমান অমূল্য রত্ন। শতবাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করিয়া, জান কোরবান দিয়াও ঈমানকে রক্ষা করা চাই। ইহাই মুসলমানের একমাত্র সম্বল।

হ্যরত মুসার এক বৃদ্ধা লক্ষ্ম

মিসরাধিপতি ফেরআউন খোদায়ী দাবী করিল। যাহারা তাহাকে খোদা বলিয়া মানিল তাহারা নিশ্চিন্ত রহিল। আর যাহারা মানিল না সে তাহাদের উপর অসহনীয় উৎপত্তি নির্যাতন চালাইল। ফলে, খোদা-বিশ্বাসী হ্যরত মুসা নবীর অনুসারীদের কঠের আর সীমা রহিল না। শেষে একদিন হ্যরত মুসা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রা আল্লাহর নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইলেন। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভক্তবৃন্দকে নিয়া দেশ ত্যাগ করিতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

আল্লাহর আদেশ পাইয়া হ্যরত মুসা আলাইহিস্সালাম আর কাল বিলম্ব করিলেন না। সঙ্গী সাথী, ভক্তবৃন্দ সকলকে লইয়া তিনি অচেনা পথের যাত্রী হইলেন। পথ চলিতে চলিতে লোহিত সাগর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখন দরিয়া পার হওয়ার ভীষণ সমস্যা দেখা দিল। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন পথই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে মুসা আলাইহিস্সালাম স্বীয় লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, কে আছ, যে ইহার ভেদ আমাকে বলিতে পার ? এক বৃদ্ধা হাজির হইয়া বলিতে লাগিলঃ হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম স্বীয় এন্টেকালের সময় তাহার বংশধরগণকে বলিয়াছিলেনঃ যদি তোমরা কোন সময় মিসর দেশ ত্যাগ করিয়া যাও, তবে আমার কবরকেও তোমাদের সহিত লইয়া যাইও, নচেৎ তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। মুসা আলাইহিস্সালাম বৃদ্ধাকে কবরের স্থান নির্দেশ করিতে বলিলেন। বৃদ্ধা বলিলঃ হে নবী ! আপনি আমাকে একটি স্বীকারক্তি প্রদান করিলেই আমি কবরের সন্ধান দান করিব। মুসা (আঃ) বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার সেই স্বীকারক্তি কি ? বৃদ্ধা আরয় করিলঃ আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হটক এবং বেহেশ্তে আপনার নিকট আমার স্থানলাভ ঘটুক। মুসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিলেনঃ এলাহী ! এই ব্যাপারে আমার তো কোন কিছু করিবার নাই। আল্লাহর তরফ হইতে আশ্বাস বাণী আসিল, হে মুসা ! আপনি স্বীকার করুন; আমি উহা পূর্ণ করিব। অতঃপর হ্যরত মুসা (আঃ) বৃদ্ধাকে এই আশ্বাস-বাণী শুনাইলেন ! বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইয়া কবরের ঠিকানা বলিয়া দিল। উহা দরিয়ার মাঝখানে ছিল। কবর বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও মিলিয়া গেল।

এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল, এই বৃদ্ধা কত বড় বুর্যুগ ছিলেন। তিনি এখানে দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদের লোভ করিলেন না। তিনি সবকিছু ভুলিয়া চাহিলেন আখেরাতের উন্নতি ও শাস্তি। যেহেতু দুনিয়ার আরাম আয়েশ নছিব পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে মিলিয়া যায়। তাই ক্ষণস্থায়ী দুই দিনের দুনিয়ার লোভ-লালসা জলাঞ্জলি দিয়া চিরস্থায়ী চির-শাস্তিময় আলমে আখেরাতের উন্নতি বিধান ও শাস্তি কামনা করাই মুসলমানের কাজ।

হাইসুরের ভগী

কোরআন শরীফে হ্যরত মূসা ও হ্যরত খিয়ির (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে আল্লাহ তা'আলার হৃকুমে খিয়ির (আঃ) এক ছোট শিশুকে মারিয়া ফেলেন। হ্যরত মূসা (আঃ) পেরেশান হইয়া খিয়ির (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এই নিষ্পাপ শিশুটি কি অন্যায় করিল, যদ্যরুন আপনি তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন? উভরে হ্যরত খিয়ির (আঃ) বলিলেন, এই শিশুটি বয়স্ক হইলে কাফের হইত। তাহার মা-বাপ উভয়েই ঈমানদার লোক। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে ছেলের মহৱতে পড়িয়া ঐ ঈমানদার মা-বাপেরও কাফের হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই এই শিশুকে হত্যা করার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা এখন উক্ত ছেলের পরিবর্তে এক মেয়ে দান করিবেন। সে হইবে সকল খারাবী হইতে পাক-পবিত্র এবং মা-বাপের জন্য মঙ্গলজনক। এই সম্পর্কে অনেক কিতাবে লিখিত রহিয়াছে যে, উক্ত মা-বাপের ঘরেই এক মেয়ের জন্ম হইয়াছিল। তাহার বিবাহ হইয়াছিল এক পয়গাম্বরের সহিত এবং তাহার বৎশরণগণের মধ্যে সন্তুর জন হইয়াছিলেন পয়গাম্বর। উক্ত ছেলের নাম ছিল হাইসুর। আর এই নেককার মেয়ে ছিলেন হাইসুরেরই ভগী।

সোবাহানাল্লাহ! মেয়েটি কত বড় বুর্যুগ ছিলেন। যাহার বৎশরণগণের মধ্যে সন্তুর জন পয়গাম্বর হইয়াছিলেন। আর তাহার তারিফ কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈমানদার লোকের কর্তব্য যাবতীয় গোনাহের কাজ হইতে পরহেয়ে করিয়া আল্লাহ তা'আলার রেয়ামন্দি হাচেল করিয়া ইহজীবন ও পরজীবনকে সার্থক করিয়া তোলা।

হ্যরত বিলকিস

বিলকিস ছিলেন ‘সাবা’ রাজ্যের বাদশাহ। হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-কে এক ভদ্রদেবী জানোয়ার খবর দিল, সে এক স্ত্রী বাদশাহকে দেখিয়াছে যে, সে সূর্য পূজা করিয়া থাকে।

হ্যরত সোলায়মান (আঃ) উক্ত স্ত্রী বাদশাহৰ নিকট পত্র লিখিলেন। উক্ত জানোয়ারের মারফতই তিনি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখা ছিল, তোমরা অন্যায়ে মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

যথসময়ে বাদশাহৰ নিকট পত্র পৌঁছিল। পত্র পাইয়া বাদশাহ উজির সকলেই বিশেষ চিহ্নিত হইয়া পড়িল। অবশ্যে বাদশাহ স্থির করিল, প্রথমতঃ তাহার খেদমতে যৌতুক উপটোকন পেশ করা হউক। উপটোকন গ্রহণ করিলে বুবিব তিনি দুনিয়াদার বাদশাহ, অন্যথায় বুঝা যাইবে তিনি সত্য পয়গাম্বর। যথসময়ে উপটোকন হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি উপটোকন গ্রহণ করিলেন না এবং জানাইয়া দিলেনঃ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবুল না করিলে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব।

এই সংবাদ যখন হ্যরত বিলকিসের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন ইহা ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী আল্লাহৰ সত্য পয়গাম্বরের উক্তি। অতঃপর তিনি ইস্লাম

কবুল করিবার জন্য স্বীয় শহর হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে হ্যরত সোলায়মান (আঃ) হ্যরত বিলকিসের শাহী-তখ্তখানি তাহার দরবারে আনিয়া রাখিলেন। শাহীতখ্তের মোতী ও জওহরসমূহ উঠাইয়া অন্যভাবে লাগান হইল।

এদিকে হ্যরত বিলকিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোলায়মান (আঃ) তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান পরীক্ষা নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা দেখ তো, (বিলকিসের সিংহাসনের প্রতি ইশারা করিয়া) ইহা কাহার সিংহাসন? বিলকিস উত্তর করিলেনঃ ইহা তো আমার বলিয়াই মনে হয় কিন্তু চুরুত সামান্য পরিবর্তিত দেখা যায়। ইহাতে তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর বলিয়াই সাব্যস্ত হইলেন।

হ্যরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় খোদা-প্রদত্ত শাহী-তখ্তের মহস্ত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটি পানিপূর্ণ হাউয়ে কাঁচের ফরস বিছাইতে আদেশ করিলেন। তাহাই করা হইল। অতঃপর হ্যরত সোলায়মান (আঃ) হাউয়ের অপর পারে গিয়া বসিলেন। যেখানে যাইতে হাউয়ের কিনারায় গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। যেহেতু হাউয়ের উপর কাঁচ নজরে আসিতেছিল না। অবশ্যে যখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হাউয়ের উপর কাঁচের ফরস বিছান হইয়াছে, তখন তিনি নির্বিশেষে উহার উপর দিয়া চলিয়া আসিলেন।

হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামান্য দুইটি মোজেয়া দেখার পরই তাহার মাথা হইতে সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার বিদ্যায় হইল। আনত মন্তকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকা বশতঃই তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেকের মতে তিনি সমগ্র জাহানের বাদশাহ হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রিয়তমা মহিষী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করিয়াছিলেন।

বনি-ই-শ্রায়ীলের এক দাসী

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, বনি-ই-শ্রায়ীল কওমের একজন স্ত্রীলোক এক শিশুকে দুধ পান করাইতেছিল। এই সময় বহু শান-শাওকতের সহিত এক আরোহী ঐ পথ দিয়া অতিক্রম করিল। আরোহীকে দেখিয়া মা দোঁআ করিল, ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলেকে এই রকম বড় শান-শাওকতদার বানাইয়া দাও। ইহা শুনিয়া ছেলে স্তন্য পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ আল্লাহ! আমাকে এইরূপ বানাইও না।

কিছুক্ষণ পর একদল লোক এক বাঁদীকে ঢোর মনে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া মা বলিল, আল্লাহ! আমার ছেলেকে এমন বানাইও না। ছেলে দুঃখ পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ ইহা আল্লাহ! আমাকে এমনই বানাইয়া দাও।

ছেলের মা ছেলের কথার কোন ভেদ খুঁজিয়া পাইল না। ছেলেকে ধর্মকি দিয়া বলিয়া উঠিলঃ এ কেমন কথা! উত্তরে ছেলে বলিল, উক্ত আরোহী একজন অত্যাচারী যালেম। আর এই বাঁদী নির্দোষ ময়লুম। আল্লাহ! ময়লুমের সাহায্যকারী দোষ্ট।

বিষয়টি বড়ই প্রশিধানযোগ্য। উক্ত আরোহী সাধারণ সমক্ষে সম্মানের পাত্র কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট ঘণ্যে ও নিকষ্ট। আর এই বাঁদী সাধারণ সমক্ষে অপমানিত লাঙ্ঘিত, কিন্তু আল্লাহর দরবারে মকবুল ও সম্মানিত। সাধারণতঃ গরীব দুর্বলের উপর সামান্য সন্দেহ করিয়াই যা-তা ব্যবহার করা হয়। অথচ তাহা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ সে নির্দোষ, আল্লাহর মকবুল বান্দা।

বনি-ইন্দ্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী

মুহাম্মদ ইবনে-কা'র হইতে বর্ণিত, বনি-ইন্দ্রায়ীল কওমে এক ব্যক্তি বড় আলেম ও আবেদ ছিলেন। বিবির সঙ্গে তাহার খুব মহৱত ছিল। একদা আকস্মিকভাবে বিবির মৃত্যু হইল। ইহাতে স্বামীর মনে এত কষ্ট হইল যে, তিনি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িলেন। জনগণের সহিত মেলা-মেশা ত্যাগ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া একজন মেয়েলোক তাহার নিকট হাজির হইল। সে বাড়ীর অপরাপর লোকদের নিকট আরয় করিল যে, আমি আলেম ছাহেবের নিকট একটি মাসআলা জানিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে আলেম ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সাক্ষাতের অনুমতি পাইল।

আলেমের সম্মুখীন হইয়া স্ত্রীলোকটি আরয় করিলঃ হ্যুর! আমি আমার প্রতিবেশীর নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া নিয়া বহুদিন যাবৎ উহা পরিয়া আসিতেছি। এখন সে উহা ফেরত নিতে চাহে। উহা কি তাহাকে ফেরত দিতে হইবে? আলেম ব্যক্তি বলিলেনঃ বেশক, উহা ফেরত দিতে হইবে। স্ত্রীলোকটি বলিলঃ আমি তো উহা এক যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখন উহা কিরক্ষে ফেরত দিব? ইহাতে আলেম বলিলেনঃ এখন তো উহা আরও সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত; যেহেতু এত দিন সে রেয়াআত করিয়া তোমার নিকট রাখিয়াছে।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি আলেমকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। তবে আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আল্লাহ্ তা'আলা একটি জিনিস আপনার নিকট এত দিন রাখিয়াছিলেন, এখন নিয়া গেলেন। সে-জন্য চিন্তা করিবার কি আছে? ইহাতে আলেমের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। তাহার আর চিন্তা রহিল না। আওরতের নীতিবাক্যে তিনি বড়ই উপকৃত হইলেন। সকলেই আওরতের বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল।

হ্যরত বিবি মরহিয়ম

বিবি মরহিয়মের জন্মের পূর্বে তাহার মাতা মান্ত করিয়াছিলেন—তাহার পেটের সন্তানকে তিনি মসজিদের খেদমতের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। ইহার পর হ্যরত মরহিয়মের জন্ম হইল। তাহার মাতা স্বীয় মান্ত পুরা করিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দেসে উপস্থিত হইলেন। সমবেত বুয়ুর্গণের নিকট আরয় করিলেনঃ এই মেয়েটি মান্তের, ইহাকে রাখুন।

সকলেই মেয়েটির অপূর্ব আকৃতি-প্রকৃতি ও কৃপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মেয়েটির লালন-পালন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তন্মধ্যে হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)-ও ছিলেন। তিনি সম্পর্কে বিবি মরহিয়মের খালু হইতেন। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল মেয়ের লালন-পালন করিবেন হ্যরত যাকারিয়া (আঃ)। অঙ্গদিনেই যথাযথ আদর যত্নে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে শেয়ানা হইয়া গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরহিয়মকে কোরআন পাকে ‘ওলী’ ফরমাইয়াছেন। অনেক সময় গায়ের হইতে তাহার নিকট সুস্থাদু ফল-মূল আসিত। হ্যরত যাকারিয়া আলাইহিস্সালাম এইসব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তিনি উত্তরে বলিলেনঃ এই সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। মোটকথা, বিবি মরহিয়মের তামাম জেন্দেগীই অলৌকিক। এমনকি পরিণত বয়সে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতেই গর্ভবতী হন বিনা স্বামীতে। আর এই সন্তানই হইলেন হ্যরত দুসা আলাইহিস্সালাম।

বিনা স্বামীতে সন্তান লাভ হওয়ায় জন-সাধারণ সতী সাধ্বী বিবি মরইয়মকে গালিগালাজ করিতে লাগিল। নানা জনে নানা তোহমত লাগাইতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা বিবি মরইয়মের সন্তান হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে জন্মের পরক্ষণেই কথা কহিবার শক্তি দান করেন। সদ্য-প্রস্তুত শিশুর মুখে স্পষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার বিনা বাপে জন্ম হওয়া, একমাত্র সর্বশক্তিমানের অসীম কুরুত। বস্তুতঃ বিবি মরইয়ম নির্দোষ নিষ্কল্প সতী নারী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হ্যুরে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে মাত্র দুইজন কামেল বুর্যুর্গ আছেন একজন বিবি মরইয়ম, অন্যজন বিবি আছিয়া।

হ্যরত খাদিজা

বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী। পঁচিশ বৎসর বয়সে ইতিহাস প্রসিদ্ধা ; সচরিত্বা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যপরায়ণা চালিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা খাদিজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বিবাহ হয়। সকলেই বিবি খাদিজাকে ‘তাহেরা’ অর্থাৎ পবিত্রা বলিয়া ডাকিত। একদা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি খাদিজাকে বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে হ্যরত জিবায়ীল আমীন আপনার নিকট সালাম নিয়া আসিয়াছেন। হ্যরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে চারিজন সর্বশ্রেষ্ঠা ;—(১) হ্যরত মরইয়ম। (২) হ্যরত আছিয়া। (৩) হ্যরত খাদিজা। (৪) হ্যরত ফাতেমা।

ইসলামের আবির্ভাবের প্রারম্ভেই সর্বগ্রথম মুসলমান হন বিবি খাদিজা। সেই সময় ইসলাম প্রচার করিতে গিয়া কাফেরদের গালিগালাজ, অত্যাচার-উৎপীড়নে রাসূলুল্লাহ যখন পেরেশান হইয়া পড়িতেন, তখন বিবি খাদিজা তাঁহাকে পূর্ণ সান্ত্বনা দান করিতে সক্ষম হইতেন। বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমনি মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন, রাসূলুল্লাহ ও বিবি খাদিজাকে ঠিক তেমনি ভালবাসিতেন।

হ্যরত সওদা

হ্যরত সওদা ছিলেন নবী-করীমের বিবিগণের অন্যতমা। তিনি তাঁহার ভাগের বাসর রাত্রিগুলি হ্যরত আয়েশাকে দিয়া দিয়াছিলেন। হ্যরত আয়েশা বলেনঃ একমাত্র হ্যরত সওদা ব্যতীত অন্য কোন আওরতকে দেখিয়া আমার আগ্রহ জাগে নাই যে, আমি তাঁহার মত হই। হ্যরত সওদাকে দেখিলে আমি মনে মনে আরযু করিতাম, আমি যদি তাঁহার মত হইতাম।

আমাদের দেশী কথায় হ্যরত আয়েশা হ্যরত সওদার সতীন। হালে এক সতীন অন্য সতীনের সম্পর্ক হয়—সাপ বেজীর সম্পর্ক। আর সামান্য কারণে একে অপরের জানী দুশ্মন হইয়া দাঁড়ায়। এখানে দেখা যায়, হ্যরত সওদা হ্যরত আয়েশাকে স্বীয় বাসর রাত্রিগুলি দিয়া দিয়াছেন। আর হ্যরত আয়েশা সাদা দিলে, মুক্ত প্রাণে স্বীয় সতীনের তারিফ করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাই হইল ইসলামের সনাতন আদর্শ। এই বাস্তব আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া সকল মুসলমানেরই সচেতন হওয়া উচিত।

হ্যরত আয়েশা ছিদ্রীকা

হ্যরত আয়েশা রাসূলুল্লাহ প্রিয়তমা সহধর্মণী অতি অল্প বয়সেই তিনি বিবাহিতা হন। তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল তীব্র, অত্যন্ত প্রখর। হ্যরতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবিগণ তাঁহার নিকট মাসআলা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার মোবারক আখলাক চরিত্র মহান গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

একদা জনৈক ছাহাবী মহানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সহিত আপনার বেশী মহবত ?
হ্যরত (দঃ) উভয়ের বলিলেন, আয়েশাৰ সহিত এবং আবু বকরেৰ সহিত।

হ্যরত আয়েশা নারী জগতেৰ শীৰ্ষস্থানীয়া। তিনি নারী হইয়াও কত বড় জ্ঞানেৰ অধিকারিণী ছিলেন। বড় বড় আলেম ছাহাবিগণ তাহার নিকট শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিতেন। মোটকথা, এলম হাচেল কৰিতে হইলে আত্মগৰ্ব ও লজ্জা ত্যাগ কৰিতে হয়। চাই এলম বয়োকনিষ্ঠেৰ নিকট থাক বা নারীৰ নিকট থাক, উহা হাচেল কৰিতে লজ্জা কৰা উচিত নয়।

হ্যরত হাফ্সা

নবী কৰীমেৰ নেক বিবিগণেৰ মধ্যে হাফ্সা একজন। একদা কোন কাৱণে নবী কৰীম রাগ কৰিয়া হ্যরত হাফ্সাকে তালাক দেন। তৎক্ষণাত জিৱায়ীল আমিন আসিয়া নবীৰ নিকট সুপারিশ কৰিলেন, হে নবী ! আপনি হ্যরত হাফ্সার তালাক ফিৱাইয়া লউন। যেহেতু তিনি দিনেৰ বেলা রোয়া থাকেন এবং রাত্ৰিতে জাগ্রত থাকিয়া নামায আদায কৰেন। এছাড়া তিনি দানে মুক্ত হস্ত। হ্যরত হাফ্সা স্বীয় ভাইকে অছিয়ত কৰিয়া যান, তাহার ভূ-সম্পত্তি আল্লাহৰ ওয়াস্তে ওয়াক্ফ কৰিয়া উহার যথাযথ বন্দোবস্ত কৰিতে।

হ্যরত হাফ্সা একজন খোদাভক্তা, এবাদত প্ৰিয়া, মুক্তমনা ও দানশীলা নারী ছিলেন। এই সমস্তেৰ বেদৌলতেই আল্লাহু তা'আলার তৱফ হইতে তাহার তালাক ফিৱাইয়া লওয়াৰ জন্য সুপারিশ কৰা হইয়াছিল। হ্যরত হাফ্সার ন্যায় দীনদারী এখতেয়াৰ কৰা সকলেৱই কৰ্তব্য।

হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ

হ্যরত যয়নব বিন্তে জাহাশ নবী কৰীমেৰ বিবি। হ্যরত যায়েদ একজন ছাহাবী। নবী কৰীম তাহাকে পোষ্যপুত্ৰ কৰিয়া রাখিয়াছিলেন। হ্যরত যায়েদ বয়স্ক হইলেন। নবী কৰীম তাহার বিবাহেৰ ব্যবস্থা কৰিতে লাগিলেন। হ্যরত যয়নবেৰ জন্য তাহার ভাইয়েৰ নিকট পয়গাম পাঠাইলেন। কিন্তু হ্যরত যায়েদেৰ হিসাবে তাহারা নিজদিগকে খান্দানী মনে কৰিতেন। তাই বিবাহেৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলেন।

এদিকে আল্লাহু তা'আলা “ওহী” প্ৰত্যাদেশ নাযেল কৰিলেন। “পয়গাম্বৰেৰ নিৰ্বাচনেৰ পৰ
কোন মুসলমানেৰ কোন ওয়ৰ থাকা উচিত নয়।” ইহার পৰ উভয়েই এই বিবাহে সম্মতি
জানাইলেন। যথৱীতি বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিবাহেৰ পৰ স্বামী-স্ত্ৰীৰ সদভাৱ দেখা গেল
না। শেষ পৰ্যন্ত হ্যরত যায়েদ স্ত্ৰীকে তালাক দেওয়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলেন। নবী কৰীম অনেক
বুৰাইলেন, নিষেধ কৰিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পাৱিলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (দঃ)
বিশেষ চিহ্নিত হইলেন। ভাৰিলেন, বিবাহেৰ পূৰ্বেই ইহাতে ভাই-বোন অসম্মত ছিল। কেবলমা৤
আমাৰ ইচ্ছার উপৰ উভয়ে রায়ী হইয়াছিল। এখন যদি তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়েৰ
মনে আৱ দুঃখেৰ সীমা থাকিবে না।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ (দঃ) স্থিৰ কৰিলেন, সকল সমস্যা সমাধানেৰ নিমিত্ত তিনি স্বয়ং হ্যরত
যয়নবকে বিবাহ কৰিবেন। ইহাতে উভয়েই সান্ত্বনা লাভ কৰিবে; কিন্তু বেঙ্গমান লোকেৱা অবশ্যই
তোহমত লাগাইবে। তাহারা বলিবে যে, নবী স্বীয় পুত্ৰ-বধূকে বিবাহ কৰিয়াছেন। ইতিমধ্যেই
হ্যরত যায়েদ তাহাকে তালাক দিয়া দিলেন।

ইদত পুৱা হইয়া গেল। নবী কৰীম স্বয়ং বিবাহেৰ পয়গাম দিলেন। ওয়ু কৰিয়া নামায আদায
কৰত আল্লাহু তা'আলার নিকট মুনাজাত কৰিলেন। আয় আল্লাহ ! আমি নিজ বুদ্ধিতে কোন কাজ

করি না, কেবল আপনার আদেশেই করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ্ সীয় রাসূলের উপর “ওহী” নাফিল করিলেন, “আমি তাঁহার বিবাহ আপনার সহিত করিয়া দিলাম।” রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যয়নবকে এই আয়াত শুনাইয়া দিলেন। হ্যরত যয়নব অন্যান্য বিবিগণের সহিত ফখর করিয়া বলিতেন, দেখ! তোমাদের বিবাহ মা-বাপের দ্বারা হয়, আর আমার বিবাহ আল্লাহ্ তা’আলা করাইলেন। এই সময় হইতেই নারীদের পর্দার হুকুম জারি হয়। হ্যরত যয়নব খুব দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত নরম, দয়ায় পরিপূর্ণ।

একবারের এক ঘটনা। হ্যরতের সকল বিবিগণই মিলিতভাবে হ্যরতের নিকট আরয় করিলেন, আপনার পর কোন্ বিবি সর্ব-প্রথম আপনার সহিত মিলিত হইবেন। উভরে হ্যরত বলিলেন, যাহার হাত অধিক লস্বা। এই কথা শুনিয়া সকলেই হাত মাপিতে লাগিলেন। অবশ্যে দেখা গেল, হ্যরত সওদার হাত অধিক লস্বা। হ্যরতের মৃত্যুর পর দেখা গেল, হ্যরত যয়নব মরিলেন সকলের আগে এবং হ্যরত সওদা মরিলেন সর্বশেষে। ফলে সকলেই বুঝিলেন, সাখাওতির, এ’তেবারেই (দানের হিসাবে) হাত লস্বা হয়।

হ্যরত যায়েদ তখন বুঝিতে পারিলেন, হ্যরত যয়নব হ্যরতের কত প্রিয়া ছিলেন। হ্যরত আয়েশা বলেনঃ আমি হ্যরত যয়নব হইতে উৎকৃষ্টা কোন আওরত দেখি নাই। নবী করীম (দঃ) বলেনঃ (হ্যরত) যয়নবের ন্যায় নশ স্বাভাব এবং আল্লাহ্ সামনে অনুনয়বিনয়কারিণী আওরত আমি দেখি নাই।

হ্যরত যোয়ায়রিয়াহ

হ্যরত যোয়ায়রিয়াহ নবী করীম (দঃ)-এর বিবিদের অন্যতম। বিখ্যাত বনি-মোস্তলকের জেহাদের সময় কাফেরদের শহর হইতে মুসলমানগণের হস্তে বন্দিনী হন। গনিমত (যুদ্ধলক্ষ মাল) বণ্টনের সময় তিনি জনৈক ছাহাবীর হিসসায় পড়েন। অনেকের মতে উক্ত ছাহাবীর নাম ছাহেবত-ইবনে-কায়েস।

বন্দিনী যোয়ায়রিয়াহ মালিকের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমি আপনাকে এই পরিমাণ টাকা দিব আপনি আমাকে আযাদ করিয়া দিন। ইহাতে ছাহাবী রায়ী হইলেন। অতঃপর যোয়ায়রিয়াহ কিছু টাকা সাহায্য পাওয়ার আশায় নবী করীমের নিকট গেলেন। তিনি যোয়ায়রিয়ার দীনদারী, পরহেয়গারী ও হোস্নে আখলাক দর্শনে বলিলেন, তুমি যদি আমার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে রায়ী হও, তবে আমি যাবতীয় টাকা শোধ করিয়া তোমাকে আযাদ করিয়া লইব। ইহাতে তিনি মনেপ্রাণে সম্মতি জানাইলেন। মোটকথা, শুভ শাদী মোবারক সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহ সংবাদ ক্রমে চতুর্দিকে প্রচার হইয়া গেল। মুসলমানদের হস্তে হ্যরত যোয়ায়রিয়ার খান্দানের যত লোক বন্দী ছিল, সকলেই মুক্তি লাভ করিল। যেহেতু মুসলমানগণ ভাবিলেন, এই খান্দানের সহিত রাসূলুল্লাহ্ আল্লায়তা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব, কিছুতেই আর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। তাহাদিগকে গোলাম বানাইয়া রাখিলে বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ সহিতই বে-আদবী করা হইবে।

হ্যরত আয়েশা বলেনঃ এমন কোন দীনদার পরহেয়গার, মোস্তাকী আওরতের কথা আমার জানা নাই, যাহার দীনদারী ও পরহেয়গারীর বদৌলতে স্বগোত্রীয়গণ এত অধিক সৌভাগ্যশালী হইতে পারিয়াছে।

সোবহানাল্লাহ! দীনদারী পরহেয়গারী কত বড় দৌলত। যাহার উচ্চিলায় দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই নাজাত পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের নাজাত নয়। এই ঘটনা হইতে জানা গেল, সমগ্র কওমও নাজাত পাইতে পারে।

হ্যরত মায়মুনাহ

হ্যরত মায়মুনাহ নবী করীমের প্রিয়তমা মহিয়ী। জনৈক প্রখ্যাত মুহাদিস বলেন, একদা হ্যরতের নিকট তিনি আরয করেনঃ আমি আপনাকে আমার জান বখশিশ করিলাম অর্থাৎ, বিনা-মহরে আপনার পতিত্ব আমি বরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কবূল করিলেন। বিনা-মহরে বিবাহ—ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্রই বৈশিষ্ট্য।

অপর এক সুপ্রসিদ্ধ তফসীরকার বলেনঃ যে আয়াতে এহেন বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে উহা এই সময়ই নাযেল হয়। হ্যরত মায়মুনাহ্র প্রথম স্বামীর নাম হাবিতীব।

হ্যরত মায়মুনাহ কত দীনদার, সৈমানদার আওরত ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতকে চরম ও পরম এবাদত জ্ঞান করিতেন। তাই তিনি রাসূল (দঃ)-এর সহিত বিনা-মহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে এমন উদ্ঘীরা ছিলেন। হালে মুসলিম কওমে উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে বিবাহের মহর নিয়া এত বাঢ়াবাঢ়ি হয় যে, উহা বড়ই দুঃখজনক।

হ্যরত সফিয়া

হ্যরত সফিয়া নবী করীমের বিবি। খ্যবরের জেহাদে তিনি মুসলমানদের হস্তে বন্দিমী হন। তিনি এক ছাহাবীর বাঁদীরূপে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। তিনি হ্যরত হারুণ (আঃ)-এর খান্দানের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা হইতে তাঁহার প্রথর বুদ্ধি ও সহনশীলতার পরিচয় মিলে।

হ্যরত সফিয়ার এক বাঁদী একদা হ্যরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নালিশ করিল। সে চোগলখুরী করিয়া বলিল, শনিবারের সহিত এখনও তাহার মহবত বর্তমান। শনিবার ইহুদীদের নিকট মহা সম্মানিত ও পবিত্র দিন। অর্থাৎ, হ্যরত সফিয়া এখনও পুরো মুসলমান হন নাই। ইহুদী মযহাবের প্রভাব এখনও তাঁহার উপর বাকী রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এখনও ইহুদীদের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান রহিয়াছে।

হ্যরত ওমর (রাঃ) হ্যরত সফিয়াকে ডাকাইয়া এইসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হ্যরত সফিয়া বলিলেনঃ প্রথম কথাটি বিলকুল (ডাহা) মিথ্যা। যেহেতু আমি মুসলমান হইয়াছি। আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা শুক্রবার দিয়াছেন, তাই এখন শনিবারের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নাই। আর দ্বিতীয় কথাটি-সত্য। যেহেতু এসব লোক আমার অঙ্গীয় ছিল। তাঁহাদের সহিত নেক ব্যবহার করা শরীতত বিরোধী নয়।

অতঃপর বাঁদীকে হ্যরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে মিথ্যা চোগলী খাইতে কে বলিয়াছে? সে উত্তর করিলঃ ইবলীস শয়তান। ইহার পর হ্যরত সফিয়া উক্ত বাঁদীকে আযাদ করিয়া দিলেন। কোন জোর জবরদস্তি বা গালিগালাজ করিলেন না।

এই ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, কোন চাকর-চাকরাণী কোন অন্যায় কাজ করিলে উহা যদি অসহ্য হয়, তবে তাঁহার উপর জোর যুলুম না করিয়া, গালাগালি না করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

হয়রত যয়নব

হয়রত যয়নব নবী করীমের আদরণীয়া কল্যা। তাঁহার স্বামী ছিলেন হয়রত আবুল আছ ইবনে-রবি। হয়রত যয়নব ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া মদিনায় হিজরত করেন। যেহেতু তাঁহার স্বামী ঐ সময় ইসলাম কবূল করেন নাই। অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বামী যখন ইসলাম কবূল করিয়া মদিনায় চলিয়া আসেন, তখন নবী করীম পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করেন। কিন্তু স্বামী আবুল আছ ইবনে-রবি মদিনায় হিজরতকালে পথিমধ্যে কাফেরদল কর্তৃক আক্রান্ত হন যাহার ফলে তিনি অল্পদিন পরেই এন্টেকাল করেন।

ইসলাম চির সত্য সনাতন ধর্ম। যেখানে কোন অন্যায় অপিব্রিতার সংশ্বর নাই। নাই কোন আঞ্চলিক সম্পর্কের দোহাই। ইহাই শিক্ষা দিলেন হয়রত যয়নব নিখিল উম্মতে-মোহাম্মদীকে। নিরীহ অবলো নারী হইয়াও সত্য সনাতন দীনের মহবতে নির্মল বিশ্বাসের প্রবল শক্তিতে তিনি প্রাণপ্রিয় স্বামী ও মাতৃভূমি ছাড়িয়া গেলেন। রিক্ত হস্তে আল্লাহ ও রাসূলকে সম্মল করিয়া চলিলেন।

হয়রত রোকেয়া

হয়রত রোকেয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয়া কল্যা। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় উৎৰা ইবনে আবি-লাহাবের সহিত। যে আবু-লাহাবের উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে সূরায়ে তাববত ইয়াদার... মাধ্যমে। তাহারা পিতা-পুত্র কেহই মুসলমান হয় নাই এবং পিতার পরামর্শে পুত্র হয়রত রোকেয়াকে ত্যাগ করে।

পরবর্তীকালে হয়রত ওস্মান গণীর সহিত হয়রত রোকেয়ার বিবাহ হয়। জংগে বদরের সময় হয়রত রোকেয়া বিমার ছিলেন। নবী করীম জেহাদে যাওয়ার সময় তাঁহার তিমারদারীর (সেবাশুণ্যার) জন্য হয়রত ওসমানকে ঘরে রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, তোমরাও মোজাহেদীনদের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। বস্তুৎঃ তাঁহাদিগকেও গনিমতের মালের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু নবী করীম যুদ্ধ শেষ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেই হয়রত রোকেয়া এন্টেকাল করিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় যে, হয়রত রোকেয়া কত বড় ধার্মিকা নারী ছিলেন। তাঁহার খেদমত করাতেও জেহাদের সওয়াব হাচেল হইল। ইহা তাঁহার অসীম বৃংগুরীরই নিশানা।

হয়রত উম্মে কুলসুম

হয়রত উম্মে কুলসুম হয়রতের কন্যাগণের অন্যতম। তাঁহার প্রথম শাদী হয় আবু লাহাবের অপর এক পুত্রের সহিত। ইতিমধ্যে নবী করীম নবুওত প্রাপ্ত হইলেন। হয়রত উম্মে কুলসুম ইসলাম কবূল করিলেন কিন্তু আবু-লাহাব বা তাহার পুত্র কেহই ইসলাম গ্রহণ করিল না। ফলে হয়রত উম্মে কুলসুম পরিত্যাজা হইলেন। হয়রত রোকেয়ার এন্টেকাল হইলে হয়রত ওসমান গণীর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ধার্মিকা, সরল প্রাণা, নন্দ ও বিনয়ী স্তৰী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণ ছিল অসামান্য।

হয়রত ফাতেমা (রাঃ)

নবী করীমের সর্ব কনিষ্ঠা কল্যা হয়রত ফাতেমা। কিন্তু মর্তবার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠা। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে কলিজার টুকরা বলিয়া থাকিতেন। এছাড়া তিনি তাঁহাকে সারা নারী-জাহানের সরদার বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেনঃ যে কথায় মা ফাতেমার প্রাণে কষ্ট হয়, সে কথায় আমার

প্রাণেও কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (দঃ) যে বিমারীতে এন্টেকাল ফরমাইয়াছেন, হ্যরত ফাতেমা ও সেই বিমারীতে এন্টেকাল করিবে। ইহা রাসূলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা শুনিয়া হ্যরত ফাতেমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মা! চিন্তা করিও না। তোমার জন্য দুইটি সুসংবাদ। প্রথমতঃ, তুমি শীঘ্রই আমার নিকট চলিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ, বেহেশ্তী সকল আওরতের সরদার তুমি হইবে। হ্যরত আলীর (রাঃ) সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

হ্যরত হালিমা সাআদিয়া

হ্যরত হালিমা সাআদিয়া নবী করীমকে শৈশবে দুধ পান করাইয়াছিলেন। আদর-যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন তায়েফের জেহাদে যান, তখন হ্যরত হালিমা স্থীর স্বামী ও ছেলেকে নিয়া রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাজির হন। নবী করীম তখন মদিনা মোনাওয়ারার বাদশাহ। তিনি স্থীর দুধ-মাতার সম্মানার্থে আপন চাদর বিছাইয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ হইয়াও তিনি দুধ-মাতার সম্মানে ত্রুটি করিলেন না; বরং নেহায়েত অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহার তায়িম করিলেন। আপন বাদশাহী বা মর্যাদা কিছুই তাঁহাকে দীন-হীন জীর্ণ পোশাক পরিহিতা নারীর সম্মান করা হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইল না। এই তো নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

হ্যরত উম্মে সলিম

হ্যরত উম্মে সলিম জনৈক ছাহাবিয়া। তাঁহার স্বামী আবু-তাল্হা বিশিষ্ট ছাহাবী। রাসূলুল্লাহর খাত খাদেম, হ্যরত আনাস তাঁহার পুত্র। কোন এক সূত্রে তিনি হ্যুরে আকরামের খালা। তাঁহার ভাই নবী করীমের সহিত জেহাদে যোগদান করিয়া শহীদ হন। এইসব কারণে নবী করীম তাঁহার সহিত বিশেষ মহবত রাখিতেন। সময় সময় তিনি তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতেন। নবী করীম (দঃ) একবার তাঁহাকে বেহেশতেও দেখিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের বহু আজীব ঘটনা আছে। একদা তাঁহার এক ছেলে বিমার হইয়া মারা যায়। তখন রাত্রি। তিনি ভাবিলেন, যদি এই সময় এই সংবাদ স্বামীকে জানাই, তবে হ্যত তিনি পানাহার ত্যাগ করিয়া অস্তির হইয়া পড়িবেন। তাই বৃক্ষিমতী সহশীলা উম্মে সলিম ছেলের মৃত্যু সংবাদ কাহাকেও জানাইলেন না। স্বামী কার্যব্যাপদেশে বাহিরে ছিলেন। গৃহে আসিয়া একবার মাত্র ছেলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হ্যরত উম্মে সলিম বলিলেনঃ ছেলে আরামেই আছে। কথাটি কিন্তু মোটেই মিথ্যা হয় নাই। যেহেতু মুসলমানের জন্য মৃত্যুই আরামদায়ক।

হ্যরত উম্মে সলিম অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি খানা খাইয়া শেষ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনও হইল। সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া গেলে স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিয়া পুনরায় যদি উহা নিতে চায়, তবে কি উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করিতে পারে? উত্তরে স্বামী বলিলেনঃ না। তখন তিনি আরয় করিলেনঃ তবে কোন চিন্তা করিবেন না, ছেলের জন্য ছবর এখতেয়ার করুন। ইহাতে স্বামী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তখনই কেন আমাকে খবর দিলে না?

হ্যরত উম্মে সলিম এই কাহিনী নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া দো'আ করিলেন—যাহার ফলে উক্ত রাত্রেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। তৎপর এক

ছেলের জন্ম হয়। তাঁহার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকেই বড় বড় আলোম হইয়াছিলেন।

হ্যরত উম্মে সলিমের এই ঘটনা হইতেই বুৰা যায় যে, ছবর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কত পছন্দনীয় এবং উহার পরিণাম কত সুখের ও কত সার্থক।

হ্যরত উম্মে হারাম

হ্যরত উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ খালা—হ্যরত উম্মে সলিমের ভগী। নবী করীম প্রায়ই তাঁহার বাড়ী তশ্রীফ রাখিতেন। একদা তিনি সেখানে দাওয়াত খাইলেন। তারপর বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ হাসিতে হাসিতে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট তাঁহার এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হ্যরত বলিলেনঃ আমি স্বপ্ন দেখিলাম, আমার উম্মতগণের একদল জাহাজে সওয়ার হইয়া জেহাদে যাইতেছে। সাজ সরঞ্জামে তাঁহাদিগকে আমীর বাদশাহের মত মনে হইল। ইহা শুনিয়া উম্মে হারাম (রাঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন ঐ দলভুক্ত হইতে পারি। হ্যরত (দঃ) দো'আ করিলেন এবং পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবার হাসিমুখে ঘুম হইতে জাগিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত দলের ন্যায় আরও একটি দলের কথা বলিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) এইবারও আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন এই দলেরও একজন হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ না, তুমি প্রথমোক্ত দলে থাকিবে।

হ্যরত উম্মে হারামের স্বামী ওবায়দ (রাঃ)। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া এক সামুদ্রিক অভিযানে গমন করেন। এই সময়েই রাসূলুল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। তাঁহারা নির্বিশে সমুদ্র অতিক্রম করেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করিবার সময় হঠাৎ ভূ-পতিত হইয়া হ্যরত উম্মে হারাম শাহাদত বরণ করেন।

সোবহানাল্লাহ! হ্যরত উম্মে হারাম কত বড় সাহসী, নির্ভীক, বাহাদুর ও দীনদার আওরত ছিলেন। তাঁহার ঈমানের জ্যোতি কত তীব্র বেগবান ছিল। রাসূলুল্লাহ্ নিকট যতবার তিনি জেহাদের কথা শুনিতেন, ততবারই জেহাদে যোগানের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

হ্যরত আবু হুরায়রার মাতা

হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। প্রথমতঃ, তাঁহার মাতা ছিলেন বেদীন। হ্যরত আবু হুরায়রা তাঁহার মাতার নিকট সর্বদা দীন ইসলামের কথাবার্তা কহিতেন। দীন ইসলামের মহত্ত্বই তাঁহাকে বুৰাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একদিন তাঁহার মাতা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলিলেন, যাহাতে হ্যরত আবু হুরায়রার মনে খুব দুঃখ হইল।

হ্যরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং দো'আ করিতে বলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ দো'আ করিলেন—আয় আল্লাহ্! আবু হুরায়রার মাতাকে তুমি হেদায়ত কর। ইহার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি দেখিলেন ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া কে যেন গোছল করিতেছেন। গোছল শেষ করিয়া তাঁহার মাতা দরওয়াজা খুলিলেন এবং পড়িলেন—আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ....। হ্যরত আবু হুরায়রা খুশীতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে

হাজির হইয়া সব ঘটনা আরম্ভ করিলেন। রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলেন।

অতঃপর হ্যরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহকে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ও আমার মাতার জন্য দো'আ করুন, যেন আমাদের সহিত সমস্ত মুসলমানের এবং সমস্ত মুসলমানের সহিত আমাদের মহৱত পয়দা হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (দঃ) উক্ত দো'আই করিলেন।

ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা

ইমাম রবিয়া তুর্রা মস্ত বড় আলেম ছিলেন। ইমাম মালেক এবং হাসান বস্রী (রাঃ) যাহারা দুনিয়ার চাঁদ সূর্যের চেয়েও মশ্হুর আলেম তাহারা তাহার শাগরেদ। তাহার পিতার নাম ফিরোজ।

বনি-উমাইয়া বংশের খেলাফতকালে এই ফিরোজ তাহাদের সেনাদলভুক্ত ছিলেন। একবার তিনি স্ত্রীর নিকট ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া জমা রাখিয়া বিদেশে চলিয়া যান। ইমাম রবিয়া ঐ সময় মাতৃগর্ভে, ফিরোজ এইবাবে সাতাইশ বৎসরকাল বিদেশে কাটাইয়া আসেন।

এদিকে ইমাম রবিয়া যথাসময় ভূমিষ্ঠ হন। পরিণত বয়সে তাহার মাতা তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে দেন। এই সুনীর্ঘ সাতাইশ বৎসরের মধ্যে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচে ইমাম রবিয়ার বুদ্ধিমতী মাতা তাহাকে মহান আলেম করিয়া তুলিলেন।

অবশ্যে একদিন ফিরোজ বাড়ি ফিরিয়া আসেন। স্ত্রীকে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। উভয়ে স্ত্রী বলেনঃ আশরাফিয়াগুলি অতি যত্নেই রহিয়াছে। ফিরোজ দেখিলেন, তাহার ছেলে ইমাম রবিয়া মসজিদে বসিয়া হাদীস শুনাইতেছেন। তিনি স্তীয় ছেলেকে কওমের ইমামরূপে দেখিতে পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়া স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। স্তী তাহাকে বলিলেনঃ আচ্ছা ছেলের এই নিয়ামত বেশী পছন্দনীয়, না ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া? অতঃপর স্তী আরও বলিলেন, আমি বিগত সাতাইশ বৎসরে উক্ত ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচ করিয়া ছেলেকে এলেম হাচেল করাইয়াছি। ফিরোজ বলিলেনঃ নিঃসন্দেহ, আমি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী স্তী পাইয়া সুখী হইয়াছি এবং আমার এই আশরাফিয়া খরচ করা সার্থক হইয়াছে। আর আমরা এমন ছেলের মাতাপিতা হইতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি।

হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরী

হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরী ছিলেন একজন মস্তবড় বুয়ুর্গ। হ্যরত জন্মুন মিস্রী বলেন, তাহার নিকট হইতে আমি বহু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, যে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে থাকে না, সে কোন গোনাহ হইতে বাঁচিতে পারে না। যে সদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে থাকে, সে কখনো বেছদা কথা বলিতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলা হইতে নির্লজ্জ হইতে পারে না।

ইমাম আয়ম ছাহেব বলেন, আমি হ্যরত ফাতেমা নিশাপুরীর সমকক্ষ কোন আওরতই দেখি না। তাহার নিকট যে-কেহ আজগুবি কোন সংবাদ নিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিত, তিনি পূর্ব হইতেই উহু জানেন। ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায়্যমায় তিনি এন্টেকাল করেন।

আল্লাহ আকবর, কত বড় মর্তবার আওরত ছিলেন তিনি। জন্মুন মিস্রী এবং ইমাম আয়মের মত বুয়ুর্গ অলীআল্লাহত্তগণকেও চমকিত করিত তাহার বুয়ুর্গী। আল্লাহর তরফ হইতে হামেশা তাহার নিকট কাশফ হইত। আর সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন বলিয়াই তাহার এন্টেকাল ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায়্যমায় সংঘটিত হইয়াছিল।

হযরত রবিয়া বিন্তে ইসমাঈল

হযরত রবিয়া বিন্তে ইসমাঈল সারারাত্রি এবাদতে কাটাইতেন এবং সারাদিন রোয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন, আমি যখন আযান শুনি, তখন কেয়ামতের দিনের ফুঁকারকারী ফেরেশ্তার কথা স্মরণ হয়। যখন গরম অনুভব করি, তখন হাশরের মাঠের সূর্যোত্তাপের কথা মনে পড়ে।

তিনি আরও বলিতেন; আমি যখন নামাযে ঢাঁড়াই, তখন গায়ের হইতে আমার দোষ-ক্রটি বলিয়া দেওয়া হয়; যাহাতে আমি অপরের দোষ-ক্রটি দেখিতে না পাই এবং চলাফেরা করিবার সময় আমি বেহেশ্ত ও দেখ্য দেখিতে পাই।

বস্তুত এইরূপ এবাদতকেই এবাদত বলা হয়। সর্বদা নিজের দোষ-ক্রটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই আর অপরের দোষ-ক্রটি দেখা যায় না। আর অপরের দোষ-ক্রটি না খোঁজাই বুয়ুর্গীর আলামত। দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম কওম ইসলামের পৃত পবিত্র আদর্শ ভুলিয়া কেহই অপরের দোষ-ক্রটি খুঁজিয়া হিংসা-হাচাদে পড়িয়া রসাতলে যাইতেছে। যাহার ফলে কওমের একতা আত্ম চিরতরে লোপ পাইতেছে। নিজেরা দোষ-ক্রটি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া দীন-দুনিয়া বরবাদ করিয়া অশাস্তি ঘটাইতেছে।

হযরত মায়মুনা সওদা

হযরত মায়মুনা সওদা একজন বড় বুয়ুর্গ ছিলেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি একদা আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করি যে, আয় আল্লাহ! আমার বেহেশ্তী সাথীকে দেখাইয়া দিন! আদেশ হইলঃ তোমার বেহেশ্তী সাথীর নাম মায়মুনা সওদা। সে কুফাবাসী অমুক খান্দানের।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেনঃ আমি তাহার সাক্ষাৎ লাভে রওয়ানা করিলাম। যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। জনগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি এক দেওয়ানী আওরত, সারাদিন বকরী চরানই তাহার কাজ। তারপর আমি চারণ ভূমিতে গমন করিলাম। দেখিতে পাইলাম হযরত মায়মুনা সওদা নামায পড়িতেছেন। আর তাহার বকরীর দলের সহিত এক জায়গায়ই কতিপয় বাঘ বিচরণ করিতেছে।

ইতিমধ্যে হযরত মায়মুনা সওদা নামায শেষ করিয়া আমাকে লঙ্ঘ্য করিয়া বলিলেনঃ হে আবদুল ওয়াহেদ! এখন চলিয়া যাও; তোমার সহিত বেহেশ্তে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কি করিয়া আমার নাম জানিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ তোমার কি জানা নাই যে, প্রথমেই সেখানে উভয় রাহের মহবত পয়দা হইয়া গিয়াছে? পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার যে, আপনার বকরী ও বাঘ একই জায়গায় চরিতেছে? তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রভুর সহিত মোয়ামালা দুর্বল করিয়া নিয়াচি; ফলে আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলা আমার বকরী ও বাঘের মধ্যের মোয়ামালা ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

সোবহানাল্লাহ! আল্লাহ রাসূলের এতাআত করিয়া তিনি কত বড় বুয়ুর্গ হইয়াছিলেন। তাহার নিকট অহরহ কাশ্ফ হইত এবং কারামত যাহের হইত। এমন কি, জন্মের পূর্বের মোয়ামালাত-গুলিও স্পষ্ট তাহার ইয়াদ ছিল। আর সাধারণ মানুষ তাহাকে দেওয়ানী জ্ঞান করিত। বহু বুয়ুর্গনের হালাত এইরূপই হইয়া থাকে।

হ্যরত ছারি সাকাতির মুরীদ

হ্যরত ছারি সাকাতির জনৈক খাদেম বলেনঃ আমাদের শায়খের ছিলেন এক মুরীদানী। তাহার এক ছেলে মন্তব্যে লেখাপড়া করিত। একদিন ছেলের ওস্তাদ ছেলেকে কোন কাজে পাঠাইলেন। ছেলে ওস্তাদের আদেশ পালন করিতে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিল।

ওস্তাদ এই সংবাদ অবগত হইয়া ছেলের মাতার নিকট গেলেন। তাহাকে সাম্মনা দিবার জন্য ছবর এখতেয়ারের নষ্টাহত করিতে লাগিলেন। মুরীদানী ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে কেন ছবরের নষ্টাহত করিতেছেন? ওস্তাদ বলিলেন আপনার ছেলে পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে। মুরীদানী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ছেলে কখনও পানিতে ডুবিয়া মরিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া ছেলেকে ডাক দিলেন। ছেলে মাতার ডাকে সাড়া দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ওস্তাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। মাতা ছেলেকে নিয়া ঘরে ফিরিলেন।

এই কাহিনী পরে হ্যরত ছারি সাকাতি ও হ্যরত জুনায়েদ (রঃ)-এর নিকট পেশ করা হইল। তাহারা বলিলেন, ইহা উক্ত আওরতের একটি বৈশিষ্ট্য যে, কোন মুছিবতের পূর্বেই তাহাকে গায়ের হইতে জানান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাহাকে জানান হয় নাই—তাই এইরূপ হইয়াছে।

হ্যরত তোহফা

হ্যরত ছারি সাকাতি বলেনঃ একদা আমি কয়েদখানায় গেলাম। সেখানে দেখিতে পাইলাম, একটি মেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এশকের কবিতা আবণ্ণি করিতেছে এবং কাঁদিতেছে। দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে পাগলী। মেয়েটি ইহা শুনিয়া আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল এবং বলিলঃ আমি পাগল নহি—আমি আশেক।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কাহার আশেক? উত্তরে মেয়েটি বলিলঃ যিনি আমাকে যাবতীয় নেয়ামত দান করিয়াছেন। যিনি সর্বদা আমার নিকট হাজির নাজির, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাওলার।

ইত্যবসরে মেয়েটির মালিক আসিয়া হাজের হইল। সে দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোহফা কোথায় আছে? দারোগা ছাহেব বলিয়া দিলেন, সে কয়েদখানার ভিতর আছে; হ্যরত ছারি সাকাতি তাহার সহিত কথা বলিতেছেন।

হ্যরত ছারি সাকাতি বলেনঃ মালিক ভিতরে আসিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে আমি বলিলামঃ এই মেয়েটি আমার চাইতে বেশী সম্মানী। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে এত হীন অবস্থায় রাখিয়াছ কেন? সে উত্তর করিলঃ আমি তাহাকে বহু মূল্যে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করিয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকে অতি লাভে বিক্রয় করিব। কিন্তু সে রাতদিন ক্রন্দন করিয়া পানাহার বন্ধ করিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে এখন আসল দামে বিক্রি করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

হ্যরত ছারি সাকাতি বলেনঃ আমি তাহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল, আপনি দরবেশ, আপনি এত টাকা কোথায় পাইবেন? অতঃপর আমি বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি কাল্লাকাটি করিয়া আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দরওয়াজায় খট্ট খট্ট আওয়াজ হইল। দরওয়াজা খুলিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি বহু টাকা-পয়সা সংগে নিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ “আমি আহমদ ইবনে মোসাফ্রা।

এই টাকাগুলি আপনার নিকট অর্পণ করিবার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ঠ হইয়াছি।” টাকাগুলি আমি কবূল করিলাম।

রাত্রি ভোর হইতেই আমি খুশী মনে কয়েদখানায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ক্রীতদাসীর মালিকও কাঁদিতে কাঁদিতে কয়েদখানায় হাজির। বলিলামঃ হে মালিক! আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি টাকা নিয়া আসিয়াছি। দাসীকে দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ করিব। মালিক বলিল, আমি স্বপ্নে আদিষ্ঠ হইয়াছি এই দাসীকে আযাদ করিয়া দিবার জন্য, তাই এই দাসীকে আল্লাহর রাস্তায় আযাদ করিয়া দিলাম। দাসী তোহফা আযাদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। আমিও সমস্ত টাকা-পয়সা আল্লাহর রাহে দান করিলাম।

তারপর আমরাও তোহফার পিছনে ছুটিলাম। কতদূর যাওয়ার পর তোহফাকে হারাইয়া ফেলিলাম। সে কোথায় বিলীন হইল তাহা ভাবিতেও পারিলাম না। পথিমধ্যে আহমদ ইবনে-মোসাম্মার মৃত্যু হইল। চলিতে চলিতে আমি ও মালিক মকায় পৌঁছিলাম। কাঁবা শরীফের তাওয়াফ করাকালে এক চিন্তাকর্ক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমরা বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তর হইলঃ সোব্হানাল্লাহ! আপনারা এত শীঘ্ৰই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি তোহফা।

হযরত ছারি সাকাতি বলেনঃ আমি আরয করিলাম, আহমদ ইবনে-মোসাম্মার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহার অনেক বুলন্দ মর্তবা হাচেল হইয়াছে। অতঃপর বলিলাম, আপনার মালিকও আমার সাথে রহিয়াছেন। এই বলিয়াই তাকাইয়া দেখি তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তোহফার মৃত্যু অবস্থা দর্শনে উক্ত মালিকও এন্টেকাল করিলেন। আমি উভয়ের কাফন-দাফন সমাধা করিয়া স্বগ্রহে ফিরিলাম।

শাহ ইবনে শুজা কারমানির কন্যা

শাহ ইবনে শুজা কারমানী এক সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বাদশাহী পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করেন। তাহার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। অন্য রাজ্যের এক বাদশাহ কন্যার বিবাহের পয়গাম দেন। কিন্তু তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিছুদিন পর শাহ ইবনে শুজা কারমানি জনৈক যুবকের নামায আদায় করার তরীকায় মুন্ফ হয় এবং তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। যুবক কন্যাকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কন্যা স্বামীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন, একটি শুক্রনা রুটি রহিয়াছে। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি? স্বামী যুবক উত্তর করিলেনঃ সারাদিন রোয়া রাখিয়াছি এফ্তার করার জন্য এই রুটি রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়াই কন্যা আপন পিতার বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিলেন। যুবক বলিলেন, আমি পূর্বান্তেই ধারণা করিয়াছিলাম—বাদশাহ্যাদী কি করিয়া আমার বাড়ী কাল যাপন করিবে?

কন্যা বলিলেনঃ কিন্তু, না। আবৰা বলিয়াছেন, তোমার বিবাহ এক দরবেশ যুবকের সহিত দিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমি যারপর নাই খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার স্বামী দরবেশ নয়; যদি দরবেশ হইবে, তবে কেন ঘরে রুটি জমা রাখিবে? তৎক্ষণাত যুবক রুটিটি খেয়ারাত করিলেন। ফলে কন্যা সন্তুষ্ট চিত্তে যুবকের সহিত ঘর করিতে লাগিলেন।

ওলী, দরবেশগণের জীবনের ছবি ইহাই, যাহা এই ঘটনায় দেখা গেল। আল্লাহ তা'আলার উপর ধ্যাহাদের ভরসা এমনি চরম ও পরম তাঁহারাই ওলীআল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে আওরত নামায পড়ে, রোয়া রাখে, গোনাহ ও সওয়াবের কাজের তর্মীজ করিয়া চলে, হাদীস ও কোরআনের আহ্কামের তাবেদারী করে, ধাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, মিথ্যা বলে না, আমানতের খেয়ানত করে না, স্তীর্স স্তীত্ব বজায় রাখে, বে-পর্দা হয় না, উচ্চেঃস্বরে কথা বলে না, লজ্জা-শরম বাকী রাখে, কাহারো সহিত হাসি ম্যাক করে না, আল্লাহ্ তা'আলাকে সদা ইয়াদ রাখে, স্বামীর খেদমত প্রাণপণে করে, তাহার জন্য খোশখবরী। তিনি পরকালে অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রীর অধিকারিণী হন। চিরশাস্ত্রিময় বেহেশ্তের দরওয়াজা তাহার জন্য খোলা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নেক আওরতগণের মধ্যে এই গুণসমূহ পাওয়া যায়—খোদা পরুষ্টি, শরীরাতের পাবন্দ, স্তী-সাধী, খেলাফে শারাহ কাজে তওবাকারিণী এবং ইবাদতে লিপ্তা।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এইরূপ স্ত্রীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হউক, যে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য স্বামীকে জাগাইয়া দেয়। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে আওরত কুমারী অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা হায়েয়-নেফাসের সময় মৃত্যু বরণ করে সে শাহাদৎপ্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মাতার তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, সে বেহেশ্তী। বর্ণিত আছে, জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ যাহার দুইজনই মারা যায়? রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহারও এই সওয়াব মিলিবে।

হাদীস—হযরত ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে আওরতের হামল পড়িয়া যায় সে সওয়াবের আশায় যদি ছবর এখতেয়ার করে, তবে ঐ সন্তান পরকালে স্তীর্স মাতাকে টানিয়া বেহেশ্তে লইয়া যাইবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন নেককার স্ত্রী। যে স্ত্রীকে দেখামাত্র স্বামীর মন শাস্তিতে ভরিয়া যায় এবং স্বামীর আদেশ পাওয়ামাত্র তাহা পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করে। আর স্বামীর প্রবাসকালে স্ত্রী (স্তীর্স) ইজ্জত আবর্ত হেফায়ত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আরবীয় রমণীরা দুইটি ভাল কার্যে অভ্যন্ত। প্রথমতঃ সন্তানের উপর খুব মহবত রাখে, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মালের হেফায়ত করে। আফসোসের বিষয়! আমাদের দেশী রমণীরা স্বামীর মালের হেফায়তের দিকে মোটেই খেয়াল করে না। স্বামীর আমানতের হেফায়ত করিতে তাহারা একান্তই অলস। এই অলসতার দরুণই তাহারা খায়েন সাজিয়া ইহকাল ও পরকাল বরবাদ করিতেছে। যাহার পরিগাম অত্যন্ত ভয়াবহ। দ্বিতীয় কথা হইতেছে—সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মাতা যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখে—তাহার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা উচিত সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি। যেহেতু শিশুদের চরিত্র প্রথম থাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র ও কোমল। এই সময়টা অতিবাহিত হয় মাতার কোলেই। এই সময়ে মাতা শিশুকে যেমন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন, ঠিক তেমনি গড়িয়া উঠিবে। কাজেই শিশুকে আদর্শ চরিত্রবান করিয়া তোলার দায়িত্ব মাতারই।

হাদীস—হ্যরত ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা কুমারীকে বিবাহ করিবে; যেহেতু তাহার বোলচাল স্বভাবতঃ নম্র হয়। অর্থাৎ, লজ্জাশীলা হওয়ার কারণে তাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে অক্ষম হয়। তোমরা তাহাদিগকে সামান্য খরচে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, লজ্জা-হায়া অতি মূল্যবান সম্পদ। ইহাতে কেবল কুমারীকে বিবাহ করার আদেশ হইল না। এক ছাহাবী এক বিধবা আওরত বিবাহ করার কারণে হ্যরত তাহার জন্য খাচ দোঁআ করিয়াছিলেন।

হাদীস—হ্যরত ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে রমণী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোয়া রাখে, স্বীয় মান-সম্মানের হেফায়ত করে এবং স্বামীর তাবেদারী করে, এইরূপ রমণী বেহেশ্তের যে দরওয়াজায় ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। মোটকথা, দীনের যাবতীয় জরুরী আহকামের পা-বন্দ হওয়ার পর, খুব কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রমসাধ্য এবাদত করার প্রয়োজন পড়ে না। শ্রমসাধ্য এবাদতের দ্বারা যে মর্তবা লাভ হয়, উহা স্বামী ও সন্তান-সন্তির খেদমতের দ্বারা হাচেল করা যায়।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বামীর সন্তুষ্টির হালতে যে স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, সে বেহশ্তী। হ্যরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যাহার চারিটি বস্তু হাচেল হইয়াছে, সে দুনোজাহানের দৌলত হাচেল করিয়াছে। প্রথম, নিয়ামতের শোকর আদায় করা; দ্বিতীয়, জিহ্বা দ্বারা সদা আল্লাহর যিকির করা; তৃতীয়, বালা-মহিলাতে ছবর এখতেয়ার করা; চতুর্থ, স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফায়ত করা এবং ধোকা না দেওয়া।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক রমণী খুব বেশী নফল নামায পড়ে, নফল রোয়া রাখে এবং খয়রাত করে; কিন্তু তাহার জিহ্বা দ্বারা পড়শীদের কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ সে দোষধী। ঐ ব্যক্তি পুনঃ আরয় করিল, এক রমণী নফল নামায ও নফল রোয়া বেশী রাখে না, সামান্য পনিরের টুকরা খয়রাত করিয়া থাকে অথচ তাহার দ্বারা পড়শীদের কোন কষ্ট হয় না। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেনঃ সে বেহশ্তী।

জনৈক আওরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। একটি সন্তান তাহার কোলে ছিল, আর একটি তাহার অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরশাদ ফরায়াইয়াছিলেন, এইসব আওরত প্রথমতঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তারপর প্রসব করে এবং অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করে। যদি তাহারা স্বামীর মনের সন্তুষ্টি হাচেল করিতে পারিত, তবে বেহশ্তী হইত।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ (আওরতদের প্রতি) তোমরা কি ইহাতে রায়ী নও যে, (অর্থাৎ, রায়ী থাকা উচিত) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্বামীর উচ্চিলায় গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে এই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয়, যেই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে আল্লাহর রাহের রোয়াদার এবং বিনিদ্র রজনীর এবাদতকারী। আর যখন তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাহার শাস্তি ও আরামের জন্য যে-সব সামান পরিপারে মওজুদ করা হয়—সে সম্বন্ধে আকাশ ও মর্ত্যবাসী কোন ধারণাই করিতে পারে না। সন্তান প্রসব হইলে পর তাহার স্তন হইতে এমন একটি দুগ্ধের ফেঁটাও বাহির হয় না, যাহার পরিবর্তে কোন নেকী মিলে না। আর সন্তানের জন্য যদি তাহার রাত্রি জাগিতে হয়, তবে সে আল্লাহর রাস্তায় ৭০টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হাচেল করিয়া থাকে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : রমণী যদি তাহার স্বামীর সংসার হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর এজায়তে খরচ করে, তবে সেও সওয়াবের ভাগী হয়। রমণী সওয়াবের ভাগী হয় খয়রাত করার উচিলায়, আর স্বামী সওয়াব পায় মাল উপার্জন করার কারণে। ইহা ছাড়া খয়রাত কবৃলকারীও সওয়াব পায়—অথচ কাহারো ভাগ হইতে সওয়াব কমে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : দেখ রমণীগণ! তোমরা জেহাদের সওয়াব হাচেল করিতে পারিবে হজ্জের দ্বারাই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আওরতদের এবাদতকে কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। জেহাদ শরীতের সর্বাপেক্ষা কঠিন এবাদত। আর সেই এবাদতের ফযীলত রমণীগণ হাচেল করিবেন হজ্জ সমাপন করিয়া। সোব্হানাল্লাহ্! কত বড় খোশ-নছীব।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : রমণীদের জন্য জেহাদ নাই, জুরু'আ নাই, এমনকি জানায়ার নামাযও নাই (অর্থাৎ, জানায়ায তাহাদিগকে শরীক হইতে হয় না।) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আপন বিবিগণকে লইয়া হজ্জ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, এই হজ্জ করিবার পর বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও (অর্থাৎ, বেলা জরুরত সফরে বাহির হইও না।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : স্ত্রীলোক পুরুষের অর্ধাঙ্গনী। যেহেতু বিবি হাওয়া হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্টি (ইহা একটি মশহুর কাহিনী।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা রমণীদের জন্য (শক) এর বদলে জেহাদের সওয়াব দান করেন। যে আওরাত স্বীমান ও সওয়াব তলবের উদ্দেশ্যে (শক, অর্থাৎ, স্বামীর অন্য এক স্ত্রীর পানি গ্রহণে) ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করেন।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : আপন স্ত্রীর সহিত প্রেম ও দাম্পত্য সুলভ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীর সন্তুষ্টি হাচেল করাতেও ছদ্মকার সওয়াব মিলে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : আওরতদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠা যে স্বামীর দৃষ্টিকে সান্ত্বনা দিতে পারে এবং স্বামীর হৃকুমের তাবেদার হয়। এ ছাড়া স্বামীর জান ও মালের হেফায়ত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : পায়জামা পরিধানকারিণী আওরতের উপর আল্লাহর মেহেরবাণী হটক (অর্থাৎ, পর্দানশীল আওরতগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ণণ করণ।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : বদকার আওরতের “বদী” হাজার পুরুষের বদীর সমান এবং নেককার আওরতের “নেকী” সন্তর আওলিয়ার নেকীর সমান।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : যে আওরত আপন গৃহস্থালী কার্য স্বহস্তে সম্পন্ন করে, সে জেহাদের সওয়াব লাভ করিবে (ইন্শাল্লাহ)। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন : বিবিগণের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্থীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং স্বামীর আশেক হয়।

হাদীস—জনৈক পুরুষ রাসূলুল্লাহ্ খেদমতে আরয করিল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি যখন আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি, তখন সে বলে : মারহাবা আমার স্বরদারের এবং বাড়ীর স্বরদারের। আর সে আমাকে যখন চিন্তিত দেখে তখন বলে : দুনিয়া নিয়া আবার কিসের চিন্তা—তোমার আখেরাত তো দুর্ঘন্ত হইয়াছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ বলিলেন : তাহাকে খোশ-খবরী দাও যে, সে এবাদতকারীদের একজন এবং সে মোজাহেদগণের অর্ধেক সওয়াব হাচেল করিয়া থাকে।

হাদীস—আস্মা বিনতে-এজীদ নেছারিয়া বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ খেদমতের আরয করিলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আওরতকুলের ফরিয়াদ নিয়া হাজির হইয়াছি। পুরুষগণ জুরু'আর নামায, জমা'আত রোগীর সেবা-শুশ্রায়া, জানায়া নামায, হজ্জ-ওমরা ও ইসলামী রাষ্ট্রের

সীমানা বক্ষক হিসাবে আমাদের হইতে প্রধান্য হাচেল করিয়াছে। উত্তরে হ্যরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলিয়াছেনঃ আওরতগণকে জনাইয়া দাও যে, এই পরিমাণ প্রাধান্যের সওয়াব তাহাদের জন্য স্বামীর খেদমত, স্বামীর হক আদায়, স্বামীর তাবেদারী ও তাহার দেলের সন্তুষ্টি হাচেল করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতগণ সন্তান প্রসব করা হইতে সন্তানকে দুধ পান করান পর্যন্ত এমন সওয়াব হাচেল করে, যেমন সওয়াব হাচেল করিয়া থাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানারক্ষী সেনাদল। আর এই সময়ের মধ্যে যদি সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়, তবে সে শহীদী-দরজা প্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীকুল ! স্মরণ রাখ, তোমরা যাহারা নেক্কার তাহারা সবার আগে বেহেশ্তে দাখেল হইবে। তাহাদিগকে স্বান করাইয়া খুশবু মাখিয়া প্রত্যেকের স্বামীর হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে। লাল ও জরদ রঞ্জের সওয়ারীর উপর তাহাদের সহিত উপবিষ্ট মুক্তার ন্যায় চক্চকে ছেলে-মেয়ে থাকিবে।

হাদীস—হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে আওরত স্বামীর প্রবাসকালে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং বিলাস সৌন্দর্যদ্বয় পরিহার করিয়া চলে, সে বেহেশ্তে তাহার স্বামীর সহিত বাস করিবে। তাহার স্বামী যদি বেহেশ্তী না হয়, (অর্থাৎ, সেমানের সহিত তাহার মৃত্যু না হয়) তবে তাহার বিবাহ কোন এক শহীদের সহিত আল্লাহু তাঁ'আলা সম্পাদন করিবেন।

হাদীস—হাকীম ইবনে-মাবিয়া স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের উপর আমাদের বিবির কি হক আছে ? উত্তরে হ্যরত (দঃ) বলিলেনঃ যখন তুমি পানাহার কর, তখন তাহাকেও পানাহার করাও। তুমি যখন পরিধান কর, তাহাকেও তখন পরিধান করাও। তাহার উপর ঘূরুম করিও না।

হাদীস—হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহার আখলাক-চরিত্র ভাল সেই পূর্ণ ঈমানদার। ঐ ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে স্বীয় বিবির নিকট পছন্দনীয়।

আল্লাহু তাঁ'আলা বলেনঃ যে স্ত্রীলোক স্বামীর কথার তাবেদারী করে না তাহাকে প্রথমতঃ উত্তম নষ্টিত্ব কর। তারপর তাহার সহিত উঠা-বসা শোয়া পরিত্যাগ কর। এইবার যদি মানে (অর্থাৎ তোমার কথার তাবেদারী করে,) তবে আর বাঢ়াবাঢ়ি করিও না।

রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহু তাঁ'আলা বলিয়াছেনঃ তোমরা চলিবার সময় পা মাটিতে জোরে মারিও না। (পরপুরুষকে জেওরের ঝনঝনানী শব্দ শুনাইও না।) অত্র আয়াতের মারফত আওরতের কথাবার্তার আওয়াজকে হেফায়ত করার জন্য এবং পর্দা-পুশিদার জন্য তাকীদ করা হইয়াছে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীগণ ! তেচ্ছাদের অধিকাংশকেই আমি দোয়ায়ী দেখিতেছি। কতিপয় আওরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ইহার কারণ কি ? রাসূলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ তোমরা আল্লাহুর গ্যবের কথা অধিক বলিয়া থাক (অর্থাৎ বল, অনুকরে উপর আল্লাহুর গ্যব নাযেল হউক) এবং স্বামীর নাফরমানি খুব বেশী কর। স্বামী প্রদত্ত চীজকে না-পছন্দ কর। একদা জনেক আওরত বিমারীকে খারাপ বলিল। রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাহার কথায় বাধা প্রদান করিয়া বলিলেনঃ ওহে অজ্ঞান ! বিমারীকে খারাপ বলিও না ; যেহেতু উহা দ্বারা গোনাহ মাফ হয়।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ উচ্চেঃস্বরে ক্রন্দনকারিণী আওরতকে কিয়ামতের দিন ধারাল কাঁটাবিশিষ্ট অঞ্চির কোর্তা পরিহিত অবস্থায় উঠান হইবে। কাঁটাগুলি তাহার শরীরে বিধিতে থাকিবে। আর আগুনে শরীরের চামড়া পুড়িতে থাকিবে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক আওরত বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে কঠিন আঘাব দেওয়া হইয়াছিল।

হাদীস—হ্যরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এক আওরত অপর আওরতের সহিত সাক্ষাৎ করার পর স্বীয় স্বামীর নিকট এমন বর্ণনা যেন না দেয়, যাহাতে স্বামীর চোখে অপর আওরতের ছবি ভাসিয়া উঠে।

হাদীস—একদা রাসূলুল্লাহুর দুই বিবি তাহার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক নাবিন (অঙ্ক) ছাহাবী আসিলেন। হ্যরত (দঃ) উভয় বিবিকেই পর্দার আড়ালে যাইতে বলিলেন। তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ সে ত অঙ্কলোক। তদুন্তে হ্যরত (দঃ) বলিলেনঃ সে অঙ্ক হইলেও তোমরা ত অঙ্ক নও।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রী পরহেয়গার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত স্বামীর বেহেশ্টী ভৱণ বলিতে থাকেঃ তুমি (স্ত্রীলোক) অভিশপ্ত হও। সে তোমার মেহমান—সে অতি শীঘ্ৰই আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি কখনো এইরূপ দোষযী আওরত দেখি নাই, অর্থাৎ, আমার যমানার পর এইরূপ আওরত পয়দা হইবে—যাহারা কাপড় পরিধান করিলেও উলঙ্গের মতই মনে হইবে। তাহারা খুব সাজিয়া রং ঢং করিয়া শরীরকে হেলাইয়া দুলাইয়া চলিবে এবং মাথার চুলকে নকল চুলের সহিত জড়াইয়া রাখিবে। যাহাতে বেশী চুল বলিয়া ভ্রম জনিবে। এইরূপ আওরতগণের নছীবে বেহেশ্টের খোশবুও মিলিবে না।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রীলোক পর পুরুষকে বা আওরতকে দেখাইবার জন্য অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, সে বেহেশ্টে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

হাদীস—হ্যরত (দঃ) একদা সফরে ছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এক আওরত বোঝা বহনকারিণী এক উটনীকে লান্নত করিতেছে। হ্যরত (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেনঃ উটনীটি যখন আওরতের লান্নতের যোগ্য, তখন বোঝাগুলিকে উটনীর পিঠ হইতে নামাইয়া ফেল। আর আওরতকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

সংশোধনমূলক কাহিনী

হ্যরত আদম আলাইহিস্সালামের যমানায় এনাক নামী এক আওরত ছিল। সর্বপ্রথমে সে যেনা করিয়া তাহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহু তা'আলা তাহার বদকার্য হইতে হাতীর মত বড় বড় সাপ ও গাধার মত বড় বড় শকুন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহারা এনাক নামী আওরতকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। মোটকথা, বদকার্যের নতিজা এমনি ভীষণ হইয়া থাকে।

অনেকে হ্যত মনে করিতে পারেন যে, কোথায় এই যমানায় তো কাহাকেও তেমন শাস্তি ভোগ করিতে দেখি না! কিন্তু ইহাকে একমাত্র আখেরী নবীর উচ্ছিলাই বলিতে হইবে। রহমাতুল্লিল আলামীন আখেরী নবীর তোফায়েলে যদিও আমরা ইহকালে ঐরূপ ধ্বংসাত্মক

আয়াবে পতিত হইতেছি না, তথাপি গোনাহের কার্যের জন্য আখেরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, নিঃসন্দেহ।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন : মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, জবান, দেল ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও যেনা হইয়া থাকে। যেমন পর পুরুষের দর্শন করা চোখের যেনা, পর পুরুষের কথা শ্রবণ করা কানের যেনা। পর পুরুষের সহিত হাত মিলান, কাঁধে হাত রাখা, হাতের যেনা। পর পুরুষের বাড়ী চলাফেরা করা পায়ের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথাবার্তা বলা জবানের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথা বলিয়া বা কথা শুনিয়া মনে আনন্দ লাভ করা দেলের যেনা। এমনিভাবে সামান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হাজারো বদকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই এই সব গোনাহ হইতে বাঁচিবার জন্য সদা সর্তক থাকা উচিত।

ওয়ায়েলার কাহিনী

এই আওরত হযরত নূহ নবীর বিবি। সে ছিল বেঙ্গমান। হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের যমানায় যখন প্লাবন শুরু হইল, তখন নূহ (আঃ) ঈমানদার লোকগণসহ বিশাল কিশ্তীতে উঠিয়া পড়িলেন। তাহার এক বেঙ্গমান পুত্র ও এই বিবিকে কতভাবে বুঝাইয়া ঈমান আনাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ বদ-নছীবরা কিছুতেই ঈমান আনিল না; বরং প্লাবনে বিশ্বাস না করিয়া হযরত নূহ (আঃ)-কে টিক্কারী দিতে লাগিল। অবশ্যে প্রবল প্লাবনে সারা দুনিয়া ভাসিয়া গেল। তাহারাও পানিতে ডুবিয়া মরিল।

এই সম্পর্কে কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আওরত নবীর বিবি হইয়াও আল্লাহর গ্যব হইতে বাঁচিতে পারিল না। সে দোয়খে নিষ্কিপ্ত হইল। ইহাতে বুঝা যায়, কাহারো বাপ-ভাই বুর্গ থাকিলেও তাহার কোন ফায়েদা নাই, তাহাকে তাহার কর্মফল ভোগ করিতেই হয়।

হযরত লৃত (আঃ)-এর বিবি

এই আওরত কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাহায্য করিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইছা করিলেন, হযরত লৃতের কওমের কাফেরদিগকে ধ্বংস করিতে। তিনি লৃত (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, ঈমানদার লোকদের নিয়া রাতারাতি বস্তির বাহির হইয়া যাইতে। আরও আদেশ করিলেন, যাইবার সময় পিছন দিকে না তাকাইতে।

এদিকে ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর আদেশে ছোবহে-ছাদেক হইতে না হইতে উক্ত কওমের উপর আয়াব শুরু করিয়া দিলেন। হযরত লৃত (আঃ) ঈমানদার লোকগণকে নিয়া রওয়ানা করিলেন। তাহাদের পিছনে পিছনে উক্ত কাফের আওরতও চলিল। বেঙ্গমান লোকদের উপর পাথরের বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই আওরত কার্য়ৎঃ বেঙ্গমান কাফেরদের মতই ছিল। তাই পিছনদিকে ফিরিয়া তাকাইল। তৎক্ষণাং একটি পাথর ছুটিয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস করিল।

এই বদব্যথ্ত আওরতের উল্লেখ কোরআনে আছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর বিবির কাহিনীর সহিত ইহারও উল্লেখ হইয়াছে। উহার মতই সে পয়গম্বরের বিবি হইয়াও ধ্বংস হইল, দোয়খি হইল। কারণ সে সত্য পথের পথিক ছিল না।

কাফের আওরত ছদ্মের কাহিনী

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর যমানার কথা। এই কাফের আওরতের আচার-ব্যবহার চাল-চলন অত্যন্ত খারাপ ছিল। ইহার মতই আর এক আওরত ছিল। তাহার ছিল বহুসংখ্যক বকরী। সমগ্র বস্তিতে একটি মাত্র কৃয়া ছিল। সেই কৃয়া হইতেই সমস্ত জানোয়ার পানি পান করিত।

আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত ছালেহ্ আলাইহিস্সালামকে বহু মো'জেয়া দান করিয়াছিলেন। হ্যরত ছালেহ্ (আঃ) একবার মো'জেয়া বলে শক্ত পাথর হইতে বিরাট আকৃতির উটনী বাহির করিয়াছিলেন। এই উটনী উক্ত কুয়া হইতে পানি পান করিত। উহু একদিন পর পর এত পানি পান করিত যে, কুয়া একেবারে শুকাইয়া ফেলিত। ফলে উটনী যেদিন পানি পান করিত ঐদিন আর অন্য কোন জানোয়ার পানি পান করিতে পারিত না। তাই উক্ত আওরতব্য দুষ্ট দুইজন পুরুষকে বলিল, এই উটনীর কারণে আমাদের জানোয়ারগুলি একদিন পর পর পানি পান করিতে পারে, ইহাতে খুব অসুবিধা হয়। তোমরা যদি এই অসুবিধা দূর করিয়া দাও, তবে আমরাও তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।

তারপর বদবখ্ত পুরুষ দুইটি লোভে পড়িয়া তলোয়ার হাতে উটনীর আগমন পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। উটনী আসা মাত্র তাহারা তলোয়ার হস্তে আক্রমণ করিয়া উটনীকে মারিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সারা কওমের উপর আঘাব নাফিল করিলেন। হ্যরত জীব্রায়ীল আমীন এমনি বিকট ও ভয়ংকর আওয়াজ করিলেন যাহাতে সমস্ত বেঙ্গমান লোক মরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দিল।

নাউয়ুবিল্লাহ্! দুইটি বদ আওরতের কারসাজির দরুন সমস্ত কওমের উপর আঘাব নামিয়া আসিল। তাই সর্বদা এইসব গোনাহ্গারদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা উচিত।

আরবিলের কাহিনী

হ্যরত ইলিয়াস নবীর যমানার কাহিনী। এই আরবিল ছিল যালেম বাদশাহের বেগম। সে নিজেও ছিল বড়ই নির্দিয়, বেরহম আওরত। বহু পয়গন্ধর ও ওলিআল্লাহকে সে যুলুম করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

আরবিলের প্রতিবেশীনী ছিল এক নেকবখ্ত আওরত। তাহার ছিল মনোরম তরুতাজা এক বাগিচা। একদা আরবিলের লোভ হইল যেমন করিয়াই হটক কৌশলে বাগিচাটি হস্তগত করিতেই হইবে। আর বাগিচা হস্তগত করিতে হইলে উক্ত আওরতকেও জীবনে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এখন তাহাকে হত্যা করিবার উপায় কি?

ঘটনাচক্রে বাদশাহ্ একবার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। রাজ্যভার ছাড়িয়া গেল বেগমের হাতে। সুযোগ বুবিয়া বেগম আরবিল বাগিচার মালিনীকে হত্যা করার ফন্দী আঁটিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দুইজন লোক ঠিক করিল। বাগের মালিনীকে রাজ দরবারে ডাকিয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ কি হে! তুমি নাকি বাদশাহৰ বদনাম করিয়াছ? গালিগালাজ করিয়াছ? আওরতটি বিশ্বিত হইয়া অস্বীকার করিল। বেগম মিথ্যাবাদী নকল সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে হাজির করিল। তাহারা বলিলঃ হাঁ, সতাই সে বাদশাহৰ বদনাম ও গালিগালাজ করিয়াছে। অতঃপর বেগম আওরতটিকে কতল করিয়া বাগিচাটি স্বীয় মালিকানাভুক্ত করিয়া লইল।

কিছুদিন পর বাদশাহ সফর শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। আল্লাহ্ তা'আলা হ্যরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী নাফিল করিলেন। “হে নবী! বাদশাহকে বলিয়া দিন, তাহার বেগম এক নির্দোষ বান্দাকে হত্যা করিয়া তাহার বাগিচা দখল করিয়া লইয়াছে। বাদশাহ যদি উক্ত বাগিচা তাহার ওয়ারিশদেরকে ফিরাইয়া দেয় এবং উভয়ে মিলিয়া তওবা করে, তবে রক্ষা, নতুবা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

হয়েরত ইলিয়াস (আঃ) এই সংবাদ বাদশাহকে প্রাদন করিলেন। বাদশাহ বেগম উভয়েই এই সংবাদে কর্ণপাত করিল না, বরং হয়েরত ইলিয়াসের দুশ্মন সাজিল। এদিকে আল্লাহু তা'আলা হয়েরত ইলিয়াসকে রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন।

কিছুদিন পরেই যালেম বাদশাহুর এক আদরের ছেলে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এই দুঃখে বাদশাহ ও বেগম একেবারে মর্মাহত হইয়া গেল। কয়দিন পরই আবার এক প্রবল অতাপশালী বাদশাহ আসিয়া তাহার রাজ্য ছিনাইয়া নিল এবং তাহাকে সবৎশে নিহত করিল। এইভাবে যালেম বাদশাহুর সকল গর্ব অহকার চূর্ণবিচূর্ণ হইল এবং সে সমূলে ধ্বংস হইল।

যুলুমের প্রতিফল, যালেমের গর্ব ও অহকারের উপযুক্ত শাস্তি নিয়তির বুকে চিরকালই হইয়া থাকে। ইহার নতীজা বড়ই ভয়ানক ও মর্মান্তিক। অহঙ্কারী ও অত্যাচারী মানব জাতির কলঙ্ক—ইবলীস।

নায়েলার কাহিনী

আরবের এক গোত্রের নাম জিরহাম। হয়েরত ইসমাইলের আবিভাবের পর হইতেই আরবের অধিবাসী এই গোত্রের সৃষ্টি। এই গোত্রেরই এক আওরতের নাম নায়েলা। একদা সে পবিত্র কাবা শরীফে এক পুরুষের সহিত যেনা কার্যে লিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু তা'আলার গ্যবে উহারা দুইটি পাথরে পরিণত হইয়া যায়। পুরুষটির নাম ছিল আসফ। পরবর্তীকালে জনগণ উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে রাখিয়া দেয়। আর জাহেল লোকেরা পাথরদ্বয়কে পূজা করিতে শুরু করে। আখেরী নবী উক্ত পাথরদ্বয়কে অন্যত্র ফেলিয়া দেন। ফলে জনসাধারণ উক্ত পাথর পূজার পাপ হইতে রেহাই পায়।

যুগে যুগে দেখা গিয়াছে, কাবা ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে যে বদবখতই চেষ্টা করিয়াছে এমনিভাবে ধ্বংস হইয়াছে। জাহানামের কঠিন প্রজ্ঞালিত অগ্নিই তাহার নছীব হইয়াছে।

হয়েরত ইয়াহুইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারিগী

হয়েরত ইয়াহুইয়া (আঃ)-এর যমানা। এক ছিল বাদশাহ। আর বেগমের ছিল পূর্ব স্বামীর ওরসজাত এক কন্যা। বেগমের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত। এই সময় তাহার খেয়াল হইল, এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা, নাজানি বাদশাহুর মন অন্য কাহারো দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধা বেগম এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভীষণ চিন্তায় পড়িল। অবশ্যে ঠিক করিল তাহার যুবতী কন্যাকেই বাদশাহুর অর্ধাঙ্গনী বানাইতে হইবে; সে যে কোন প্রকারেই হউক। বেগম রাত-দিন এই সুযোগই তালাশ করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন বাদশাহুকে ও কন্যাকে নানা কৌশলে বুকাইতে লাগিল। কন্যাও ছিল পরমা সুন্দরী। ক্রমে ক্রমে উভয় বদবখতই রাজী হইয়া গেল।

এই সংবাদ হয়েরত ইয়াহুইয়া আলাইহিস্সালাম জানিতে পারিলেন। তিনি বাদশাহ ও বেগমকে বুকাইলেন। উপদেশ দিলেন যে, বাদশাহ ও এই কন্যার মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান হারাম হইবে। কাজেই তোমরা ইহা করিও না। বেগম ইহাতে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া হয়েরত ইয়াহুইয়া (আঃ)-কে হত্যা করিল। হয়েরতের ছের মোবারক হইতে অবিরাম রক্ত শ্রেত প্রবাহিত হইল। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইল না।

অবশ্যে বাদশাহ বাধ্য হইয়া সেকালীন আলেমগণের নিকট পরামর্শ চাহিল। আলেমগণ বলিলেন, হয়েরতের হত্যাকারিনীকে হত্যা করার পূর্বে এই রক্তধারা বন্ধ হইবে না। এদিকে এক

আদেল বাদশাহ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদের উপর হামলা করিল। যাহার ফলে সত্ত্বর হাজার কাফেরসহ বাদশাহকে সবংশে নিহত করিল। তারপর হয়রত ইয়াহুইয়া (আঃ)-এর ছের মোবারকের রক্তশ্রোত বন্ধ হইল।

নফসানী খাহেশে পড়িয়াই বাদশাহ ও বেগম সবংশে নিপাত হইল। আরও সত্ত্বর হাজার কাফের মারিল। পরন্তু কাহারো আশা পূর্ণ হইল না। নফস মানুষকে চিরকালই এমনি বিপদের সম্মুখীন করিয়া থাকে। তাই নফসের খাহেশে কোন কাজ করা উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহর গম্বৰ যখন নামিয়া আসে তখন প্রতিবেশীকেও সেই আয়াবে লিপ্ত হইতে হয়।

মহান আবেদের বিবির কাহিনী

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরত বলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাহার যমানায় ছিল এক যাহেদ আবেদ। আল্লাহ তা'আলা তাহার গায়ে খুব শক্তি দান করিয়াছিলেন। সে যমানার বাদশাহ ছিল যালেম। সে ছিল উক্ত আবেদের দুশ্মন।

একদা বাদশাহ আবেদের বিবিকে প্রলোভ দিল যে, তোমার স্বামীকে যদি গ্রেপ্তার করিয়া আমাদের হাতে সোপন্দ করিতে পার, তবে আমি তোমাকে বেগমরূপে বরণ করিব। ইহাতে বদবখত বিবি লোভে পড়িয়া রায়ী হইল। নিদ্রাবস্থায় নেক্কার স্বামীর হাত-পা বাঁধিয়া বাদশাহৰ হাওয়ালা করিয়া দিল।

এই নেক্কার আবেদ স্বামীর নাম শামছুন। বাদশাহ তাহাকে রাজ দরবারে হাজির করিবার হুকুম করিল। তাহার উপর নানা অত্যাচার করার পর তাহাকে শুলে চড়াইবার হুকুম করিল। যথাসময়ে শুলে চড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। বহু রাজ-কর্মচারী তামাশা দেখিতে আসিল।

মহান আবেদ শামছুন এদিকে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিলেন। ফলে বাদশাহৰ শাহী মহল ধৰ্মসিয়া পড়িয়া বাদশাহ মহলের নীচে চাপা পড়িল। সকলেই বাদশাহৰ উদ্ধার কার্যে মশ্গুল হইল। আবেদ শামছুন নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরিলেন এবং মোনাফেক বিবিকে তালাক দিলেন। বদবখত আওরত ক্ষণস্থায়ী লোভের মোহে পড়িয়া দুনো জাহানের দৌলত নেক্কার স্বামীর সঙ্গ হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় আশা-ভরসাও তাসের ঘরের মত উড়িয়া গেল। মোনা-ফেকীর উপযুক্ত সাজা পাইল।

হযরত জুরীহের তোহমতকারিণী আওরত

রাসূলে করীমের পূর্ববর্তী যমানায় এক বুরুর্গ ছিলেন। তাহার মোবারক নাম হযরত জুরীহ। অতি অল্প বয়সেই তিনি আল্লাহর এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জনগণ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জঙ্গলে গমন করেন। সেখানে তিনি একটি এবাদতখানা বানাইয়া এবাদতে মশ্গুল হন।

একদিন তিনি নফল নামায পড়িতেছেন। এমন সময় তাহার মাতা তাহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে ছিলেন বলিয়া ডাকে সাড়া দিলেন না। ইহাতে মাতা রাগ হইয়া ছেলেকে বদদে‘আ দিলেন—‘ইয়া আল্লাহ! সে আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, অতএব, তাহাকে তুমি মেনাকারী আওরতের তোহমত লাগাইও।’

যেহেতু মা-বাপের হক সব চাইতে বেশী। তাই শরীতে এই মাসআলাহ রহিয়াছে যে, নফল নামায ছাড়িয়া মা-বাপের ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এই মাসআলাহটি হযরত জুরীহ জানিতেন না; তাই তিনি মাতার ডাকে সাড়া দেন নাই। সুতরাং মাতার দে‘আ আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়াছিল।

হিংসুকের দল শীঘ্ৰই হ্যৱত জুৱীহেৰ পিছনে লাগিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে অপমানিত কৱাৰ জন্য এক যেনাকাৰিণীকে ঠিক কৱিল। বলিল, যখন তোমাৰ সন্তান গৰ্ভে থাকিবে, তখন তুমি সকলেৰ নিকট বলিবে, ইহা একমাত্ৰ জুৱীহেৰ কাৰ্য। কমবখ্ত আওৱত তাহাই কৱিল।

এইবাৰ হিংসুকেৰ দল হ্যৱত জুৱীহেৰ নিকট গমন কৱিল। বলিল, কি হে! তুমি না এত আবেদ জাহেদ, তবে কেন এই আওৱত তোমাৰ নামে কুৎসা রটনা কৱিতেছে? এই বলিয়া তাহারা হ্যৱত জুৱীহেৰ এবাদতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে আওৱতটি একটি সন্তান প্ৰসব কৱিল। হ্যৱত জুৱীহ সদ্যপ্ৰসূত শিশুকে জিজ্ঞাসা কৱিলেন, তোমাৰ পিতা কে? খোদাৰ মহিমা অপাৰ, সৃষ্টেৰ বুৰা ভাৰ! শিশুৰ মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল। স্পষ্টভাৱে এক রাখালেৰ নাম বলিয়া দিল, যে ঐ হিংসুক-দলেৱই একজন।

হ্যৱত জুৱীহেৰ কাৰামত দৰ্শনে হিংসুকেৰ দল তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা কৱিল এবং তাঁহার এবাদতখানাকে স্বৰ্গে তৈৰি কৱিয়া দিতে চাহিল। হ্যৱত জুৱীহ বলিলেন, না, আগে যেমন ছিল, তেমনি বানাইয়া দাও। আমাৰ নিকট মাটিৰ ঘৰই পচ্ছন্নীয়। অতঃপৰ হ্যৱত জুৱীহ আপন মনে এবাদত কৱিতে লাগিলেন। হিংসুকেৱা হিংসাৰ অনলে দঞ্চ হইল। কিন্তু মাতাৰ ডাকে সাড়া না দেওয়াৰ কাৰণে এই পেৰেশানী উঠাইতে হইল। কাহাকেও বদদো'আ কৱিতে নাই। যেহেতু বদদো'আ কৱাৰ মধ্যে কোনই মুছলেহাত নাই।

বনি-ইন্দ্ৰায়ীলেৰ নিৰ্দয় আওৱত

ছহীহ বোখারী শৰীফে রাসূলুল্লাহ (দণ্ড) বনি-ইন্দ্ৰায়ীলেৰ এক কাহিনী বৰ্ণনা কৱিয়াছেন। এই কওমেৰ এক আওৱত এক বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখে। উহাকে কিছুই পানাহাৰ কৱিতে দেয় নাই। কিংবা উহাকে ছাড়েও নাই, যাহাতে সে চতুৰ্দিক বিচৰণ কৱিয়া আহাৱেৰ সংস্থান কৱিতে পাৱে। এইভাৱে ক্ষুণ্ণ-পিপাসায় কাতৰ হইয়া বিড়ালটি মাৱা যায়।

এই নিষ্ঠুৰ দয়াহীন কাৰ্যেৰ দৱন্দ্ব আল্লাহ তা'আলা উক্ত আওৱতকে দোষখে নিষ্কেপ কৱেন। এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ (দণ্ড) দেখিয়াছেন, উক্ত বিড়ালটি দোষখে আওৱতটিৰ বুকেৰ উপৰ বিসিয়া স্বীয় নথ দ্বাৰা তাহার বুক চিৰিতেছে, নথেৰ দ্বাৰা আঁচড় কাটিতেছে। মোটকথা, জীব-জানোয়াৰ এক কথায় কাহাৱও উপৰ বে-ৱহমী কৱা উচিত নয়। যেহেতু বে-ৱহমীৰ শাস্তিৰ আল্লাহ তা'আলা বে-ৱহমীৰ সহিতই দিয়া থাকেন। অতএব, সকলেৰ প্ৰতি সদা সদয় হওয়া আবশ্যক।

ইসলামেৰ প্ৰারম্ভিক যুগেৰ এক আওৱত

হ্যৱত ওসমান গণী রায়তাল্লাহ আন্হ বলেনঃ এক ব্যক্তি ছিল খুব বড় আবেদ। আৱ এক আওৱত ছিল ভয়ানক দুষ্ট। আওৱতটি একদা এক বাঁদীকে আবেদেৰ বাড়ী পাঠাইল। সে আসিয়া আবেদকে বলিল, আপনি দয়া কৱিয়া আমাদেৰ বাড়ী চলুন। টাকা-পয়সা মন্ত বড় একটি লেনদেন আছে, উহাতে আপনি সাক্ষী থাকিবেন। আল্লাহৰ ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য হওয়া বড়ই সওয়াবেৰ কাজ। অতএব, শীঘ্ৰই চলুন।

আবেদ কিছুতেই বাঁদীৰ কথা মিথ্যা বলিয়া ধাৰণা কৱিতে পাৱিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি রওয়ানা হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, খুব মজুবত একটি ঘৰ। তিনি ঘৰে প্ৰবেশ কৱিলেন। এদিকে বাঁদী দুষ্ট আওৱতেৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী সমন্ত দৱওয়াজা-জানালা বন্ধ কৱিয়া দিল। আবেদ দেখিলেন, ঘৰেৰ মধ্যে উক্ত আওৱত শৰাব হাতে বিসিয়া আছে এবং তাহার পাৰ্শ্বে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে।

আওরত আবেদকে দেখিয়া বলিলঃ এখন তুমি আমার হাতে আসিয়াছ। এখন বাধ্য হইয়া তোমাকে যে কোন একটি খারাব কাজ করিতেই হইবে, নতুবা আমি তোমাকে জানে শেষ করিয়া ফেলিব। তুমি এখন আমার সহিত যেনা কর; অথবা এই ছেলেটিকে হত্যা কর, কিংবা এই শরাব পান কর। একটা তোমাকে করিতেই হইবে নতুবা রক্ষা নাই।

আবেদ ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কোন উপায়াস্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শরাব পান করাই এখতেয়ার করিলেন। শরাব পান করার পরই মস্তির হালতে অপর দুইটি খারবীও করিয়া ফেলিলেন। দুষ্ট আওরতের উদ্দেশ্য সফল হইল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল আবেদের পরহেয়গারী নষ্ট করা।

চিন্তা করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যত বড় বড় গোনাহের সূচনা ছোট গোনাহ হইতেই। কাজেই গোনাহ ছোট হউক, বড় হউক একদিক দিয়া সকলই সমান। পরহেয়গারী বড় সম্পদ। ইহাকে বজায় রাখিতে জীবনপণ চেষ্টা করা উচিত। উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধি প্রত্যেক গোনাহেই প্রযোজ্য।

বনি-ইন্দ্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত

হ্যরত মূসা পয়গম্বর এক পানিপূর্ণ হাউয়ে দোঁআ পড়িয়া ফুঁক দিয়াছিলেন। যার ফলে কোন বদকার আওরত ঐ হাউয়ের পানি পান করিলে তাহার চেহারা কুশ্রী হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিত। হ্যরত মূসা (আঃ)-এর যমানার পরও ঐ হাউয়ের উক্ত প্রতিক্রিয়া বাকী ছিল।

এক ব্যক্তি স্থীয় স্তৰীয় সতীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হন। বস্তুতঃ সন্দেহ সত্যই ছিল। তিনি কাজীর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। কাজী ছাহেব উক্ত হাউয়ের পানির উপরই ফায়সালা করেন। ঐ স্ত্রীলোকটিকে পানি পান করানোর দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির একটি ভগ্নী ছিল। সে দেখিতে ঠিক তাহারই মত। স্ত্রীলোকটি চালাকি করিয়া নিজের পরিবর্তে তাহার ভগ্নীকে পাঠাইল। তাহার ভগ্নী ছিল নেককার তাই হাউয়ের পানি পান করাতে তাঁহার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। সকলেই বাড়ী ফিরিল।

ভগ্নীটি বাড়ী গিয়া যখন কথা বলিতে লাগিল, তখন তাঁহার মুখের শ্বাস লাগিয়াই ধোঁকাবাজ আওরতটি কুশ্রী চেহারা ধারণ করতঃ মারা গেল। মোটকথা, ধোঁকাবাজী ঠগবাজীর সাজা চিরকালই নির্ধারিত। তাই কখনো কোন অবস্থাতেই ধোঁকাবাজী করিতে নাই। উহার পরিণাম নেহাত জগৎ।

যায়দা বিন্তে আশ্বাবের কাহিনী

যায়দা বিন্তে আশ্বাব হাসানের বিবি। এযীদ ইবনে মোয়াবিয়া হ্যরত হাসানের দুশ্মন। সে চক্রাস্ত করিয়া এই আওরতের দ্বারা হ্যরত ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করে এবং আওরতকে ওয়াদা দিয়াছিল ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর তাহাকে স্থীয় মহিয়ীরাপে বরণ করিবে।

যায়দা লোভে পড়িয়া ইমাম হাসানকে বিষ খাওয়াইল। বিষের প্রতিক্রিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলিল। অবশ্যেই ইমাম এন্টেকাল করিলেন। এবার যায়দা এযীদকে তাহার ওয়াদার কথা স্মরণ করাইল। কিন্তু এযীদ কিছুতেই তাহাকে বরণ করিল না। ফলে বদবখ্ত যায়দা এক্ল-ওকুল সবই হারাইল। মোনাফেকীর অগ্নিতে সে চিরতরে ছালিতে লাগিল। এইভাবে সে সামান্য তুচ্ছ যালেম বাদশাহৰ বেগম হইবার আশায় দীন দুনিয়া খোয়াইল। তাই প্রবাদ প্রচলিত আছে—
লোভে পাপ, পাপে বিনাশ।

বিবি যুলেখার কাহিনী

বিবি যুলেখার প্রথম শান্তি হয় মিসরের উজিরের সহিত। একদা উজীর হ্যরত ইউসুফকে ক্রীতদাসরাপে খরিদ করিয়া বিবি যুলেখার হস্তে অর্পণ করে। কিছুদিন লালন-পালন করিবার পর বিবি যুলেখা হ্যরত ইউসুফের উপর আশেক হইয়া পড়ে। ইহা জানিতে পারিয়া উজীর মুছলেহাত ভাবিয়া হ্যরত ইউসুফকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখেন।

এক যুগ পর মিসরের বাদশাহ হ্যরত ইউসুফকে কয়েদখানা হইতে মুক্তি দেন। তখন হ্যরত ইউসুফ বাদশাহকে বলিয়াছিলেন, উজীরের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুনঃ কাহার অন্যায়। বাদশাহৰ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়াছিলেন যুলেখা। তিনি বলিয়াছিলেন, ইউসুফ সম্পূর্ণ পাক পবিত্র, যত অন্যায় সবই আমার ভুল মাত্র।

পরবর্তীকালে হ্যরত ইউসুফ যখন মিসরের বাদশাহ তখন উক্ত উজীরের এন্টেকাল হইয়াছে। ইহার পর হ্যরত ইউসুফ, বিবি যুলেখাকে স্ত্রীরাপে বরণ করেন। ইহাকে একমাত্র সত্য কথার অমৃতময় ফলই বলিতে হইবে। বিবি যুলেখার সত্য কথা বলার দরকন এবং মিথ্যা তোহমত না লাগানোর বদৌলতেই তিনি পরিশেষে একদিকে বাদশাহৰ পত্নী অন্যদিকে নবীর নেক বিবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য চিরজয়ী; উহার জয় সুনিশ্চিত অবধারিত।

কারণের ধোকাবাজ আওরত

হ্যরত মূসা পয়গম্বরের জমানায় কারুণ এক মালদার ব্যক্তি ছিল। হ্যরত মূসা (আঃ) তাহাকে যাকাত আদায় করিতে বলেন। ইহাতে সে দেখিল তাহার অনেক মাল করিয়া যাইবে। সে ছিল কৃপণের একশেষ। অসংখ্য অগণিত ধন-মাল হইতে একটি পয়সা খরচ হইতে দেখিলেও সে পেরেশান হইয়া পড়িত। জানের চেয়েও ধন ছিল তার নিকট প্রিয়। হ্যরত মূসা (আঃ)-এর কথা শুনামাত্র সে তাহাকে মালী এমনকি জানী দুশ্মন ঠাওরাইল।

তারপর সে এক দুষ্ট আওরতকে বহু টাকা-পয়সা দিয়া বাধ্য করিল। তাহাকে বলিল, তুমি কেবল মূসা আলাইহিস্মালামের নামে রটনা করিবে যে, সে তোমার সহিত যেনা করিয়াছে। (নাউয়ুবিল্লাহ!) লোভে পড়িয়া আওরত রায়ী হইল।

একদা হ্যরত মূসা (আঃ) এক বিরাট মাহফিলে ওয়ায় করিতেছিলেন। তিনি যখন ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি যেনা করে তাহার এই শাস্তি, তৎক্ষণাৎ কর্মবৃত্ত কারুণ বলিলঃ যদি আপনি এমন কাজ করেন, তবে কি শাস্তি? হ্যরত মূসা (আঃ) বলিলেনঃ আমারও ঐ শাস্তি। তখন সে বলিল, অমুক আওরত বলে যে, আপনি তাহার সহিত এই কাজ করিয়াছেন। উক্ত আওরত সেখানেই উপস্থিত ছিল। হ্যরত মূসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে? সত্য সত্য বল। আওরতের দেলে হঠাৎ আল্লাহৰ ভয় জাগ্রত হইল। সে বলিয়া উঠিলঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! আপনি নিশ্চয়ই পাক পবিত্র। সে আমকে বহু ধন-সম্পদ দিয়া রায়ী করাইয়াছিল যে, আমি আপনার নামে মিথ্যা তোহমত লাগাই। এখন আমি তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেলাম।

এই ঘটনায় হ্যরত মূসা (আঃ)-এর দেলে খুব কষ্ট লাগিল। তিনি কারণের জন্য বদদো'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর ফরিয়াদ কর্বুল ফরমাইলেন। কারুণ তাহার সীমাহীন ধন-সম্পদ মালমাত্রাসহ মাটিতে গাড়িয়া গেল। মুরুর্তের মধ্যে তাহার সকল অহঙ্কার ও গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আওরতটি ধন-মালের লোভে পড়িয়া প্রথমতঃ ভ্রান্ত পথে ছিল। পরে বুদ্ধি বলে সত্য কথা বলিয়া দুনো জাহানের নাজাত হাচেল করিল।

গোনাহ্ত স্বীকারকারিণী আওরত

একদা রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর খেদমতে এক আওরত হাজির হইল। সে শয়তানের ধোকায় পড়িয়া যেনা করিয়াছিল। শরীতে হৃকুম রহিয়াছে, যেনাকারীকে পাথরের আঘাতে মারিয়া ফেলার। উক্ত আওরত এই হৃকুম জানিত। তবুও সে নিজকে এই পাপ হইতে ইহ দুনিয়াতেই পাক করিবার ইচ্ছা করিল।

তাই সে রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর নিকট নিজ মুখে তাহার স্বকীয় পাপের কাহিনী বর্ণনা করিল। হ্যরত বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না যে, এরূপ সত্যবাদিনী যেনা করিতে পারে। তাই তিনি বলিলেন : না, তুমি যেনা কর নাই। কিন্তু আওরতটি তিনবার যখন স্বীকার করিল, তখন হ্যরত (দণ্ড) বলিলেন : আচ্ছা যাও, এখন তোমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, পরে আসিও।

সন্তান প্রসব করার পর আওরতটি আসিয়া পুনরায় হ্যরতের নিকট হাজির হইল। অর্থাৎ সে প্রায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল নিজকে শরীতের শাস্তির দ্বারা পাক ছাফ করার জন্য। এইবার হ্যরত তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিল।

আওরতের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাহার কৃত্স্না করিতেছিল। হ্যরত ছাল্লাহাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : খবরদার ! তাহার সম্পর্কে কিছু বলিও না ; যেহেতু তাহার তওবা আল্লাহ তা'আলার নিকট সন্তুর গোনাহ্গারের তওবার সমান হইয়াছে। সে আল্লাহর ভয়েই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া জীবন দিয়া দিয়াছে। আল্লাহ আমাদিগকে গোনাহ্ত হইতে দূরে থাকিবার এবং তওবা করিবার তোফীক দিন।

রাসূলে মাক্বুলের পাক শামায়েল

[অর্থাৎ চাল-চলন]

১। বায়হাকী হ্যরত বরা ইবনে-আয়েব হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত (দণ্ড) ছিলেন সৌন্দর্য্যের আকর। আখলাক চরিত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অতি লস্বাও ছিলেন না বা অতি খাটও ছিলেন না অর্থাৎ মধ্যম কদ ছিলেন।

২। ইবনে-সাআদ ইসমাইল ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত (দণ্ড) সবচেয়ে সহ্যগীর, সহনশীল ছিলেন। যে কেহ যে কেন কষ্ট দিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতেন।

৩। ইমাম তিরমিয়ী হিন্দ ইবনে-আবি হালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চলিবার সময় হ্যরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাহাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে পায়ে এরূপ ভর রাখিয়া চলিতেন, যাহাতে মনে হইত, তিনি যেন শক্তভাবে মাটিতে পা রাখিতেছেন এবং উঠাইতেছেন। কদম মোবারক এমনভাবে চালাইতেন যে, দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হইতে নিম্নদিকে নামিতেছেন। পা খুব আজিয়ির সহিত বাড়াইতেন। পার্শ্বের কোন কিছু দেখিতে হইলে পুরাপুরি ঘুরিয়া দেখিতেন (অর্থাৎ আড় চোখে চাহিতেন না।) দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই জমিনের দিকে রাখিতেন। উপর দিকে আসমানের দিকে খুব কম নজর করিতেন। সাধারণতঃ তিনি নীচা চোখে নজর করিতেন (অর্থাৎ, বেহায়ার মত চোখ উল্টাইয়া দেখিতেন না।) কাহারো সাক্ষাৎ ঘটিলে আগেই তিনি সালাম করিতেন।

৪। ইমাম আবু দাউদ হ্যরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত (দণ্ড) কথা বলিবার সময় ধীরে ধীরে কহিতেন। যাহাতে শ্রবণকারী স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে। এত অধিক ধীরে

কহিতেন না, যাহাতে শ্রবণকারী বিরক্ত হইয়া পড়ে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, হ্যরত (দঃ) প্রত্যেক কথাকে তিনবার বলিতেন।

মোটকথা, হ্যরত কথা বলিতেন নেহায়ত উভয় তরিকায়। যেখানে যেতাবে বলিতে হয়, সে ভাবেই বলিতেন। যেখানে বুদ্ধিমান লোক থাকে সেখানে এক কথা বার বার বলা ঠিক নয়। এইরপে যেখানে বোকা লোক থাকে সেখানে একবার বলিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। আবার যেখানে অল্প বুদ্ধিমান থাকে সেখানে দুইবার বলিলে বুঝিতে পারে। যেখানে হরেক রকম লোক থাকে সেখানে তিনবার বলাই মোনাসেব। যেহেতু কাহারো বুঝে আসিবে একবারে, কাহারো দুইবারে, কাহারো তিনবারে। যদি কেহ তিনবারেও না বুঝে, তবে তাহাকে আরও বলা চাই। এক কথায় কাহারো সহিত কর্কশ বা কটু ব্যবহার করা চাই না। সবার সহিত ভাল ব্যবহার করা এবং ভাল ব্যবহার শিক্ষা দেওয়াই ছিল নবীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলের সহিত ভাল ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হওয়া কামালিয়াতের নিশানা এবং ইহা একটি মহান দৌলত।

৫। ইমাম আবু-দাউদ হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর কথাবার্তা পরিষ্কার ও স্পষ্ট শুনাইত। যে কেহ শুনিয়া বুঝিতে পারিত।

৬। বায়হাকি হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, সমস্ত বদ-অভ্যাস হইতে মিথ্যাকে হ্যরত (দঃ) অধিক ঘৃণা করিতেন এবং মিথ্যাকে তিনি মোটেই সহ্য করিতেন না।

৭। বায়হাকি ও ইমাম আবু-দাউদ হ্যরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, সমস্ত কাপড়ের মধ্যে হ্যরত ইয়ামানি চাদরকে অধিক ভালবাসিতেন। অনেকেই মন্তব্য করেন, এই চাদর সাদাসিধা এবং কম ময়লা হওয়ার দরঢ়নই হয়তো হ্যরতের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। সোব্হানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়াতে নিজকে দুদিনের মুসাফের মনে করিয়াছেন। তাই তো, দুনিয়ার শান-শওকতের দিকে তাহার খেয়াল ছিল না, পরস্ত শান-শওকতকে তিনি পছন্দও করেন নাই। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহাই একমাত্র আদর্শ। জরুরত পরিমাণ পোশাক—অর্থাৎ, ছতর ঢাকার পরিমাণ পোশাক হইলেই সেদিকে আর খেয়াল না করিয়া পরিকালের চিত্তা করা এবং জিনতের দিকে নজর না করাই ওলি-আল্লাহগণের আদত।

৮। ইমাম বোখারী ও ইমাম ইবনে-মাজা হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) ঐ এবাদতকেই বেশী পছন্দ করিতেন, যাহা প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। (অর্থাৎ, এমন নফল এবাদত তিনি পছন্দ করিতেন যাহা অল্প হইলেও প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। পক্ষান্তরে যাহা বেশী এবাদত অথচ উহা নিয়মিত নয়; এরূপ এবাদতকে তিনি অধিক পছন্দ করিতেন না।)

৯। ইবনে-আচুন্না হাসান লাগিবারাত মোজাহেদ হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরতের (দঃ) নিকট বকরীর সম্মুখ ভাগের গোশ্তই বেশী পছন্দনীয় ছিল।

১০। হাকেম এবং আরও অনেকে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মিঠা ঠাণ্ডা পানিই হ্যরত (দঃ) অধিক পছন্দ করিতেন। আবু নয়ীম হ্যরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে দুধই হ্যরতের (দঃ) অধিক প্রিয় ছিল।

১১। ইবনে-আচুন্না ও আবু নয়ীম হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মধুর শরবতই হ্যরত বেশী পছন্দ করিতেন।

১২। আবু নয়ীম হ্যরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে নকল করেন, হ্যরতের (দঃ) নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালুন (ব্যঙ্গন) ছিরকাহ।

১৩। ইমাম মোসলেম হ্যরত আনাস রায়িআল্লাহু তা'আলা আনহ হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর্ম বেশী নির্গত হইত। আয়িয়ি কিভাবে আছে, হ্যরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উশ্মে সলিম হ্যরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম জমা করিতেন এবং অন্য খোশবুর সহিত মিশাইয়া লইতেন। যাহাতে খোশবুর ঘাণ দ্বিগুণ হইয়া যাইত। যেহেতু হ্যরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম উৎকৃষ্ট খোশবুর চেয়েও খোশবু ছিল।

১৪। ইমাম মোসলেম হ্যরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হ্যরতের দাড়ি মোবারক খুব ঘন ছিল। ইবনে-আদি হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ফলের মধ্যে ভিজা খোরমা ও খরবুজা হ্যরতের নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

১৫। ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী হ্যরত আবু আকদ হইতে রেওয়ায়ত করেন, হ্যরত যখন নামাযে ইমামত করিতেন, তখন নামায নেহায়েত মোখ্তছর অর্থাৎ, শর্টকাট করিয়া পড়াইতেন। আর যখন একাকী নামায আদায় ফরমাইতেন, তখন খুব লম্বা নামায পড়িতেন। জর্মা'আতে নামায আদায় করিবার সময় তিনি মোক্তাদিদের রেআয়ত করিয়া নামাযকে মোখ্তছর করিতেন। যেহেতু মোক্তাদিদের মধ্যে বহু কমজোর বৃদ্ধ, মাজুর লোকও থাকেন। একাকী পড়িবার সময় লম্বা পড়ার অর্থ—নামায ছিল হ্যরতের চোখের (কঢ়ুক্ষ) শাস্তিদায়ক। নামায পড়িতেই তিনি শাস্তি লাভ করিতেন। আর ইহার চেয়ে বড় আনন্দের জিনিস আর কি-ইবা হইবে। যেহেতু নামায়ই স্বীয় মাহবুব খোদার সামনে দাঁড়াইয়া এলতেজা করার প্রকৃষ্ট মওকা।

১৬। ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে-বশির (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হ্যরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহারো ঘরে যাইতেন, তখন প্রথমেই তিনি দরওয়াজার সামনে খাড়া না হইয়া ডানদিকের থামের কাছে দাঁড়াইয়া আস্সালামু আলাইকুম বলিতেন। (ইহাই সুন্মত তরীকা, যেহেতু পর্দা-পুশিদা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা বড়ই সহায়ক। কাহারো ঘরে প্রবেশ করিবার সময় দরওয়াজার ডান বা বাম দিকে দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়া উচিত। প্রথমবারের সালামের জবাব না দিলে, দ্বিতীয়বার সালাম বলা কর্তব্য। আর দরওয়াজা যদি বন্ধ থাকে, তবে সামনে দাঁড়ানোতে কোন ক্ষতি নাই।

১৭। হ্যরত ইবনে-স'আদ হ্যরত একব্রামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত শরীফ ছিল যে, কোন লোক তাঁহার সামনে আসিলে তিনি যদি লোকটির হাসিমাখা মুখ দেখিতেন, তবে তাহার হাতখানি স্বীয় হাতের মধ্যে উঠাইয়া নিতেন। অর্থাৎ, হ্যরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিতেন যাহাতে তাঁহার সহিত লোকটির মহৱত পয়দা হইয়া যায়।

১৮। ইবনে-মানদাহু হ্যরত উত্তবা ইবনে-আবদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যে ব্যক্তি হ্যরতের খেদমতে আগমন করিতেন, তাহার নাম যদি ভাল না হইত অর্থাৎ হ্যরতের পছন্দনীয় না হইত, তবে তিনি তাহার নাম বদলাইয়া রাখিতেন।

১৯। ইমাম আহমদ এবং আরও অনেকের দ্বারা বর্ণিত আছে, হ্যরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি কেহ আপন মালের যাকাত লইয়া হাজির হইত (অর্থাৎ, যথাস্থানে খরচ করিবার জন্য হ্যরতের খেদমতে পেশ করিত) তখন তিনি তাহার জন্য দো'আ করিতেন : “আল্লাহু! অমুকের উপর রহমত নাজেল কর।”

২০। হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত যখন খুশী হইতেন খোশ হালে থাকিতেন, তখন বলিতেন, **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنُعْمَتِهِ تَتُّمُ الصَّالِحَاتِ** আবার যখন নাগওয়ারী পেশ আসিত, তখন বলিতেন, **الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ**

২১। ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে-মাজা হযরত ইবনে-মাসউদ (রাঃ) হইতে বলেন, জেহাদের গনিমতৰাপে হযরতের হিস্সায় যখন বাঁদী কিংবা গোলাম আসিত, তখন হযরত বিবিগণের মধ্যে সমভাবে বট্টন করিতেন যাহাতে কাহারো ভাগে বেশ কম হইয়া বিবাদের সৃষ্টি না হয়। (আমাদেরও তাই করা কর্তব্য) কোন জিনিস বন্টন করিবার সময় কোন নফসানী খাহেশ নিয়া বেশ কম করিয়া বন্টন করা উচিত নয়। যেহেতু ইহাতে হক নষ্ট করা হয়। হক নষ্ট করার পরিণাম বড়ই ভীষণ।

২২। খতিব হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের নিকট যখন খানা হাজির করা হইত (অন্যান্য লোক যদি হযরতের সহিত মণ্ডজুদ হইত) তখন তিনি স্বীয় সম্মুখভাগ হইতে আহার করিতেন। যদি খোরমা হাজির করা হইত, তবে তিনি সব দিক হইতেই তানাওল ফরমাইতেন।

২৩। ইবনে-আছুম্মা হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের খেদমতে যদি কোন পাকা ফল হাজের করা হইত, তবে তিনি হাতে নিয়া প্রথমে স্বীয় নয়নযুগলে বুলাইতেন, পরে ওষ্ঠ মোবারকে লাগাইতেন এবং বলিতেন : **اَرْبَيْتَ اَوْفَى فَارِنَّا اَخْرَهُ اللَّهُمَّ كَمَا اَرْبَيْتَنَا** অতঃপর নিকটস্থ শিশুগণকে দিয়া দিতেন।

২৪। ইবনে-আসাকের হযরত সালেম ইবনে-আবদুল্লাহ ইবনে-ওমর এবং হযরত কাসেম-ইবনে-মুহাম্মদ হইতে বলেন, হযরতের খেদমতে যখন কোন খোশবুদার তেল ইত্যাদির পাত্র হাজির করা হইত, তখন হযরত (দঃ) উহাতে অঙ্গুলি ভিজাইয়া লইতেন এবং যেখানে লাগানোর প্রয়োজন অঙ্গুলি হইতে লাগাইতেন। [অর্থাৎ, এই তরিকায় (নিয়মে) তিনি খোশবু এস্তেমাল (ব্যবহার) করিতেন]।

২৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) মাথায় তৈল লাগাইবার সময় বাম হাতে তৈল লইয়া প্রথমে ডু-যুগলে, তারপর চোখে এবং শেষে মাথায় লাগাইতেন। অন্য রেওয়ায়তে আছে, হযরত যখন দাঢ়িতে তৈল লাগাইতে এরাদা করিতেন, তখন হাতে তৈল লইয়া প্রথমে দুই চোখের উপর তৎপরে দাঢ়িতে লাগাইতেন।

২৬। তবরাণী (রঃ) হযরত উম্মুল মোমেনীন হাফছা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শুইবারকালে হযরত ডানকাতে শুইতেন এবং স্বীয় ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রাখিতেন।

২৭। ইমাম তিরমিয়ী হযরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব পায়খানায় যাইবার সময় আগেই (অর্থাৎ, প্রস্তাব পায়খানা করার স্থানে পৌঁছার পূর্বে) ছতর খুলিতেন না। যেহেতু ছতর ঢাকা ফরয ; উহা বেলা-জরুরতে খোলা নিষেধ। এই জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ জরুরতে যথাস্থানে খুলিতেন।

২৮। ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যখন জুনুবের হালতে ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি ওয়ু করিয়া নিতেন।

আর এই অবস্থায়ই যদি কোন কিছু খাইবার এরাদা করিতেন, তবে দুনো হাত কজা পর্যন্ত ধৃতিয়া নিতেন। হায়ে নেফাস হইতে পাক হইলে পর আওরতদের জন্য ইহাই সুন্নত

২৯। ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-এজীদ (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) লক্ষণদিগকে রোখছত করিবার সময় এই দে'আ পড়িতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ

(কাহাকেও রোখছত করিবার সময় এই দে'আ পড়া উত্তম)।

৩০। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) নয়া কাপড় সাধারণতঃ জুর্মুআর দিন হইতে ব্যবহার শুরু করিতেন।

৩১। হাকিম তিরমিয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-কাআব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) মেসওয়াক করা শেষ করিয়া উহা বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে প্রদান করিতেন। আর পানি পান শেষ করিয়া অতিরিক্ত পানি ডান পার্শ্বের লোককে প্রদান করিতেন। এই দুনো বন্দু প্রদান করা হযরতের ছাখাওয়াতি এবং সাধারণকে বরকত পৌঁছানো। হযরতের এরাদাও ইহাই ছিল।

৩২। ইবনেসেসিনি এবং তবরাণী হযরত ওসমান ইবনে-আবুল আচ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যখন উত্তরী হাওয়া (অর্থাৎ বাড়-তুফান) প্রবাহিত হইত, তখন হযরত ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দে'আ পড়িতেন : *اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَرْسَلْتَ فِيهَا* ইহার অর্থ—ইয়া আল্লাহ! আমি ইহার (হাওয়া বাড়ের) খারাবী হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কবি—যে খারাবী আপনি ইহার সহিত পাঠাইয়াছেন।

৩৩। ইমাম আহমদ এবং হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যদি স্বীয় পরিবারবর্গের কাহারো সম্বন্ধে জানিতেন যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তবে তাহার সহিত কথাবার্তা, উঠাবসা সবকিছু পরিত্যাগ করিতেন। তাহার প্রতি পুরু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। পুনরায় যখন সে তওবা করিয়া লইত তখন তাহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করিতেন। পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। প্রত্যেক গোনাহগারের সহিত হযরত (দঃ) এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

৩৪। সিরায়ী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন চিহ্নিত হইতেন, তখন দাঢ়ি মোবারক হাতে ধরিয়া উহার প্রতি নজর করিতেন।

৩৫। ইবনেসেসিনি এবং নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে এবং আবু নয়ীম আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিহ্নিত হইলে দাঢ়ি মোবারক বার বার হাতে স্পর্শ করিতে থাকিতেন।

৩৬। ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে সুরমা লাগাইবার সময় তিনি তিনি বার লাগাইতেন।

৩৭। ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোসলেম হযরত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, খানা খাওয়ার পর হযরত যে তিনি অঙ্গুলির দ্বারা আহার করিতেন, তাহা খুব ভালভাবে চাটিয়া খাইতেন যাহাতে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অপব্যবহার না হয়।

৩৮। ইমাম তিরমিয়ী হযরত আবু হুরায়রা রায়িআল্লাহ তা'আলা আনহ হইতে বলেন, হযরতের নিকট যখন কোন মুশ্কিল সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি ছের মোবারক আসমানের দিকে উঠাইতেন এবং পড়িতেন—*سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ*

৩৯। ইমাম আবু দাউদ এবং ইবনে-মাজা হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছাহাবীদের কাহাকেও কোন কাজে পাঠাইতেন, তখন নছীহত করিতেন—সকলের সহিত উন্নত ব্যবহার করিবে, নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলিবে, কাহকেও ঘণা করিবে না, শরীতের হকুমের পা-বন্দ থাকিবে, সকলের উপর এহ্সান করিবে, কখনও যুলুম করিবে না।

৪০। ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিয়ী হযরত ছথর ইবনে-ওদায়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোথাও লক্ষ্য পাঠাইতে হইলে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাইতেন। যেহেতু দিনের প্রথম ভাগ বিশেষ বরকতের।

৪১। ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) কাহাকেও নছীহত করিবার সময় এইরূপ বলিতেন না যে, তুমি কেন এমন খারাপ বল বা এমন খারাপ কাজ কর? বরং এইরূপ বলিতেন—মানুষের কি হাল হইয়া গেল যে, তাহারা এইরূপ খারাপ বলা ও করা শুরু করিয়া দিয়াছে। সুবহানাল্লাহ! হযরত (দঃ) প্রত্যেকটি কার্যই সুবুদ্ধির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতেন। এই তরীকায় নছীহত করাতে দুইটি ফায়েদা আছে, প্রথমতঃ যাহাকে নছীহত করা হয় সে মনে কোন কষ্ট পায় না; বিরক্ত হয় না। নছীহতকারীর প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা আচল অটল থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সে নছীহত কবুল করিয়া দুরুষ্ট হইয়া যায়।

৪২। আবু নয়ীম হযরত আবু ছায়ীদ খুদুরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত সকালে আহার করিলে বিকালে আহার করিতেন না। আবার বিকালে আহার করিলে সকালে আহার করিতেন না। অর্থাৎ হযরত (দঃ) সারাদিনে একবেলা আহার করিতেন।

৪৩। ইমাম ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ওয়ু করার পর হযরত দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করিতেন (কিন্তু মাকরাহ ওয়াত্তে নয়।) তৎপর (ফরয পড়িবার জন্য মসজিদে তশ্রীফ নিতেন।)

৪৪। খতীব এবং ইবনে-আসাকের হযরত ইবনে-আববাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, শীতকাল আসিলে হযরত শুক্রবার হইতে ভিতর বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। আবার গ্রীষ্মকাল আসিলে শুক্রবার হইতে বাহির বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। নয়া কাপড় তিনি শুক্রবার হইতেই পরিধান করা শুরু করিতেন এবং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিতেন। আর পুরাতন কাপড় কোন অভাবীকে দান করিতেন।

৪৫। বায়হাকী এবং খতীব হযরত মুহম্মদ ইবনে-আলী (রাঃ) হইতে বলেন, হযরতের নিকট সকালে কোন মালমাত্রা আসিলে দুপুরের পূর্বে যথাস্থানে খরচ করিয়া ফেলিতেন এবং দুপুরের পরে আসিলে রাত্রের পূর্বেই খরচ করিয়া ফেলিতেন।

৪৬। মুহাম্মদ বগুবী জয়ীফ সনদে রেওয়ায়ত করেন, খুব বেশী হাসি পাইলে হযরত (দঃ) মুখের উপর হাত মোবারক রাখিতেন। ছহীত্ব সনদে অনেক স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে হযরত (দঃ) সাধরণতঃ মুচ্কি হাসি হাসিতেন।

৪৭। ইবনেস্সিনি হযরত আবু এমামা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) মজলিস হইতে উঠিবারকালে দশ হইতে পন বার এন্টেগ্রাফার পড়িতেন। অন্য এক হাদীসে আছে, সেই এন্টেগ্রাফার এই— *أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ الدِّيْنِ لَا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ وَأَنْوْبُ إِلَيْهِ ○*

৪৮। ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-সালাম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিয়া কথা বলিতে থাকিতেন, তখন তিনি ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাইতেন।

৪৯। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ হযরত খদিজা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি নফল নামাযে লিপ্ত হইতেন।

৫০। ইবনেস্মিনি হযরত ছায়ীদ ইবনে-ছাকীম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, কোন বস্তু যদি হযরতের নিকট উভয় দেখা যাইত, তবে তিনি স্বীয় নজর লাগা হইতে বাঁচিবার জন্য এই দোআ পড়িতেন, **اللَّهُمَّ بَارْكْ فِيْ فَلَاتَضْرِهُ** বস্তুতঃ তো হযরতের নজর লাগায় উভয় বস্তুতে বরকত পয়দা হইত। তবুও তিনি স্বীয় উম্মতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই দোআ পড়িয়া থাকিতেন।

৫১। ইবনে সাআদ হযরত মুজাহেদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) কোন আওরতের নিকট বিবাহের পয়গাম দিলে, সে যদি উহা কবূল না করিত, তবে তিনি আর দ্বিতীয়বার পয়গাম দিতেন না। একবার হযরত (দঃ) জনেক আওরতের নিকট বিবাহের প্রস্তাবে করিলেন, সে উহা কবূল করিল না। হযরত (দঃ) অন্য একজনকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। তৎপর পূর্বোক্ত আওরত হযরতের বিবাহে আবদ্ধা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাকে হযরত (দঃ) জানাইলেন যে, এখন আর তাহার বিবাহের জরুরত নাই।

৫২। ইবনে-সাআদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, হযরত ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় নেক বিবিগণের সহিত দাম্পত্যসূলভ ব্যবহার করিতেন, তখন হযরত (দঃ)-কে হাসি-খুশী, খুব নম্র স্বভাবের দেখাইত।

৫৩। ইবনে-সাআদ হযরত যায়েদ ইবনে-ছালেহ (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) পায়খানায় যাইবার সময় মাথা ঢাকিয়া জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন।

৫৪। ইমাম বুখারী হযরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন রোগীর নিকট যাইতেন, তখন বলিতেন, **لَا بَسْ طَهُورٌ وَ لَا بَاسْ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**

৫৫। তবরানী হযরত আবু আইয়ুব আনছারী হইতে রেওয়ায়ত করেন, দোআ করিবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের জন্য দোআ করিতেন। (পরে আপরাপর সকলের নিমিত্ত)।

৫৬। ইমাম নাসায়ী হযরত ছো'বান (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন ভয়ের সম্মুখীন হইলে এই দোআ পড়িতেন, **لَهُ رَبِّيْ لَهُ شَرِيكٌ لَّا**

৫৭। ইবনে-মানদাহ হযরত সোহায়েল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন কাজে রায়ী হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন।

৫৮। আবু নয়ীম হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ)-এর নেকবিবিগণের মধ্যে কাহরো চক্ষের বিমার হইলে তিনি তাঁহার সহিত চোখ ভাল না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করিতেন না।

৫৯। ইবনে-মালেক এবং ইবনে-সাআদ রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জানায়ায় শরীক হইতেন, তখন তিনি খুব নীরব হইয়া পড়িতেন এবং দিলে দিলে স্বীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতেন। (যেহেতু জানায়া ইবরত হাছিল করার মওকা তাই ইহা দেখিয়া মৃত্যুর ও কবরের আয়াবের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত।)

৬০। ইমাম আবু দাউদ, হাকীম এবং ইমাম তিরমিয়ী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ (দঃ) হাঁচি দিবারকালে মুখের উপর হাত অথবা কাপড় রাখিতেন এবং আওয়াজকে ছোট করিতে কোশেশ করিতেন।

৬১। ইমাম মুসলেম এবং ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন নেক আমল করিলে উহা সর্বদা করার অভ্যাস করিতেন।

৬২। ইবনে-আবিদুনিয়া হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, দাঁড়ান অবস্থায় হযরতের রাগ উঠিলে তিনি বসিয়া পড়িতেন। বসা অবস্থায় রাগ উঠিলে তিনি শুইয়া পড়িতেন। (অর্থাৎ, হালত পরিবর্তিত হইলে রাগ দায়িত্ব থাকে।)

৬৩। ইমাম আবু দাউদ হযরত ওসমান গণী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার পর হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় সঙ্গী সাথিগণকে কতক্ষণের জন্য সেখানে থামিয়া যাইতেন। হযরত সঙ্গীগণকে বলিতেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য এবং তাহার ছাবেত কদম্বীর জন্য দোঁআ কর। যেহেতু এই সময় মুন্কার নকীর ফেরেশ্তা মৃত ব্যক্তির নিকট ছওয়াল করিয়া থাকে।

৬৪। ইমাম তিরমিয়ী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা পরিধান করিবার সময় ডান দিক হইতে শুরু করিতেন (অর্থাৎ, প্রথম ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাইতেন)।

৬৫। ইবনে-সাআদ হযরত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে নকল করেন, ছাহাবীদের মধ্য হইতে যদি কেহ হযরতের সাক্ষাতে আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইতেন, তবে হযরতও সে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতেন। কোন ছাহাবী হযরতের সহিত মোলাকাত মোছাফাহা করার পর সে স্বইচ্ছায় হাত না ছাড়া পর্যন্ত হযরত কিছুতেই হাত টানিয়া আনিতেন না। হযরত (দঃ) কখনও স্বীয় চেহারা মোবারক ফিরাইয়া নিতেন না যে পর্যন্ত কোন ছাহাবী স্বীয় চেহারা হযরতের দিক হইতে ফিরাইয়া না নিতেন। কোন ছাহাবী হযরতের কানের নিকটবর্তী হইলে (অর্থাৎ গোপন কথা বলার জন্য) হযরতও স্বীয় কান বাড়াইয়া দিতেন। ছাহাবী যে পর্যন্ত ফারেগ না হইতেন, হযরত (দঃ)-ও সে পর্যন্ত স্বীয় কান সরাইয়া নিতেন না।

৬৬। ইমাম নাসারী হযরত খদিজা (রাঃ) হইতে বলেন, ছাহাবীগণের যে কেহ হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে হযরত (দঃ) তাহাদের সহিত মোছাফাহা করিতেন এবং দোঁআ করিতেন।

৬৭। তব্রানী হযরত জুন্দুব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, ছাহাবীগণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই মোসাফাহা করিতেন না (অর্থাৎ, আগে সালাম করিতেন এবং পরে মোছাফাহা করিতেন)।

৬৮। ইবনেস্সিনি জনৈক আনচারীর বাঁদী হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) যখন কাহাকেও ডাকিবার এরাদা করিতেন, অথচ তাহার নাম জানা না থাকিত, তখন তিনি ‘ইয়া ইবনে-আবদুল্লাহ’ বলিয়া সম্মোধন করিতেন। (অর্থাৎ, হে আল্লাহর বান্দা বেটা।)

৬৯। হাকীম হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, চলিবার সময় হযরত এদিক সেদিক তাকাইতেন না (অর্থাৎ, নজর স্বভাবতঃ নীচের দিকে রাখিতেন।)

৭০। ইমাম আবু দাউদ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের বিছানা কাফনের মত হইত (অর্থাৎ, কাফনের কাপড়ের মত সাধারণ কাপড়ের হইত)। শোবার সময়

তাঁহার ছের মোবারক মসজিদের দিকে থাকিত (অর্থাৎ, মসজিদে নববীর দিকে মাথা রাখিয়া তিনি শয়ন করিতেন)।

৭১। ইমাম তিরমিয়ী হইতে বর্ণিত—হযরতের বিছানা চট্টের বিছানা ছিল।

৭২। হাকীম হযরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের কোর্তা টাখনার উপর পর্যন্ত ছিল (অর্থাৎ, নেছুফ সাক, হাঁটুর নামা, টাখনার উপর পর্যন্ত) আর তাঁহার কোর্তার আস্তিন হাতের গিরা কিংবা হাতের অঙ্গুলি, পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৭৩। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিয়ী এবং ইমাম ইবনে মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের বালিশ চামড়ার ছিল—যাহার মধ্যে খেজুর গাছের আঁশ ভরা ছিল।

৭৪। তব্রানী নো'মান ইবনে-বশীর (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) পেট পুরিয়া খাইবার জন্য সাধারণ খেজুরও পাইতেন না। (আস্মান জয়নের সমস্তই রাস্তুল্লাহ্ বাধ্যগত ছিল। সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিত। কিন্তু তিনি যাবতীয় চিজ বস্তুকে আখেরাতের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই তিনি ইচ্ছাকৃতই ফকিরী, দরবেশীকে এখতেয়ার করিয়াছিলেন। ধন-সম্পদ যাহাকিছু হস্তগত হইত তৎসমূহয়ই আল্লাহ্ রাহে দান করিতেন।)

৭৫। ইমাম তিরমিয়ী হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আগামী দিনের জন্য হযরত কিছুই জমা রাখিতেন না।

৭৬। তব্রানী হযরত ইবনে-আবাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের চলার পথ হইতে কখনো সর্বসাধারণকে সরাইয়া দেওয়া হইত না।

৭৭। ইবনে-সাআদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, তিনি দিনের কমে রাস্তুল্লাহ্ (দঃ) কোরআন খতম করিতেন না।

৭৮। ইবনে-সাআদ হযরত মুহাম্মদ ইবনে-হানাফিয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শরীআতের মোয়াফেক কোন কাজে হযরত বাধা দিতেন না। হযরতের নিকট সওয়াল করা হইলে, তিনি জওয়াব দেওয়া মোনাসেব মনে করিলে বলিতেন—হাঁ। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করিতেন।

বেহেশ্তী জেওর

নবম খণ্ড



স্বাস্থ্যই সুখের মূল

কথাটি সত্য। কারণ, সুস্থ শরীর, সবল দেহ এবং পুলকিত মন যাহাদের তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের সমস্ত চাহিদা মিটাইয়া নশ্বর জীবনের প্রকৃত শাস্তি অনুভব করিতে পারে।

অনুরূপভাবে তাহারাই খোদার এবাদত-বন্দেগী এবং পুণ্যের কাজ করিয়া চিরস্থায়ী ও চিরশাস্তির জীবনযাত্রার পথ সুগম করিতে সক্ষম হয়।

প্রকৃতপক্ষে যাহাদের স্বাস্থ্য ও মন ভাল তাহারা দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজ করিতে পারে এবং তাহারাই এবাদতের প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। বর্তমান যুগের অবহেলিত মুসলিম জনগণের স্বাস্থ্য ও সমাজের অবনতির প্রতিকারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী যত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা চলিতেছে তাহাদের এই সমাজ সেবার কাজে শরীক হইবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাখানা লিখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মুসলিম সমাজের একটি প্রাণীরও যদি কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তবে উহাই একমাত্র কামনা।

অত্র পুস্তিকাখানা প্রণয়নে আমার কৃতিত্বের কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ইহা হাকীমুল উন্মত হয়রত মাওলানা আশৱাফ আলী থান্ভী (রঃ) ছাহেবের লিখিত বেহেশ্তী জেওর-এর নবম খণ্ডের অনুবাদ। অবশ্য সর্বসাধারণের সুবিধার্থে উহার তরতীব পরিবর্তন করিয়া সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হাকীমী উপাদানে গঠিত দুপ্রাপ্য ঔষধসমূহের স্থলে দেশীয় সহজলভ্য কবিরাজী পরিক্ষিত ঔষধগুলি সমিবেশিত করিয়াছি।

অনুবাদকালে লক্ষ্য রাখ হইয়াছে, যাহাতে শরীরের এক একটি অঙ্গ উল্লেখ করত উহার ব্যাধি ও ব্যাধির কারণ এবং লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। অতঃপর উহার প্রতিকারার্থে প্রথম নিয়ম পালনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তারপর যথাক্রমে বিশেষ দ্রব্য—পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ এবং অবশ্যে ধাতব দ্রব্যাদি দ্বারা গঠিত ঔষধের কথা উল্লেখ করিয়া শেষ করা হইয়াছে এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার নিয়ম উল্লেখ করত রুহানী চিকিৎসার কথা প্রত্যেক চ্যাপ্টারের সহিত যোগ করা হইয়াছে। অবশ্যে প্রত্যেকটি রোগের সুপর্থ্য ও কুপথ্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক যেমন বনজ ও ধাতব পদার্থের ভিতর রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা দিয়াছেন ঠিক তদুপভাবে তার কালামের ভিতরও দৈহিক, মানসিক ও উপসার্গিক রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কোন সুধী ব্যক্তির আদৌ হইতে পারে না।

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা এবং উপরি রোগের চিকিৎসায় শুধুমাত্র নবম খণ্ডের উপর নির্ভর করা হয় নাই; বরং বাংলা, আরবী, ফারসী, উর্দ্ব, হাকীমী, কবিরাজী, বহু বই ও কিতাবের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ জিন ও যাদু এবং সর্প দৎশন চিকিৎসায় মানুষ-ওস্তাদ ছাড়াও বহু জিন ওস্তাদ হইতে প্রাপ্ত বহু চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমি নগণ্য অত্র পুস্তিকায় জিন রোগ চিকিৎসার যতটুকু উল্লেখ করিয়াছি বইয়ের মারফত তাহার এজ্যাত ঐ সমস্ত ভাইদেরকে দিতেছি যাহারা অস্ততঃ জমা'আতে পান্জম পড়িয়াছেন, কোনও হকানী পীরের সহিত যোগাযোগের পর নেছবৎ হাচেল করিয়া এজ্যাত লাভ করিয়াছেন।

বায়ু—আল্লাহ রাবুল আলামীন জীবের প্রতি যে কত বড় দয়ালু তাহা সম্যক উপলব্ধি করা সঙ্গীম জীব-জানওয়ারের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ পাকের দান করা নেয়ামতসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিলে মানুষ বিস্মিত হইয়া আঢ়াভোলা পর্যন্ত হইয়া যায়।

জীব-জানওয়ারের জন্য যে বস্তু যতই অধিকতর জরুরী; দয়াময় খোদা তাহা ততই পর্যাপ্ত পরিমাণ তৈরী করিয়া এমনভাবে রাখিয়া দিয়াছেন যে, তাহা ভক্ষণ, সেবন ও ব্যবহার করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। পয়সাও খরচ হয় না। ধরা যাক বায়ু—

অন্যান্য বিষয়বস্তু, খাদ্য খাদক প্রভৃতি না হইলে জীব যথেষ্ট সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বাতাস না হইলে সাধারণতঃ কোন জীব কিছুক্ষণের জন্যও বাঁচিতে পারে না। এই মহামূল্যবান বাতাস, চল্তি বাতাস ছাড়াও এত পরিমাণ সৃষ্টি করিয়া এমনভাবে বিরাজিত করিয়া দিয়াছেন যে, জীব যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই সে এই মহামূল্যবান বাতাসে ডুবিয়া রহিয়াছে, ভক্ষণ করিতেছে ও প্রাণ বাঁচাইতেছে। এই নিশ্চল বায়ুকেই কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে—وَالْمُرْسَلُتْ عُرْفًا নিশ্চল, নির্মল বায়ু কর্তৃক যেমন প্রাণ রক্ষা পায় ঠিক তেমন করিয়া নিশ্চল অনিম্র্ল এবং সচল অনিম্র্ল বায়ু দ্বারা কোন কোন সময় প্রাণহানি পর্যন্ত হইয়া থাকে। আবার সচল বায়ু যে বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তাহার ক্রিয়া এবং আচরণিও অনেক সময় বহন করিয়া জীব-জানওয়ারের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে। এজন্যই বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হাওয়ায় বিভিন্ন ক্রিয়া থাকিয়া যায়।

পূর্ব দিকের বাতাস জখম ও ভগ্ন স্থানে লাগিলে ক্ষতি হইয়া থাকে। দুর্বল শরীরে অলসতা আনয়ন করে। কাজেই পূর্ব দিকের প্রবাহিত বাতাস থেকে জখম ভগ্ন স্থান এবং দুর্বল মানুষকে হেফায়তে রাখিবে। শরীরে কাপড় রাখিবে। এই সময় জুলাপ ব্যবহার করিতে হইলে রোগীকে সাবধানে রাখিবে। সবল শরীরেও খুব বেশী বাতাস লাগিলে সর্দি ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া থাকে। কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

দক্ষিণ দিকের বাতাস স্বভাবতঃ গরম হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিকের বাতাস প্রবহনকালে শরীরের লোমকৃপসমূহ খুলিয়া যায় এবং অতি সহজেই বায়ু শরীরের ভিতর ঢুকিয়া থাকে। দুর্বল মানুষের ভিতর ত্রীপ প্রবল বাতাস প্রবেশ করিলে ব্যাধির পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই দক্ষিণ দিকের হাওয়া প্রবাহিতকালে সদ্য রোগারোগ্য ব্যক্তিকে সাবধানে রাখিবে। বাড়ীর চতুর্দিক পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কখনও আবর্জনা ও ময়লা জমিতে দিবে না। বাড়ীর ভিতর ঘরের চতুর্পার্শে এবং কামরাসমূহের ভিতর বাহির খুব পরিক্ষার ও খোলা রাখিবে। বাড়ীঘর ইত্যাদি ভালভাবে পরিক্ষার রাখা সুমানের অঙ্গ বিশেষ।

ঘরের ভিতর স্থানে স্থানে যাহাতে কাদা কিছড় হইতে পারে এমন কোন কাজ করিবে না। ছোট ছেট ছেলেমেয়েদেরকে যেখানে সেখানে বাহ্য করাইবে না। নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে মলমৃত্ত্যুগামী করাইবে যাহাতে ঘরের কোনৱাপ অনিষ্ট না হয়। ঘর স্যাতসেঁতে হইলে, কাদা কিছড় থাকিলে হাওয়া নষ্ট হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে। গোসলখানা, পেশাবখানা, থালা বাটী ধোত করিবার স্থান পৃথক করিয়া লইবে। মাঝে মাঝে দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া প্রত্যেক কামরার ভিতর ধূপ, আগরবাতি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যাদির ধূয়া খুব ভালভাবে দিবে। ইহাতে হাওয়ার বিষ ক্রিয়াদি নষ্ট হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সিজনে খুব ঘন ঘন, ভালভাবে সুগন্ধি জ্বালাইবে।

রুদ্ধকক্ষে কখনও বাতি, মোমবাতি বিশেষতঃ আগরবাতি জ্বালাইয়া ঘুমাইবে না। কারণ এরূপ করিলে নানাবিধি ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। নানা প্রকার চক্ষু রোগ হইতে পারে।

ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক সময় হাঁড়ুর প্রভৃতি কর্তৃক অন্য বাড়ী থেকে আগী সংযোগ হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব, কফিনকালেও খোলা বাতি রাখিয়া ঘুমাইবে না। ইহা হাদীসে নিয়েখ করা হইয়াছে। রান্না ঘর থেকে যাহাতে ধূয়া অন্যপথে বাহির হইতে পারে এবং রান্নাকারীর গায়ে না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রুদ্ধকক্ষে, আবদ্ধ ঘরে আগুন ও ধূয়া জ্বালাইয়া কখনও সেখানে বসিয়া থাকিবে না। ইহাতে হঠাত মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঘরের জানালা দরজা এমনভাবে খুলিয়া রাখিবে যাহাতে মুক্ত বায়ু গমনাগমন করিতে পারে।

কচি কচি শিশু-সন্তানকে সর্বদা হেফায়ত করিবে যাহাতে খুব ঠাণ্ডা বা গ্রহম বাতাস লাগিতে না পারে।

শীতকালে কখনও শীত লাগিবে না। কারণ অতিরিক্ত শীত লাগিলে হাঁপানি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে।

হঠাত ঠাণ্ডা লাগিয়া গেলে চা পান করিয়া লইবে। কিংবা ২ তোলা মধু ও ৫ মাসা কালাজিরা খাইবে। ইহাতে শীতের দুঃক্ষিয়া হইতে নিরাপদে থাকা যাইতে পারে।

খাদ্য

বহু বই পুস্তক পড়িয়াছি। বিভিন্ন সমাজ চিন্তাবিদদের লিটারেচারও দেখিয়াছি। বিভিন্ন চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা হইতে এবং বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ দুইটি। যথা—আহারের ব্যক্তিগত ও অসংযম, আবার স্বাস্থ্যের না হওয়ার কারণও দুইটি। যথা—পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্যপ্রযোগী খাদ্যের অভাব এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকা।

আমাদের দেশের অধিকাংশ চিকিৎসকগণ প্রায়ই রোগীর দায়িত্ব না নিয়া শুধু নিজের ব্যবসা চালাইয়া যান এবং ২/৩ দিনের চিকিৎসা করিয়া ক্ষান্ত হন। অথচ চিকিৎসা একটি পূর্ণ জীবনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববিহীন চিকিৎসার পরিণাম কতদূর ক্ষতিকর তাহা আর বুবাইবার প্রয়োজন নাই। সমাজের চিন্তাবিদরাই সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন। দেশীয় চিকিৎসার সম্প্রসারণ ও চিকিৎসকদের মধ্যে যত দিন রোগীর জীবনের দায়িত্বজ্ঞান পূর্ণভাবে আস্ত্রপ্রকাশ না করিবে ততদিন অবহেলিত বাঙালীর জীবনে ও সমাজের উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাঠক পাঠিকা মনে

রাখিবেন, আহারাদি কেবলমাত্র শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্যই। উদর পূর্ণ কিংবা চক্ষু ও জিহ্বার তত্ত্ব মিটাইবার জন্য নহে।

জয়ের পর হইতেই শিশুকে নিয়মিত আহারে অভ্যন্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবে। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ যথা সময় স্বাস্থ্যপ্রযোগী আহার করিবে। অক্ষুধায় বা দুষ্ট ক্ষুধায় কখনও আহার করিবে না।

পূর্ণভোজন অর্থাৎ ভুক্তদ্বয় সম্যক পরিপাক হইবার পূর্বে কিছুতেই কোন খাদ্য ভক্ষণ করিবে না। কারণ পূর্ণভোজনটি সর্ববিধ রোগের আকর। সর্বদা কিছু ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া শেষ করিবে। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে না।

কদাচিং খাওয়া বেশী হইয়া গেলে পরবর্তী ভোজন সন্ধ্যায় আর খাইবে না।

খাবার খাইতে খুব তাড়াহড়া করিয়া কখনও আহার করিবে না। ইহাতে যেমন হ্যমের কাজে ব্যাঘাত জনিয়া থাকে তেমনি অনেক সময় মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া থাইবে। আলাহু পাক জিহ্বার তলদেশে ২টি ঝরণা দিয়াছেন। চৰ্বণকালে উহা হইতে নিঃস্ত তরল লালাময় পানি বাহির হইয়া থাকে। ঐ পানি চর্বিত দ্রব্যের সহিত মিশিয়া গেলে খুব ভাল হজম হইয়া থাকে। আবার এত ধীরে ধীরেও আহার করিবে না যাহাতে খাদ্য দ্রব্যাদি বরাতনেই শুকাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

সর্বদা নিজের হজম শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যে পরিমাণ এবং যে সব খাদ্য হজম করা সম্ভব হইবে ঠিক তাহাই ভক্ষণ করিবে। যাহা হজম করা সম্ভব নয় তাহা হাজার উত্তম উপাদেয় হইলেও ভক্ষণ করিবে না এবং যে কোন লোকে সুপারিশ করক না কেন সর্বদা আস্ত্ররক্ষা অগ্রগণ্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। আহারের মাঝে মাঝে সামান্য পানি পান করিলে হজম ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

কোন্ বস্ত কোন্ মওসুমে স্বাস্থ্যের উপযোগী ও অনুপযোগী হইয়া থাকে তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব।

আমরা নিয়ন্মিত্বিক বিভিন্ন খাদ্য-খাদকের গুণাগুণও উল্লেখ করিব যাহাতে সর্বসাধারণের খাদ্যদ্রব্যের মোটামুটি ধারণা জনিতে পারে।

সুসিদ্ধ ভাত বাঙালীর একটি চরম খাদ্য। কিন্তু অন্ন ভাল সিদ্ধ না হইলে অতি সহজেই পেটে পীড়া এসে উপস্থিত হয়।

নূতন আউসের ভাত গুরুপাক। দুর্বল ও রোগারোগ্য ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর।

নূতন আমন ও বোরো অপেক্ষাকৃত একটু লঘু।

সর্বপ্রকার পুরাতন চাউল লঘু পাক। কিন্তু এত পুরাতন হওয়া চাই না যাহা শুকাইয়া সারপদার্থ কিছুই রাখে না। দেখি ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর ও বেরিবেরি নাশক। কলে ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর নহে। কারণ কলের ছাঁটায় চাউলের উপরিভাগের লাল আভাযুক্ত হালকা কুঁড়টা নিষ্পেপিত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে এবং বেরিবেরি রোগ পয়দা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া গাঢ় কুঁড়াযুক্ত চাউলের ভাত খাইবে না। ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিবে না। কারণ ইহাতে মাড়ের সহিত উহার সারাংশ বাহির হইয়া যায়।

গম

গম পৃথিবীর সব দেশের লোকের জন্য একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। সম্প্রতি বাঙালী ভাই-বোনেরাও ইহা খাইতে বেশ অভ্যন্ত হইয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের কথা। কারণ তাহারা ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা অতীব সুখের কথা।

ତାହାଡ଼ା ବୃତ୍ତିଶ ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାଲାଇୟା ପୋଡ଼ାଇୟା ଏତଦେଶେ ଯେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟେ ଖାଦ୍ୟର ଘାଟିତ ଏନେ ଦିଯାଇଛେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରା ସହଜ ନନ୍ଦା। ଅବଶ୍ୟ ବାଙ୍ଗଲୀରା ବେଶ କିଛୁଦିନ ଗମ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ମାତ୍ର କହେକ ବସରେ ମଧ୍ୟେ ଆଶା କରା ଯାଇ ଏହି ବିରାଟ ଖାଦ୍ୟ ଘାଟିତ ଏଲାକା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଵୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତେ ପାରେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗଲୀର ସ୍ଵାଷ୍ଟ୍ୟୋନ୍ନାତିଓ ହିତେ। ବିଶେଷ କରେ ଗମ ଉତ୍ପାଦନେର କାଜ ଶୁରୁ ହିଲେ ତ ପ୍ରତି ବସର ଏକଟି ଜମୀନେ ଆଉସ, ଆମନ ଓ ଗମ ଏହି ତିନଟି ଫସଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହିଇୟା ଖାଦ୍ୟ ଘାଟିତ ଦୂର କରିତେ ପାରେ। ପରିକ୍ରମ ଯାତାଯ ପେଶା ଆଟାଇ ଉତ୍ତମ। କଲେ ଓ ମେଶିନେ ପିଷିଲେ ସ୍ଵଳ୍ପଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହିଇୟା ଥାକେ।

ଗମ ମଧୁର ରସ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ବାତପିତ୍ତ ନାଶକ, ଶୁରୁ, ନୂତନ ଗମ କଫ ବର୍ଧକ, ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ, ବଲକାରକ, ମ୍ଲିଞ୍ଚ, ଭଗ୍ନ ସନ୍ଧାନକାରକ, ପୁଣ୍ଟିକାରକ, ବର୍ଣ ପ୍ରସାଧକ, ବଣ ରୋଗେ ହିତକର। ଶରୀରେର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପାଦକ।

ଘର—ଅଗ୍ନିବର୍ଧକ, ସ୍ଵର ପ୍ରସାଧକ, ବଲ ଓ ମେଧାକାରକ, ଶୁରୁ, ବାୟୁ ଓ ମଲେର ଅତିଶ୍ୟ ବର୍ଧକ, ବର୍ଣ ପ୍ରସାଧକ, ଶରୀରେର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପାଦକ, କଞ୍ଚରୋଗ, ଚର୍ମରୋଗ, ଶ୍ଲେଷ୍ମା, ପିତ୍ତ, ମେଦ, ଶ୍ଵାସ-କାଶ, ରକ୍ତ ଦୋଷେ ହିତକର, ତୃଷ୍ଣା ନାଶକ। ଇହାର ଛାତୁଇ ବ୍ୟବହାର୍ୟ।

ମାଂସ ବର୍ଗ

ଗରୁର ଗୋଶ୍ତ ଖୁବ ମଜାଦାର ହିଲେଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଶ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଵଳ୍ପ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ବିଶେଷତଃ ଗରୁର ଗୋଶ୍ତ ରକ୍ତ ଖୁବ ଗାଢ଼ କରିଯା ଦେଇ। ଫଲେ ରକ୍ତ ଅତି ସ୍କ୍ରିଷ୍ଟ ଧରନୀସକଳ ଦିଯା ଯଥାୟଥ ପ୍ରବାହିତ ହିତେ ନା ପାରାଯ ଅନେକ ସମୟ ଚର୍ମରୋଗ ଦେଖା ଦିଯା ଥାକେ। କାଜେଇ ଗରୁର ଗୋଶ୍ତ ଅନବରତ ଭକ୍ଷଣ କରା ସ୍ଵାଷ୍ଟ୍ୟେର ପକ୍ଷେ ଭାଲ ନନ୍ଦା।

ଖାସୀ ଓ ବକରୀର ଗୋଶ୍ତ କଫଜନକ, ଶୁରୁ, ଶ୍ରୋତଶୁଦ୍ଧିକାରକ, ବଲପ୍ରଦ, ଶରୀରେର ମାଂସ ବର୍ଧକ ଓ ପିତ୍ତନାଶକ। କଚି ଛାଗଲେର ଗୋଶ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଘୁ, ହଦ୍ୟ, ସୁଖପ୍ରଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଲଦାୟକ। ବୃଦ୍ଧ ଛାଗଲେର ଗୋଶ୍ତ ବାତଜନକ ଓ ଶୁରୁ। କାଜେଇ ଉହା ପ୍ରାୟ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ଯାବତୀୟ ଛାଗଲେର ମଗଜ ଶିର ରୋଗେ ହିତକର।

ଭେଡ଼ାର ଗୋଶ୍ତ—ପୁଣ୍ଟିକାରକ, ପିତ୍ତ ଶ୍ଲେଷ୍ମାବର୍ଧକ ଓ ଶୁରୁ। ଖାସୀ ଭେଡ଼ାର ଗୋଶ୍ତ କିଞ୍ଚିତ ଲଘୁ।

ହରିଣ—ମୂତ୍ରରୋଧକ, ଅଗ୍ନିଦୀପକ, ଲଘୁ, ମଧୁର ରସ, ସାନ୍ତ୍ରିପାତ ନାଶକ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ।

ଖରଗୋଦ—ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ଲଘୁ, ରକ୍ଷଣ, ଅଗ୍ନିକାରକ, କଫପିତ୍ତ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ବାୟୁ ବିକୃତି, ଜ୍ଵର, ଅତିସାର, ରକ୍ତଦୁଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ଵାସ ରୋଗ ନାଶକ, କୋଷ୍ଟ ପରିକାରକ।

ଦୁମ୍ବା—ହଦ୍ୟ, ଶୁକ୍ରଜନକ, ଶ୍ରମ ନାଶକ, କିଞ୍ଚିତ ପିତ୍ତ ବର୍ଧକ ବାତ ବ୍ୟାଧି ନାଶକ।

ପାଖୀ

ବଟେର—ଅଗ୍ନିକାରକ, ରୁଚିକାରକ, ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ, ବଲକର ଏବଂ ଇହା ଜ୍ଵର ଓ ତ୍ରିଦୋଷ ନାଶକ।

ହୋଡେଳ—ରକ୍ଷଣ, ଉଷ୍ଣ, ରକ୍ତପିତ୍ତ ଶାସ୍ତିକର, କଫ, ଘର୍ମକାରକ ସ୍ଵର ବିଶୁଦ୍ଧିକାରକ, ସ୍ଵଳ୍ପ ବାୟୁକାରକ।

ବାବୁଇ ଓ ଚଢୁଇ—ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁର ରସ, ଶୁକ୍ରଜନକ, କଫକାରକ, ସାନ୍ତ୍ରିପାତ ପ୍ରଶମକ। ଗୃହ-ଚଢୁଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ।

କୁକୁଡ଼ା—ଯାବତୀୟ କୁକୁଟ (ମୂରଗୀ ଓ ମୋରଗ) ପୁଣ୍ଟିକାରକ, ମ୍ଲିଞ୍ଚ, ଉଷ୍ଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ବାୟୁନାଶକ, ଶୁରୁ, ଚକ୍ର ହିତକର, ଶୁକ୍ର ବର୍ଧକ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଶ ଓ କ୍ରିମି ରୋଗେ ଅହିତକର।

କବୁତର—ଶୁରୁ, ମ୍ଲିଞ୍ଚ, ରକ୍ତପିତ୍ତ ନାଶକ, ବାତଯ, ମଳ ସଂଗ୍ରାହକ, ଶୀତବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଧକ। ମଜାଦାର ହିଲେଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ମତେ ସରିଷାର ତୈଲେ ଭାଜିଯା ଖାଓଯା ନିଷିଦ୍ଧ।

ঁাস—বড় ছেটি সর্বপ্রকার হাঁসের গোশ্ত ও ডিম অত্যন্ত গরম, বাত ও কফ বর্ধক। মুরগী ও যাবতীয় পক্ষীর ডিম অত্যন্ত শুক্র বর্ধক।

যে কোন গোশ্তই হটক টাট্কা হওয়া উচিত। বাসী গোশ্ত পরিত্যাজ্য।

মাছ বর্গ

বড় মাছ—গুরু, শুক্র জনক ও মলরোধক।

ক্ষুদ্র মাছ—লঘু, মল সংগ্রাহক ও পেটের পীড়ায় হিতকর।

রহু—যাবতীয় মাছের মধ্যে রহু মাছই শ্রেষ্ঠ। ইহা শুক্রবর্ধক, বাতঘৃণা। রহু-এর মুণ্ড উৎকর্ষজাত রোগে হিতকর।

কাত্লা মাছ—গুরু, মধুর রস, উষ্ণ বীর্য। ইহা ত্রিদোষ নাশক।

মিরগেল মাছ—রহু মাছের তুল্য গুণ বিশিষ্ট।

বোয়াল মাছ—শ্লেষ্মাকর, বলবর্ধক। ইহা দ্বারা রক্ত ও পিণ্ড দূষিত এবং কুস্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

শিংগী মাছ (জিয়ল) —বাত শাস্তিকারক, স্নিখ, শ্লেষ্মা প্রকোপক, লঘু ও রুচিকারক।

ইলিস মাছ—মধুর রস, স্নিখ, মুখরোচক, অগ্নি বর্ধক, পিণ্ড নাশক, কফ কারক, কিঞ্চিত লঘু, শুক্রকর ও বায়ু নাশক। কিন্তু আমজনিত উদরে বিষতুল্য।

ভেট্টকি মাছ—শুক্রজনক, শ্লেষ্মাকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচিকারক, বায়ু ও পিণ্ড নাশক।

রিঠা বা গাগর মাছ—কিঞ্চিত পিণ্ডবর্ধক, বাত নাশক, কফ প্রকোপক।

কই মাছ—মধুর রস, স্নিখ, কফ প্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিত পিণ্ডকর, বায়ু নাশক ও অগ্নিবর্ধক ও লঘু।

বাইন মাছ—গুরু, শুক্রবর্ধক, রক্তপিণ্ড নাশক।

আইড় মাছ—গুরু, স্নিখ, বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকোপক। আইড় মাছ ও বোয়াল মাছ, খুজ্জলি-পাঁচড়া ও কুস্ত রোগে পরিত্যাজ্য।

মাঞ্চুর মাছ—মল সংগ্রাহক, শুক্রকারক, গুরু।

টেঁরো মাছ—লঘু, কফ নাশক ও অগ্নিদীপক।

পুঁটি মাছ—শুক্রজনক, কফ ও বাতনাশক, মুখরোচক। মুখ ও কঠ ক্ষতনাশক। তাজা বড় পুঁটি (সরপুঁটি) ঘৃত ভাজিয়া খাইলে ক্ষয় নিবারণ হয়।

খলিসা মাছ—লঘু ও সুপথ্য।

চিতল মাছ—গুরু, মধুর রস, শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

বেলে মাছ—কষায়, মধুর রস, হাদ্য, অগ্নিদীপক, বলবর্ধক, স্নিখ, লঘু ও মল সংগ্রাহক রুচিকর। বায়ু রোগে হিতকর।

শোল মাছ—মধুর রস, মল সংগ্রাহক, গুরু, রক্তপিণ্ড নাশক।

গজার বা গজাল মাছ—শোল মাছ অপেক্ষা গুরু।

চিংড়ী মাছ—গুরু, মল সংগ্রাহক, বলবর্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফ ও বাতবর্ধক এবং ইহা মেদ, পিণ্ড ও রক্ত দোষনাশক।

দলি মাছ—গুরুপাক, বলকারক ও শুক্রবর্ধক।

শুটকী মাছ—নৃতন শুটকী মাছ বলকর, মলবদ্ধতাকারক।

পোড়া মাছ—পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, গুণে শ্রেষ্ঠ।

ডাইল বর্গ

মুগ—লঘু, মল সংগ্রাহক, কফ ও পিত্তকারক, শীতবীর্য, মধুর রস, অঙ্গ বায়ুবর্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বর নিবারক।

মাষ কলায়—গুরু, স্নিঞ্চ, রুচিকারক, বায়ু নাশক, উষ্ণবীর্য, মলমূত্র নিঃসারক, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক, স্তন্যবর্ধক, মেদোজনক ও পিত্তবর্ধক এবং ইহা আশ্রেবলি, অর্দিত শ্বাস ও পরিণাম শূল নাশক।

মসুর (মুশুড়ি)—মল সংগ্রাহক, শীতবীর্য, লঘু, রুক্ষ, বাতকর এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বরনাশক। গ্রহণি রোগ মাত্রেই উহা নেহায়েৎ ক্ষতিকর।

ছোলা—শীতবীর্য, রুক্ষ, বিষ্টভী ও বাতজনক। দুধ অপেক্ষা ছোলার ভিতর নয় গুণ ভিত্তিমিন বেশী।

খোসাযুক্ত ও পরিষ্কৃত ছোলা রাত্রে ভিজাইয়া সকালে ২/১টি করিয়া ছোলা ভালরাপে চিবাইয়া খাওয়ার পর ঐ পানিটুকু কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিলে শরীর শূল ও মজবুত হইয়া থাকে। রমণী গমনে অদম্য শক্তির সংঘার হইয়া থাকে। হজম শক্তি ভাল হইলে ধ্বজভঙ্গ রোগীও মাতঙ্গের ন্যায় শক্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হজম শক্তি ভাল না হইলে ইহা ভক্ষণ করিবে না।

শুক্রনা ভাজা ছোলা একটি অখাদ্যজ্বর বটে। কারণ উহাতে বাত প্রকোপিত হয়, কুঠ রোগ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ ছোলা পিত্ত ও কফনাশক।

মটর—রুক্ষ, শীতবীর্য, আমদোষজনক এবং পিত্ত দাহ ও কফ বিনাশক।

খেসারী—কিছু সামান্য গুণ থাকিলেও মনে হয় খোদা উহা ঘোড়ারই খাদ্য হিসাবে পয়সা করিয়াছেন, মানবের জন্য নয়। কারণ খেসারী ডাইল অতিশয় বায়ুবর্ধক এমন কি মানুষকে খঞ্জ ও পঙ্চ করিয়া দিয়া থাকে। সমস্ত ডাইলের মধ্যে খেসারী ডাইলই নিকৃষ্ট। প্রত্যেকের জন্যই খেসারীর ডাইল অবশ্য বর্জনীয়।

তরকারী

উচ্চে ও করেলা—শীতবীর্য, ভেদক, লঘু ও তিক্তরসা ইহা জ্বর, কফ, পিত্তরস্ত, পাণ্ড, মেহ ও ক্রিমিনাশক। অগ্নিদীপক সদ্য জ্বর রোগারোগ্য ব্যক্তির ইহা ভাল তরকারী।

ধূধুল—ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

বিঙ্গে—অগ্নিদীপক, পিত্তনাশক, ইহা শ্বাস, জ্বর, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। সবের জন্যই ভাল তরকারী।

পটোল—পাচক, হাদ্য, লঘু, শুক্রকারক, অগ্নিদীপক। ইহা কাশ, রক্তদোষ, জ্বর ও ক্রিমিনাশক। ত্রিদোষ নাশক বলিয়া ইহা একটি উত্তম তরকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

শীম—গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেঘ্যা বর্ধক ও বাত পিত্তনাশক।

সজিনা ডাটা—অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

বেগুন—অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য, শুক্রজনক, লঘু। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেঘ্যা বিনাশক খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি রোগে বেগুন পরিত্যাগ করিবে।

চেঁড়শ—রুচিকর, ভেদক, পিত্ত শ্লেঘ্যানাশক, বাতবর্ধক, মূত্রজনক ও অশ্঵রী (পাথরী) প্রশ্রমক, শুক্রবর্ধক।

কাকরোল—কুষ্ঠ, অরুচি, শ্বাস, কাশ, জ্বর নাশক ও অগ্নিদীপক।

ভুঁই কুমড়া—মিঞ্চ পুষ্টিকারক, স্বরবর্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলবর্ধক, জীবনী শক্তিবর্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্তদোষ, রক্ত দুষ্টি, বায়ু বিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে। মিষ্টিকুমড়া পেটের পীড়িয়া অথবাদ্য ও পরিত্যাজ।

ওল—কফ, অর্শ, প্লীহা শুল্প বিনাশক। অর্শের সুপথ্য।

গোল আলু—শীতবীর্য, বিষ্টিত্তী, গুরু, মল-মূত্র নিবারক, রক্ত পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্ধক।

মূলা—রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষ নাশক ও স্বর প্রসাধক। জ্বর, শ্বাস, নাসিকা, রোগ, কঠরোগ ও নেত্র রোগের সুপথ্য। মূলা কামলা রোগের মাহীষধ।

গাজর—তরকারীর মধ্যে উৎকৃষ্ট, উষ্ণ বীর্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মল সংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শ, প্রহণী, কফ বায়ু বিনাশক।

ঠেঁটে কলা—কাঁচা—গুরু, বিষ্টিত্তী, শুক্রবর্ধক।

আনাজী কলা—সবের পক্ষে সুখাদ্য।

খোড়—রুচিকর, অগ্নিবর্ধক এবং যৌনিদোষ নাশক।

মান কচু—লঘু, শোথনাশক, শীতবীর্য।

লাউ (কদু)—লঘু তরকারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভিটামিনযুক্ত। বহু রোগের প্রতিয়েধক। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলিয়া থাকেন, কদু পেটে থাকিতে কলেরা আক্রমণ করিতে পারে না। সত্যই রাসূলে পাক যাহা আমল করিয়াছেন যুগে যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন, কিন্তু উহার আজায়ের শেষ হইবে না।

শাক বর্গ

পাঁই শাক—শীতবীর্য, মিঞ্চ শ্লেষ্মাকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কঠের অহিতকর নিদ্রাজনক, শুক্রবর্ধক বলকর, সুপথ্য ও গুরু। পেটের পীড়া, গলগণ্ড ও একশিরা এবং কুরস্তে বর্জনীয়।

পাঁদীনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর, বমি ও অরুচি নিবারক। ইহার চাটনি খুব মজাদার ও উপকারী।

কাটানটে শাক—লঘু, মল-মূত্র প্রবর্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক, বিষ বিনাশক।

পালং শাক—বাতজনক, শ্লেষ্মাকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টিত্তী। শ্বাস রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক।

পাট শাক—বাত প্রকোপক, বিষ্টিত্তী, রক্তপিত্তনাশক।

কল্মী শাক—স্তন্য দুঃখ বর্ধক, শুক্রবর্ধক ও মধুর রস। পেটের পীড়ায় সুপথ্য নহে। দৃষ্টি-শক্তি বর্ধক।

হেলেঞ্চা শাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

মূলা শাক—মূলার নূতন পাতা পাচক, লঘু, রুচিকর, উষ্ণবীর্য। ইহা তৈলে ভাল পাক হইলে ত্রিদোষ নাশক হইয়া থাকে। আর পাক ভাল না হইলে কফ ও পিত্তবর্ধক হইয়া থাকে।

মটর শাক—ভেদক, লঘু তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক। আমবাতে খুব উপকারী।

সরিয়া শাক—শাক বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কারণ উহা ক্ষারযুক্ত লবণ-কটু মধুর রস, মল-মূত্র বর্ধক, গুরু বিদাহি, উষ্ণবীর্য, ত্রিদোষজনক।

তেল বর্গ

তিল তেল—গুরু, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, বলকারক, বর্ণ প্রসাধক, বাতঘৰ, কফ নাশক, পুষ্টিকারক, রক্তপিণ্ডজনক, মল-মৃত্ব রোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্রন্থ, মেহনাশক, কর্ণশূল, যোনিশূল বিনাশক।

সরিষার তেল—অগ্নিদীপ্তকারক, লঘু। ইহা মেদ, কফ, বায়ু, অর্শ, শিররোগ বর্ণরোগ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও দুষ্ট ব্রণ নাশক।

মারিকেল তেল—গুরুপাক, ক্ষীণ ধাতুসমূহের পুষ্টিকারক ও বাতপিণ্ড প্রশমক। ইহা নষ্ট শুক্র, প্রমেহ, শ্বাস, কাশ, যক্ষা, স্মরণশক্তির হীনতা ও ক্ষত রোগে প্রশস্ত।

মসিনা তেল—অগ্নি গুণবহুল, স্নিঞ্চ, উষ্ণবীর্য, কফ ও পিত্তবর্ধক, চক্ষু ক্ষতিকর, বলজনক, বায়ুনাশক, ত্বক দোষ নাশক, মলবর্ধক।

ভেরেগুর তেল (Castor oil)—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপ্তকারক, গুরু, স্থিত সম্পাদক, বয়ঃস্থপক, মেধাজনক, কাস্তি ও বলপ্রদ, যোনী ও শুক্রশোধক। ইহা বিষম জ্বর, হৃদ রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যাদিগত শূল, গুল্ম, শোথ বিনাশক।

বাদাম তেল—বাজীকারক, বায়ুপিণ্ড নাশক, দাহঘৰ, লাবণ্যবর্ধক, শিররোগ ও মেহ নাশক।

গার্জন তেল—কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষদোষ এবং ক্ষত বিনাশক।

ঘৃত বর্গ

ঘৃত মানব জীবনের পক্ষে বিশেষ উপকারী খাদ্য। ঘৃত রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দীপক, কাস্তিজনক ও জোধাতু বর্ধক, তেজকর, লাবণ্য বর্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বর বর্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আযুক্ষর, বলকারক, গুরু। ইহা বিষ, বায়ু, জ্বর উন্মাদ শূল, ব্রণ, ক্ষয় ও রক্ত দোষনাশক।

মহিষা ঘৃত—লঘুপাক, সর্ব রোগনাশক, অস্থিবর্ধক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিবর্ধক। ইহা অশ্বরী, শর্করা ও বাত বিনষ্ট করে।

দুঃখ বর্গ

পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সমস্ত লোকই দুঃখ পান করিয়া থাকে। এই বিশ্ব চরাচরে দুঃখের ন্যায় দ্বিতীয়টি আর নাই। ইহা একাধারে সুপথ্য ও ঔষধ।

অন্যান্য খাদ্য না খাইয়া কেবলমাত্র দুঃখ সেবন করিয়া মানুষ জীবিত ও সুস্থ থাকিতে পারে। কিন্তু হতভাগা মুসলমান এই দুধ বিক্রি করে পচা মাছ খরিদ করিয়া ভক্ষণ করে। নানাবিধ ক্ষতিকর, গুণহীন এমন কি তামাক বিড়ি খরিদ করিয়া থাকে। ইহা জাতির পক্ষে একটি কেলেক্ষারীই বটে। সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দৈনিক কম পক্ষে একবার কিছু দুধ পান করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

দুঃখ—সুমধুর, স্নিঞ্চ, সারক, বাত পিণ্ডের সদ্য শুক্রকর, শীতল, বলকারক, মেধাবর্ধক, শ্রেষ্ঠ বাজীকর, রসায়ন, ও রজঃবর্ধক। বিশেষ কোন পেটের পীড়া না থাকিলে দুধ পান করিতে দিবে।

গো-দুঃখ—সমস্ত দুধের মধ্যে গো-দুঃখই উন্নত। কিন্তু কোন সময় উহা শীতল হইলে পান করিবে না।

মহিষের দুঃখ—গো-দুঃখ হইতে উহা মধুর রস, স্নিঞ্চ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, ক্ষুধা-বর্ধক ও শীতবীর্য।

ছাগ দুঃখ—লঘু, মল সংগ্রাহক। ইহা রক্তপিণ্ড, অতিসার, ক্ষয়, কাশ ও জ্বরনাশক।

ভেড়ী দুঃখ—অশ্বরী (পাথরী) নাশক, চুলের হিতকর, গুরু, শুক্রবর্ধক, পিণ্ড কফকারক।

অবস্থাভেদে দুষ্টের গুণাঙ্গণ

স্বাস্থ্য সম্পন্ন উৎকৃষ্ট গাভীর দুঃখ দোহনকালে স্বভাবতঃ যে গরম থাকে; (বানকাড়া গরম দুধ) তাহাকে ধারোঁও দুঃখ বলা হয়। ইহা লঘু, সুপথ্য, রসায়ন, ত্রিদোষ নাশক, নিয়মিত সেবন করিলে পাগল পর্যন্ত ভাল হইয়া থাকে। ধারোঁও দুঃখ দোষ বৈষম্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বটে।

দোহনকালে মহিয়ের দুধ ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে উপকার হয়। উপরোক্ত নিয়মে গরু ও মহিয়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দুধ সেবন করিবে না। সমপরিমাণ দুধ ও পানি জাল দিয়া দুঃখবিশেষ থাকিতে নামাইলে উহা অত্যন্ত লঘু হইয়া থাকে। দুধের সহিত লবণ কিংবা অম্ল একত্রে ভক্ষণ করিবে না। চিনি ও মিশ্রি সংযুক্ত দুঃখ শুক্রজনক, ত্রিদোষ নাশক। ইক্ষুগুড় মিশ্রিত দুঃখ মূত্রকচ্ছ নাশক এবং পিণ্ড ও শ্লেষ্মাবর্ধক। না দুধ, না দই এই ছ্যাকরা দুঃখ বিষ তুল্য। কখনও উহা পান করিবে না। অন্য কাহাকেও পান করিতে দিবে না।

দুঃখ সর—গুরু, শীতবীর্য, রতিশক্তি বর্ধক, রক্তপিণ্ড নাশক, বাতঘ, ত্রপ্তিকর, পুষ্টিকারক, মিঞ্চ এবং কফ বল ও শুক্রজনক।

দধি—উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, মিঞ্চ, গুরু, মল সংগ্রাহক, রক্তপিণ্ড, শোথ, মেদ ও কফবর্ধক। ইহা মূত্রকচ্ছ, প্রতিশ্যায়, শীত জর, বিষম জ্বর, অতিসার, অরঁচিতে উপকারী ও বলবর্ধক। দধির মধ্যে গব্য দধিই শ্রেষ্ঠ।

মহিয়ে দধি—অতিশয় মিঞ্চ, শ্লেষ্মাকারক, বাতপিণ্ড নাশক, শুক্রকারক, গুরু ও রক্ত দোষক।

ছাগ দধি—অত্যন্ত সংগ্রাহক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, কাশ, অর্শ রোগে প্রশস্ত। দধি রাত্রিতে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। একান্ত খাইতেই হইলে ঘৃত, চিনি মধু বা আমলকী ইহার কোন একটি মিশ্রিত করিয়া খাইবে। দধি কখনও গরম করিয়া খাইবে না।

ঘোল—ভাল মথিত ঘোল বায়ুপিণ্ড ও কফ নাশক। অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, ইহা গ্রহণী রোগে বিশেষ হিতকর।

মাখন—গো-মাখন হিতজনক, বৃঝ বৰ্ণ প্রসাধক, বলকারক, অগ্নিবর্ধক ও ধারক। স্বাস্থ্যের জন্য ইহা পরম উপকারী। বায়ু, রক্তপিণ্ড, ক্ষয়, অর্শ শ্বাস ও কাশনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও শিশুর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

গুড়বর্গ

ইক্ষু গুড়—শুক্রবর্ধক, গুরু, মিঞ্চ, বায়ুনাশক, মূত্ররোধক, কুমেদ, কফ ও ক্রিমিবর্ধক।

পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পুষ্টিকারক, পিণ্ডনাশক, শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক।

গুড় আদার সহিত সেবন করিলে কফ, হরিতকীর সহিত সেবন করিলে পিণ্ড, শুষ্ঠির সহিত সেবন করিলে বচ্ছবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

খেজুরের গুড়—কিঞ্চিং গরম হইলেও ক্রিমিনাশক, নারিকেলের দুধের সহিত খাইলে ক্রিমি শাস্তি হইয়া থাকে।

মিশ্রি—চিনির ন্যায় গুণযুক্ত। ইহা লঘু, বায়ু পিণ্ডনাশক, সারক।

ফল বর্গ

আম—কচি আম কষায়, অম্লরস রুচিকারক এবং বায়ু পিণ্ডবর্ধক।

কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্ত দোষক, আম্বপেশী (আমচুর) ভেদক, কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা আম—মধুর রস, শুক্রবর্ধক, স্নিঘ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘৰ, হৃদয়, বর্গ প্রসাধক এবং অগ্নি ও কফবর্ধক।

আমমিশ্রিত দুধ—শুক্রবর্ধক, বর্গ প্রসাধক, মধুররস, গুরু, বায়ু পিণ্ডনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্ধক। অম্লরস আম অধিক ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য বিষমজ্জুর, রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমসত্ত্ব—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিণ্ড নাশক, সারক, রুচিকারক ও লঘু।

আমের বীজ—বমি, অতিসার ও হৃদয়ের দাহনাশক।

আমড়া—(কাঁচা)—বায়ু নাশক, গুরু, উষ্ণবীৰ্য, রুচিকারক ও সারক।

পাকা আমড়া—তৃপ্তিকারক, কফ বর্ধক, স্নিঘ, শুক্রবর্ধক বিষ্টিত্বী, পুষ্টিকর, গুরু ও বলকারক। ইহা বায়ুপিণ্ড ক্ষত, দাহ ক্ষয় ও রক্ত দোষনাশক।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল স্নিঘ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মাংসবর্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং পিণ্ডবায়ু রক্তপিণ্ড ক্ষত ও ভণ নাশক। গুল্ম ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির জন্য অহিতকর।

কাঁঠালের বীজ—শুক্রবর্ধক, গুরু, মলরোধক ও মূত্র নিঃসারক। কাঁঠাল ভক্ষণের পর কাঁঠালের ২/১টি বীজ কাঁচা চিবাইয়া খাইলে উহা সহজে পরিপাক হইয়া যায়। অবশ্য জিহ্বা ও তালু আঠাযুক্ত হইয়া কষ্টদায়ক হইয়া থাকে কিন্তু উহার পরিবর্তে ২/১টি পাকা কলা খাইলে অতি অম্ল সময়ের মধ্যে সম্যক পরিপাক হইয়া থাকে। ইহা পরিষ্কিত।

কলা—পাকা কলা শুক্রবর্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিবর্ধক ও মাংসবর্ধক। দুধ কলা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। ইহা তৃষ্ণা ও প্রমেহ নাশক।

ফুট—(বাঙ্গী) রুক্ষ, গুরু পিত্রয়, কফনাশক, দৈষৎ উষ্ণ, ধারক, বিষ্টিকারক, মল নিঃসারক।

ক্ষীরাই—শুক্রবর্ধক, গুরু, বলকারক, পিপাসা ভাস্তি ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষনাশক।

ডাব—ডাবের পানি শীতল, হৃদয় গ্রাহী, অগ্নি দ্বিপক, শুক্রবর্ধক, লঘু, পিপাসা নাশক, পিণ্ডঘৰ এবং বস্তিদোষনাশক, শোধক। নারিকেল পিণ্ডজ্জুর ও পিণ্ডজনিত রোগনাশক।

নারিকেল—গুরু, পিণ্ডবর্ধক, বিষ্টিত্বী ও বিদাহী (জ্বালাকর)। পাকা নারিকেল কুরিয়া উহার দুধ বাহির করতঃ ঝুনা বা পাকা দানাদার খেজুরের গুড়ের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি শাস্ত হইয়া থাকে। কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, নারিকেলের মধ্যে ভিটামিন এ, বি, সি সবই বিদ্যমান আছে।

তরমুজ—অপৰ্ক তরমুজ ধারক, শীতল ও গুরু। পক তরমুজ, দৈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিত্ক্ষার বিশিষ্ট, পিণ্ডকারক এবং কফ ও বায়ু নাশক। তরমুজ ও খরমুজ একই আকৃতির এবং একই গুণ বিশিষ্ট অধিকস্তু উহারা মূত্রবর্ধক।

শশা—কচি শশা, লঘু, মধুর রস এবং পিপাসা, ক্লাস্তি, দাহ পিণ্ড ও রক্ত পিণ্ডনাশক।

পাকা শশা—উষ্ণবীৰ্য, পিণ্ডবর্ধক, কফ ও বায়ুনাশক।

শশা বীজ—মূত্রকারক, রুক্ষ এবং পিণ্ড দোষ ও মূত্রকুস্তনাশক।

সুপারী—গুরু, শীতবীর্য, রুক্ষ, কফঘ, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকর ও মুখের বিরসতানাশক।

কাঁচা সুপারী—গুরু, অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক, কৃমিনাশক।

আতা—তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক, শীতল, হৃদয়, রক্তবর্ধক, শ্লেষাজনক। ইহা বাত, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি, দাহ ত্বষ্ণা বমি ও বমনবেগ নিবারক।

পেয়ারা—(ছেট) বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, রুচিকর ও শুক্রজনক।

পেয়ারা—(বড়) বীর্যবর্ধক, বলকারক, পুষ্টিকর, মূর্চ্ছা, জ্বর, ক্রিমি, বায়ু, ত্বষ্ণা, ভ্রম ও শ্রম বিনাশক।

পেঁপে—(কাঁচা ও তাহার ক্ষেত্র) প্লীহা, যকৃত ও গুল্মবিনাশক। ২/১ ফেঁটা ক্ষেত্রে কলা বা মিষ্টির সহিত পুরিয়া খালি পেঁপে খাইতে হয়। কাঁচা পেঁপের তরকারী অর্শ হিতকর।

পাকা পেঁপে—শীতবীর্য, রুচিকর, অগ্নিপ্রদীপক, হৃদয়রোগে হিতকর রক্তপিত্তনাশক।

আনারস—অঙ্গ মধুর রস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকারক, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষাকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক। ছেট মেয়েদেরকে খালি পেঁপে খাওয়াইলে ক্রিমি ক্ষেপণের ভয় রহিয়াছে।

তাল—পাকা তাল পিত্ত, রক্ত ও কফবর্ধক, বহুমুদ্রজনক, তন্ত্রাকারক, শুক্রবর্ধক।

তালশাস—লঘু, কফবর্ধক, বাতঘু, পিত্তনাশক।

বেল—কচি বেল ধারক, অগ্নিপ্রদ, আমের পাচক আম হ্যাম করিয়া থাকে। (কটু, কষায় ও তিক্তরস) উৎপবীর্য, লঘু, স্নিফ্ফ, বায়ু ও কফনাশক।

পাকা বেল—গুরু, ত্রিদোষজনক, বিদ্যাহী, বিষ্টুকারক, অগ্নিমান্দ্য কর। কাঁচা ও পাকা বেল আগুনে ভাল সিদ্ধ করিয়া খাইলে উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঘোলের সহিত উহা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কারণ বিরঞ্জন ভোজন।

কয়েত বেল—অপক, ধারক ও লঘু।

পাকা—পিপাসা, হিঙ্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, কঠশোধক ও ধারক।

কাঁচা গাব—ধারক, বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য ও লঘু।

পাকা গাব—গুরু, পিত্ত, প্রমেহ রক্তদোষ ও কফনাশক।

জাম—গুরুপাক, বিষ্টু, শীতবীর্য, অগ্নিদোষক, রুক্ষ, বাতজনক, কফ ও পিত্তনাশক। রক্তের সংশোধক।

কুল—শীতবীর্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্ধক ও পুষ্টিকারক।

চালতা—বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, কুষ্ট, কফ ও পিত্তনাশক, কেশের হিতকর।

কিসমিস—মোনাকা ও কিস্মিস একই গুণবিশিষ্ট।

পাকা কিসমিস—সারক, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপকারক, গুরু, স্বর প্রসাধক, মল-মৃত্ব নিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিকারক। ইহা পিপাসা, জ্বরবাত, কামলা, মৃত্রকৃষ্ণ, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহরোগ বিনাশক।

খেজুর—স্নিফ্ফ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক ও বলকারক। ষষ্ঠাকের বায়ু, বমি বাতশ্লেষা দোষ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা, ত্বষ্ণা, কাশ ও শ্বাসনাশক।

বাদাম—উৎপবীর্য, স্নিফ্ফ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্ধক, মগজ বর্ধক, গুরু।

নাশপতি—লঘু, শুক্রবর্ধক, ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) নাশক।

টাৰা লেৰু—লঘু, হৃদয়গ্রাহী, কষ্ট, হৃদয় ও জিহুৱা শোধনকারক।

গোড়া লেৰু—(জামুৱা) ইহা বায়ু, কফ, শূল, কাশ, বেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখেৰ
বিৱসতা, হৃদপীড়া, মন্দাপ্তি ও ক্ৰিমি নাশক। ম্যালেরিয়া নাশক।

কাগজী লেৰু—বায়ুনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘু। ক্ৰিমিনাশক, উদৱৱোগ নাশক, ইহা
বায়ুপিণ্ঠ, কফ ও শূল রোগে হিতকর, রুচিকর, ইহা ত্ৰিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়ৱোগ, বাতৱোগ, বিষ
দুষ্টি, গলৱোগে প্ৰযোজ্য।

কমলা লেৰু—গুৰু, বলকারক ও পুষ্টিজনক। বায়ু, পিণ্ড, বিষ, রক্ত দোষ, অৱঢ়ি, পিপাসা
ও বমি নাশক।

তেঁতুল—কাঁচা তেঁতুল গুৰু, বায়ুনাশক, পিণ্ড কফজনক, রক্তদুষ্টিকারক।

পাকা তেঁতুল—অগ্নিদীপক, রক্ষ্ফ, সারক ও উষ্ণবীৰ্য, কফ ও বায়ুনাশক, শূলবেদনা এবং
আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে অতি পুৱাতন তেঁতুলেৰ শৱবৎ অমৃতসম।

মোছলেহাতবৰ্গ

[মসল্লাদি]

আদা—গুৰু, উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিকারক, রক্ষ্ফ, কফনাশক। আহাৰেৰ পূৰ্বে কিছু আদা লবণেৰ সহিত
ভক্ষণ কৱিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, পাঁচড়া, পাঞ্চৱোগ, মুঞ্চকুষ্ট, রক্তপিণ্ঠ জ্বরযুক্ত
ৰোগ ও দাহৱোগে এবং গ্ৰীষ্মকাল ও শৰৎকালে অহিতকৰ। আদা পেটেৰ পীড়ায় বিশেষ উপকাৰী
কিন্তু অধিক ভক্ষণ কৱিলে জিৱিয়ান দেখা দিয়া থাকে।

গোলমৰীচ—অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিণ্ডকর ও রক্ষ্ফ। শ্বাস, শূল ও ক্ৰিমি নাশক।

সাদা মৱিচ—গৱাম, অতি মাত্ৰায় ভক্ষণ কৱিলে পুৱমেৰ ধাতু রোগ, শূলৱোগ এবং মেয়েদেৰ
শ্বেতপ্ৰদৰ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চৈ—মল দ্বাৰেৰ যাবতীয় রোগ বিনাশক, হজম শক্তি বৃদ্ধিকারক, গৱাম নহে, লঘু, বাত ও
শ্ৰেষ্ঠানাশক, লঘু, শ্বাস, কাশ, পেটেৰ পীড়া, জ্বৰ, কুষ্ঠ, প্ৰমেহ, গুল্ম, অৰ্শ, প্লীহা, শূল, ও আমবাত
বিনাশক। পিপুলেৰ ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

যোয়ান—রুচিকৰ, উষ্ণ, লঘু, অগ্নিদীপক, পিণ্ডজনক। ইহা শুক্ৰ, শূল, বাত, শ্ৰেষ্ঠা, উদৱ,
গুল্ম, প্লীহা ও ক্ৰিমি নাশক।

বনয়মানী—(ৱাঁধুনি) অগ্নিদীপক অৰ্থাৎ হজমশক্তি বৃদ্ধি কৱে, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, বলকৰ
ও লঘু। ইহা চক্ষু রোগ, ক্ৰিমি, সৰ্দি, হিঙ্কা ও মুত্রাশয় রোগ বিনাশক।

সাদা জীৱাৰা—মলসংগ্ৰাহক, হজমীকারক, লঘু, কিঞ্চিৎ গৱাম, রুচিকৰ, গৰ্ভাশয় বিশোধক, রক্ষ্ফ,
বলবৰ্ধক। বমি, ক্ষয়ৱোগ, বাতজ উদৱধ্যান, কুষ্ঠ, বিষৱোগ, জ্বৰ, অৱোচক, রক্ত দুষ্টি, অতিসার,
ক্ৰিমিৱোগ ও গুল্মৱোগে হিতকৰ।

কালাজীৱাৰা—চক্ষুৰ হিতকৰ, রুচিজনক, উষ্ণবীৰ্য, মলসংগ্ৰাহক, হজমী শক্তি বৃদ্ধিকারক,
বলকৰ ও গৰ্ভাশয় বিশোধক। ইহা জীৱজ্বৰ, শোথ, শিৱোৱোগ, কুষ্ঠৱোগ, গুল্ম, (প্লীহা), ক্ৰিমি,
আমদোষ নিবারক।

ধনে—মিঞ্চ, মুঞ্চজনক, লঘু, হজমশক্তি বৃদ্ধিকারক, রুচিকৰ, ত্ৰিদোষনাশক। ইহা জ্বৰ ত্ৰঃঃ,
দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, ক্ৰিমি নিবারক।

মৌরি—যোনী শূল, অগ্নিমান্দ্য মলবন্ধনতা, ক্ৰিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্ৰেষ্ঠা ও বায়ু নাশক।

হলুদ—উষ্ণবীর্য, কফজ ও বাতজ দোষ, রক্ত দুষ্টি, কুঠ, প্রমেহ, ত্বকদোষ, ব্রণ, শোথ, কামলা, ক্রিমিনাশক।

রসুন—পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, উষ্ণবীর্য, ভগ্নসঞ্চান কারক, কঠশোধক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাধক, মেধাজনক, চক্ষের হিতকারক। হাদরোগ, জীর্ণজ্বর, গুল্ম, অর্কটি, কাশ, শোথ, অর্শ, কুঠ, অগ্নিমাল্ড্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক।

পিয়াজ—রসুনের ন্যায় গুণযুক্ত। বলকারক নাতিপিত্তজনক, বীর্যবর্ধক, গুরু। পিয়াজ ও মরিচ ভক্ষণ করিলে মেদা গরম হইয়া থাকে, কাজেই উহা ভক্ষণ না করাই উত্তম।

লবঙ্গ—চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দ্বিপক, রুটিকারক, কফ, পিত্তদোষ, রক্তদোষ, ত্বক্ষণ, বমী, উদরাধ্বন, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু নিবারক।

বড় এলাচী—অগ্নি বর্ধক, লঘু, রক্ষ ও উষ্ণবীর্য। ইহা কফ, পিত্ত রক্তদোষ, শ্বাস, ত্বক্ষণ, মৃত্রাশয়গত রোগ, মুখরোগ, শির রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করিয়া থাকে।

ছেঁট এলাচী—কফ, শ্বাস, কাশ, মুত্রকচ্ছ, বায়ুনাশক।

জাফরান—শিররোগ, ব্রণ, ক্রিমি বমি, ত্রিদোষনাশক।

দারচিনি—বাতবর্ধক, পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্ধক। ইহা ত্বক্ষণ নিবারক।

তেজপত্র—উষ্ণবীর্য, লঘু। ইহা কফ, বায়ু ও অর্শ বিনাশক।

পান—উষ্ণবীর্য, লঘু, বলকারক, কামদীপক, রাতকানা নিবারক।

লবণ বর্গ

সৈন্ধব লবণ—অগ্নিদীপক, রুটিকারক, শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষ নাশক।

সমুদ্র লবণ—ইহাকে পাঞ্চা লবণও বলে। গুরু, অগ্নিদীপক, কফকারক বাতঘৰ।

বিট' লবণ—ক্ষারযুক্ত, উর্ধ্বর্গত কফ ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিদীপক, লঘু, উষ্ণবীর্য ও রুটিকারক।

কৃষ্ণ লবণ—সচল লবণ; রুটিকারক, অগ্নিদীপক বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, লঘু।

খারি লবণ—পিত্তজনক, মল সংগ্রাহক, মৃত্রকারক, কফ বাত নিবারক।

মধু বর্গ

মধু—কোরআনে মধুর বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। উহা বহু রোগের ঔষধও বটে।

মধু—লঘু, রক্ষ, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিদীপক, স্বরবর্ধক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, স্রোতসম্মহের বিশেধক, বর্ণ প্রসাধক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধক, বিশদ গুণযুক্ত, রুটিকারক, কিঞ্চিং বায়ুবর্ধক। ইহা কুঠ, অর্শ, কাশ, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্রিমি, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, দাহ, ক্ষাত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

সির্কা—আধ্বান, শোথ, অর্শ, প্রমেহ, শ্লেঘাজাত ব্যাধিসমূহে উপকারক, পুষ্টিকর ও বলবর্ধক।

ইক্ষু (আক)—রক্তপিত্ত নাশক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, কফ দায়ক, গুরু, মৃত্রবর্ধক, মেধাবর্ধক, দাহ ও মূত্রকচ্ছ নাশক।

চিনি—রুটিকর শুক্রবর্ধক। ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূচ্ছা, বমি ও জ্বর নাশক।

মিঞ্চি—চিনির গুণ বিশিষ্ট বিশেষতঃ ইহা শীতল।

অঘ বর্গ

ভাত—আগ্নিবর্ধক পথ্য তৃপ্তিজনক, রুচিকর, লঘু। হজমকাল ২ ঘণ্টা।

খিচুড়ী—শুক্রজনক, বলকর, গুরু, পিণ্ড ও কফবর্ধক, মলমুত্রকারক। হজমকাল ৩ ঘণ্টা।

পায়স—পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, বায়ুনাশক। হজমকাল ৪ ঘণ্টা।

মিষ্টান্ন বর্গ

মোহন ভোগ—পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিণ্ডি বিনাশক, স্নিফ্ফ, শ্লেষাকারক, গুরু, রুচিকর।

রাজ ভোগ—রসগল্লা, কাঁচাগল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন মোহন ভোগের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট এবং হজমের কাল প্রায় ৩ ঘণ্টা।

পরিশ্রম

অঙ্গ চালনা—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর যথাক্রমে রস, রক্ত, গোশত, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্রে পরিণত হইয়া থাকে। উপযুক্ত অঙ্গ চালনা কর্তৃক রস ও রক্ত আভ্যন্তরীণ ধর্মনী দ্বারা সমস্ত শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষয় পূরণের জন্য সমস্ত অঙ্গ চালনার বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে শরীর ও মন দিন দিন নিষ্ঠেজ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এবং দেহ ও মন মজবুত ও কার্যক্ষম রাখিতে উপযুক্ত ব্যায়ামের একান্ত দরকার। দেহের রক্ষণ ও উহার ক্রমবর্ধনের জন্য আধুনিক যুগে নানা প্রকার অঙ্গ চালনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে অন্যান্য অথবা ক্রীড়াদি দ্বারা সময় ও সম্পদ নষ্ট না করিয়া বরং প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও মাদ্রাসাসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে প্রচুর মিলিট্রি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হউক। অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদের জন্য এমনভাবে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হউক যাহার পরিণামে দেশের প্রত্যেকটি লোকই সৈনিক হইয়া যাইবে।

এই মিলিট্রি ট্রেনিং দ্বারা যেমন দেহের গঠন হইবে, ঠিক তেমন করে অতি অল্প ব্যয়ে দেশে লাখে লাখে মিলিট্রি সৈন্যের সমাবেশ হইবে। আর দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মিলিট্রি ট্রেনিং গ্রহণ করিলে প্রতি পদে পদে সে আল্লাহর দরবারে নেকীও পাইবে।

অতি ক্ষুধার সময়, আহারের পর পরই ব্যায়াম প্রভৃতি প্রকট অঙ্গ চালনা করা উচিত নহে। ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

মোটকথা, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পরিমিত অঙ্গ চালনা স্বাস্থ্যের পক্ষে অমৃতোপম।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—নিয়মিতভাবে পরিমিত ব্যায়ামের দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি ও বেশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শরীরকে স্কুল, জননেন্দ্রীয়কে লৌহদণ্ডের ন্যায় মজবুত এবং রমণ কার্যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে নিয়মিতভাবে পরিমিত অঙ্গ চালনার সহিত অল্প ব্যয়ে নিম্নলিখিত নিয়মে উন্নত ছোলা ভক্ষণ করিবে।

হজম শক্তি ও অগ্নিবল অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করত প্রত্যহ সন্ধ্যায় খুব ভাল ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে এবং উহা সিক্ত হইতে পারে এতটা পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে এক একটি করিয়া দানা ভাল ভাবে চিবাইয়া ভক্ষণ করিবে এবং ঐ ছোলা ভিজান পানিটুকুও শেষে খাটি মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। দুধ অপেক্ষা ছোলার ভিতর ৯ গুণ ভিটামিন বেশী।

বিশ্রাম

পরিশ্রমের পর পরিশ্রম করিতে থাকিলে এবং কিছু বিশ্রাম না করিলে শরীর নিস্তেজ ও অকর্মন্য হইয়া পড়ে। কাজেই পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রাম করা একান্ত দরকার। আমাদের বাংলা দেশের কৃষি কার্যরত ভাইয়েরা প্রত্যহ ভোর হইতে সারাদিন এমন কি প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রমের উপর কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাহারা অঙ্গতা হেতু একটু বিশ্রামও করে না এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যও ভক্ষণ করে না। ফলে ক্লান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর নিয়া কাজ চালাইয়া থাকে। কিন্তু বাখিলি করিয়া ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত ২ টি পয়সা খরচ করিয়া, ভাল খাবার না খাইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যহানি করিতেছেন। জাতীয় জীবনে ইহা একটি কেলেক্ষণ্যীও বটে।

কঠোর পরিশ্রমের পর, ঘর্মান্ত শরীরে কখনও স্বান করিবে না। খুব ঠাণ্ডা পানি, বরফ পান করিবে না। কারণ ইহাতে হাঁপানি ও নিমুনিয়া হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। খুব বেশী ত্বক্ষায় কাতর হইলে একটু লেবুর রস বা কোন উপযুক্ত জিনিস দ্বারা গলাটা ভিজাইয়া লইবে।

চিন্ত বিনোদন

মনের আনন্দ দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। আমরা উহা মোটেই অস্বীকার করিতে পারি না। অবশ্য চিন্ত বিনোদনের বিষয় বস্তু ও পাহা নির্ণয়ে আমরা অনেকের সহিত একমত হইতে পারি না।

কারণ— চিন্তা ও চৰ্চা করিলে দেখা যায়, কেহ মদ ও মাগিতে আনন্দ পায়। কেহ পরের উপকার ও খোদার এবাদতে পরম আনন্দ পাইয়া থাকে। আবার মানুষ তার মন যে ধরনের গড়িতে ইচ্ছা করে তাহা সে অন্যায়ে গড়িতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য মনের আনন্দ। অতএব, ছেটকাল থেকেই আমাদের মনকে গড়িতে হইবে যেন মদ, মাগি, সিনেমা, ড্রামা, বাইসকোপ, থিয়েটার, তাশ, পাশা, নাচ-গান প্রভৃতি সময় নষ্টকারক, অর্থের অপচায়ক এবং চারিত্র কল্যাণিকারক কার্যকলাপ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন করিয়া পরকাল ও ইহকাল নষ্ট না করি। উল্লেখিত বিষয়গুলি যেমন খোদার অমনোনীত কাজ ঠিক তেমন করিয়া দুনিয়াও নষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষণেকের জন্য একটু আনন্দ হইলেও উহা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মন ও হৃদয় ভারাক্রান্ত ও অবসাদ হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লেখিত ক্ষণস্থায়ী চিন্ত বিনোদক বিষয়গুলি চিরতরে পরিত্যাজ্য।

পক্ষপানের আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিককে শৈশব থেকেই এমন মন গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন পরের একটি উপকার করিয়া ১০ বোতল মনের আনন্দ লাভ করিতে পারে এবং খোদার এবাদত বন্দেগীর ভিতর সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে পরোপকারের মধ্যে, খোদার আনন্দগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এমন চিন্ত বিনোদন হইয়া থাকে যাহার আনন্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। অবসাদ মোটেই নাই। বাস্তবিকই যদি এই ধরনের মন একবার গঠন করা যায় তাহা হইলে দুনিয়া ও আখেরাতে বড়ই আনন্দ এবং আনন্দের শোতে দুনিয়ার বহু বিপদ, অশান্তি ভাসিয়া যায়। ফলে সুখে, দুঃখে সর্বক্ষণ আনন্দ হৃদয়ের উপর উদ্ভাসিতই থাকে।

ক্রম্ভন

একটিই মাত্র দরখাস্ত যাহা মানুষের দরবারে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐ দরখাস্তের ফেরৎও নাই। আবার আল্লাহর দরবারেও উহা ক্রয়। দরখাস্তকারীর এ দরখাস্তের ভিতর অন্য কোন বিষয়বস্তু না থাকিলেও উহা দ্বারা সমস্ত মনের বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ঐ মহা দরখাস্তটির

নাম হইতেছে ক্রন্দন। বিজ্ঞ ও বহুদশী মনীয়ীগণ বলিয়াছেন, ক্রন্দন দ্বারা স্বাস্থ্যের বিরাট উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

কচি কচি ছেলেমেয়েরা তাহাদের সুখ অসুখ, শাস্তি অশাস্তি, ক্ষুধা ও বেদনা প্রভৃতি সর্বাবস্থায় ত্রি একটি কান্নার দ্বারা আবেদন করিয়া থাকে এবং উহা লালন পালনকারীদের নিকট এতই গ্রহণযোগ্য যে, শিশুদের মনের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ করিয়া থাকে। শিশুদের এই কান্নার দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য মজবুত না হইলেও পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। কারণ জমি কিছুদিন যাবৎ প্রথর রৌদ্রে শুকাইবার পর বৃষ্টি হইলে যেমন উহা সরস হইয়া বেশী ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। ঠিক তদুপ কান্না দ্বারা হৃদয় শুষ্ক করিবার সঙ্গেই যে আনন্দটুকু মনের উপর উদ্ভাসিত হয় উহা দ্বারা স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

মানুষ সক্ষম ও স্বাবলম্বী হইবার পর সে যখন এই ক্রন্দন লজ্জাকর নিষ্পত্যোজন করিয়া লয় তখনই তাহার সর্ব প্রকার অসুবিধার ভার বহন করিতে হয়।

অতএব, প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষের কর্তব্য হইতেছে তাহারা যেন গভীর রজনীতে নির্জনে একাকী বসিয়া খোদার গ্যব আয়াব স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করে। তাহা হইলে যেমন তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে ঠিক তাহার তদুপভাবে আখেরাতের পথও সুগম হইতে পারে।

নিন্দা

সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে অমৃতোপম। শুধু ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মন সতেজ থাকিতে পারে না। উপযুক্ত সুনিদ্রার অভাবে দেল ও দেমাগ দিন দিন দুর্বল ও গরম হইলে নানাবিধি প্রকট ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিনিদ্রেয় ব্যক্তি পাগল পর্যন্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষকে দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমাইতে হইবে। ইহার থেকে বেশী ঘুমাইয়া অলস ও অকর্মা হওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে উহার থেকে কম ঘুমাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করাও সমীচীন হইবে না।

নিন্দার সময়

ছেলেবেলা হইতেই নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করিতে হইবে। জ্জ্বা কিংবা স্ফুর্তি ও আমোদ-প্রমোদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না। এক দিনের জন্যও নিয়ম ভঙ্গ আদৌ ভাল নয়। অতএব, বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন থেকেই নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করিয়া লইবে।

সারাটি বৎসর বেহুদা গল্ল-গুজব, অঞ্চলীল আলোচনা ও আড়ডা দিয়া সময় নষ্ট করা এবং পরীক্ষার সময় সারারাত্রি জাগরণ করিয়া চক্ষু লাল করিয়া পরীক্ষা হলে প্রবেশ করা ঠিক ছাত্র বা তালেবে এলমের কাজ নহে। এরূপ ছেলেদেরকে ঠিক ছাত্র বলাও ঠিক হইবে না। এরা হয়ত পাসও করিবে কিন্তু এলম ও বিদ্যা এদের ভাগ্যে নাই। ছাত্রজীবন বড় মূল্যবান জীবন। জীবন গড়িবার সময়ও বটে। সুতরাং নিয়মানুবর্তিতার সহিত রীতিমত পড়াশুনার কাজ করিবে। ঠিক তদনুরূপ প্রত্যহ রাত্রে ১০ বা ১১টায় ঘুমাইয়া পড়িবে এবং শেষ রাত্রে ৪ টায় গাত্রোথান করিয়া ওয়ূর সহিত আল্লাহর দরবারে হাজেরী দিবে। ২ বা ৪ রাকা'আত নফল নামায আদায় করত মনের বাসনা আল্লাহর নিকট পেশ করিবে। জীবন ভর এ অভ্যাসটি অবশ্যই জারি রাখিবে। ইহা দ্বারা স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি দিন দিন হইতে থাকিবে।

নিদ্রার নিয়ম

পেশাব পায়খানার বেগ থাকিলে উহার থেকে ফারেগ হইয়া ওয়ুর সহিত নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুইয়া পড়িবে। **اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْبِبْيَ وَأَمُّوتْ** পড়িয়া প্রথমতঃ চিৎভাবে শয়ন করিবে অতঃপর ১ বার আয়াতুল কুরছি পড়িবে। তারপর ৩ বার নিম্নোক্ত এস্তেগফার পড়িবে।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আয়াতুল কুরছি পড়িবার দরুন সারা রাত্রি শয়তান থেকে নিরাপদ থাকিবে। উপরোক্ত এস্তেগফার পড়িলে সমুদ্রের ফেনাসম ছগীরা গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

অতঃপর সোজাভাবে ডান পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করত পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বাম পার্শ্বে কেবলামুখী হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। পেশাব-পায়খানার বেগ ধারণ করিয়া চিৎ বা উপুড় হইয়া কখনও ঘুমাইবে না। ইহা স্বাস্থ্য ও শরীরাত বিধান মতে বড়ই খারাব। রাগ একটি ব্যাধিও বটে। বিশেষতঃ রাগার্থিত অবস্থায় ঘুমাইবে না। গভীর নিদ্রার ভিতর অনেক সময় নিদারণ পিপাসা হইয়া থাকে। কিন্তু সাবধান! তখন কিছুতেই পানি পান করিবে না। ইহা সর্বরোগের একটি আকর বিশেষ। কিছুক্ষণ একটু দৈর্ঘ্য ধারণ করিলে পিপাসা বিলীন হইয়া থাকে।

নিদ্রার সময় সাবধানতা

এমন জায়গায় ঘুমাইবে না যেখানে নিদ্রার ব্যাঘাত জনিতে পারে। ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হইতে পারে এমন কোন প্রকার কাজ বা কথা হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। চাই সে ঘুমন্ত ব্যক্তি ছোট হউক চাই বড় হউক কিংবা বন্ধু-বান্ধবই হউক না কেন কিছুতেই তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে দিবে না। নিন্দিত ব্যক্তিকে নেহায়েৎ দরকারবশতঃ ডাকিতে হইলে খুব ধীরে ধীরে নমস্বরে ডাকিবে। কিংবা হাতে পায়ে বা মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া জাগাইবে। অন্যথায় প্রবল হৃদ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

নিজের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব বিশেষতঃ চাকর-চাকরাণীকে ঘুম হইতে জাগাইতে নির্দয় লোকেরা তাঁহাদের ঘুমের দিকে স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ইহা বড়ই খারাব, বড়ই নিষ্ঠুরতা।

অনেক সময় নির্ধারিত সময় ঘুম আসে না। একপ অবস্থায় কিছুক্ষণ একাকী ভ্রমণ করতঃ হাত-মুখ ধোত করিয়া ঘুমাইবে।

পানি

দেহ ও প্রাণ রক্ষার জন্য পানি একটি নেহায়েৎ প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশুদ্ধ পানি দ্বারা দেহের ও জীবনের মহা উপকার সাধিত হয়। পক্ষান্তরে দৃষ্টিত পানি দ্বারা নানাবিধি দুরারোগ্য ব্যাধি জনিতে পারে। অতএব, সর্বক্ষণের জন্য দৃষ্টিত পানি পরিত্যাগ করিবে। নির্মল পানি যদিও স্বাস্থ্যের জন্য মহা উপকারী কিন্তু আহারের পূর্বে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেশী পানি পান করিলে পাণ্ডুরোগ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। অবশ্য সূর্য উদয়ের পূর্বে সাধ্যানুযায়ী পানি পান করিলে কোন রোগের আশঙ্কা নাই বরং উহাতে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং সালসার কাজ করিয়া থাকে।

আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু একটু পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। আহারান্তে বেশী পানি পান করিলে হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আহার শেষ করিয়া কোন মতে মুখ ও গলাটা

পরিষ্কার করিবে। আধ ঘন্টা পর পরিমিত পানি পান করিবে। উক্ত নিয়মটি জঠর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপকারী।

অধঃগতি

একদল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত বলিয়াছেনঃ প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু ও ক্ষরিত শুক্র বেগ ধারণ করা বড়ই কৃৎসিত অভ্যাস।

পায়খানার বেগ ধারণ করিলে এবং অধঃবায়ু গতি রোধ করিলে বায়ু কর্তৃক মল ছিম্বিন হইয়া নাড়ির পেঁচ ও সদিস্তুলে আটকাইয়া অনেক সময় নাড়ির ভাজ উলটাইয়া গিয়া নাড়ীতে পেঁচ পড়িয়া থাকে। দুষ্যিত মল নাড়ির সন্ধিতে আটকিয়া থাকার দরকন অনেক সময় নাড়ীতে ক্ষত; এমন কি অনেকের নাড়ি পচিয়া থাকে।

প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলে মূর্ত্তাশয়ে প্রস্রাবের তলানি জমিয়া পাথরী হইয়া থাকে।

শুক্র গতি রোধ করিলে ক্ষরিত শুক্র জমিয়া শুক্রশুরী বা পাথরী হইয়া প্রাণ নাশের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

অতএব, কম্পিনকালেও প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু এবং শুক্র বেগ ধারণ করিবে না। স্বাভাবিক-ভাবে যাহা বাহির হইতে চায় তাহা বাহির হইতে দিবে। জবরদস্তি তাহাকে আটকাইয়া রাখিবে না।

সংয়ম

সংয়ম ব্যতিরেকে আস্তা এবং মানবতার উন্নতি যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে সংয়ম ছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাঙালী মুসলমানদের স্বাস্থ্যহীনতা দেখিলে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। রক্ত মাংস শূন্য কঙ্কালসার জরাজীর্ণ দেহ, শৌর্যবীর্য উদ্যমহীন মন, লাবণ্য হারা মলিন মুখ দেখিতে মর্মান্তিক বেদনায় চিন্তাশীল সুধী মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। স্বাস্থ্য ভাল না হইলে এবং মন ও মেজাজ সুস্থ না থাকিলে হাজার সাধনা করিয়াও সংস্রবাব হাছিল করা এবং উহা রক্ষাকরা কিছুতেই সম্ভব নহে। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে খিটখিটে মেজাজ এবং খিটখিটে মেজাজের কারণে অশাস্ত্রিময় সংসার এবং অশাস্ত্রিময় পরিবারের সমষ্টিতে এক বিভীষিকাময় দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতির এই চরম দুরবস্থার আসল কারণ এবং উহার প্রতিকারের পথ কি হইতে পারে? সে জন্য দীর্ঘ কয়েকটি বৎসর বিভিন্ন জায়গায় সফর, বড় বড় সমাজ চিন্তাবিদদের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা, যুগের শ্রেষ্ঠ মুলীয়দের লিখনি অধ্যয়ন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু ডাক্তার হেকীমদের শেফাখানার; এই বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, জাতির স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ ১। আহারের অবিচার ২। অবৈধ উপায়ে বীর্যপাত ও বৈধ উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়। খাদ্যদ্রব্যাদি হজমের পর পাকাশয়ের রস যথাক্রমে রক্ত, মাংস, অঙ্গ, মজ্জা এবং সর্বশেষে শুক্র পয়দা হইয়া থাকে। এই শুক্র দ্বারাই স্বাস্থের গঠন ও বক্ষণ হইয়া থাকে। শুক্রের প্রাচুর্যে স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে শুক্র তারল্য ও শুক্রাঙ্গতা হইলে দেহ ক্ষীণ ও মন নিষ্ঠেজ হইয়া যায়। আবার মজ্জার ব্যাপার হইতেছে এই মূল্যবান বস্তুটি বাহির হইবার জন্য সতত প্রস্তুত এবং বাহির হইবার সময় বড়ই আনন্দ। কিন্তু উহার পরিণাম নিরানন্দই বটে। ক্ষণস্থায়ী অতি সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য শুক্র নষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ অঙ্গকার করা কিছুতেই উচিত নহে। আবু মোসলেম বৎসরে মাত্র একবারই স্ত্রী গমন করিতেন এবং বলিতেন, উহা একটি পাগলামীই বটে; বৎসরে একবার পাগলামী করাই যথেষ্ট।

মোম, তাপ না পাইলে এবং আগুনের সহিত যোগাযোগ না পাইলে এবং আগুনের সংস্পর্শে না থাকিলে কিছুতেই উহা নষ্ট হইবে না, গলিবে না। দিয়াশলাইয়ের ভিতরকার প্রত্যেকটি কাঠির সহিত বারুদ থাকে। খাপটির দুই পার্শ্বেও বারুদ রাহিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহারা উত্তেজিত হয় না। কিন্তু যখনই তাহাদের মিলন হয় একটু ঘর্ষণও হয় তখনই অগ্নি প্রজ্ঞালিত হইয়া দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।

আঙ্গাহর সৃষ্টির রহস্য, জীব-জানওয়ারের মধ্যে যৌন উত্তেজনা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র। কিন্তু মানুষের যৌন উত্তেজনার কোন নির্ধারিত সময় নাই। কাজেই মানুষ, নারী ও পুরুষ সংযমী না হইলে কি অব্যটন ঘটিতে পারে সুধী মাত্রেই উহা অবগত। দুর্দম ঘূমন্ত যৌন শক্তি যৌবনের প্রারম্ভে অতি প্রবল হইয়া থাকে। এই সময়ে আঙ্গাল, উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার ছবি দর্শন, নানা প্রকার কুৎসিত নাটক ও নডেল অধ্যয়ন এবং যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন, নারীদের খোলাখুলী ভৱণ এবং কো-এডুকেশন দ্বারা ঐ ঘূমন্ত জননশক্তি এত উৎকৃষ্ট, প্রবল ও উত্তেজিত হইয়া থাকে যে, তরুণ যুবক-যুবতী অধীর ও অস্ত্রি হইয়া পড়ে। সিনেমা ও ড্রামা নাচ-গান প্রভৃতি কর্তৃক তাহারা আর নিজকে কন্ট্রোল করিতে পারে না। বড় পরিতাপের বিষয় এই সমুদয় যৌন উত্তেজক ও উচ্ছৃঙ্খল কার্যাবলী এত বহুল পরিমাণে চালু করিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ্যালয়ও খোলা রাখা হইয়াছে। ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী কর্তৃক নবাগত যুবক ও যুবতী যেমন তাহাদের আখেরাত বরবাদ করিতেছে তেমন করে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ইহ জগতের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বেশ্যাগমন হেতু অনেকের জনমের মত গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ প্রকট হইয়া পড়ে। এই রোগীর সংখ্যাও আমাদের বাংলাদেশে নগণ্য নহে।

যৌবনের শ্রাবণ মাস আগত। যোলকলায় পূর্ণশশী নবযুগের মুখে লাবণ্যের ছফ্টা উদ্ভাসিত। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সামগ্ৰীসমূহ পূৰ্ণ আয়োজিত। অসংযত যুবক হঠাতে কোন দুশ্চরিত্র লোকের হাতে ধরা পড়িয়া পুঁঁমৈথুন ও হস্তমৈথুন শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে এবং ক্ষণিকের জন্য কিছু আনন্দভোগের নিমিত্ত তাহারা অপকর্ম দুঁইটি করিয়া জীবন বরবাদ করিতে থাকে। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। নানাবিধি পেটের পীড়া, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, শুক্রাঙ্গতা, লিঙ্গব্রক্তা এমন কি শেষ পর্যন্ত অনেকে দূরারোগ্য ধ্বজভঙ্গ রোগে ভুগিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জায় অনেকে আঘাত্যাও করিয়া জাহাঙ্গীরী হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন অতি জঘন্য কুৎসিত অভ্যাস। ইহাতে দেহ শুক্রশূণ্য হইয়া যায়। লিঙ্গের আভ্যন্তরীণ শিরা রগ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন সম্যক রক্ত চলাচল করিতে পারে না। ফলে গোড়া চিকন ও মাথা মোটা হইয়া অকেজো হইয়া থাকে।

হস্তমৈথুন ও পুঁঁমৈথুন এত বড় পাপ যে, ঐ পাপাচারের দরুন হয়রত লৃত নবীর কওমের আবাস স্থান ধ্বংস করিয়া ভূমধ্যসাগরে^১ পরিণত করা হইয়াছে। কোরআন ও হাদীস মতে উহা সম্পূর্ণ হারাম। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে আবেধ, মহাপাপ।

সমাধান

যাদের হাতে ক্ষমতা, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের নিজেদের প্রথম যৌবনের তাড়না ভুলিয়া গিয়া কোন স্কীম করিলে তাহা চলিবে না। সমাজ দেহের রোগ ধরিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া স্কীম নিতে হইবে।

^১ চিকাৎসার মতান্তরে মরসাগর বা মৃতসাগর।

জতির এ চরম দুর্দশা দূর করিতে হইলে অশ্লীল নাটক, নভেল, সিনেমা, ড্রামা, ছবি, উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ কৃৎসিত ছবি, মেয়েদের নাচ বলড্যাপ্প, বেশ্যালয় একবারেই বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা রোগের কারণ জীবিত রাখিয়া কোটি টাকা খরচ করিয়া সমাজেহে রোগমুক্ত করা সম্ভবই নহে।

যৌন ও জনন শক্তিকে উত্তেজিত না করিয়া উহা সুস্থ ও শাস্ত রাখিবার জন্য উপরোক্ত ধর্মসাম্মান কার্যাবলী বন্ধ করিতেই হইবে।

প্রত্যেক মহল্লায় ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়া মহল্লার প্রত্যেকটি ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে।

সরলতা, সচরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা উদারতা সংযম প্রভৃতি ইসলামী নৈতিক শিক্ষা এবং ছাত্রদের সংরক্ষণের জন্য বহু দর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, চিত্তাবিদ, সচরিত্রবান আদর্শ মানুষ নিযুক্ত করিতে হইবে।

আমাদের সরকারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার চেষ্টা এজন্য খুব দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিলে আশা করা যায় অতি শীঘ্রই এতদেশের স্বাস্থ্যমূল্য এবং আদর্শ সমাজ গঢ়িয়া উঠিবে। আমরা এতদেশের সরকারী বেসরকারী সমস্ত জ্ঞানীদের এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

সাবধানতা

সংযম ও সাবধানতা অবলম্বনের পর যদি কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে বিজ্ঞচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অবহেলা করিবে না।

আমাদের দেশে তথা সারা বিশ্বে নানা প্রকার চিকিৎসা চালু আছে। হেকীম, ডাক্তার, কবিরাজ ও রুহানী চিকিৎসকের অভাব নাই। প্রত্যেকেই নিজস্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান বিধানমতে চিকিৎসা করিবেন। অবশ্য চিকিৎসক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী হওয়া দরকার। সর্বপ্রকার চিকিৎসার মধ্যে (১) রোগীর কুপথ্য হইতে বিরত থাকিতেই হইবে। (২) প্রথমে নিয়ম পালন ও সংযমের দ্বারা রোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে। (৩) সংযম ও নিয়ম পালন দ্বারা রোগ বিদ্রূরিত না হইলে প্রথমতঃ পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। (৪) উহাতে রোগারোগ্য না হইলে খনিজ ও সামুদ্রিক প্রভৃতি জমাদাত দ্বারা গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ক্ষতির আশঙ্কাও রহিয়াছে। বেহেশ্তী জেওর নবম খণ্ডের অনুবাদের সহিত কিছু বিভিন্ন ধরনের তদ্বীর ও ঔষধ উল্লেখ করিতে এজন্য বাধ্য হইয়াছি যে, অধুনা চিকিৎসকগণ সমস্ত রোগগুলিকে জড়ব্যাধি ধরিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু বহু জায়গায় অকৃতকার্য হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মূর্খ গ্রাম্য বেশ্যা পীর ফকির ও ঠাকুরগুলি প্রায় সবগুলিকে উপরিব্যাধি ও যাদু টোনা বলিয়া কুফরী তাবীজ কবজ সূতা লতা দিয়া অধিকাংশ স্থানে সুচিকিৎসার অন্তরায় ঘটাইয়া প্রাণ নাশের কারণ হইতেছে।

অর্থাত সবগুলি জড় ব্যাধি নয় এবং সবগুলি উপরি ব্যাধিও নয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সর্বদা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া লইবেন। রোগ নির্ণয় করাটাই কঠিন।

মানবদেহে কতকগুলি রোগ হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই জড়ব্যাধি যথা—কলেরা, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি।

অন্য আর কতকগুলি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহা সত্যই উপরিব্যাধি যথা—জীন, যাদু, বদনজর ইত্যাদি। উপরি দোষ ও ব্যাধি অর্থে আভ্যন্তরীণ যাহা জড়ব্যাধি নয়।

কখনও কখনও উপরিব্যাধির পরিণামে জড়ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন জীনের বহু রোগী শেষ পর্যন্ত শূল ও উচ্চাদ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, অনেক সময় জীনের কারণে এবং কোন ক্ষেত্রে যাদুর দ্বারা কলেরা, জ্বর প্রভৃতি জড়ব্যাধির আক্রমণ হইয়া থাকে।

অতএব, সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসকের সন্দেহ হইলে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। আমরা রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নে একটি তদ্বীর উল্লেখ করিতেছি।

রোগীকে সামনে রাখিবে। স্ত্রীলোক হইলে কোন মাহ্রাম দ্বারা পরীক্ষা করাইবে।

আয়াতুলকুরছি, সূরা-ফাতেহা, কাফেরন, এখলাছ, ফালাক, নাহ—এই প্রত্যেকটি ৭ বার করিয়া পড়িয়া রোগীর গায়ে ৭ বার ফুক দিবে। শেষ বারে ২/৩ বার রোগীকে দম দিয়া ২/১ ঘন্টা অপেক্ষা করিবে। জীনের দোষ হইলে রোগ খুব বাড়িয়া যাইবে। তখন জীনের চিকিৎসার সহিত শারীরিক ব্যাধিরও চিকিৎসা করিবে।

পূর্বাপেক্ষা কিছু কমিয়া গেলে এবং পূর্ণ আরোগ্য না হইলে বুঝিতে হইবে যাদু। তখন যাদুর চিকিৎসার সহিত দরকার হইলে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাও করিবে।

রোগের অবস্থা পূর্ববর্তী থাকিলে উহা জড়ব্যাধি ধরিয়া জড়ব্যাধির চিকিৎসা করিবে।

از مجربات عزيزیہ

রোগ ছাড়া অনেক সময় অসুস্থ বোধ করিলে এবং বহুদর্শী চেহারা দেখিয়া বদ-নজর সাব্যস্ত করিলে বদ-নজর নষ্ট করিবার তদ্বীর করিবে। আমরা প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা স্ব স্ব স্থানে করিব।

বিশেষ সতর্কীকরণ

১। ছোট খাট মামুলী অসুস্থতা এবং মামুলী রোগের চিকিৎসা নিয়ম পালন দ্বারা করিবে। চিকিৎসার্থে সর্বদা দেশজ ও বনজ পদার্থের গঠিত ঔষধ দ্বারাই করাইবে ও করিবে। সাধারণ অসুখে কখনও বড় ঔষধ ব্যবহার ভাল নয়। উহাতে অনেক সময় উপকারের স্থলে অপকার হইয়া থাকে এবং বড় ঔষধে শেষ পর্যন্ত কাজ না করিলে তারপর ছোট ছোট ঔষধ আর কাজ করিতে পারে না।

২। রোগ যত বড়ই কঠিন হউক না কেন রোগীকে কখনও হতাশ বা চিন্তাযুক্ত হইতে দিবে না। সেবা ও খেদমতগারদেরও খুব বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ নাই। পিতামাতার কখনও কাতর এবং খুব অধৈর্য হইতে নাই। অবশ্য সেবা ও যত্নে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নাই। আমাদের বাংলা দেশে অর্থলোলুপ বহু চিকিৎসক টাকার লোভে রোগীকে এবং রোগীর মাতা-পিতা, ভাই-বোনদেরকে ভীত করিয়া থাকে। সাধারণ অসুখকেও তাহারা বিপদজনক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা বড়ই মারাত্মক কথা, এ ধরনের অর্থলোভী চিকিৎসক ডাক্তার কবিরাজ ও হেকীমদেরকে কখনও ডাকিতে নাই। যাহারা চিকিৎসাকে শুধুমাত্র ব্যবসায় হিসাবে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে এবং দয়ামায়াহীন চিকিৎসকের স্থান ৩ দিনের জন্যও অস্ততঃপক্ষে এদেশে না হওয়া উচিত। জীবনের দায়িত্ব লইয়া দয়ামায়ার সহিত যাহারা জাতির সেবা, জনগণের সেবার মত লইয়া ঝাপাইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকেই ডাকিবে। ইহাদের দিকে আল্লাহর মদদও দ্রুত আসিতে থাকে।

কিন্তু সাবধান, কখনও চিকিৎসককে অসন্তুষ্ট করিবে না। ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবেই। পরন্তু টাকা পয়সার দ্বারাও তাহাকে সাধান্যায়ী সন্তুষ্ট অবশ্যই করিবে। চিকিৎসকদেরকে ফাঁকি দেওয়া জাতি ধ্বংস করার সমর্থ বটে। ঘন ঘন চিকিৎসকও বদলাইবে না।

৩। ঘন ঘন জুলাপ ব্যবহার করিতে ও করাইতে নাই। কারণ ইহাতে নাড়ী দুর্বল হইয়া নানা রোগ সংষ্টি হইতে পারে। একান্ত জুলাপের প্রয়োজন হইলে সময়, স্বাস্থ্য ও জুলাপের ঔষধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পেট পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

৪। কোন ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে একটু বাদ দিবে কিংবা বদলাইয়া ততগুণ বিশিষ্ট অন্য কোন ঔষধ সেবন করিবে। নতুবা একটি ঔষধ অনবরত ব্যবহার করিলে ইহা খাদ্যে পরিণত হইয়া যায় এবং রোগারোগ্য করিতে অক্ষম থাকিয়া যায়।

৫। ঔষধ তদবীর বর্ণিত নিয়ম ও পরিমাণ মত সঠিকভাবে প্রস্তুত করিবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়াদি পূর্ণ আয়ত্তের পর বছ অভিজ্ঞতা ছাড়া পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিবে না।

৬। রোগী, চিকিৎসক ও অভিভাবকের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। রোগারোগ্যের ও ফলাফলের মালিক একমাত্র আল্লাহু রববুল আলামীন। চিকিৎসক ও ঔষধ অঙ্গিলামাত্র। অতএব, খোদার দরবারে সর্বদা দে'আও করিতে থাকিবে। মুসলমান বিজ্ঞচিকিৎসকেরা রোগী দেখিতে ও ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় নিম্নোক্ত আয়তটি ও পড়িয়া উহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

শিরঃ পীড়া

শিরঃ পীড়া নানা প্রকার হইয়া থাকে। সচরাচর যেসব শির রোগে মানুষ আক্রান্ত হইয়া থাকে, উহার কিঞ্চিৎ বিবরণীসহ চিকিৎসার উল্লেখ করা হইতেছে।

১। কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া বাহ্য না হইলে মাথা বেদনা হইয়া থাকে, উহার প্রতিকারার্থে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত পায়খনা হয়। ১ গ্লাস মিশ্রির শরবতের মধ্যে সমপরিমাণ ইসুপগুলের ভূসি ও তোখ্মা দানা সারারাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। প্রত্যুষে খালিপেটে উহা সেবন করিবে। ইহাতে পাকাশয়ের তীক্ষ্ণায়ী নিবারিত হইয়া সমস্ত দেহ সুস্থ হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়, স্বপ্নদোষ নিবারণ হয়, মস্তিষ্ক শীতল ও ঠাণ্ডা হইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকে। অবশ্য মাঝে মাঝে দুই চারি দিন উহা পান করা উচিত। নতুবা শরীর ফুলিবারও আশঙ্কা আছে।

২। অতিরিক্ত তরল দাস্ত, জঠর পীড়ার কারণে মস্তিষ্ক দুর্বল ও নিষ্ঠেজ হইয়া পড়ে। কাহারও মাথা বেদনাও হয়। উহার প্রতিকারার্থে হজমীকারক ঔষধ ব্যবহার অবশ্যই করিবে। হজমীকারক ঔষধ জঠর পীড়া অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

৩। অসাবধানতার ফলে অনেক সময় মস্তিষ্কে শ্লেষ্মা জমিয়া এবং উহা দূষিত হইয়া থাকে। উহা সম্মুক বাহির হইতে না পারিলে মাথায় প্রকট যন্ত্রণা হইলে এমন ব্যবস্থা করিবে যাহাতে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যায়।

(ক) মেন্দিপাতা বাটিয়া প্রত্যহ মাথায় প্রলেপ দিলে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া থাকে।

(খ) ভাল সরিষার তৈল মাথায় উত্তমরূপে মালিশ করত ঠাণ্ডা পানি বেশ করিয়া ঢালিবে। ইহাতে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যাইবে।

৪। মেয়েদের ঋতু বন্ধ ও স্বাব পরিষ্কার না হইবার দরজন তীব্র শির বেদনা হইয়া থাকে। উহার প্রতিকারের জন্য একাপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে নিয়মিতভাবে স্বাব হইতে থাকে। ঋতু বন্ধ অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৫। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু প্রায়ই মাথা ধরা মাথা গরম এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিয়া থাকে। আস্তে আস্তে শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। একাপ অবস্থায় কখনও বিলম্ব করিবে না। বিজ্ঞ হেকীম বা কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। শুক্রক্ষয়ের কারণ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রথমেই করিবে। অতঃপর ক্ষয় নিবারণার্থে চন্দনাসব ও বৃহৎ বঙ্গেষ্ঠের রস প্রয়োগ করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে ঘোগেন্দ্র রসও ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

ঘোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর ১ তোলা, লৌহ, অল, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ॥১০ তোলা, ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করিয়া এরণ পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান—বাতের প্রকোপে ত্রিফলার পানি ও মধু। অথবা মাখন ও মিঞ্চির সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া প্রাতে ১টি বড়ী সেবন করিবে। রাত্রে দুধ পান করিবে।

৬। অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের কারণে রোগী অযথা কথাবার্তা বলিতে থাকে। উহার প্রতিকারার্থে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিতে ধারোঁও দুধ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে, কিংবা হেকীমী ঔষধ ব্যবহার করাইবে। অথবা কবিরাজী ঔষধ অভয়া মোদক দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইবে। আস্তে আস্তে শরীর সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবে। মাথায় ঠাণ্ডা কোন তৈল যেমন, কদুর তৈল, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে নিয়মিত সুনিদ্রার ব্যবস্থা করিবে।

মাথা বেদনার চিকিৎসা

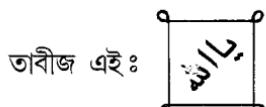
১। কালজীরা বাটিয়া উহা জয়তুনের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া ঐ তৈল ফেঁটা ফেঁটা করিয়া কয়েক ফেঁটা নাকের ভিতর দিলে মাথা বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

২। পুদীনা বাটিয়া সামান্য পানিতে ভাল গরম করিয়া ললাটে (কপালে) প্রলেপ দিলে মাথা বেদনা বিদূরিত হয়।

৩। মোরগের পিত্ত মাথায় মালিশ করিলে মাথা বেদনার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তদ্বীর

৪। যাবতীয় মাথা ধরা, মাথা বেদনা, অর্ধ ভেদক মাথা ধরায় নিম্নোক্ত তাবীজটি বিশেষ উপকারী। সাদা কাগজে লিখিয়া রোগীর মাথায় ধারণ করিতে দিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।



৫। ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথা এবং কপালের বাম পার্শ্বের রগ এবং ত্রিভান্ত হাতের বৃক্ষাঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথার ডান দিকের রগ চিপিয়া ধরিয়া নিম্নোক্ত আয়ত পড়িবে। পড়া শেষ হইলে মাথায় দম দিবে এবং একাপ ৩ বার করিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشْبَيْهِ اللَّهُ وَتْلُكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّيْنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُنَكِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَمْشُكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ - الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ - الْزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرْرَى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ رَيْتُوْنَهُ لَأَشْرَقَيْهِ وَلَا غُرَبَيْهِ يَكَادُ زَيْنُهَا يُضْيِءُ وَلَوْلَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ - نُورٌ عَلَى نُورٍ - يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضِّرُّ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ - فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ - ارْتَقَعْ أَيْهَا الْوَجْعُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ ○

৬। নিম্নলিখিত আয়াত ও দো'আ লিখিয়া তাবিজরাপে মাথায় ধারণ করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সর্বপ্রকার মাথা বেদনা রোগ আরণ্য হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْلُوْنَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ أَنَّهُ كَانَ تَوَابًا - لَا يَصِدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْرِفُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرْقٍ نَّعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ○

৭। বসা অবস্থায় কিংবা শায়িত অবস্থায় ছিল, কিন্তু দাঁড়াইতে হঠাৎ অঙ্গকার দর্শন করিলে বা পড়িয়া গেলে রোগীকে বমন করাইবে। ধারোফ দুঃখ দৈনিক সকালে পান করিতে দিবে। যোগেন্দ্ররস একপ অবস্থায়ও উপকারী।

৮। উক্ত রোগে নিম্নলিখিত তাবিজটি লিখিয়া মাথায় ধারণ করিতে দিবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَخَافُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَغْفُلُ إِشْفِ ضُرَّ عَبْدِكَ هَذَا فَانَّهُ يَخَافُ وَيَنَامُ وَيَمُوتُ وَيَغْفُلُ إِشْفِهِ مِنْ كُلِّ ضُرٍّ وَعَلَّةٍ وَذَاءٍ وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ - قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوْسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রতিশ্যায় সদি

কারণ—শীতল পানি, শীত, তুষার, রোদন, নাক দিয়া ধূলি ও ধূম প্রবেশ, দিবা-নিম্বা, রাত্রিজাগরণ, অজীর্ণ কর্তৃক মস্তকের কফ ঘনীভূত হইয়া সর্দিরোগ উৎপাদন করে।

লক্ষণ—সর্দি হইবার পূর্বে মাথাভার, স্তনতা, অঙ্গকুটন, রোমাঞ্চ, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্তাৰ হইয়া থাকে। সঙ্গে জ্বর হইতে থাকে। হাঁচি, মাথা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—মরিচ ও শুঁঠের সহিত দধি ও অম্ল ভোজন করিলে নৃতন সর্দি বিদূরিত হয়। নৃতন সর্দিতে কচি তেঁতুল পত্র সিঙ্গ করিয়া এই পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আহারের পরক্ষণেই সুসিদ্ধ অত্যুক্ষ মাষকলায় লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার ও দীর্ঘকালের সর্দি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপুল, সাজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই সমুদয়ের নস্য লইলে সর্দি বিনষ্ট হয়।

শুঁঠ, মরিচ ও পিপুল এবং চিতামূল, তালীশ পত্র, তেঁতুল, অম্ল বেশেশ, চৈ ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ তোলা। এলাচ, দারচিনি ও তেজপত্র প্রত্যেক ২ মাষা; পুরাতন গুড় নয় তোলা ছয় মাষা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া উক্ষ পানিসহ সেবন করিলে সর্দি, কাশি শ্বাস প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদবীর

সর্বদা সর্দি লাগিয়াই থাকিলে সরিয়ার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সকাল ও দুপুরে গোসলের পূর্বে ঐ তৈল উত্তমরূপে শরীর ও মাথায় মালিশ করত পড়া পানি দিয়া স্নান করিবে। ইহাতে দূষিত কফ তরল হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। ৩৩ আয়াত জীনের রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

সর্দি সর্বদা লাগিয়া থাকিলে এবং উহা শুকাইয়া গেলে ক্ষতির কোন আশঙ্কাও না থাকিলে এশার পর সহ্যমত গরম পানিতে ১ ঘন্টা দুই পা ভিজাইয়া রাখিলে সর্দি শুকাইতে বাধ্য।

উত্তোলন

সাধারণতঃ উহার মূল কারণ—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, শুক্রহীনতা, দীর্ঘদিন প্রবল জঠর রোগ, চিরকোষ্ঠবন্ধতা, সীমাহীন মস্তিষ্কচালনা, নিরস্তন চিন্তা, দুশ্চিন্তা, স্তৌলোকের ঝুতু বন্ধ এবং অতিরিক্ত শোকের দরুন কিংবা মাথা বা মস্তিষ্কে আঘাতের কারণ হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ উহার আসল কারণ নির্ণয় করিবে। প্রচণ্ড আঘাত হেতু উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইলে উহার চিকিৎসা প্রায় দুঃসাধ্য।

কোষ্ঠাকাঠিন্য কিংবা জঠর রোগের কারণে উন্মাদের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে দেখিবে পেটে দূষিত মল থাকিয়া গিয়াছে কি না? দূষিত মল থাকিলে অভয়া মোদকের দ্বারা ১ বার জুলাপ দিয়া অগ্নিবল অনুযায়ী, স্বাস্থ্যপূর্ণ পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা রাখিয়া ঔষধ ও তদবীর ব্যবহার করাইবে। যাহাতে যথারীতি হজম ও নিয়মিত কোষ্ঠ পরিকার হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় হেতু রোগের উৎপত্তি হইলে ঠাণ্ডা অথচ শুক্রবর্ধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করাইবে।

অতিরিক্ত চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনা কর্তৃক উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিন্তা পরিশ্রম কমাইয়া দিতেই হইবে। উপযুক্ত বিশ্রাম ও জ্বায়েষ কিছু প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। উপযুক্ত পথ্য

ও আহারের ব্যবস্থার সহিত যোগেন্দ্র রস ব্যবহার করিলে সুফল হইবে। ঠাণ্ডা তেলাদি হিমসাগর, মধ্যম নারায়ণ, মহাভূজপ্রাজ তেল ইত্যাদি মাথায় ব্যবহার করিতে দিবে।

শোকাপ্তির দরুনও উন্মাদের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু আসলে সেইরূপ ব্যাধি নয়। তবে মনস্তত্ত্বের দ্বারাই রোগীর মন প্রফুল্লিত করিতে হইবে। মিষ্টান্ন ও শিরনী সেবন করিতে দিবে। বুদ্ধিমান ও ভাল লোকের সংসর্গে থাকিতে দিবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমোদ শূর্ণিত্বলে অধিক সময় কাটাইতে দিবে।

সন্তান প্রসবের পর শ্রাব বন্ধ থাকিলে কিংবা মাসিক ঝাতুশ্রাব বন্ধ হওয়ার দরুন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; ছাঁক সরিয়ার তৈলের মধ্যে অর্ধ তোলা কর্পুর মিশ্রিত করিবে এবং ঐ তৈলে—

أَفْسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْتًا وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

৩ বার পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩/৪ বার তল পেটে ও কোমরে উত্তমরূপে মালিশ করিবে। বাধক বেদনায়ও এই তৈল ব্যবহার করিবে এবং জরায়ু সোজা নিম্নলিখিত তাবিজিটি ধারণ করিতে দিবে। খোদা চাহে ত মুশকিল আসান হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْتِ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِ
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثُمَرِهِ وَمَا عَمَلْنَاهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ - أَوْلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَّقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ

অভয়া মোদক—পাকাশয়স্থিত দৃষ্টিত মল বাহির করিতে প্রথম দিন শেষ রাত্রে অভয়া মোদকের একটি গুলি সেবন করিবে এবং খুব করিয়া ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহাতে যথাযথ ভেদ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে তো ভালই, নতুবা একবার একটু গরম পানি পান করিলে দৃষ্টিত মল বাহির হইয়া যাইবে। পেট পরিষ্কার হইয়া গেলে কিছুটা চিনি বা মিশ্রির শরবৎ পান করিলে আর দাস্ত হইবে না। এই জুলাপের ঔষধটার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সেবনের পর যতই দাস্ত হউক কিন্তু রোগী দুর্বল হইবে না। অতঃপর প্রতিদিন প্রাতে ঠাণ্ডা পানিসহ পান করিলে ইহা দ্বারা উন্মাদ, বিষম জ্বর, অগ্নিমন্দ, পাণ্ডু, কামলা, কাশ, ভগন্দর, হৃদরোগ, কুষ্ঠ রোগ, গুল্যা, অর্শ, গলগণ্ড, ভ্রম, বিদাহ, প্লীহা, মেহ, যম্ভা, চক্ষুরোগ, বাতরোগ, উদরাধ্বন, মূত্রকুস্ত, পাথরী এবং পিঠ ও পার্শ্ব, উর, কঠী ও উদর বেদনা বিনষ্ট হয়।

অভয়া মোদক প্রস্তুত প্রণালী—হরিতকী, গোল মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুল মূল, দারঢিচিনি তেজপত্র এবং মুতা ইহাদের চূর্ণ এক এক ভাগ। দস্তিচূর্ণ তিনভাগ। তেউড়িচূর্ণ আট ভাগ এবং চিনি ছয় ভাগ। ইহাদের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। শ্বাসধর আমার বহু পরিষ্কিত।

ব্রান্তী-শাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মায়া ও মধু ৮ মায়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ রোগে উপকার হয়।

উন্মাদ রোগে বায়ু খুব প্রকৃপিতই থাকে। কাজেই চতুর্মুখ, চিন্তামণি চতুর্মুখ, যোগেন্দ্র-রস, মকরধ্বজ তদভাবে রসমিন্দুর। এই সকল ঔষধ উন্মাদ রোগে প্রশস্ত। মধুতে মাখিয়া ত্রিফলার পানি, শত মূলীর রস, তুলসী পাতার রস বা পানের রসসহ সেব্য। চৈতসাদি ঘৃতও উন্মাদের মাহৌষধ।

চিন্তামণি চতুর্মুখ প্রস্তুতপ্রণালী—রসমিন্দুর দুই তোলা, লোহ এক তোলা, অভ একতোলা, স্বর্ণ অর্ধতোলা। ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন ও এরণ পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিনিদিন রাখিবে। পরে উহা বাহির করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে।

চৈতস ঘৃত প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত চারি সের। কাথার্থ—বেল, শ্যোনা, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর, রাম্বা, এরণ মূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্বামূল (শোচমুখী) Sarseireria Beylanica ও শতমূলী প্রত্যেকটি ১৬ তোলা; পাকের পানি ৬৪ সের, শেষ ঘোল সের; কঙ্কার্থ—রাখাল শসার মূল, ত্রিফলা, রেনুক, Piper aurantia cum দেবদারু, এলবালুক (হিন্দুস্থানে ইহাকে এলুবা ও এলুয়া বলে) শাল পানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা, দাঙু হরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীল সুদি, এলাচ, মিঠিষ্ঠা, দস্তিমূল, দাড়িম বীজ নাগেশ্বর, তালীশ পত্র, বৃহতি, মালতী ফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্ত চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকটি ২ তোলা লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। (আয়ুর্বেদ প্রদীপী, শঙ্খধর)

যোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসমিন্দুর ১ তোলা, লোহ, অভ, মুক্তা, বঙ্গ, প্রত্যেক ॥১০ তোলা; ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করতঃ এরণ পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া পরে ২ রতি পরিমাণ বটি প্রস্তুত করিবে।

মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা কুচিকুচি করিয়া পারদের সহিত মাড়িবে। পরে উহা গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে ১ দিন পর্যন্ত মাড়িবে। অনন্তর ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। একটি বোতল টুকরা কাপড় ও কাদা (কর্দম) দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ বোতলে উহা পুরিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড ফুল খড়ি চাপা দিবে। অনন্তর একটি হাড়ীর নিম্নে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রের উপর ঐ বোতলটি বসাইবে এবং হাড়ীর মধ্যে বালুকা ঢালিয়া বোতলের গলা পর্যন্ত পূর্ণ করিবে। তদনন্তর মধু অগ্নি সস্তাপে ক্রামাগত তিনি দিন পাক করিবে। ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণ বর্ণ যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে তাহা বাহির করিয়া লইবে। তাহাই মকরধ্বজ।

মধ্যম নারায়ণ তৈল প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ঘোল সের, কঙ্কার্থ-বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শিলাজুত, সৈঙ্ঘব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাম্বা, শুলফা, দেবদারু, মুগালি, মায়াণি, শালপানি, চাকুলে ও তগর পাদুকা প্রত্যেক আট তোলা। কাথার্থ-অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বেলমূলের ছাল, পারুলের ছাল, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর গোরক্ষচাকুলে নিমছাল, শোনাছাল, পুনর্বা, গঞ্জ ভাদুলে ও গাণিয়ারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮০ তোলা, ৬ মণ ঘোল সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ চবিকশ সের পানি থাকিতে নামাইবে। এই কাথ এবং শতমূলীর রস ঘোল সের, দুঃখ ১ মণ চবিকশ সের, এই সমস্ত দ্রব্য এবং কঙ্কনদ্রব্যসহ তৈল পাকাইবে। ইহা বায়ু-রোগের বড় ঔষধ।

স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদ্বীর

(১) ১ পোয়া খাঁটি সরিশার তৈল ও ১ বোতল পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। আবার উহা পড়িয়া পুনরায় দম দিবে। প্রত্যহ সকালে ও দুপুরে ঐ তৈল রোগীর আপাদমন্তকে বেশ করিয়া মালিশ করিবে। অর্ধ ঘন্টা পর উক্ত পড়া পানি অন্যান্য পানির সহিত মিশাইয়া লইবে। অতঃপর রোগীকে বসাইয়া ঐ পানির ১৫/২০ কলস পানি তাহার মাথায় ঢালিবে। যখন রোগীর শীত শীত করিবে তখন ক্ষান্ত করিয়া মাথা ও গা মুছিয়া আর একটু তৈল মাথায় দিবে। এরপ ন সপ্তাহ করিবে।

(২) একটি পেঁচা জবাহ করিয়া মাটিতে রাখিয়া দিবে। ইচ্ছামত একটি চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অপরটি খোলা থাকিবে। বন্ধ চক্ষুটি তুলিবে। অনামিকা অঙ্গুলিতে মিনার মধ্যে পুরিয়া উহা ধারণ করিতে দিবে; ইহাতে খুব নিদ্রা হইবে।

(৩) নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া রোগীর বালিশের মধ্যে পুরিয়া শয়ন করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَضَرَبَنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا - وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا
 وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقْبِلُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَاءِ - موم دح هيا مودح ه لاطا - وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

(৪) ৩৩ আয়াৎ, আয়াতে শেফা এবং ৩ নং তাবিজটি লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

(৫) ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া রোগীকে (পুরুষ বা মাহরাম স্ত্রীলোক) দৈনিক দুইবার দম দিবে।

(৬) স্বাস্থ্বর্তী গাভী দোহনকালে যে গরম দুধ বাহির হয় উহাকে ধারোষ দুঁধ বলে। প্রত্যহ সকালে রোগীকে ঐ দুধ গরম থাকিতে অবশ্যই পান করাইবে।

(৭) জাফরান, কস্তুরী ও গোলাবে তৈরি কালি দ্বারা আয়াতে শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া রোগীকে সকাল ও বৈকালে সেবন করাইবে।

উল্লিখিত ৭টি তদ্বীর একত্রে যথানিয়মে ২/৩ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হইবে।

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ গরম থাকিলে خميره گاؤزبان

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকিলে خميره بادام

কিংবা যোগেন্দ্ররস ব্যবহার করিবে। অগ্নি বল অনুযায়ী দুধ ঘি, মাখন খাওয়াইবে। উন্মাদ রোগীর নিদ্রার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

উন্মাদের সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, গম, মুগ, নটে শাক, বেতো শাক, ভক্ষী শাক, পটোল, পুরান কুমড়া, ধারোষ দুঁধ, ঘৃত, বৃষ্টির পানি, নারিকেল, কিসমিস, কয়েত বেল, কাঠাল ইত্যাদি ভক্ষণ, তৈল ও ঘৃত মর্দন, স্নান, স্থির অবস্থান ও নিদ্রা বিশেষ হিতকর।

কুপথ্য—বিরান্দ ভোজন, করেলা, উচ্চে প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, স্ত্রী সঙ্গম এবং ক্ষুধা ত্বক্ষণ ও নিদ্রার বেগ ধারণ নিষিদ্ধ।

মৃগী

মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেহ বা সপ্তাহাক্রান্ত রোগীর মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়। হাত, পা ও পিঠ বাঁকা হইয়া ধনুষক্ষার রোগীর ন্যায় খেচুনী হইয়া থাকে। রোগীর আত্মরক্ষা জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়।

চিকিৎসা—১। নাবালেগ ছেলেমেয়ের মৃগী রোগ হইলে সিংহের কিছুটা চামড়া পশমসহ তাবীজে পুরিয়া গলায় দিলে রোগারোগ্য হইবে। কিন্তু সাবালেগ হইলে আর উহা কার্য্যকরী হইবে না। —হায়াতুল হায়ওয়ান

২। কুমিরের কলিজা শুকাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ঝুঁয়া রোগীকে দিলে মৃগী নিবারণ হইয়া থাকে।

৩। শৃঙ্গালের পিতৃ রোগীর নাকের কাছে রাখিয়া ফুক দিবে। উহাতে কিছুটা মগজে পৌঁছিয়া গেলে আর কোন দিন মৃগী রোগ হইবে না।

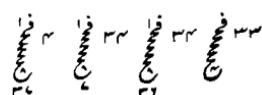
৪। শৃঙ্গালের দাঁত কমরে ধারণ করিলে মৃগী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

তদ্বীর

৫। নিম্নলিখিত তাবীজটি ভোজপত্রে লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

نخوممر	بهرحسوس	حلولو
بهو	وسطوس	ملوحسن
نالس	وحلود	دريارها
واميد	ملوس	بولرس
ساد زرעה	عرب	پتادارخلونو

৬। নিখুঁত সাদা মোরগের রক্ত দ্বারা শনিবার সকালে নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে ঐ মোরগের গোশ্ত খাইতে দিবে। হাকীমুল উন্মৎ বলিয়াছেন, রক্তের পরিবর্তে জাপরান দ্বারা লিখিবে।



৭। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিবে। তাবীজরক্ষে গলায় ধারণ করিতে দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم - رب انى مسى الشيطان بنصب وعداب - رب انى مسى الضروا نت
ارحم الراحمين - رب اعوذبك من همزات الشياطين واعوذبك رب ان يحضرنون - وصلى الله على
النبي واله وسلم -

বিঃ দ্রঃ মৃগী রোগীকে উচ্চস্থানে আরোহণ, পানি ও আগুন থেকে খুব সতর্ক রাখিবে।

পথ্যাপথ্য—উন্মাদ রোগের ন্যায় জানিবে।

জ্ঞানের কেন্দ্র, বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি ইচ্ছা অনিচ্ছা ও ধারণ মাঝে ইত্যাদি ক্ষমতার আসল মার্কাজ যদিও হৃদয় তথাপি মস্তিষ্ক উহার প্রধানমন্ত্রী; হৃদয় ও মস্তিষ্কের এতই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে বিভিন্ন সময় কার্যাদিকালে সূক্ষ্ম জ্ঞানাগণও পার্থক্য করিতে পারে না যে, কর্তৃত্ব কি হৃদয়ের না মস্তিষ্কের। হৃদয়ের হাকিকত সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবে মস্তিষ্কের ভিতরকার সৃষ্টিলীলা অবলোকন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মগজের ভিতরকার এক একটি ভাজের ও রেখার মধ্যস্থিত যে মগজ রহিয়াছে উহার দ্বারা কতই না গুণাগুণের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহার ইয়েত্তা নাই। আবার উহার কোন কোন স্থানের ব্যতিক্রমকালে নানা অসুবিধা হইয়া থাকে। অতএব, যাহাতে মস্তিষ্ক ও মগজের কোথাও কোন আঘাত লাগিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য সর্বদাই রাখিতে হইবে।

চুল

১। ৪ তোলা তিল তৈল অগ্নিতে খুব জোশ দিবে। জোশ উঠিলে উহার মধ্যে একটা জঁক মারিয়া নিষ্কেপ করিবে। জাল দিতে থাকিবে। জঁক ভস্ম হইলে পর নামাইয়া খুব মাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। এই তৈল চুল শূন্য স্থানে ব্যবহার করিলে চুল ওঠা নিবারণ হইবে; চুল নৃতন পয়দা হইবে। —বেহেশ্তী জেওর

২। মাঘ কালাইয়ের ডাল ও তেঁতুল (অল্প ফল) দ্বারা মাথা ধৌত করিলে চুল পাকা নিবারণ হয়। চুল সর্বদা কাল থাকে। নানাবিধ চুলের রোগ নিবারণ হয়। স্নায়বিক দৌর্বল্য দূর হইয়া থাকে। —বেহেশ্তী জেওর

৩। হস্তি-দন্ত ভস্ম সরিয়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক মাথায়ও চুল উৎপন্ন হয়।
—আযুর্বেদ প্রদীপ

৪। ডুমুর পত্রাদি দ্বারা টাক ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কুঁচের ফলের বা মূলের অথবা জবা ফুলের কলির প্রলেপ দিলে টাকে চুল উৎপন্ন হয়। মেটে সিন্দুর লাগাইলেও টাকে চুল উৎপন্ন হয়। ভেলা, বৃহত্তি, কুঁচ মূল বা কুঁচদল বাটিয়া প্রলেপ দিলে টাক ভাল হয়। —আযুর্বেদ প্রদীপ

৫। প্রত্যহ স্নানের সময় মস্তুর ও জবা ফুল পানিতে পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্ষতা নিবারণ হয়। নীলোৎপল পুষ্প দুষ্ক্ষে পেষণ করিয়া ১ মাস মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া তাহা চুলে মাখিলে চুল চিকণ ও কৃকুর্বণ হয়। —আযুর্বেদ প্রদীপ

৬। গরম পানিতে হরিতাল চূর্ণ মর্দন করিয়া লোমস্থানে লেপ দিলে কিংবা লোমস্থানে কুসুম তৈল মর্দন করিলে লোমসকল উঠিয়া যায়। —আযুর্বেদ প্রদীপ

চক্ষু রোগ

সূল দৃষ্টিতে মগজের সহিত চক্ষের যোগাযোগ আছে বলিয়া অনেকের মনে নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মগজের সহিত উহার গভীর সম্পর্ক। মগজ দৃষ্টি শক্তির প্রধান উৎস।

কোন কোন সময় স্বতন্ত্রভাবে চক্ষু রোগ হইয়া থাকে। তখন শুধু চক্ষের চিকিৎসা করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু প্রায়ই মগজের ক্রটির দরজন চক্ষু রোগ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে চক্ষু চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মাথারও চিকিৎসা করিতে হইবে। চক্ষু দুইটি মূল্যবান বস্তু। চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াও উহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই কখনও বিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক ছাড়া চক্ষের চিকিৎসা করাইবে না। আমরা নিম্নে যে ঔষধ ও তদ্বীরাদি উল্লেখ

করিব সম্ভব হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা ব্যবহার করিবে। অবশ্য উহা দ্বারা চক্ষের ক্ষতির আশংকাও নাই।

১। প্রকৃপিত পিত্তাধিক্যে চক্ষু কোটরগত লালবর্ণ হইলে তেঁতুলবীজ পানিতে ঘষিয়া শয়নকালে কয়েক ফেণ্টা চক্ষের ভিতর দিবে এবং কিছুটা চক্ষের উপর মালিশ করিবে। এরপ ২/৩ দিন করিলে আরোগ্য হইবে।

২। প্রবল প্রকৃপিত পিত্তাধিক্যে চক্ষু পিড়িত হইলে এবং উহা দ্বারা যদি হলুদ রং এর পানি অতি মাত্রায় প্রবাহিত হয়; রোগী চক্ষুর সামনে মশা, মাছির মত কিছু নড়াচড়া করিতেছে বলিয়া মনে করিলে; অথচ মশামাছি কিছুই নহে; এরপ অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর। বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইবে। অভয়া মোদক দ্বারা জুলাপ দিবে। তেঁতুল বীজ পানিতে ঘষিয়া উহা চক্ষে দিবে। ত্রৈফল ঘৃত ব্যবহার করিতে দিবে। এই ঘৃতপানে সর্বপ্রকার নেত্র রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান দুঃখ ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত।

চক্ষু উঠা

চক্ষু উঠিলে হাত লাগাইবে না। প্রচুর ময়লা বাহির হইতে দিবে। প্রথমাবস্থায় পেনিসিলিন আইওয়েনমেন্ট ব্যবহার করিবে না। ইহাতে আপাততঃ একটু আরাম বোধ হইলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটু একটু ময়লা বাহির হইতে থাকে। এমন অন্য কোন ঔষধও ব্যবহার করিবে না যাহাতে ভিতরের ময়লা বাহির হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হলুদ মাঝা নেকড়া দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করিবে।

১। ফিটকারি কিংবা গোলাব পানি দ্বারা চক্ষু ধোত করিবে। রোদ্র লাগাইবে না।

চক্ষু ওঠা দীর্ঘদিন থাকিলে কিংবা একান্ত অসহনীয় যন্ত্রণা হইলে উপযুক্ত ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। কালাজীরা চূর্ণ চক্ষুর ভিতর দিয়া ঘুমাইলে উহা নিবারণ হয়।

৩। রসোত (রসাঞ্চন) সর্বাবস্থায় চক্ষুর চর্তুপ্রার্থে গোলাপের পানির সহিত লাগাইবে। বিশেষ উপকারই হইবে। ক্ষতির আশংকা উহাতে নাই। —বেহেশ্টী জেওর

৪। মন্তিকে কুপিত শ্লেষ্মা জমিয়া উহা চক্ষু দ্বারা বাহির হয়। এরপ অবস্থায় যদি রোগী চক্ষে দেখিতে না পায়, তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইতে মোটেই দেরী করিবে না। এরপ অবস্থা দীর্ঘদিন থাকিলে চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অবশ্য প্রথমাবস্থায় নিম্নোক্ত মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিলে গরীবদের পক্ষে আশা করি উপকারই হইবে।

৫। একটি লৌহশ্লাকা দ্বারা বকরীর কলিজা বিন্দু কয়লার আগুনের উপর ধরিবে ঐ কলিজা হইতে ফেনা বাহির হইবে। ঐ ফেনা একটা সুরমার শ্লাকায় জড়াইয়া লইবে। গরম ফেনার উপর অতি সামান্য মাত্রায় গোল মরিচ চূর্ণ ছাড়াইয়া দিবে। শয়নকালে অতি সামান্য গরম অবস্থায় চক্ষে দিবে এবং ঘুমাইয়া যাইবে। মন্তিকে কিছু গাওয়া ঘি ও মালিশ করিবে। ২/৩ দিন উক্তরূপ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে নিরাময় হইয়া যাইবে।

৬। সর্ব প্রকার চক্ষুরোগ, চক্ষুর ভিতরকার যথম ও আঘাতে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া চক্ষুর চতুর্প্রার্থে লেপ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

৭। চক্ষুর জালা পোড়াতেও ৬নং তদ্বীর বিশেষ উপকারী।

দৃষ্টিশক্তি হীনতা

দৃষ্টিশক্তি হীনতা বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। কেহ নিকটের বস্তু দেখিতে পায় কিন্তু একটু দূরের জিনিস দেখিতে পায় না। কাহারও উহার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃক্ষ বয়সে দৃষ্টি হ্রাস পাইলে উহার চিকিৎসা অসম্ভব। অবশ্য উহার পূর্বে সুচিকিৎসার দ্বারা দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে। চক্ষুর ভিতর পরদা বা ছানি পড়িয়া গেলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উপযুক্ত সময় অপারেশন করাইবে।

১। কিছু দিন নিয়মিতভাবে পানির শ্বেতের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

২। সূর্যোদয়ের পূর্বে নাক দ্বারা পানি টানিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৩। ধনীদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ। উহা ব্যবহারে ঘাবতীয় চক্ষু রোগ বিদূরিত হয়। ভাল চক্ষে ব্যবহার করিলে নানা প্রকার রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

শোধিত স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শুক্ষ, মাকাল ফল চূর্ণ, মিশ্রিচূর্ণ, মগনাভী চূর্ণ এবং কর্পুর চূর্ণ। প্রত্যেক সমান ভাগ এবং উক্ত উপাদানসমূহের সমষ্টি পরিমাণ সুরমা লইবে। বস্তু সমুদয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া খুব বেশী রকম পেষণ করিবে যেন কণাবৎ না থাকে। প্রস্তুত হইবার পর কাঁচের পাত্রে রাখিবে। শয়নকালে এবং অন্য সময় চক্ষে ব্যবহার করিবে। الرحمة في الطب والحكمة।

৪। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, গোলমরিচ, বহেড়ার স্বাস, শক্তনাভী ও মনছাল, প্রত্যেক সমান ভাগ এবং উক্ত উপাদানসমূহের সমষ্টি পরিমাণ সুরমা লইবে। বস্তু সমুদয় একত্রে পালক কিংবা অন্য কোন নরম জিনিস দ্বারা চক্ষের ভিতর ব্যবহার করিবে ইহাতে চক্ষুর কণ্ঠ, মাংসবৃদ্ধি, শ্বেতবর্ণ ও রাতকানা প্রভৃতি নেত্র-রোগ বিদূরিত হয়। ঔষধটির নাম চন্দ্ৰোদয়াবতী। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদ্বীর

৫। প্রত্যেক ফরয নামাযের বাদ ১১ বার পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে, অথবা অঙ্গুলিতে ঝুক দিয়া চক্ষে বুলাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم - الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكواة فيها مصباح المصباح
في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا الغربية يكاد زيتها
يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور - يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الا مثال للناس
والله بكل شيء عليم -

কাগজে লিখিয়া তাবীজুরাপে ধারণ করিলে ঘাবতীয় মাথা বেদনা প্রশমিত হয়।

৭। নিম্নলিখিত দো'আ ভোজপত্রে লিখিয়া চক্ষুর উপরিভাবে কপালে বাঁধিয়া দিবে। চক্ষু উঠা নিবারণ হইয়া যাইবে।

إِيَّاهَا الرَّمْدُ الرَّمْدُ التَّمْسِكُ بِعِرْوَقِ الرَّاسِ عَزْمَتْ عَلَيْكَ بِتُورَةِ مُوسَى وَأَنْجِيلِ عِيسَى وَزِبْوَرِ دَاؤِدَ
وَفِرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ - وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

চার কুল প্রত্যেক ১ বার পড়িয়া পানিতে দম করিয়া ঐ পানি দ্বারা দৈনিক ৩ বার চক্ষু, মাথা ও মুখমণ্ডল ধোত করিবে।

৯। **شُذُّ فَكَشْفَنَا عَنْكَ غَطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ -** ৩ বার পড়িয়া চক্ষে দম দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

১০। গোলাব পানি ও সুরমা ৩৩ আয়াৎ ও ৯ নং এর আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সুরমা-শলাকা প্রথম গোলাব পানিতে ভিজাইয়া পরে ঐ সুরমা জড়িত করিয়া দৈনিক ৪/৫ বার চক্ষে ব্যবহার করিলে চক্ষুর হাল্কা ধরনের পরদা বিদূরিত হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

১১। সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। গোসলের পূর্বে সর্বাংগে এ তৈল মালিশ করিবে। তৈল শুকাইলে পড়া পানি দিয়া উত্তমরূপে স্নান করিবে। চক্ষের ঝাপ্সা দর্শন প্রশংসিত হইবে। বহু পরীক্ষিত।

পথ্যাপথ্যঃ—ঠাণ্ডা পানি দ্বারা স্নান, ঠাণ্ডা আহার, উপযুক্ত ঘূম হিতকর ও সুপথ্য। পিয়াজ, মরিচ, আদ্রক প্রভৃতি গরম খাদ্য ও অনিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ অহিতকর।

কর্ণ রোগ

ছেলেমেয়েদিগকে রাত্রে খাবার পরক্ষণেই ঘুমাইতে দিবে না। কারণ ইহাতে বধিরতা দেখা দিয়া থাকে। অতএব, খাবার ২ ঘণ্টা পরে ঘুমাইবে। —বেহেশ্তী জেওর

১। শৈশব হইতেই যদি ঈষদুষও তিক্ত বাদাম তৈল পাঁচ ফোটা করিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে আশা করা যায়, কোন দিনই শ্রবণ শক্তি লোপ পাইবে না। —বেহেশ্তী জেওর

২। রসুনের একটা (কোয়া) পার্ট খোঁজা ফেলিয়া কর্ণ ছিদ্রে ধারণ করিলে বেদনা ও টাটানি প্রশংসিত হয়। শৃঙ্গালের চর্বি ঈষদুষও করিয়া কয়েক ফেঁটা কানে টপ্কাইলে বেদনা দূর হয়। বহু পরীক্ষিত।

৩। সোহাগার বৈ খুব উত্তমরূপে মিহিন করিয়া কানের ভিতরে দিবে; পরে কয়েক ফেঁটা কাগজী লেবুর রস টপ্কাইয়া দিবে। যে কানে ঔষধ ব্যবহার করা গেল ঠিক সেই পার্শ্বে শয়ন করিবে একপ ২/৩ দিন করিলে কানের খইল (গুথ) আপনা থেকেই বাহির হইয়া যাইবে।

—বেহেশ্তী জেওর

৪। ঘোড়ার পায়খানার রস বাহির করিয়া কিংবা কচ্ছপের চর্বি ঈষদুষও করিয়া কয়েক ফেঁটা কানের ভিরত টপ্কাইয়া দিলে বধিরতা বিনষ্ট হয়। **الرحمة في الطب والحكمة**

৫। রসুন, আদা, শজিনা, ছাল, মূলা বা কলাগাছ ইহাদের কোন একটির রস ঈষদুষও করিয়া কয়েক ফেঁটা কানের ভিরত নিক্ষেপ করিলে কানের তীব্র শূল, শব্দ, ক্লেন্ডস্নাব নিবারিত হয়।

—আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৬। কচি আম, জাম ও কয়েত বেলের পাতা, কার্পাস ফল ও আদা ইহাদের রস মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে টপ্কাইলে কর্ণস্নাব বিনষ্ট হয়।

৭। ছাঁটাক সরিষার তৈলে একটা শামুকের মাংস বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া খুব জ্বাল দিবে। ঝাঁকিয়া শিশি পুরিয়া রাখিবে। শয়নকালে সামান্য গরম করিয়া কর্ণের ভিরত দিলে কর্ণস্নাব, বেদনা নিবারিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

নাসিকা রোগ

- ১। নাকছীর (নাক দিয়া তাজা রক্ত বাহির হইলে) মাথায় খুব ঠাণ্ডা পানি ঢালিবে। নাকছীর হইলে খুব ঘাবরাইবে না; চিকিৎসায় অবহেলাও করিবে না।
- ২। ছিরকা শুকিলে যখন তখন রক্তশ্রাব বন্ধ হয়।
- ৩। কবুতরের পায়খানা খুব মিহিন করিবে। ছিরকার সহিত মিশ্রিত করিয়া নাক দিয়া টানিলে নাকছীর বিনষ্ট হয়।
- ৪। গয়ার পাতার রস নাক দিয়া টানিলেও রক্ত পড়া নিবারণ হয়।

তদ্বীর

- ৫। ললাটে (কপাল) নিম্নোক্ত আয়াৎ লিখিলেও রক্ত বন্ধ হয়।
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَكُلْ نَبَاءٍ مُسْتَقْرٍ وَسُوفَ تَعْلَمُونَ -
- ৬। নীচে লিখিত দুইটি আয়াৎ লিখিয়া মাথায় বাঁধিলে নাকছীর নিবারণ হয়।
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقَيْلٌ يَا أَرْضَ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسِمَاءَ اقْلَعِي وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقَضِيَ الْأَمْرَ وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجَوْدِي وَقَيْلٌ بَعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قَلْ أَرَايْتَمْ أَنْ اصْبَحَ مَاءَكُمْ غُورًا فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَاءِ مَعِينٍ - وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
বহু পরীক্ষিত।

সর্দি

- ১। তরল সর্দিতে প্রথমাবস্থায় তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।
- ২। রসুন পোড়াইয়া উহার ধূঁয়া শুকিলেও শীঘ্র আরাম হয়।
- ৩। গাঢ় শ্লেংজা কিংবা শ্লেংজা অবরুদ্ধ থাকিলে ৩৩ আয়াৎ সরিষার তৈল ও পানিতে পড়িবে। তৈল মাখিয়া উক্ত পানি দ্বারা উত্তমরূপে স্নান করিলে শীঘ্রই দৃষ্টিত শ্লেংজা বাহির হইয়া আরাম পাইবে।
- ৪। কিছুতেই সর্দি না সারিলে এশার পর সহ্যমত গরম পানিতে ২ খানা পা ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিলে অবশ্যই সর্দি বিদ্রিত হইবে। কিন্তু সর্দি হঠাতে বন্ধ করিলে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে সর্দি শুকাইতে পারা যায়।

জিহ্বা

- ১। শীতকালে অনেকের জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় ঘা হইয়া থাকে। ছাতীম ছাল ও খয়ের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি দ্বারা কুলি করিলে ২৩ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায়।
- ২। জিহ্বা কিংবা শরীরের যে কোন স্থানে ঘা হইলে মাখন উহার বড় উপকারী ঔষধ, উহা মালিশ করিবে।
- ৩। কচি শিশুর জিহ্বায় ল্যাটা (সাদা আবরণ) পড়িলে মাখন কিংবা তিল তৈলে যথাক্রমে ১০ বার করিয়া আয়াৎদ্বয় পড়িবে। উহাতে ফুঁক দিবে। অঙ্গুলী দ্বারা আস্তে আস্তে জিহ্বায় মালিশ করিবে। পেটে অসুখ থাকিলে পানিতে ১ বার সূরা-কদর পড়িয়া দম দিবে। গরম পানিতে মিশ করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিবারণ হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - رَبِّ أَئِمَّةِ الْضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - مُسَلَّمَةٌ لَأَشْيَاهِ فِيهَا -

৪। চুনে জিহ্বা ও গাল পুড়িয়া গেলে সঙ্গে ২ সরিয়ার তেল মালিশ করিবে।

৫। কথা বলিতে তোত্লাইয়া গেলে, জাফরান, কস্তুরি ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা পাক চিনা বরতনে সূরা-বনি ইস্রায়ীল পূর্ণ লিখিবে। ৪০ দিন পর্যন্ত রোজ ১ বার উহা লিখিবে ও ঘোত করিয়া পান করিবে। কথা বলিবার অসুবিধা দূর হইবে। —নাফেউল খালায়েক

৬। ফজরের নামায পড়িয়া পাক পাথরের টুকরা মুখের ভিতর রাখিয়া ২১ একুশ বার নিম্নোক্ত দে'আ পড়িবে। রেগুলার কিছুদিন এরূপ করিলে উপকার হইবে।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ وَبَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَقْهُوْ قَوْلِيْ -

দন্ত রোগ

সমস্ত দাঁতগুলির ভিতর ও বাহির এবং ফাঁকের ভিতর কখনো ময়লা জমিতে দিবে না। খাদ্য চিবাইতে উহার কিছুটা আট্কিয়া থাকিলে খিলাল করিবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে ওয়ুর সময় খুব ভালভাবে মেছওয়াক করিবে। দাঁতের উপরিভাগে দু-একটি ঘর্ষণ দিয়া সুন্মতের হক আদায় হইয়াছে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া নেহায়েত বোকামি। সমস্ত মুখ গহর, দাঁতের বাহির, ভিতর ও জিহ্বা ভালভাবে পরিষ্কার করাই সুন্মত।

মেছওয়াক নিয়মিত ব্যবহার করিলে; (১) বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। (২) গলস্থ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়। (৩)

দীর্ঘদিন দাঁত মজবুত থাকে। (৪) মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। (৫) মৃত্যু যাতনা আসান হয়।

ব্রাশ ব্যবহার করিবে না, ইহাতে অল্পদিন পরেই দাঁতের গোড়া বাহির হইয়া পড়ে। স্লীট বিহীন পেষ্ট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিলু, বাগ ভ্যারেণ্ডা, অর্জুন, কুল গাছের শিকড় দ্বারা মেছওয়াক করিবে।

দন্ত বেদনায় পিপুলচূর্ণ, মধু ও ঘি একত্রে মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়। দাঁতের গোড়ায় ঘা বা নালি ঘা হইলে ডাঙ্গার দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবে।

শুষ্ঠ, হরিতকী, কুতা, খয়ের, কর্পুর এবং সুপারী ভস্ম, গোল মরিচ, লবঙ্গ ও দারচিনি প্রত্যেকটির চূর্ণ সম্পরিমাণ, আর ফুলখড়ির চূর্ণ সর্বচূর্ণের সমান মিশ্রিত করিয়া মাজনরাপে ব্যবহার করিলে বহুবিধ দন্তরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

মুখের দুর্গন্ধ

দাঁত, মুখ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকায় অনেকের মুখ দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। বাহ্য পরিষ্কারক ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার করিবে।

সমান ২ রসুন ও লবণ বাটিয়া ভোরে খালি পেটে ভক্ষণ করিবে। একান্ত উহাতে সুফল না হইলে হেকিমী ঔষধ ব্যবহার করিবে।

গণমালা ও গলগণ্ড

অনুপযুক্ত আহার-বিহার হেতু; প্রদুষ্ট বায়ু, কফ ও মেদ দোষে গলা ফুলিয়া রোগদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা ঘৰেত সরিয়া, শজিনা বীজ, মূলা বীজ, শনবীজ, মশিনা ও যব প্রভৃতি দ্রব্য অল্পযোলে বাটিয়া ২/৩ সপ্তাহ প্রলেপ দিবে। কঠমালা, গণমালা ও গলগণ্ড বিদূরিত হইবে।

কবিরাজী ফার্মেসী হইতে সিন্দুরাদি-তেল ক্রয় করিয়া মালিশ করিবে।

গলায় ঘা, নালী ঘা, ক্যানসার প্রভৃতি বিপজ্জনক রোগ। বিজ্ঞ ডাঙ্গার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

গলায় মাছের কাঁটা বিধিলে فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْتَرُونَ কয়েকবার পড়িয়া দম দিবে।

পথ্যাপথ্যঃ কোষব্যাধির অনুরূপ।

বক্ষ

বক্ষের বাম পার্শ্বে হৃদয় ; তান এবং বাম দুইদিকেই ফুসফুস অবস্থিত। খুব সতর্ক রাখিতে ও থাকিতে হইবে; যাহাতে যন্ত্রণার কোনভাবে বিকৃত না হইতে পারে।

১। চিরজীবন ভাল সরিয়ার তৈল বুকে মর্দন করিয়া সূর্যোদয়কালে উত্তম স্নানাদি করিলে কোনদিন যক্ষা হইবে না।

২। স্বর ভঙ্গাদিতে কিছুটা হরিতকী ও পিপুলচূর্ণ মুখে রাখিলে উহা প্রশামিত হয়।

৩। যষ্টি মধু চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৪। বক্ষে শ্লেষ্মা জমিয়া গেলে কিংবা অল্প পরিমাণ শ্লেষ্মা শুকাইয়া থাকিলে অথবা কাশ, শ্বাস উপস্থিত হইলে প্রথম অস্থায় উহার চিকিৎসার্থ বাসক পাতা লবণের সহিত জ্বাল দিয়া গরম গরম চায়ের মত ব্যবহার করিবে। শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইবে।

৫। কন্টকারী কাথ, বাসকের কাথ পান করিলে সামান্য সামান্য সর্বপ্রকার কাশই প্রশামিত হয়।

৬। প্রবল কাশিতে খুব যাতনা অনুভব হইলে তালিশাদী চূর্ণ চূষিয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। কাশের বেগ, কাশজনিত ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

তালিশারী চূর্ণ বা মোদক প্রস্তুতপ্রণালীঃ—

প্রথমতঃ অর্ধ সের চিনির রস করিয়া রাখিবে, অতঃপর তালিশ-পত্র চূর্ণ ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁট ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দাঁক চিনি অর্ধ তোলা, এলাচ অর্ধ তোলা ; প্রভৃতি চিনির রসে মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মোদক প্রস্তুত না করিয়া শুধু চূর্ণও ব্যবহার করা যায়।

ইহা কাশ, শ্বাস, অরঢ়চি, পাণু, কামলা, গ্রহণী, অতিসার, প্লীহা ও শোথাদিতে প্রযোজ্য।

—আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৭। রাজহাঁসের চর্বি বুক ও পার্শ্বদ্বয়ে মালিশ করিলে নিমুনিয়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

— حيوة الحيوان

৮। বাঘের তৈল সর্বাঙ্গে মালিশ করিলে ঠাণ্ডা ও উহার দুক্ষিয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।

— حيوة الحيوان

৯। হাপানি, শ্বাস, কাশ ও নিমুনিয়া রোগে চন্দনাদ্য তৈল বক্ষে মালিশ করিলে বক্ষের গায় শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইয়া যায়। প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইবার পর বসন্ত তিল রস মধুতে মাড়িয়া বাসক পাতার রস, তুলসী পাতার রসসহ সেবন করিবে। ইহা শ্লেষ্মাজনিত বক্ষের যাবতীয় ব্যাধির মহোবৰ্ধ।

চন্দনাদ্য তৈল প্রস্তুত প্রণালী

তিল তৈল /৮ সের। কাথার্থ বানুনহাটি, বাসক ছাল, কন্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ মিলিত সাড়ে বার সের, পানি ৬৪ সের, শেষ ঘোল সের।

কক্ষার্থঃ—শ্বেতচন্দন, তাণ্ডুর, তালীশপত্র, নথী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকার্ষ, মুতা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৮ তোলা। কাথের সহিত কক্ষ পাক করিবে। কক্ষ পাকান্তে শিলারস, কুসুম, নথী, শ্বেতচন্দন, কপূর, এলাচ ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য দিয়া তেল পাক করিবে।

বসন্ত তিলক রস ভাল আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী হইতে আনিয়া লইবে।

রাজ ঘঞ্জা

সাধারণতঃ অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়, দীর্ঘদিন ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে ঘঞ্জার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক সময় নাক ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। কোন কোন সময় গলার ভিতরকার রগ ছিড়িয়া, ধূম ও ধূলি আটকিয়া রক্তবর্মন বা শ্বাব হইতে থাকে। রক্তস্রাব দেখিলেই তাহাকে ঘঞ্জা বলা যাইবে না। অনেক সময় রক্তপিণ্ড হেতু রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

ঘঞ্জা রোগের লক্ষণ

বাতের প্রকোপ থাকিলে স্বরভঙ্গ, পার্শ্ব ও স্কন্দদেশের সংক্ষেপ এবং বেদনা। পিত্তাধিক্য প্রবল জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্ত নির্গম; কফের আধিক্য, মস্তক ভার, অরুচি, কাশ, গলা সুড়সুড় করা, এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। এতদভিন্ন মেরুদণ্ডের হাড়টি উঁচু হইয়া যায়। রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণত হইতে থাকে। ইহা একটি বড় প্রাণনাশক ব্যাধিহি বটে। অধুনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (এক্স-রে) ও ঔষধপত্র দ্বারা সুচিকিৎসার জন্য সরকার যে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা বাস্তবিকই সুখের কথা।

চিকিৎসাৎ পার্শ্ব, স্কন্দ ও মস্তকের বেদনা নিবারণ করিতে— শুল্ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগর পাদুকা ও শ্বেত চন্দন এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে এবং বেদনা স্থলে প্রলেপ দিবে।

মুখ দিয়া অধিক রক্ত-বর্মন হইতে থাকিলে লাক্ষারঞ্জিত আলতার পানি ২ তোলা যষ্টিমধু ॥১০ তোলা পান করাইবে। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ছাগ-দুঁধে পিষিয়া পান করিলে রক্ত বর্মন নিবারিত হয়।

পার্শ্ব বেদনা, জ্বর, শ্বাস ও কাশ নিবারণার্থে বেল, শ্যোনা, গন্তারী, পারুল গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মূল, ধনে, পিপুল, শুঁঠ এই ১৩ পদী পাঁচনাটি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পার্শ্ব শূল, স্কন্দশূল, শিরশূল ক্ষয় ও কাশাদি উপদ্রব্য প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

চ্যাবন প্রাশঃ ঘঞ্জার মহৌষধ। বেলমূলের ছাল, গনিয়ারী ছাল, শোনাছাল, গন্তারী ছাল, পারুল ছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাঘানি, পিপুল, গোক্ষুর, বহতি, কন্টকারী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, উঁই আমলা, দাঙ্গা, জীবন্তি কুড়, কৃষ্ণগুর, হরিতকী, গুলশং, স্বাদি, জীবক, স্বায়ভক, শটী মুতা, পুনর্ণবা, মেদা, ছেট এলাচ, নীলোৎপল, রক্ত চন্দন, ভূমিকুঢ়াও, বাসকমূলক, কাকোলী, কাকজঙ্ঘা ইহাদের প্রত্যেক ১ পল; পোটলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০টি এই সমুদয় একত্র ৬৪ সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ঘোল সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে। আমলকীর বীজ (পোটলী খুলিয়া) ফেলিয়া দিয়া ছয় পল ঘৃত ও ছয় পল তিল তেল ভাজিয়া পেষণ করত ৫০ পল মিছরি মিশ্রিত করিবে, মিছরিসহ পেষিত আমলকী ও কাথ একত্র পাক করিবে। ঘন হইলে বৎশ লোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাচ

২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদয় প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া ভালঝরপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। ঠাণ্ডা হইলে ছয়পল মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ তোলা অনুপান মধু। সকাল ও সন্ধ্যা।

তদবীর

যে কোন বয়সের, যে কোন ঋতুতে; রোগী নারী পুরুষ যে কেহই হটক, সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যেহ জ্ঞানের পূর্বে উক্ত তৈল এরূপ আস্তে ২ মালিশ করিবে যেন বুক গরম হইয়া যায়। বক্ষ গরম গরম থাকিতে পড়া পানি দিয়া গোসল করিবে। কিছু পানি খাইতে দিবে ৭ দিনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইবে। বেদনার উপশম হইবে।

১ সপ্তাহ পর ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা কাগজে লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

অতিরিক্ত রক্ত বমন হইতে থাকিলে উক্ত আয়াতসমূহের সহিত ইহাও লিখিয়া দিবে।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْعَى مَاءِكَ وَيَاسِمَاءُ آفَلِعِي وَغِيَصَ الْمَاءُ وَقُصِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِي
وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءِكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ -

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা মেঞ্চজাফরান ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা চিনির বরতনে লিখিয়া রোগীকে দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে। এরূপ ১২০ দিন করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

পথ্যাপথ্যঃ—দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, মসূর, ছোলা, আড়হরের ডাইল, বাইন মাছের বা বড় চিংড়ি মাছের ঝোল, হরিণ, খরগোশ, মেষ, পায়রা, ঘূঘূ ও বকের মাংস। নটে, পল্তা, বেতের ডগা, ব্রহ্মী শাক, পুরান কুমড়া, লাউ, পটোল, ডুমুর, মানকচু, মোচা, থোড়, উচ্ছে ও করেলা; পাতি লেবু, কাগজী লেবু, গো-দুধ, গাওয়া ধি, ছাগ-দুঁধ ও ছাগ-ঘৃত। নারিকেল, কচি তালশাস, পাকা কাঁঠাল, খেজুর, কেশুর, পানিফল, পাকা কায়েত বেল, কিস্মিস, আদুর, চিনি, মিশ্রি, মধু, ইক্ষুরস, রুটি, খৈ-এর ছাতু, সাগু, বালি, সাগর ও শবরীকলা হিতকর। মাখন, মিশ্রি ও চিনি বিশেষ হিতকর। রাত্রিতে ছাগলের মধ্যে শয়নও বিশেষ উপকারী।

পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অগ্নিতাপ রৌদ্রসেবন, বেশী গমনাগমন, মল-মুত্রাদির বেগ ধারণ, ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গম, কটুদ্রব্য, গুড়, দধি, মাষকলাই, ভাজাপোড়া দ্রব্য, মৎস্য, বেগুন, তিল, সরিষা, রসুন, পেঁয়াজ, সিম, ধূমপান ও পান অহিতকর।

হৃদ রোগ

জীবনের উৎস ও জ্ঞানের কেন্দ্র, বক্ষের বাম পার্শ্বের প্রায় ২ অঙ্গুলি নীচে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। এখানেই রাহের অবস্থান। অতি সূক্ষ্ম ও সুপ্ত আঘাতির অবস্থান কেন্দ্র বলিয়াই উহার গুরুত্ব সবচাইতে বেশী। কাজেই সুস্থ হৃদয়ে শক্তি যেমন অপরিসীম; উহার অসুস্থতাও যাবতীয় অশাস্তি ও অবনতির চরম পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড ও আঘাত রোগ কঠিন ও জটিল। উহার চিকিৎসাও খুব কঠিন বলিয়া মেডিকেল সাইন্টিষ্ট ও ছাঁফিয়ায়ে কেরামদের নিকট স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব, যাহাতে প্রাণ হৃদয় সুস্থ সবল ও নীরোগ থাকিতে পারে, তৎপ্রতি সর্বদা যত্নবান হইবে।

হৃদরোগের কারণঃ অতি উষ্ণদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, কষায় ও তিক্তদ্রব্য ভক্ষণ, ভুক্তদ্রব্য সম্যক পরিপাক পাইবার পূর্বে ভোজন, অতিশ্রম, নিরস্তর চিন্তা, মল-মুত্রাদির বেগ ধারণ, অতি শোক,

বক্ষে আঘাত, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাতে জাগ্রত করা, অতি জোরে হাদয়ে অনবরত জর্ব করা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও কৃমি প্রভৃতি।

লক্ষণঃ—মনের অবসাদ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে মনের অশাস্তি, উহা প্রবল হইলে ধৃত মৎস্যের ন্যায় ছটফট করিতে থাকা। এই রোগে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ—প্রথমে রোগের কারণ দূর করিতে হইবে। রোগীকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে। রোগী সবল হইলে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে অভয়া মোদক ব্যবহার করাইবে। জায়েয় আমোদ-প্রমোদ ভোগ করিতে দিবে। ছেট ছেট ছেলেমেয়ে কোলে করিতে দিবে। তাহাদের খেলাধূলা দর্শন করিবে।

১। হিঙ্গ, বচ, বিটলবণ, প্রত্যেক চূর্ণ সমান। একত্রে যবের কাথের সহিত পান করিবে হৃদরোগ, হৃদশূল প্রশমিত হইবে।

২। ক্রিমি হইতে হৃদরোগের সূচনা হইলে বিড়ঙ্গাদী লৌহ, হরিদ্রা খণ্ড ব্যবহার করিবে। সঙ্গে

২ হৃদরোগের ঔষধও প্রয়োগ করিবে। অর্শের কারণ থাকিলে উহার চিকিৎসাও করিবে। ঐ অধ্যায়ও দেখিয়া লইবে।

৩। সুজী ১ ভাগ, অর্জুন ছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ছাগদুঞ্চ ৪ ভাগ এবং ঘৃত ও চিনি যথাপ্রয়োজন। এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে কিছু মধু দিয়া রোগীকে খাইতে দিবে।

৪। পেটের পীড়া না থাকিলে অর্জুন ঘৃত উহার পরম ঔষধ।

বিড়ঙ্গাদী লৌহ প্রস্তুত প্রণালীঃ শোধিত পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপল, হরিতাল, শুষ্ঠ, বঙ্গ, প্রত্যেক সমতাগ ; সর্বসমান শোধিত ও মাড়িত লৌহ ; এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান বিড়ঙ্গ চূর্ণ পানিতে মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার পানি, মুতার রস, মধু।

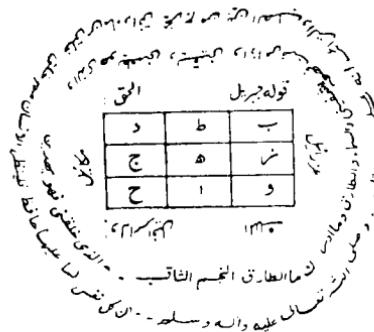
তদ্বীর

৫। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিবে। মাদুলীতে পুরিয়া হৃদয় বরাবর সর্বক্ষণ ধারণ করিবে। প্রবল হৃদস্পন্দনও শান্ত হইয়া যায়। ৩ মাস পর্যন্ত সর্বদা ব্যবহার রাখিলে স্থায়ী ফল হইয়া থাকে। ইহা বহু পরিষ্কিত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ
وَرَبَّنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ - لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - وَلَيَرِبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ - لَكُمْ
الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَصَلَى اللَّهُ

تعالى و على الله وسلم ○

৬। কস্তুরী, কর্পূর ও গোলাব পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিবে। চিনা বরতনে নিম্নোক্ত লিখিত তাবীজ পানি দ্বারা ঘোত করিবে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধিয়ায় মধু ও কর্পূরসহ ঐ পানি সেবন করিবে। প্রবল হৃদরোগ এবং লিভার ব্যাধি এমন কি লিভার শক্ত হইয়া গেলেও উহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। লিভার নরম হইয়া দিন দিন ছেট, সবল ও কার্যক্ষম হইবে। ৬ সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। (বহু পরীক্ষিত—الرحمة في الطب والحكمة)



৭। আমেল রোয়ার অবস্থায় কাঁচের পাত্রে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া বৃষ্টি কিংবা কুয়ার পানি দ্বারা ধোত করিয়া পান করিতে দিবে।

০ ০ ০ ০ ০ ৮

পথ্যাপথ্য

সুপথ্যঃ—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পুরাণ কুমড়া, কদু, কচিমূলা, রসুন চালতা, পাকাকলা, দাঢ়িষ, কিসমিস, দধি, বৃষ্টির পানি হিতকর।

কুপথ্যঃ—কষায় রস, গুরুপাক দ্রব্য, ঘাবতীয় গোশ্ত, তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণবীর্য দ্রব্য মহিয়ের দুধ, অধঃগতি রোধ, মেথুন, রাত্রি জাগরণ, নিরস্তুর চিন্তা অহিতকর।

জঠর পীড়া

রাসূলুল্লাহ (স্ল) বলিয়াছেন—(মানব দেহের জন্য) পাকস্থলী কুয়া স্বরাপ! অর্থাৎ কুয়া হইতে যেমন পানি সরবরাহ হইয়া থাকে, অনুরূপভাবে পাকাশয় হইতে সমস্ত দেহে ধমনী কর্তৃক শক্তি বা শক্তির উপকরণ সরবরাহ হইয়া থাকে। নিখুঁত, নির্দেশ পাকাশয় যত পরিকার, যত পূর্ণ ও উহা হইতে যত শক্তি দেহে সম্প্রসারিত হইবে ততই মঙ্গল। পক্ষান্তরে পাকাশয় দুর্বল ও নিষ্ঠেজ হইলে এবং উহা হইতে সম্যক শক্তি প্রসারিত না হইলে দেহ শ্ফীণ, মন দুর্বল হইয়া পড়ে। তলার লিভারটি একবার নড়িয়া গেলে মেরামতের পর কাজ গৌণভাবে চালু থাকিলেও উহা শক্তিশালী কোন দিনই হইবে না। তদুপ একবার পাকাশয়ের ক্রিয়া ও লিভার প্রপীড়িত হইলে চিকিৎসা দ্বারা রোগারোগ্য হইলেও ভবিষ্যতে উহা মজবুত ও পূর্ণ কার্যক্ষম হইবে না। কোন ব্যতিক্রম হইলে জঠর রোগের পুনরাক্রমণের বিশেষ আশঙ্কা থাকিয়া যায়। অতএব, চিরদিন যাহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া এবং লিভার কার্যক্ষম ও সবল থাকে তৎপ্রতি গোড়ার থেকেই কড়া নজর রাখিবে। শৈশব থেকেই শিশুকে এমন করে গড়িয়া তুলিতে হইবে; যেন কোন দিন ১ বারের জন্যও সে কুখাদ্য বা স্বাস্থ্যের অহিতকর খাবার না খায়। উদর পূর্ণ করিয়া না খায়। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপাক হইবার পূর্বে পুনঃ ভোজন না করে। নারী, পুরুষ, বালক, বালিকা প্রত্যেকেই দৃঢ় পণ করিবে যে জীবনে ২ দিনের জন্য, একবারের জন্যও স্বাস্থ্যের অপচায়ক কোন খাদ্য খাইবে না; বরং অগ্নিবল, সময় ও ক্ষুধা অনুযায়ী স্বাস্থ্যের উপকারী খাদ্য ভক্ষণ করিবে।

পুনশ্চঃ—না খাইয়া মানুষ মরে না; মানুষ খাইয়াই মরিয়া থাকে। সাবধান, দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ ভোগ করিতে হইলে কুখাদ্য কখনও ভক্ষণ করিও না।

অগ্নিমান্দ্য

১। পেটে ভারবোধ হইলে ২/১ সন্ধ্যা আহার বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ, উপবাসের ন্যায় পেটের পীড়ার ঔষধ দ্বিতীয় আর নাই।

২। আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু ২ পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়; আহারের প্রথমে ও শেষে সামান্য আদা লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয়।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ অথবা কেবলমাত্র শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

৪। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈঙ্গব লবণ, বিট লবণ, তেজপত্র, নাগেশ্বর। ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ৪০ তোলা, গোল মরিচ ৮ তোলা, জীরা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৬৪ তোলা, অমল তালিমের বীজ ২০ তোলা, অঞ্জবেতস ২ পল, ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা অগ্নিবল অনুযায়ী ১/০ হইতে ১০ পর্যন্ত গরম পানি কিংবা ঘোলসহ সেব্য। এই ঔষধের নাম ভাস্তৱ লবণ ইহা ‘নমকে ছোলায়মানি’র স্থলাভিষিক্ত। অজীর্ণে কপের প্রকোপ থাকিলে দেহ ভার, বমিভাব, যে দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে ঠিক সেই রসেরই উদগার হয়।

চিকিৎসা—সমান সমান সৈঙ্গব ও বচ গরম পনিতে পিষিয়া ঠাণ্ডা পানি দ্বারা সেবন করিবে। যদি উদরে অজীর্ণ বেদনা থাকে, তবে ধনে ও শুঁঠের কাথ পান করিতে দিবে।

অজীর্ণে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে গাত্র ঘূর্ণন, পিপাসা, বেদনা, ধূম নির্গতবৎ অঞ্জেদগার, ঘাম, দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহা খুব উপকারী, গলা জ্বালা পোড়া করিলে হরিতকী ও কিসমিস একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

অজীর্ণ—বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পেটে বেদনা, উদরাখান মল ও অধঃ বায়ুর অনিগ্রহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—হরিতকী, পিপুল, কৃষ্ণ লবণ, সমপরিমাণ লইবে। দধির মাত কিংবা গরম পানিসহ সেবন করিবে। সর্ব প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও উদরাখান প্রশংসিত হইবে।

উদরে আঘাত দিলে এবং উদগার না হইলে শুঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হিং ও সৈঙ্গব-লবণ সমপরিমাণ একত্রে বাটিয়া তদ্বারা পেটে প্রলেপ দিয়া দিনে ঘুমাইলে উদরাখান অজীর্ণ বিদূরিত হয়।

নানা প্রকার অজীর্ণ, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্য শঙ্খবটী ও মহা শঙ্খবটী মহৌষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পথলবণ, তেঁতুল গাছের ছালের ক্ষার ত্রিকুট শুঠ, পিপুল, গোলমরিচ, হিং, মিঠা বিষ, জারিত পারদ, শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমান ভাগ। আপাং ও চিতামূলের সাথে অঞ্জবর্ণের রসে এবং লেবুর রসে এরূপ ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অঞ্জ রস হয়। ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। উহার সহিত লৌহ ভস্ম ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহা শঙ্খবটী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। ইহা দ্বারা অর্শ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত ও শোথে বিশেষ উপকারী। মৌরী ভিজান পানির সহিত আহারের অর্ধ ঘন্টা পরে সেব্য।

অতিসার

কারণ—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্বে পুনর্ভোজন দ্বারা এবং হঠাতে কোন ক্রমে তরল দাঙ্গ হইবার পর কুপথ্য (ভাত, মাছ, গোশ্ত প্রভৃতি শক্ত খাদ্য) খাওয়ার কারণেও পরিণামে অতিসার রোগ হইয়া থাকে।

১। অতিসারে বাতের প্রকোপ থাকিলে মল আরঙ্গ বর্ণ, রক্ষ ও ফেনযুক্ত হইয়া থাকে, মল নির্গমকালে গুহ্য দেশে অত্যন্ত শব্দ ও বেদনা হয়। অল্প অল্প অথচ মুহূর্মুহূর্ম মল নির্গত হইয়া থাকে।

চিকিৎসার্থে পাচন—সমপরিমাণ বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্ৰ যব। ইহাদের কাথ সেবন করিতে দিবে।

২। পিণ্ডের প্রকোপ থাকিলে মল পীত, নীল বা লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, গুহ্য দেশে জ্বালা—যন্ত্রণা, গুহ্য নাড়ীতে অনেক সময় ক্ষত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—কটফল, আতইচ, মুতা, কুড়চি—ছাল ও শুঁষ্ঠ। ইহাদের পাচন ব্যবহার করিবে।

৩। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে—মল সাদাৰ্বণ্গ গাঢ় কফ মিশ্রিত ও আঁশটে গৰ্ব এবং রোগীৰ রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—হরিতকী, চিতামূল, কঁচুকী, আকনাদী, বচ, ইন্দ্ৰযব, শুঁষ্ঠ ইহাদের কাথ সেবন করিতে দিবে।

৪। ত্রিদোষজনিত অতিসারে মল গোশ্ত ধৌত পানিৰ ন্যায়ই হইয়া থাকে এবং দোষত্রয়ের লক্ষণাদিতি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—বেড়েলা আতইচ, মুতা, শুঁষ্ঠ, বালা, ধাইফুল, ইন্দ্ৰযব, বেলশুঁষ্ঠ। ইহাদের কাথ ব্যবহৃত করিবে।

আমলকী বাটিয়া উহা দ্বারা নাভীৰ চারিদিকে দায়েৱা (পুৰু) দিয়া নাভীতে অর্থাৎ, দায়েৱাৰ মাঝে আদাৰ রস দিয়া রাখিলে নদী বেগসম অতিসারও নিবারিত হয়।

রক্ত অতিসার—সমপরিমাণ মধু, চিনি ও ঘৰ্ষিত রক্ত চন্দন চালুনিৰ সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিণ্ড, দাহ, তৃষ্ণা ইত্যাদি যাবতীয় উপদ্রব নিবারিত হয়।

কাঁটা নটেৱ ফুল—দুই মাঘা চালুনি পানিতে পিষিয়া তাহাতে একটু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

আমুলুলেৱ শিকড় ।০ তোলা, গোলমৱিচ ২/৩টি জীৱা ।০/।২টি বাসী পানিতে পিষিয়া ।৩/৪ দিন খাইলে রক্তাতিসার, রক্ত আমাশয় প্ৰশংসিত হয়।

আমেৱ কচিপাতা, জামেৱ কচিপাতা, আমলকীৰ কচিপাতা একত্ৰে ছেঁচিয়া তাহার রস মধু ও ছাগ-দুঁপ্তেৱ সহিত খাইলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

অতিসার ও জ্বাতিসারে আনন্দ ভৈৱবৰস বিশেষ উপকাৰী।

প্রস্তুত প্ৰণালী—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, গোলমৱিচ, সোহাগাৰ খৈ, পিপুল। প্ৰত্যেক সমান ভাগ পানিতে পিষিয়া । রতি প্ৰমাণ বটী প্ৰস্তুত কৰিবে। অনুপান জীৱা ভাজাৰ গুড়া ও মধু।

প্ৰাৰ্থিকা

[আমাশয়]

আমাশয় রোগেৱ পৱিত্ৰ দিবাৰ প্ৰয়োজন নাই। তবে অবৈধ আহাৰ কৰ্তৃক রোগটাৰ উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পেটে কামড়ানি ও মলের বিদ্ধতা থাকিলে কাঁচাবেল পোড়া, পুরাতন ইক্সগুড়, তিল তৈল, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

কচি তেঁতুল পাতা ও কয়েত বেলের (ঢাকায় কাটবেল) পাতা ছেঁছিয়া তাহার রস সেবন করিলেও আমাশয় নিরাময় হইয়া থাকে।

নৃতন, পুরাতন সর্বপ্রকার আমাশয় রোগে ১০/১২ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ ২/১ দিন পান করিলে দুষ্যিত মল বাহির হইয়া যাইবে। আমাশয়ের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

অতিসার, অরংচি, অগ্নিমাল্ড্য, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি জঠর পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ বিশেষ ফলপ্রদ।

কপূর রস—প্রবল অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণীর রোগ সকল প্রশমিত হয়। অনুপান—ডালিম পাতার রস বা দুর্বা ঘাষের রস।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, আহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, কপূর। প্রত্যেক সমান ভাগ। পানিতে পিষিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

নৃপতি বল্লভ—প্রবল অতিসার, গ্রহণী ও আমাশয়, সর্বপ্রকার উদরাময়, গুল্ম, অর্শ শূল, জ্বর, প্লীহা প্রশমিত হয়।

অনুপান—চাউলের পোড়া ভিজান, মুতার রস ও মধু।

প্রস্তুত প্রণালী—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, জারিত লৌহ, অভ, জারিত পারদ, গন্ধক, জারিত তামা, প্রত্যেক এক এক ভাগ। মরিচ ২ ভাগ, আমলকিরি রসে পিষিয়া অর্ধ মাষা পরিমাণ বটী করিবে।

মুস্তকাদী মোদক—জঠর পীড়াতে যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন উক্ত মোদক ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ চাহে ত নিশ্চিত ফল হইবে। রোগারোগ্যের পরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করিবে। কুপথ্য ত্যাগ অবশ্যই করিবে।

ঠাণ্ডা পানি বা দুধের সহিত —।।০ পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, যমানী, বন যবানী, (রাধুনী) মৌরী, পান, শুল্ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেঠী, জায়ফল। প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা এই সমুদয় চূর্ণ ৩ সের চিনির রসে মুদু অগ্নিতে পাক করিবে। নমকে ছোলায়মানী ও জাওয়ারেশে—জালিনুছ হেকিমী ঔষধসম্বাদ পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

তদ্বীর

১ বার সূরা-কদর ও ৩ বার লাফিহা গুলু^{وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزِّفُونَ} পড়িয়া নির্মল পানিতে দম দিবে। কিছু গরম পানির সহিত সেবন করিলে ওলাউঠা ও উদরাময় নিবারিত হয়।

মেশক, জাফরান ও গোলাব পানিতে তৈরী কালি দ্বারা চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২ বার উহা ধোত পানি সেবন করিতে দিবে।

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা এবং লাফিহা গুলু^{وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزِّفُونَ} ও তৎসঙ্গে—

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْخَيْرِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে নিষ্কেপ করত যথা নিয়মে উহা পান করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

পথ্য—অতিসার নিরামাণে বালী ইত্যাদি লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

কিছু ভাত হজম হইলে পুরাতন সুসিদ্ধ চাউলের ভাত, কৈ, মাণুর ছোট তৈল বিহীন মাছের ঝোল, পটোল, পলতা, কচি বেগুন, ডুমুর, কাঁচা আনাজী কলা, মোচা, কাগজী লেবু, ঘোল ইত্যাদি লঘু পথ্য সেব্য। মোটকথা এমন খাদ্য খাইবে যাহাতে পেট ভার কিংবা রোগের পুনঃ আক্রমণ না হয়।

কুপথ্য—ঘাবতীয় ডাইল, ডিম, গোশ্ত, ভাজা, পোড়া, পিঠা, ঘি, দুধ, পোলাউ, ইলিশ মাছ, বড় যে কোন মাছ।

শূল বা নিদারঞ্জন বেদনা

প্রথম স্থির করিবে কি প্রকার বেদনা? লিভার কিংবা শ্বীহার অপর দিকে বেদনা হইলে গুর্দা বেদনা হইতে পারে। গুর্দায় বেদনা হইলে উহার চিকিৎসা করিবে। লিভার বেদনা হইলে লিভারের চিকিৎসা করিবে। পাকস্থলীতে বেদনা হইলে তৎপ্রসঙ্গেই এখানে আমরা কিছু শূল চিকিৎসার উল্লেখ করিব।

পিণ্ডশূল—নাভীদেশে উৎপন্ন হয়। দুপুরে, অর্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাকের সময়, শরৎকালে উহা বর্ধিত হয়। পিপাসা, দাহ ও গাত্র ঘর্মন হইয়া থাকে। শীতল ও সুস্বাদু আহারে উপশম হয়।

চিকিৎসা—প্রতিদিন শত মূলীর রস মধুসহ সেবন করিবে। দাহ ও শূল নিবারণ হইবে। অমলকি চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে পিণ্ডশূল নিবারিত হয়।

কফজনিত শূল—আহারের পর, পূর্বাহ্নে এবং শীত ও বসন্তকালে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বমনবেগ, কাশ, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখ দিয়া পানিস্বাব, পেটে স্তুতা ও মস্তকে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—সৈমান্ধ লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, পিপুল, পিপুল-মূল, চেচিতা মূল, শুঁঠ, হিং এই সমুদয়ের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গরম পানিসহ সেব্য।

বতজশূল—হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠে, মূরাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। ভুক্তান্নের পরিপাকাত্তে, শয়নকালে ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণ জীবা ৪ ভাগ, গোলমরিচ আট ভাগ। এই সমুদয় দ্রব্য টাবা লেবুর রসে (তোরঞ্জ জীবন) পেষণ করত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় পানিসহ সেব্য।

ধাত্রীলৌহ—সর্ব প্রকার শূল রোগে বিশেষ উপকারী। সিকিমাত্র ঔষধ আহারের পূর্বে ও পরে এবং মধ্যে ৩ বার সেব্য। অন্নের সহিত সেবন করিতে অসুবিধা বোধ করিলে আহারাণ্তে একবারে ।০ পরিমাণ ঔষধ সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী আমলকিচূর্ণ ১ সের, লৌহ চূর্ণ আধ সের, যষ্টি মধু চূর্ণ এক পোয়া আমলকির কাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী সাত পোয়া পাকে পানি ।৪ সের শেষ সাড়ে তিন সের। প্রথম রোদ্বে শুকাইয়া উহা চূর্ণ করিবে এবং মাটির পাত্রে রাখিবে।

তদ্বীর

- ১। সরিয়ার তৈলে ৩ বার أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا حَلَقْنُمْ عَبَّاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ
 ২ বার ذِلِّكَ تَحْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِّكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
- ৩ বার وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبْشِرًا وَنَذِيرًا
- পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩ বার মালিশ করিবে।
- ২। পুরোক্ত নিয়মে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২/৩ বার সেবন করাইবে।
- ৩। নিম্নোক্ত আয়াৎসহ লিখিয়া তাৰীজৱপে বেদনাস্ত্বলে ধারণ করিতে দিবে। জীনের আছৰ
 প্ৰসূত ও অন্যান্য বেদনায় বিশেষ উপকাৰী। ১ বার সূরা-এখ্লাচ পূৰ্ণ এবং
- وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا خَسَارًا

৪। নাবালেগ ছেলে দ্বারা এক দৱে কাগজ খরিদ করাইবে। বাবলা আটা ভস্ম কালি কিংবা
 কাল কালি দ্বারা নীচের আয়াৎ লিখিবে। মিছুরিসহ তাৰীজটি সবুজ কোন ফলের রসে রাত
 ভিজাইয়া রাখিয়া সকালে ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। সামান্য অবশিষ্ট পানি বেদনাস্ত্বলে মালিশ
 করিবে। এৱাপ ২ সপ্তাহ করিবে। কিন্তু তাৰীজটি এমন ঘৱে বসিয়া লিখিবে যে ঘৱে কোন দিন
 স্তৰী সংগম হয় নাই। যেমন মসজিদ। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَافِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِي ذَلِّكَ فَلِيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ক্ৰিমি বেদনা হইলে রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইবে। কেৱল সিন তৈল নাভীসহ সমস্ত পেটে
 ধীৱে ধীৱে ভালুকপে মালিশ কৰিলে অলঙ্কশেৰ মধ্যে উহা প্ৰশ্ৰমিত হয়।

পথ্যাপথ্য—ঐ সব খাদ্য ভক্ষণ কৰিবে যদ্বাৰা পৰিষ্কারভাবে পেশাৰ-পায়খানা হইতে থাকে
 এবং ঐ সব আহার ও ক্ৰিয়াদি হইতে পৰহেয়ে কৱিয়া চলিবে, যদ্বাৰা পেশাৰ-পায়খানার ব্যতিক্ৰম
 হইবাৰ সম্ভাবনা থাকে।

শোথ ও জলোদৰী

শোথ ও জলোদৰী স্বতন্ত্ৰ কোন রোগ নহে। ইহা অন্য কোন জড়ব্যাধিৰ উপব্যাধি বটে। ক্ৰিমি,
 কামলা, হলিমক, অতিসার লিভাৰ ব্যাধি প্ৰভৃতি নানা প্ৰকাৰ ব্যাধি উহার মূল রোগ হইতে পাৰে।
 অতএব, মূল রোগ ও কাৱণ ধৰিয়া চিকিৎসা কৰিতে বিলম্ব কৰিবে না। উহার চিকিৎসা বিজ্ঞ
 বহুদৰ্শী ডাক্তার, কবিৱাজ, হেকীম দ্বাৰা কৰাইবে। আমৱা সংক্ষেপে কয়েকটি চিকিৎসাৰ কথা
 উল্লেখ কৰিতেছি, যাহা সৰ্বাবস্থায় মঙ্গলজনক।

পুনৰ্নবা, নিমছাল, পলতা, শুঁষ্ঠ, কটকী, গুলঢ়ণ, দেবদাৰ, হৱিতকী ইহাদেৱ কাথ ২ বেলায়ই
 সেব্য। ইহা শোথ রোগেৰ মহোষধ।

পথ্য—পানি বৰ্জনীয়। শুধু মানমণ্ডল উক্ত রোগীৰ পথ্য।

প্রস্তুত প্রণালী—মান চূর্ণ ১ ভাগ, আতপ চাউলের মিহিন গুড়া ২ ভাগ, দুধ ৪২ ভাগ একত্রে পাক করিবে।

তদ্বীর

১। আয়াতে কোত্র এক একবার পড়িয়া সরিয়ার তৈলে দম দিবে, একপ ১৪ বার করিবে। অতঃপর ৩৩ আয়াত পড়িয়া ১ বার দম দিবে।

৩ বার **أَفْحَسْبِّئُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ** পড়িয়া দম দিবে এবং রোগীর সর্বাংগে মালিশ করিতে দিবে।

২। ১ খণ্ড কাগজে নিম্ন আয়াৎসম্ম লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে। এতদ্সঙ্গে আয়াতে শেফাও লিখা যাইতে পারে।

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقَبْلَ يَا أَرْضُ الْبَعْنَى مَاءِكَ وَيَا سَمَاءَ أَقْلَعِيْ وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقُصِّيَّ
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيَّ وَقَبْلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ -**

৩। উক্ত তদ্বীরদয়ের সঙ্গে ৬ সপ্তাহ ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চিনা বর্তনে লিখিয়া ৩ বেলা সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমি

কবিরাজ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, ক্রিমি হইতে উৎপন্নি না হইতে পারে এমন রোগ নাই। কাজেই ক্রিমি দ্বারা উদর পূর্ণ রাখা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য উহা বড়ই মারাত্মক।

১। খেজুর পাতার রস একরাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতে সেই বাসী পানি সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

২। ডালিমের খোসার কাথে কিঞ্চিং তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৩। ক্রিমি যাহাতে উর্ধ্বর্গামী হইয়া নাসিকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া মৃত্যু না ঘটাইতে পারে সেজন্য ছেলেমেয়েদের নাক, কান ও গলদেশে কিছু কেরেসিন লাগাইয়া দিবে।

বিভিন্ন ঔষধালয়ে উহার বহু ঔষধ পাওয়া যায়। কাজেই আর বেশী ঔষধের উল্লেখ করিলাম না। তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্রিমি নাশ করিবে। খুব গরমের সময় ক্রিমি মারা অভিযান প্রাণনাশ করিতে পারে। খুব সাবধান। খেজুরের গুড় ক্রিমি শান্ত করিয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যবৎ জানিবে।

প্লীহা-ঘৃত

বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর দীর্ঘকাল থাকিলে কিংবা নবজ্বরে কুপথ্যাদি ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার বর্ধিত হয়। ফলে উহারা কর্মে অক্ষম হইয়া যায়।

১। প্লীহার প্রথম অবস্থায় পিপুল চূর্ণ ০ দুক্ষের সহিত পান করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত হইয়া সতেজ ও কার্যক্ষম হয়।

২। তালের জট পোড়াইয়া সেই জট ভস্ম করিবে। কমপক্ষে ৪ মাসা পরিমাণ ভস্ম পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ দূরীভূত হয়।

୩ । ସମାନୀ, ଚିତା, ସବକ୍ଷାର, ପିପୁଲମୂଳ, ପିପୁଲ, ଦନ୍ତ ଇହାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପରିମାଣ ଗରମ ପାନିର ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ବିନଷ୍ଟ ହଇଯା ଥାକେ ।

୪ । ଉତ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗେ ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ନା ହଇଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପାଚନ ସ୍ୟବଶ୍ଵା କରିବେ । ଇହା ରୋଗଦ୍ୱୟରେ ମହୌଷ୍ଠ ।

କଟ୍ଟକାରୀ, ବୃହତି, ଶାଲ ପାନି, ଚାକୁଲେ, ଗୋକ୍ଷୁର, ହରିତକୀ, ରୋଡ଼ା । ଏଇ ସାତଟି ବଞ୍ଚର କଷାୟ ୧୦ ଆନା ସବକ୍ଷାର ଓ ପିପୁଲ ଚୂର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ପାନ କରିବେ ।

ରୋଡ଼ାକେ ମୟନାଓ ବଲେ । ଡାଙ୍କାରୀ ନାମ Audersonia Rahitaka ଲ୍ୟାଟିନେ Tecowa andulata.

୫ । ଲିଭାର ଓ ପ୍ଲିହା ଅତି ବଧିତ ହଇଯା ଶକ୍ତ ହଇଯା ଗେଲେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୋମୁତ୍ରେ ସେକ ଦିବେ । ତିଲ, ତିମ୍‌ସି, ଭ୍ୟାରେଣ୍ଟର ବିଜ, ରାଟ୍ଟ, ସରିଯା ବାଟିଆ ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାରେ ଉପର ପ୍ରଲେପ ଦିବେ ।

୬ । ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗ ବା ପାଚନ ପ୍ରଯୋଗେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେତ ସରିଯା ବାଟିଆ ଲିଭାର ଓ ପ୍ଲିହାର ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଲେପ ଦିବେ । ଦିନ ଦିନ ଉହା କୋମଲ, ଛୋଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଇବେ ।

ପାଣ୍ଡୁ, କାମଳା, ହଲିମକ

ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ରୋଗ ଦୀର୍ଘଦିନ ଥାକିଲେ ରୋଗତ୍ରୟ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିଯା ଥାକେ । ଚକ୍ର ହରିଦ୍ରାବର୍ଣ୍ଣ, ପେଶାବ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ।

ହରିତକୀ, ବହେଡ଼ା, ଆମଲକୀ, ଗୁଲକ୍ଷଣ, ବାସକ, କଟକୀ, ଚିରତା, ନିମଛାଳ ଇହାଦେର କାଥ ମଧୁସହ ସେବନ କରିଲେ ରୋଗତ୍ରୟେର ଉପଶମ ହୁଏ । କାଁଚା ଓ ପାକା ପେଂପେ, ଗାଁଜର, ମୂଳା ଉହାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ।

ତଦ୍ବୀର

୧ । ପ୍ଲିହା ପେଟେର ବାମ ଓ ଲିଭାର ପେଟେର ଡାନ ପାର୍ଶ୍ଵେ ଅବସ୍ଥିତ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଯାତ ଲିଖିଯା ତାବିଜରାପେ ଉହାର ଉପର ଧାରଣ କରିଲେ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

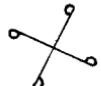
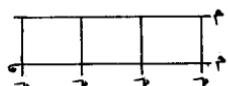
୨ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାବିଜ ବ୍ୟବହାରେ ବହୁସାହିତ ସୁଫଳ ପାଓଯା ଗିଯାଛେ । ପ୍ରାୟଇ ୭ ଦିନେ ଉପଶମ ହଇଯା ଥାକେ ।

୨୮୮୬ ଅବ ଫାହ ନାହ ଦିବୁଜ ଉ ହର୍ମ ମାଉ ଦିବୁଜ ହାମିଆ ଦିବୁଜ ହାମିଆ ଦିବୁଜ ଉ ହର୍ମ ମାଉ ଦିବୁଜ
ଲିକ୍ଷତ୍ତାଉ ଲାଜ ଲାଜ

କାଗଜେ ଲିଖିଯା ତାବିଜ ବାନାଇବେ । ଗଲାଯ ଏମନଭାବେ ଧାରଣ କରିବେ, ଯେଣ ଉହା ପ୍ଲିହା ବା ଲିଭାର ବରାବର ଥାକେ ।

୩ । ବୁଧାବାର ଅଥବା ଶନିବାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାବିଜ ଲିଖିଯା ଧାରଣ କରିତେ ଦିବେ ୭ ଦିନେ ପ୍ଲିହା ବା ଲିଭାର ଛୋଟ ହଇଯା ଯାଇବେ ।

ସୁଲୁ ଉ



୪ । ସୀସାର ତଥ୍ତୀର ଉପର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାବିଜ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ବାଦ କରିବେ । ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାହ ପ୍ଲିହା ସୋଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାହ ଲିଭାର ବରାବର ଧାରଣ କରିଲେ ପ୍ଲିହା ଓ ଲିଭାର ରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ ।

مادما ملا ع اح اع
اى ورم واح ردهم
ملا لکلوع

৫। হৃদরোগের ৭ নং তদ্বীর অবশ্যই করিবে। উহা দ্বারা দুর্জয় প্লীহা লিভারও সংশোধিত হইয়া থাকে। লিভার বড়, শক্ত হইয়া গেলে নিশ্চয়ই উহা ব্যবহার করিতে দিবে।

৬। লিভার ও প্লীহাতে বেদনা থাকিলে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিবে। পানি দ্বারা ধোত করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহেত আশাতীত সুফল হইবে।

- موم ۱۱۰۰۰۰ ع ع ع ع ع ع

৭। আকস্মিক লিভার বেদনায় বোতলে গরম পানি পুরিয়া সেক দিবে। বেদনার উপশম হইবে।

৮। জুতা পরিধান করিতে প্রথম ডান পা দিবে। খুলিতে বাম পা খুলিবে। প্লীহা বেদনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যতই নিরীক্ষণ করিবে, রাসূলে পাকের সুমতের মহত্ব ততই প্রকাশিত হইবে।

৯। সুরা-মোমতাহেনা পাক চিনা বরতনে লিখিবে এবং ধুইয়া খাইতে দিবে।

১০। এক টুক্ৰা পাতলা চামড়ার উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া প্লীহা বৰাবৰ ধারণ করিবে। শনিবার লিখিয়া ধারণ করিবে, শুক্ৰবার খুলিয়া রাখিবে। প্লীহা রোগে ইহা বুর্গানে দীনের বহু পরীক্ষিত হইবে।

١٨٩٧٢

محمد الى راي

اداح هم ما مل ملما

صالح دون مانع من الى ان تبصره و مره-

১১। নীচের তাবীজটি লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিবে।

صو ع ٨١٩٢٣ ح ২০৯ ح ১

১২। শনিবার সুর্যোদয়ের পূর্বে লিখিয়া পশমের দড়ি দ্বারা পৈতার ন্যায় ডান পাশ্বে বাঁধিবে।

ح ح ۱۰ م ص ها ا ص

اح اح ماتت الى الابد

১৩। কামলা, হলিমক ও পাণ্ডু রোগে পানি ও সরিষার তৈলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৩ বার গোসল করিতে দিবে। চিনা বরতনে আয়াতে শেফা লিখিয়া ৬ সপ্তাহ দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে।

সুপথ্য—কাঁচা ও পাকা পেঁপে, পটল, পিপুল শাক, মটর শাক, বিংগা ও কাকরোল, কচি বেগুন, করেলা, উচ্ছে প্রভৃতি।

কুপথ্য—সর্বপ্রকার ডিম, ডাইল, মাংস, তেলাক্ত মাছ প্রভৃতি গুরুপাক শক্ত দ্রব্য।

গুর্দা

গুর্দা পাকাশয় হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। গুর্দা হইতে ঐ পরিকৃত পানি ফেঁটা ফেঁটা করিয়া মুদ্রাশয়ে জমা হইতে থাকে। এই পানিই মুত্র। গুর্দা সবল সতেজ ও কার্যক্ষম হইলে ভুজ্জন্দব্যাদি পাকাশয়ের ভিতরেই থাকে এবং সে পরিকৃত রসই সপ্তব্য করিয়া থাকে। গুর্দা রোগাত্মক হইলে রসের সহিত খাদ্যের মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা কিংবা মুদ্রাশয়ে জমাট হইয়া ক্রমশঃ পাথরী পর্যন্ত হইতে পারে। খুব বেশী এবং অনবরত বরফ পান করিলে গুর্দা কমজোর হইয়া থাকে।

১। গুর্দার বেদনাও অতি প্রকট হইয়া থাকে। গরম পানি বোতলে পুরিয়া সেঁক দিবে। সেঁক-কার্য গুর্দা বেদনায় বিশেষ উপকারী।

২। ৩ মাষা দারুচিনি, ৩ মাষা রুমিমস্তগি অতি মিহিন করিয়া রওগনে গোলের সহিত একটু গরম করিয়া মালিশ করিলে বেদনার উপশম হয়।

৩। গুর্দার প্রচণ্ড বেদনা হইলে ১/ ছটাক এরভের তেল মৌরি ভিজান পানির সহিত সেবন করিলে কয়েকবার দাস্ত হইয়া গুর্দা পরিকৃত হইবে। বেদনার উপশম হইবে।

৪। জাওয়ারেশে জালিনুছ বিশেষ ফলপ্রদ।

সুপথ্য—ছাগ, মুরগী, পাখীর গোশত্রের জুশ, গমের রংটি, ডাব ও কাগজি লেবু খুব উপকারী।

কুপথ্য—ডিম, গোশ্ত, ডাইল, ভাজাপোড়া, ভাত, পিঠা বিশেষ ক্ষতিকর।

মুদ্রাশয়

নানা কারণে বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় এবং বদহজমীর দরুন ও প্রস্তাবের বেগ ধারণের পরিণামে মুদ্রাশয় দুর্বল হইয়া থাকে।

বহু মুত্র—এই রোগে সর্বদেহস্ত পানি পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মুদ্রাশয়ে উপস্থিত হয়। মুত্রমার্গ দিয়া অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হয়। দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। পিপাসাও বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—১। পাকা কাঁঠালী কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা, দুধ । পোয়া একত্র ভক্ষণ করিলে বহুমুত্র নিবারিত হয়।

২। কচি তাল বা খেজুরের মূলের রস ও কাঁঠালী কলা দুঃসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে বহুমুত্র প্রশমিত হয়।

অল্পমুত্র বা মুত্র রোধ—নিরাকৃণ জলা-যন্ত্রণার সহিত অবাধে অল্প পরিমাণ প্রস্তাব হইলে নারিকেলের ফুল চালুনি পানিতে পিষিয়া খাইলে উহা নিবারিত হয়।

উক্ত ব্যাধিতে মলাবদ্ধ থাকিলে গোকুর বীজের কাথে একটু যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মুত্ররোধ, জলা-যন্ত্রণা বিদূরিত হয়। পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও উপকার হয়।

অল্প যাতনার সহিত বাধ বাধত্বাবে অল্প মাত্রায় প্রস্তাব হইলে কুমড়ার রসে যবক্ষার ও পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মুদ্রাঘাত, অশ্বরী শর্করা নিবারিত হয়।

তেলাকুচার মূল কাজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে মুত্ররোধ নিবারিত হয়।

চালুনি পানিতে রক্ত চন্দন ঘষিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সম্পরিমাণ ইছবংশের ভুসি ও তোখ্মা দানা মিছরির সহিত ১ রাত্রি ভিজাইয়া সকালে খালি পেটে পান করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্তাব বন্ধ হইলে ৩টি পাকা দয়া কলা (এটে কলা) খুব কচ্ছাইবে অতঃপর ১১০ মানকচুর ডগা কুচি কুচি করিয়া কলার সহিত একত্রে খুব উন্নমনাপে ছানিবে। একটা মেটে পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। যে রসটুকু উহা হইতে বাহির হইবে; ঐ রস রোগীকে সেবন করাইবে। খোদা চাহে ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব হইয়া যাইবে।

কবুতরের পায়খানা পানিতে বেশ গরম করিয়া একটি টবে ঐ ফুটন্ট পানি রাখিয়া দিবে। রোগীকে সহায়ত ঐ গরম পানিতে নাভী পর্যন্ত ভিজাইয়া বসাইবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিলে প্রস্তাব হইয়া যাইবে।

বৃহৎ সোমনাথ রস বা বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস বিশেষ উপকারী। পূর্ণ চিকিৎসা কোন বিজ্ঞ হাকীম বা কবিরাজ দ্বারা করাইবে।

তদ্বীর

সূরা-ফাতেহা

১ বার

- قُلْنَا يَا نَارٌ كُوْنِيْ بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمْ

- وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْخَسِيرِينَ -

ফাতেহা শরীফ

১ বার একবার দম

সলামْ قُولَّمْ رَبِّ رَحْمَمْ

৩ বার

ফাতেহা শরীফ

১ বার

একবার দম

সূরা-জীন প্রথম হইতে شططاً পর্যন্ত

২ বার

ফাতেহা শরীফ

১ বার

একবার দম

সূরা-কাফেরাণ

১ বার

ফাতেহা

১ বার

সূরা-এখ্লাচ

১ বার

একবার দম

ফাতেহা

১ বার

সূরা-ফালাক

১ বার

একবার দম

ফাতেহা

১ বার

সূরা-নাস

১ বার

একবার দম

ফাতেহা

১ বার

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ

২ বার একবার দম

لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

উক্ত নিয়মে ১ বোতল পানিতে দম দিবে। সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফাসমূহ একখণ্ড কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইয়া দিবে। প্রত্যহ ঐ পানি ৩ বার সেব্য। নিম্নলিখিত তদ্বীর

চিনা বরতনে লিখিয়া ধোত করিবে। উহা রোগীকে সেবন করিতে দিলে তৎক্ষণাত্ প্রস্তাব হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَا
قَدَرُوا اللَّهُ حَقًّا قَدْرَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ
بِيَمْيُنْهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - رমص نفح و شفوا بفضل الله عز وجل -

সুপথ্য—ডাব, কাগজী, মওসুমী ফল ইত্যাদি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—গুরুপাক ভাজা পোড়া, মরিচ ইত্যাদি কষায় রস অহিতকর।

অনবরত পেশাব হইতে থাকিলে পাঠ্ঠা ছাগলের কয়েকটা খুর ভস্ত্র করিয়া ঐ ভস্ত্র পানিতে নিক্ষেপ করত পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত উহা নিরাময় হইবে।

পাথরী

কারণ—পাথরী একটা মারাত্মক ও প্রাণনাশক ব্যাধি ও বটে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুর্দা সতেজ ও সবল না হইলে ভুক্ত দ্রব্যের সৃষ্টি কণিকা সকল গুর্দার ভিতর জমা হইয়া আস্তে আস্তে পাথরীতে পরিণত হয়। প্রস্তাবের বেগ ধারণ করিলেও মৃত্যাশয়ের মধ্যে তলানি জমাটাকারে ক্রমশঃ শক্ত আকার ধারণ করিতে পারে।

সঙ্গম, মৈথুন ও স্বপ্নদোষ হেতু ক্ষরিত শক্ত বাহির হইতে না দিয়া যাহারা উহা রোধ করিয়া থাকে এহেন মূর্খদেরও পাথরী হইতে পারে। পাথরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, পাথর বড় হইয়া গেলে অপারেশন ছাড়া কোন ঔষধে ভাল হয় না বলিলেও চলে।

লক্ষণ—ডান কিংবা বাম পায়ের অথবা উভয় পায়ের উরু ভারবোধ হয়। পুরুষাঙ্গের তলদেশ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত যে সেলাইয়ের ন্যায় রহিয়াছে তথায় অসহনীয় বেদনা উপস্থিত হয়। তলপেটেও বেদনা হয়। বেদনাস্তুল স্পর্শ করাও কষ্টদায়ক। প্রতি মুহূর্তে পেশাবের বেগ হয় কিন্তু অতি যন্ত্রণার সহিত সামান্য পেশাব বাহির হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। রোগী তখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকে। যবাহুত মোরগের ন্যায় ছট্টফট্টও করে। এ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির আক্রমণ হইবার পূর্বেই সর্তকতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চিকিৎসা—(ক) বরুণ ছাল, শুষ্ঠ ও গোক্ষুর। ইহাদের পাচন ২ মাঘা যবক্ষার, ২ মাঘা পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া যায়।

(খ) তাল মূলী বাসী পানির সহিত বাটিয়া খাইলেও পাথরী প্রশমিত হয়।

(গ) ছাগলুঞ্চ মধু ও গোক্ষুর বীজচূর্ণ পান করিলে পাথরী প্রশমিত হয়।

(ঘ) ছেট এলাচ, যষ্টি মধু, গোক্ষুর, রেণুকা, এরণ্ড মূল, বাসক, পিপুল পাষণ ভেদী। ইহাদের সাথে শিলাজুত প্রলেপ দিয়া পান করিলে প্রস্তাবের ক্ষয় ও পাথরী বিনষ্ট হয়।

(ঙ) পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া খাইলেও বিশেষ ফল হয়।

(চ) এসিড ফস ৩০× বিশেষ উপকারী, পাথর বাহির করিয়া দেয়।

(ছ) কবিরাজী ঔষধ—আনন্দযোগ ছাগ-দুঁকে সেবন করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

হেকিমী ঔষধ—কোশতায়ে হাজারফল ইয়াছদ, জাওয়ারেশে জালিনুছের সহিত সেবন করিলেও পাথর চূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

তদ্বীর

নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীর বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقْدَسَ إِسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ
فَاجْعُلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُبُّنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَانْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَاعِكَ
وَرَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ -

সূরা-এনশেরাহ (الم نشرح) পূর্ণ; রেশমের এক টুকরা কাপড় কিংবা সাদা কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে পুরিবে। রোগীকে ৪০ দিন সেবন করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ চিনা বরতনে লিখিবে। পানি দ্বারা ধোত করিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করিলে পায়খানা ও পেশাব ঠিকমত হইবে। পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَبُسْتَ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبِينًا - وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكِّنَتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فِي يَمِينِهِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَّةٌ -

প্রশ্নাব বন্ধ হইয়া থাকিলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরপে নাভীর নীচে ধারণ করিবে।
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَأَنْزَلْنَا مِنِ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا - فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ
مُّهِمَّرٍ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَّقَا الْمَاءُ عَلَى امْرِ قَدْفِرٍ -

নীচের তাবীজটি চিনা বরতনে লিখিয়া ধোত করিয়া থাইলেও প্রশ্নাব হইয়া থাকে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَإِذَا سَتَّنَقْتِي مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَابَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ عَشَرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنْاسٍ مَّشْرِبَهُمْ (إِلَى) مُفْسِدِينَ -

সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা বরতনে লিখিয়া ধোত করিয়া নিয়মিত পান করিলে উপকার হইবে।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল, বেগুন, কদু, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোর, মোচা প্রভৃতি ব্যঙ্গন, পাথীর গোশ্ত, মুগ, মাষকলায়ের ডাল, দুঞ্চ, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাতি, কচি তালশাস, কোমল নারিকেল ও চিনি প্রভৃতি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—যাবতীয় মিষ্টিদ্বা, টক্ গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠ, তৈলে ভাজা দ্রব্য, মেথুন, রাত্রি জাগরণ, পথ পর্যটন, অহিতকর।

জরায়ু

মেয়েদের নাভীর নীচে মুদ্রাশয় এবং উহার নীচেই জরায়ু। জরায়ুর সহিত যোনির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জরায়ু সবল ও কার্যক্ষম হইলে নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ু রোগাক্রান্ত নারী বহু প্রকার কৃৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে জরায়ু রোগাক্রান্ত না হয়।

কারণ—অধিক পরিমাণ স্বামী সহবাসে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দিন দিন উহা দুর্বল হইয়া যায়।

ওথৰ প্ৰভৃতিৰ দ্বাৰা কৃত্রিম উপায়ে আকালে গৰ্ভপাত কৱাইলে কিংবা বিশেষ কোন ব্যাধিৰ কাৰণে অসময় গৰ্ভপাত হইলেও জৰায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অতিৰিক্ত মৱিচ, পিয়াজ প্ৰভৃতি কটু ও বিষাক্ত দ্রব্যদি ভক্ষণ কৱিলেও উহা দুর্বল হইয়া যায়।

অনিয়ম, বেনিয়ম এবং অনুপযুক্ত আহাৰাদিৰ দৰুন খতুন্বাব যথা নিয়ম না হওয়াতেও জৰায়ু ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। গৰ্ভবস্থায় লফ-বাফ এবং জোৱপূৰ্বক সন্তান প্ৰসব কৱাতে, প্ৰবল কাশিতে ও আমাশয়ে অনেক সময় জৰায়ুৰ মুখনালি যোনী দ্বাৰা দিয়া বাহিৰ হইয়া যায়। কোন কোন মেয়েৰ ঐ বহিৱাগত নালী এত বড় ও শক্ত হইয়া যায় যে, তখন অপাৰেশন ছাড়া উহাৰ চিকিৎসাই অসম্ভব হইয়া যায়।

ঝতু বন্ধ—গাজৱেৰ বীজ অগ্নিতে নিক্ষেপ কৱিয়া ঐ অগ্নিপাত্ৰেৰ মুখে একটা ঢাকনি দিবে এবং ঢাকনিতে একটি ছিদ্ৰ আগেই কৱিয়া লইবে। ঢাকনিৰ ছিদ্ৰ দিয়া যে ধূম নিৰ্গত হইবে যোনি দ্বাৰা দিয়া উহা জৰায়ু পৰ্যন্ত পৌঁছিতে দিবে। —বেহেশ্তী জেওৱ। মানুষেৰ চুলেৰ ধূম উল্লেখিত নিয়মে জৰায়ুতে পৌঁছিবে। ইহাতে ঝতু বন্ধ, ঝতুৰ অনিয়ম ও ব্যতিক্ৰম বিদূৰিত হইবে।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

জৰায়ু দোষে বাধক বেদনা হইয়া থাকে, এই বেদনা উপশমাৰ্থে চিকিৎসা—ফুটেৰ দানা / ছটাক, গোক্ষুৰ / ছটাক, বিড়ঙ্গ / ছটাক, মৌরি / ছটাক এই সমুদয় চূৰ্ণ কৱত / ২ সেৱ পানিতে জাল দিবে। অৰ্ধ সেৱ থাকিতে নামাইয়া লইবে। প্ৰত্যহ / ছটাক, এক সপ্তাহ পৰ্যন্ত সেবন কৱিবে।

ওলটকস্বলেৰ মূলেৰ ছাল অৰ্ধ তোলা, ৭টা গোলমৱিচেৰ সহিত পিষিয়া ঝতুৰ ২/৩ দিন আগে হইতে ঝতুৰ পৱণ ২/৩ দিন পৰ্যন্ত ভক্ষণ কৱিতে দিবে। সকল প্ৰকাৰ বাধক নিৰ্মূল হইয়া যাইবে। কাল তুলসীৰ শিকড়, ২১টি গোলমৱিচেৰ সহিত বাটিয়া খাইলে বাধক আৱোগ্য হইয়া যায়।

অধিক রক্তস্নাৰ

সন্তান প্ৰসবাত্তে, ঝতুকালে কাহাৰও অধিক রক্তস্নাৰ হইয়া থাকে।

অৰ্ধ ছটাক দুৰ্বাৰ রস চিনিৰ সহিত দৈনিক ৩ বাৰ সেবন কৱাইলে স্ত্ৰীলোকেৰ অধিক রক্তস্নাৰ নিবারিত হয়।

ডালিমেৰ খোসা ২ তোলা, ডালিমেৰ ফুলেৰ মোচা ২ তোলা, মাজু ফল ২ তোলা, ২০ সেৱ পানিতে জাল দিয়া টবে পুৱিবে। সহ্য মত উক্ত গৰম পানিৰ মধ্যে কোমৰ পৰ্যন্ত ভিজাইয়া বসিবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পৰ্যন্ত বসিয়া থাকিবে। খোদা চাহে ত রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

গেৱো মাটি ১ তোলা, ছঙ্গে জারাহাত ১ তোলা, মাজুফল ১ তোলা, ইহাদেৰ চূৰ্ণ ।০ তোলা ঠাণ্ডা পানিৰ সহিত সেব্য।

তদৰীৰ

এক ছটাক খাঁটি সৱিশাৱ তৈলেৰ সহিত ১ তোলা কৰ্পূৰ মিশ্ৰিত কৱিবে। افحسبتكم بخیر الرحمنين — এক ছটাক পৰ্যন্ত ৩ বাৰ পড়িয়া দম দিবে। প্ৰত্যহ ৪/৫ বাৰ তলপেট, কোমৰ এবং জৰায়ু সোজাসুজি মালিশ কৱিবে। এই তৈল ব্যবহাৱেৰ সঙ্গে নিম্নোক্ত তাৰিজটিও জৰায়ু বৰাবৰ ধাৰণ কৱিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مَنْ نَخْلِلُ وَأَغْنَابِ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِ
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ - أَوَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَفَلَا يُؤْنِنُونَ -

অতিরিক্ত রক্তস্নাবে ১ খণ্ড কাগজে লিখিবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءِكِ وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءِ وَفُصِّنَ
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلنَّفُومِ الظَّلِيمِ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

তাবীজ বানাইয়া কোমরে ধারণ করিবে।

উক্ত আয়াতদ্বয় ও বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। এই পানি দ্বারা হাত, মুখ ও পা ধোত করিতে দিবে। কিছু খাইতেও দিবে।

প্রবল রক্তস্নাবে সন্তুষ্ট হইলে উক্ত তদ্বীরদ্বয়ের সহিত ঐরূপ পড়া পানি ১টি টব বা চৌবাচ্চায় পুরিয়া রোগিনীকে প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে ১ ঘণ্টা করিয়া কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিতে দিবে। খোদা ঢাহে তো রোগ নিরাময় হইবে।

ফাতেহাসহ চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধোত করিয়া এই পানি সেবন করিতে দিবে।

প্রবল রক্তস্নাবে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ।

শ্বেত প্রদর

ইহা ভয়ানক কুৎসিত ব্যাধি। স্ত্রীলোকে যদি অতিরিক্ত মরিচ, তিক্ত, রস, টক প্রভৃতি অনুপযুক্ত কুখ্যাদ্য বহুল পরিমাণ ভক্ষণ করে, তবেই এই রোগ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণেও রক্তস্নাব হেতু জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অনেকের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও তিরোহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রোগের কারণ বর্জন করিবে। ১টি কাঁটা নটের শিকড় ৩টি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ খাইলে শ্বেত প্রদর বিনষ্ট হয়। আপাং এর শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত প্রদর বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত পাচন মধুসহ দৈনিক ১ বার সেবন করিলে শূল, পীতবর্ণ, শ্বেত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরূপ বর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রদর বিনষ্ট হয়। দারু হরিদ্রা রসাঞ্চন, মুতা, ভেলা, বেল, বাসক, চিরতা। ইহাদের কাথ শীতল হইলে উক্ত নিয়মে পান করিবে।

তদ্বীর

মুত্রাশয় অধ্যায়ের প্রথম তদ্বীরে যে পানি পড়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে উহা শ্বেত প্রদরে অবশ্যই ব্যবহার করিতে দিবে।

আয়াতে শেফা চিনা বরতনে ফাতেহাসহ লিখিয়া খাইতে দিবে।

জরায়ুতে জখম কিংবা চুলকানি হইলে বা ফুলিয়া গোলে এক ছটাক সরিয়ার তৈল লইবে এবং উহাতে নিম্নোক্ত নিয়মে আয়াতসমূহ পড়িয়া দম দিবে ভিতরে বাহিরে ব্যবহার করিতে দিবে।

১০ বার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - رَبِّنِي مَسَنِيُ الْفُرُوْأَنْتَ أَرْحَمُ الرُّجُمِينَ

১০ বার

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةٌ فِيهَا

৩ বার

وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْيُ الظَّلَمِينَ

৩ বার

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَا إِعْنَ

উক্ত আয়াতসমূহ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে মেশ্ক জাফরান ও গোলাব নির্মিত কালি দ্বারা যথা নিয়মে ২টি তাবীজ লিখিবে। ১টি বাম হাতের বাজুতে, অপরটি পানিতে ভিজাইয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। তাবীজটি এই—

৭৮৬

رب	من	قولا	سلام
رحيم	رب	من	قولا
مشكل	رحيم	رب	من
كشابيو	مشكل	رحيم	رب

بِيَاضِ يَعْقُوبَ -

ঝুতু বন্ধ হইলে অনেকে হঠাতে জ্ঞানহীন অচেতন হইয়া পড়ে। অনেকে ইহাকে জীনের আছর বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন দুর্ঘট বস্তু শুকিয়া দিলে যদি চেতনা লাভ করে, তবে মনে করিবে উহা ঝুতু বন্ধ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় শ্রাব পরিষ্কার হইবার চিকিৎসা করিলেই সুফল হইবে। ঝুতু হইতে পাক হইবার পর কিছুটা কস্তুরি নেকড়াযুক্ত করিয়া লজ্জাস্থানে ধারণ করিলে এরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

গর্ত

স্বামীর শুক্রে কীটাদি না থাকিলে কিংবা অন্য কোন কারণে স্ত্রীর সব কিছু যথাযোগ্য ঠিক থাকিলেও সন্তান পয়দা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

স্বামীর কোন ক্রটি নাই কিন্তু স্ত্রীর শ্বেত প্রদর, বাধক কিংবা ঝুতু বন্ধ থাকিলে গর্ভ সংগ্রহ হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাইবে।

১। স্ত্রীর অঙ্গাত সারে ঘোটকীর দুধ পান করাইয়া তখনই স্ত্রীসহবাস করিলে গর্ভের সূচনা হইয়া থাকে।

২। হাঁসের ভাজা অগুকোষদ্বয় স্বামী ভক্ষণ করিয়া তখনই (স্ত্রীগমন করিলে গর্ভধারণ হইয়া থাকে।

৩। ঝুতুর শেষ তিন দিন দৈনিক ৩ বার মানুষের চুলের ধুয়া জরায়ুতে দিবে এবং ঝুতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া স্বামী সঙ্গ লাভ করিলে চির বন্ধ্যার সন্তান লাভ হয়।

୪। ମୋରଗେର କୋଷଦୟ ଭସ୍ମ କରିଯା ଉହା ପାନିର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟେ ଶ୍ରୀକେ ସେବନ କରାଇବେ ।

ଗର୍ଭବତୀର ସାବଧାନତା

ଯାହାତେ କୋଷଦୟତା, ଦାସ୍ତ ଓ ଆମାଶ୍ୟ ହିଁତେ ନା ପାରେ ସେଜନ୍ୟ ସର୍ବଦାଇ ଆହାରେ ବିଚାର କରିଯା ଚଲିତେ ହିଁବେ । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେ କୋଷ କାଠିନ୍ୟେ ଦରଳନ ପେଟେ ତୀର ବେଦନା ଉପଥିତ ହୟ । ଏକପ କ୍ଷେତ୍ରେ ତାଜା ବା ଶୁକ୍ଳନା ଗୋଲାବ ଫୁଲେର ପୋଡ଼ା ପାତା ୧୦୦/୧୦ ମାୟା ଆଧା ପୋଯା ଗୋଲାବ ପାନିତେ ସାରା ରାତ୍ରି ଭିଜାଇଯା ରାଖିବେ । ସକାଳେ ମିଛରିର ସହିତ ଖୁବ୍ ଭାଲରାପେ ପିବିଯା ଉହା ଭକ୍ଷଣ କରିବେ । ୨/୧ ବାର ଦାସ୍ତ ହିଁଯା ପେଟ ପରିଷକାର ହିଁବେ; ବେଦନା ଉପଶମ ହିଁବେ, ପାକାଶ୍ୟ ସବଳ ଓ ସତେଜ ହିଁବେ । ଗର୍ଭପାତେର ଆଶଙ୍କା ଥାକିବେ ନା । ଗର୍ଭବତୀର ପୋଡ଼ାମାଟି ଖାଇବାର ଅଭିଲାଷ ହିଁତେ ଥାକିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ଅବଶ୍ୟ କୋନ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ନାଇ; କିନ୍ତୁ ନା ଖାଓୟାଇ ଉତ୍ତମ । ଉପରି ଉତ୍ତ ନିଯମେ ଗୋଲାବ ପାତାର ଔଷଧ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । କୁଥା ମନ୍ଦା ହିଁଲେ ମିଷ୍ଟାନ୍ ଓ ତୈଲାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କିଛୁ ଦିନେର ଜନ୍ୟ ବନ୍ଧ ରାଖିବେ । ଉତ୍ତ ଗୋଲାବ ପାତାର ଔଷଧ ସେବନ କରିତେ ଦିବେ । ବମି ଆସିଲେ ବନ୍ଧ କରିବେ ନା; ଅବଶ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟେ ବମିଓ କରିବେ ନା ।

ଗର୍ଭବତୀର ହୃଦକ୍ଷମ୍ପ ଦେଖି ୨/୧ ଢୋକ ଗରମ ପାନ ପାନ କରିତେ ଦିବେ । ଚଳା ଫିରା କରିବେ । ଇହାତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ନା ହିଁଲେ ବିଜ୍ଞ ଚିକିଂସକେର ଦ୍ୱାରା ଚିକିଂସା କରାଇବେ । ଦାଓୟାଟୁଳ ମେଚ୍ଛକ-ମୋତାଦିଲ ସେବନ କରାଇବେ । ୫ ମାୟା ହିଁତେ ୯ ମାୟା ।

ଆମାଶ୍ୟ ହିଁତେ ପାରେ ଏମନ ଆହାର କଥନ୍ୟ କରିବେ ନା । କାରଣ ପ୍ରବଳ ଆମାଶ୍ୟରେ କୁଞ୍ଜନେ ସନ୍ତାନ ରଙ୍ଗକା କରା ଦୁସାଧ୍ୟ ଓ ବଟେ । ଏକାନ୍ତ ଆମାଶ୍ୟ ହିଁଯା ଗେଲେ ୧୦/୧୫ ବଂସରେର ପୁରାତନ ତେତୁଲେର ଶରବଂ ପାନ କରିତେ ଦିବେ ।

ଗର୍ଭବତୀର ରକ୍ତଶ୍ରାବ

ପ୍ରବଳ ବେଦନାର ସହିତ ରକ୍ତଶ୍ରାବେର ପରିଗାମେ ସନ୍ତାନ ବିନଷ୍ଟ ହିଁଯା ଥାକେ । ରକ୍ତଶ୍ରାବ ଦେଖାଦିଲେ ଅବିଲମ୍ବେ ଉତ୍ତର ଚିକିଂସା କରିବେ ।

୧ମ ମାସେ ରକ୍ତଶ୍ରାବ ଉତ୍ତିଲେ ଉତ୍ତାର ପ୍ରତିକାରାର୍ଥେ ଯଷ୍ଟି ମଧୁ, କ୍ଷୀର କାକୋଲୀ ଓ ଦେବଦାର ।

୨ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ରାବେ ଆମରଳ, କୃଷ୍ଣତିଲ, ମର୍ଜିଣ୍ଟା ଓ ଶତମୂଳୀ ।

୩ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ରାବେ ପରଗାଛା, କ୍ଷୀର କାକୋଲୀ, ନୀଲୋତ୍ପଳ, ଅନନ୍ତ ମୂଳ ।

୪ୟ ମାସେର ଶ୍ରାବେ ଶ୍ୟାମା ଲତା, ରାମ୍ଭା, ବାମୁନ ହାଟୀ, ଯଷ୍ଟିମଧୁ, ଅନନ୍ତ ମୂଳ ।

୫ୟ ମାସେର ଶ୍ରାବେ ବୃତ୍ତି, କଟ୍ଟକାରୀ, ଗନ୍ତାରୀଫଳ, ବଟ ବୃକ୍ଷେର ଛାଲ, ଶୁଙ୍ଗା ଓ ସୃତ ।

୬ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ରାବେ—ଚାକୁଲେ, ବେଡ଼େଲା, ଶଜିନାବୀଜ, ଗୋକୁର, ଯଷ୍ଟିମଧୁ ।

୭ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ରାବେ ପାନି ଦଲ, ପଦ୍ମ ମୂଳାଳ କିସ୍ମିସ, କେଶୁର, ଯଷ୍ଟିମଧୁ ଓ ଚିନି ।

୮ୟ ମାସେର ରକ୍ତଶ୍ରାବେ କରେତ ବେଲ, ବୃତ୍ତି, କଟ୍ଟକାରୀ, ଇଞ୍ଚୁ ଇହାଦେର ମୂଳ ଏବଂ ପଲତା ।

୯ୟ ମାସେର ଶ୍ରାବେ ଯଷ୍ଟିମଧୁ, ଅନନ୍ତ ମୂଳ, କ୍ଷୀର କାକୋଲୀ, ଶ୍ୟାମାଲତା, ଥେତେ କରିଯା ଦୁର୍ଘ ପାକ କରିବେ । ଏହି ଦୁର୍ଘ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାଯା ଗର୍ଭବତୀକେ ପାନ କରିତେ ଦିବେ । —ଆୟର୍ବେଦ ପ୍ରଦୀପ

ଗର୍ଭବତୀର ଅକାଲ ବେଦନା

୧ମ ମାସେର ବେଦନାୟ—ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, ଶୁଲଫା, ଚିନି, କାଷ୍ଟ ମଲିକା, ଏହି ସମୁଦୟ ଦ୍ୱାୟ ସମଭାଗେ ଲାଇଁଯା ଚାଲୁନି ପାନିତେ ବାଟିବେ । ଦୁର୍ଘସହ ପାନ କରିତେ ଦିବେ । ପଥ୍ୟ ଦୁଧ ଭାତ ।

২য় মাসের বেদনায়—পাদ্ব, পানিফল, কেশুর চালুনি পানিতে পিষিয়া চালুনি পানিসহ সেব্য। ইহাতে বেদনার উপশম ও গর্ভের স্থিরতা হয়।

৩য় মাসের বেদনায়—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী, আমলকী পিষিয়া গরম পানিতে সেবন করিতে দিবে।

৪র্থ মাসের বেদনায়—উৎপল, শালুক, কষ্টকারী, গোক্ষুর ইহাদের কাথ সেব্য।

৫ম মাসের বেদনায়—নীলোৎপল, ক্ষীর কাকোলী দুধে পেষণ করিয়া দুধ, ঘি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

৬ষ্ঠ মাসের বেদনায়—টাবা লেবুর বীজ, যষ্টিমধু, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, দুধে পেষণ করত পান করিতে দিবে।

৭ম মাসের বেদনায়—শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুঃখসহ সেব্য।

৮ম মাসের বেদনায়—শীতল পানিতে পলাশপত্র বাটিয়া খাওয়াইবে।

৯ম মাসের বেদনায়—এরগুমূল, কাকোলী শীতল পানিতে পিষিয়া সেবন করিতে দিবে। অবশ্য ৯ম ও ১০ম মাসের প্রসব বেদনা বুঝিলে আর বেদনা উপশমের চিকিৎসা করিবে না।

অসময় বা অকালে গর্ভ পাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; কেশর, পানিফল, পাদ্ব কেশর, উৎপল, মুগাণি ও যষ্টিমধু। এই সমুদয় দ্রব্যের কক্ষেসিদ্ধ দুঃখ ও চিনির সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুধ ভাত। বকরীর দুধ ১/১০ ছটাক মধু ২ মাষা কুণ্ডকারের মর্দিত কর্দমী ৪ মাষা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিরাগ হয়।

গর্ভবতী নানাবর্ণের অতিসার, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, শূল নিবারণার্থে লবঙ্গাদি চূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁষ্ঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধূনা, শুলদা, ডালিম ফলের খোসা, জীরা, সৈঁঘাব, মোচরস, শিমুলের আটা, নীল সুদীমূল, রসাঞ্চন, অভ্ৰ, বঙ্গ, বৰাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁষ্ঠ আতইচ, কাকড়া শৃঙ্গি, খদির ও বালা। প্রত্যেক সয়ান ভাগ চূর্ণ ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিবে। অনুপান ছাগ-দুঃখ মাত্রা ১/১০ হইতে ১/১০ পর্যন্ত। গর্ভচিন্তামণি রস—ইহা সেবনে গর্ভবতীর জ্বর, দাহ, প্রদাহ, প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা সৃতিকা রোগও বিনষ্ট হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—রস সিদুর, রৌপ্য, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা অভ্ৰ ৪ তোলা কর্পূর, বঙ্গ, তান্ত্ৰ, জায়ফল, জৈত্রী, গৌক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলার মূল প্রত্যেকটি ১ তোলা পানিতে র্যান করিয়া ২ রতি বটি তৈয়ার করিবে।

সুপথ্য—আঙ্গুর, পেয়ারা, ছেব, নাশপতি, ডালিম, আম, জাম, আমলকী, ছোট পাথী ও খাসির এবং বকরীর গোশ্ত। গমের রুটী, মুগ, মাখন, ঘৃত, দুঃখ, চিনি, মিছুরি, কলা, কিসমিস, মোনাকা, আন্জীর, মধুর দ্রব্য, চন্দন, ঘোল, স্নান, কোমল শয্যায় শয়ন সামান্য পরিমাণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য।

কুপথ্য—রেউচিনি, ছোলা, মূলা, গাঁজুর, হারিগের গোশ্ত, অতিরিক্ত বাল, বেশী টক ও তিক্ত দ্রব্য, তরমুজ, অধিক মাষকলায়ের ডাল, বিবাদ, অতি ভোজন, রাত্রি জাগরণ, আপ্রিয় দর্শন, অধিক ব্যায়াম, বেশী ভার বহন, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, ভয়, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, চিংভাবে শয়ন, উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়া, অধিক পরিমাণ জুলাপ, ক্যাষ্টার ওয়েল ব্যবহার, চতুর্থ

মাসের পূর্বে এবং সপ্তম মাসের পরে স্থামী সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার বিশেষতঃ নবম মাসের পরে, অলসতা, সর্দি কাশি প্রভৃতি অহিতকর ও নিষিদ্ধ।

তদ্বীর

১। গর্ভধারণ ও রক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় কাগজে লিখিয়া স্তৰী লোকের কোমরে ব্যবহার করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَإِنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ - أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثى
وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ -

২। যাহাদের সন্তানই হয় না কিংবা গর্ভে মরিয়া যায় তাহাদের মাথার তালু হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিমাণ হলুদ রংয়ের কাঁচা সূতা লইবে। নয়টি গিরা দিবে, প্রত্যেকটি গিরায় নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ১ বার ফুঁক দিতে যাইবে। অতঃপর উহা স্তৰী লোকের গলায় কিংবা কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَاصْبِرْوَمَا صَبَرْتُكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكْفِرْنَ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يُمْكِرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدِّيْنِ اتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُونَ -

এ সঙ্গে সূরা-কাফেরণও এক একবার করিয়া পড়িবে।

৩। উক্ত রোগে এবং গর্ভবতী হঠাত আঘাত পাইলে বা আছাড় খাইলে ৩০ আয়াৎ পড়িয়া তৈল ও পানিতে দম দিয়া গোসল করিতে দিবে। নীচের তাবীজটি গলায় ধারণ করিতে হইবে যেন পেটের উপরিভাগে ঝুলিয়া থাকে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَإِنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ - أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثى
وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ - وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ رَبِّي نَذَرْتُ
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقْبِلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتِ رَبِّي وَضَعَتْهَا
أُنْثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ - وَلَيْسَ الدَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنَّ سَمِيَّتَهَا مَرِيمَ وَإِنَّ أَعِيَّدَهَا بَكَ وَدَرِيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - فَتَقْبِلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَبْتَهَا بَنَائًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَاً - وَاصْبِرْوَمَا
صَبَرْتُكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكْفِرْنَ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يُمْكِرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدِّيْنِ اتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ
مُّحْسِنُونَ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ -

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই তাবীজটি সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভবতীর ভয়াবহ দুঃস্থ বিদ্রূরিত হয়।

৪। ৪০ তার কাল সূতা ১। গজ লম্বা। উহা হাতে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াসীন পড়িবে। প্রত্যেক মুবীনের সময় একটি গিরা এবং উহাতে ফুক দিয়া গর্ভবতীর কোমরে ধারণ করিলে গর্ভপাত হয় না।

৫। ৪০টি লবঙ্গ হইবে। প্রত্যেকটি লবঙ্গের উপর ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ফুক দিবে। ঝুঁতু হইতে পৰিত্বাতা লাভের পর প্রত্যহ রাত্রে ১টি লবঙ্গ চিবাইয়া থাইবে। লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি থাইবে না এই ৪০ দিনের মধ্যে স্বামী সহবাস হওয়া দরকার।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَوْكَظْلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لَجْجَىٰ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
سَحَابٌ ثَلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ - إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا
لَهُ مِنْ نُورٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَلَوْاَنْ قُرْآنًا سُبِّرْتُ بِالْجَبَالِ أَوْقَطِعْتُ بِالْأَرْضِ أَوْكِلْمَ بِالْمَوْتِي
بِلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -

হরিণের পাকস্তলীর চামড়ার উপর উক্ত আয়াৎ মেশ্ক জাফরাণ ও গোলাব পানি দ্বারা লিখিয়া গলায় ধারণ করিলে চির বন্ধ্যোগ গর্ভ হইয়া থাকে।

৬। মৃত বৎসা রোগে প্রথম মাসের কোন এক সোমবার দুপুরের সময় ছাটাক গোল মরিচ, ছাটাক যোয়ান লইবে। ১ বার সূরা-শামছ ও একবার দুরাদ শরীফ পড়িয়া উহাতে দম দিবে। এইরূপ ৪০ বার করিবে। গর্ভবতীকে প্রত্যহ ১টি মরিচ ও কয়েকটি যোয়ান থাইতে দিবে। যতদিন সন্তান দুখ থাইবে ততদিন মাতা উহা থাইতে থাকিবে। খোদা চাহে ত মৃত বৎসা রোগ দূর হইবে।

৭। পুঁ খরগোশের পনির উহার কোষদ্বয়ের সহিত পিষিয়া থাইয়া স্তীগমন করিলে পুত্র সন্তান; স্ত্রী খরগোশের থাইলে কন্যা সন্তান লাভ হয়।

৮। সদা কন্যা সন্তান হইতে থাকিলে স্ত্রী পেটের উপর স্বামী শাহাদৎ আঙ্গুলী দ্বারা গোল দায়েরা দিয়া এ দায়েরার মধ্যে লিখিবে। এরূপ ৭০ বার করিবে। খোদা চাহে ত পুত্র সন্তান লাভ করিবে।

৯। জীনের আছর থাকিলে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থা এরূপ হইলে জীন অধ্যায় দেখিয়া উহাকে তাড়াইবার জন্য সহজ তদ্বীর করিবে। গর্ভে সন্তান থাকিলে জীনের কড়া তদ্বীর করিবে না ইহাতে সন্তান ও মাতা উভয়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে। তদ্বীজ কবজ দ্বারা জীন দূরে সরাইবার চেষ্টা করিবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

আঞ্জাহ্ তা'আলা কোরআন পাকের মধ্যে মানুষের শেকায়েত করিয়াছেন এবং বড়ই মর্মান্তিক ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ “মানুষ তাহাদের মহান খোদার পূর্ণ ও যথাযোগ্য মহসুস স্বীকার করিল না।” আঞ্জাহ্ পাক জলদ গভীর স্বরে কোরআনের মধ্যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেনঃ “আমি স্বয়ং; আসমান-জমীন এবং ইহাদের মধ্যস্থিত সবকিছুর আর যাহা তোমরা দেখিতে পাও কিংবা না পাও আমি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, রজিদাতা এবং ধন-জন, জ্ঞানবান, বিদ্যা-বুদ্ধি সবকিছু প্রদানকারী।” মহান আঞ্জাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পরিবর্তন সবকিছুরই প্রত্যক্ষকারী; দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আমার জ্ঞানের এবং ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছুই হইতে পারে না। কোরআনের পাতায় পাতায় আঞ্জাহ্ তা'আলার এ সব মহসুসের কীর্তন বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান ! তুমি কি খোদার গুণাবলীসমূহ নিজের ভিতর, বাহির, কথায়, কাজে, পরিকল্পনায়, হৃদয়ে এবং মগজে ঢুকাইতে পারিয়াছ ? সত্যই তুমি যদি উহা মানিয়া থাক তুমি থাটি মুসলমান। আর যদি একেবারেই অস্থিকার কর, তবে তুমি বে-ইমান মরদুদ কাফের।

শুধু জমা খরচের বেলা যদি উহা মানিয়া লও বা সমাজে ব্যক্তি বিশেষের চাপে সংযত থাক আর মুখে খোদাকে সর্বশক্তিমান মানিয়া লও ; কিন্তু তোমার মন-মগজ উহা কবূল করিয়া না লইয়া থাকে, কিংবা কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা সন্দেহ তোমার মনে জাগরুক থাকে, তবে তুমি একজন সত্যিকার মোনাফেক।

অতএব, দেখা যায়, সত্যিকার মু'মিন একমাত্র সে-ই, যে খোদার উল্লিখিত গুণাবলী স্বীকার করিয়া লয়। তাহারা ভর্মেও খোদার সার্বভৌমত্বকে ভুলিতে পারে না।

আল্লাহ্ রাববুল আলামীন স্বীয় কালামে পাকে অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে—একমাত্র আল্লাহই রাজ্ঞাক। তিনি ভিন্ন আর কোন রাজ্ঞাক বা রেজেকদাতা নাই। তিনি কোরআনে পাকে বলিতেছেন : “(হে মানব !) তোমরা সন্তান নষ্ট করিও না অভাবের ভয়ে ; কারণ তোমাদিগকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে আমিই রেজেক প্রদান করিয়া থাকি।”

অতএব, প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি-কর্তা, রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা, রেজেকদাতা এবং নিজকে তাহার একান্ত অনুগত দাস ও বান্দা বলিয়া ধারণা করা। পক্ষান্তরে যদি কেহ আল্লাহকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার মহান গুণাবলীকে কাঢ়িয়া লইয়া নিজেকে ফেরআউন বানাইতে চায়, তবে তাহার পরিণাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অধুনা আমাদের এক শ্রেণীর মহারথীরা ভূমি সংকট এবং আর্থিক দৈন্যের কথা চিন্তা করিয়া একেবাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাহাদের তলাইয়া দেখা উচিত যে, এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ যার ঐশ্বর্যের কারণে বহির্ভারতের বড় বড় তাঙ্গৰীদিগকে বার বার ভারত আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। সেই সোনার বাংলা আজ কেন মহা শুশানে পরিণত হইল ? আমাদের মহারথীরা সেদিকে একবারও দৃকপাত করিয়াছেন কি ?

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রি হইত একথা কে না জানে ? তখন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যিকীয় জিনিস-পত্রও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং সন্তা। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম সান্নাজ্যবাদী রাজা-বাদশাহগণ সুদীর্ঘ কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়া চরম ভোগ-বিলাস, নারী-বিলাস ও নানা প্রকার পাপাচারে প্রথিবীর মাটি, পানি ও শূন্যের হাওয়াকে কল্যুতায় বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার পরিবর্তে তাহারা আরও উৎসাহ বোধ করিত। মোগল সম্রাট আকবর তো নৃতন মনগড়া মতবাদ প্রচার করিয়া সকল দেশবাসীকে গোমরাহীর চরমে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এই সব অমার্জনীয় খোদাদ্রোহিতার ফলেই জমিনের দিকে নামিয়া আসিল মহান প্রাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার গজব ও কহর। যার বাস্তব পরিণতি স্বরূপ যালেম নিষ্ঠুর ইংরেজ জাতিকে ক্ষমতাসীন করিয়া দিয়াছিলেন এদেশবাসীর উপর।

দুর্ধর্ম ইংরেজ জাতি এই দেশের অধিবাসীদিগকে চির গোলাম বানাইবার উদ্দেশ্যে বহু সুপরিকল্পিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিক ও তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, সুচতুর ইংরেজরা জাহাজে বোঝাই করিয়া এদেশের খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি

সাত সমুদ্রের ওপার পার করিয়া দিত। দেশের ধান পাটের ক্ষেত জোরপূর্বক নীলের ক্ষেতে পরিণত করিত। ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধের যাবতীয় খরচই তারা নির্যাতীত ভারত হইতেই উসুল করিয়া লইয়াছিল। দেশের সোনা, মুক্তা, হিরা, জহরত সবকিছু সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে লইয়া গিয়াছিল। যুগ যুগ ধরে ঘাট্তি পূরণ করে খাদ্য-দ্রব্যাদির যে ভাণ্ডারটি সঞ্চিত ছিল তা কুমিল্লা, চিটাগাং ও সাতক্ষীরা এলাকায় ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। কোটি কোটি মণ ধান আগুনেরই খোকাক হইয়াছিল। অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্ৰী বুড়িগঙ্গা, মেঘনা ও কর্ণফুলীর কোমল চৱণে অপৰ্ণ করা হইয়াছিল। জাতির আখলাক নষ্ট করিয়া খোদার গবেষণাবে নিপত্তি করার জন্য তাহারা বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করিয়া গান-বাদ্য ও বেশ্যার আমদানি করিত। এইসব সুপরিকল্পিত পথায় তাহারা এদেশবাসীর মন-মগজ এবং চরিত্রকে এমনভাবে কল্পিত করিয়া দিয়াছে, যার ফলে দেশবাসী তার স্বাস্থ্য-সম্পদ, ধন-সম্পদ এবং শিক্ষা, তাহায়ীব, তমদুন সকলই হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব নিঃস্বল হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ সরকারের এই চক্রান্ত এবং নিজেদের অসীম পাপের দরকন খোদার অসম্ভুতির কারণে আজ সোনার বাংলা মহা শাশ্বানে পরিণত হইয়াছে। এই চৰম দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের নব্য শিক্ষিত পাতি-ফিরিংগিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহা কার্যকৰী করার জন্য তৎকালীন পাক-সরকার একমাত্র বাংলাদেশেই কয়েক শত ক্লিনিক স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। সরকার যথারীতি প্রচার কার্যও চালাইতেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে সব পথ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে তৎসমূদয় সম্পর্কে তাহারা নিজেরাই এপর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারে নাই।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের কথা :

(১) একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রেয়েক দাতা। কেহ যদি নিজে রুয়িদাতা হওয়ার দাবী করেন অথচ বিপুল জনতার খাদ্য দানে অপারাগ হন, তবে তিনি গদী ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইতে পারেন। সেজন্য তার পথ একেবারেই খোলা রহিয়াছে।

(২) আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যে পরিমাণ লোকের বসবাস ও আহার্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ঠিক সেই পরিমাণ মানুষই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। খোদার কাজ লইয়া মানুষের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

(৩) প্রতি বৎসর পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও সাগর উপসাগর হাজার হাজার একক জমি ভাসাইয়া দিতেছে। ফসল উৎপন্নের প্রচুর জমি অনাবাদ পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা কি এসব নেয়ামত মানুষের জন্য দান করিতেছেন না ?

(৪) মরম্ময় দেশ আৱৰ ভূমিতে (যেখানে বালুকারাজী ও বাবলা গাছ ছাড়া আৱ কিছু জমে না) জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই উঠিতেছে না, তবে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশে এ প্রশ্ন শুধু অবাস্তৱই নয়, বোকামিও।

(৫) জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার যাবতীয় দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে। কৃৎসিং নাটক, নভেল ও উলঙ্গ চিত্ৰ দ্বারা লাইব্ৰেৰী, ক্লাব সম্পূর্ণ ভৱপূৰ কৰা হইতেছে, উলঙ্গ ন্যূন্যকে আটৈর নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অঞ্জলি সিনেমার আমদানী করিয়া দেশের যৌন-উদ্বেলিত ছেলে-মেয়েদিগকে উচ্ছৃঙ্খলার দিকে ঢুত ধাৰিত কৰা হইতেছে। নারী-পুৱৰ্ষ সকলেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদিকে যৌন-আবেদনপূৰ্ণ কৰার হাতিয়াৰ হিসাবে ব্যবহাৰ কৰিয়া অবাধে

যৌনকার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ফলে দেশের জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। থিয়েটার ড্রামার অংশ গ্রহণ করার জন্য যুবক যুবতীদেরকে উৎসাহিত করা হইতেছে। দেশের পতিতালয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কো-এডুকেশন দ্বারা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশাৰ পথকে প্রশস্ত করা হইতেছে। এইরূপ অসংখ্য উপায়ে পাপাচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া স্বীকৃত মুসলমানদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে। পাপের এইসব মহা তাওবলীলা দুনিয়াৰ আকাশ-বাতাস, মাটি-পানি বিশাঙ্ক করিয়া তুলিয়াছে। তাই দেশবাসীৰ ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে সর্ববৎসী আসমানী বালা-মছীবত, অজন্মা, অভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামুরী। খোদা জানেন, এই হারেই যদি পাপাচার ও খোদাদোহিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে হয়ত এমনও দিন আসিতে পারে যেদিন অভাবের তাড়নায় জিন্দা মানুষকেও মারিয়া কমাইতে হইবে। আমাদের নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতীৱা ফিরিগী সভ্যতার মোহে পড়িয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যের নর-নারীৰ অবাধ মেলামেশা—বেপর্দা না হইলে নাকি তাদেৱ সভ্যতাই রক্ষা পায় না। তাহারা বলে, মনেৰ পৰ্দাই যথেষ্ট; বাহিৱেৰ পৰ্দার দৱকাৰ নাই।

(৬) জাতিৰ অধঃপতন ও অবনতি যখন ঘনাইয়া আসে জাতিৰ ভাগ্যবিপর্যয় যখন অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে তখনকাৰ অবস্থা এই দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে কোৱানে পাকে বলা হইয়াছে, “ধৰংসমুখী জাতি সুপুথ দেখিয়াও তাহা গ্ৰহণ কৰে না বৰং কু-পথ খুঁজিয়া তাহার অনুসৱণ কৰে।” পাশ্চাত্যেৰ অবাধ মেলামেশা আমদানী করিয়া আমাদেৱ ভদ্ৰসমাজ আজ গৰ অনুভব কৱিতেছেন; কিন্তু একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পোল্যাণ্ডেৰ ন্যায় প্ৰগতিশীল দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলাৰ দৱন ১৯৫৯ সালে ৮০ হাজাৰ অবৈধ গৰ্ভপাত হইয়াছে। আমেৱিকাৰ মেঞ্জিকোতে প্ৰতি সেকেণ্ডে ৭-৮টি অবৈধ নাৰী-ধৰ্ষণ ঘটিতেছে। আধুনিক সভ্যতাৰ চৱম উন্নতিৰ দাবীদাৰ লণ্ণনে শতকৰা দশভাগ জারজ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। অবস্থা এতটুকু গড়াইয়াছে যে, ঐ সব দেশেৰ লোকেৱা প্ৰকৃত পিতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। কাহাৰ সত্যিকাৰ জন্মদাতা কে তাহা সঠিকভাৱে বলা মাতাৰ পক্ষেও দুৱাহ হইয়া উঠিয়াছে। এহেন পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদেৱ দেশে আমদানি কৱা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদেৱ বিশ্বাস ব্যভিচাৰ ও তাৰ আনুষঙ্গিক কাৰ্য চালু রাখিয়া বাৰ্থ কন্ট্ৰোল বা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ ব্যবস্থাৰ প্ৰচলন কৱা আৱ জতিৰ গলায় ছুৱি চালান একই কথা। আৱ যদি যাৰতীয় খোদাদোহিতা বৰ্জন কৱতঃ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰথাৰ রেওয়াজ দেওয়া হয়, তবে একমাত্ৰ অভাবেৰ তাড়নায়ই এ বিকৃত পহাৰ অবলম্বন কৱা হইবে। ইহাও হইবে খোদা-দোহিতাৰ অস্তৰুক্ত; কাৱণ রেয়েকেৱ মালিক তো একমাত্ৰ আল্লাহ্ তা'আলাই। কোৱানে শৰীফে আল্লাহ্ তা'আলা জলদ গঞ্জিৰ স্বৰে ঘোষণা দিয়াছেনঃ সত্যসত্যই যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেশবাসী যথাযথখনপে মানিয়া লয় এবং আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কাজ হইতে পুৱোপুৱি বিৱত থাকে, তবে “আমি আল্লাহ্” আসমান ও জমিনেৰ দ্বাৰ উন্মুক্ত কৱিয়া দিব (বান্দাৰ খাদ্যেৰ জন্য কোন চিষ্টাই কৱিতে হইবে না।)

(৭) বৈজ্ঞানিক উন্নতিৰ যুগে যখন সবই সম্ভব হইতেছে তখন ভূমিৰ উৰুৱা শক্তি ও ফসলাদিৰ উৎপন্ন কেন বৃদ্ধি পাইবে না? কাজেই মানুষ কমাইয়া জেনা বাঢ়াইয়া, খোদাৰ গম্বৰ নামাইয়া আনিয়া জতিৰ উন্নতিৰ মাথায় বজায়াত কৱাৱ কি অৰ্থ থাকিতে পাৱে। তবে সৱকাৰী প্লান আইনগত প্ৰথা ব্যতিৱেকে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ে যদি কোন বৰ্মণী অধিক সন্তান জন্মেৰ দৱন স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়ে কিংবা পূৰ্ব হইতেই যদি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া থাকে, তাহলে একাপ নাৰীদেৱ

জন্য গর্ভরোধক ঔষধ ব্যবহার করা কোনো প্রকারে জায়ে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়াই উহা করা উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে নিম্নে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

- ১। সিকি তোলা কর্পুর ভক্ষণ করিলে কোনদিন গর্ভ সংপ্রদার হইবে না।
- ২। খাসী-ছাগলের পেশাৰ সেবন করিলে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না।
- ৩। বনস্তিষ কাল মুরগীৰ পিণ্ড লিঙ্গে মালিশ করিয়া সঙ্গম করিলে নারী পুরুষ উভয়ে অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, স্ত্রী চিরতরে বন্ধ্যা হইয়া যায়।
- ৪। যে কয়েকটি লাল কুচ পানিৰ সহিত সেবন করিবে ঠিক সেই কয়টি বৎসৰ সন্তানেৰ সংপ্রদার হইবে না।

গর্ভবতীৰ পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা

১। নিম্নলিখিত আয়াত জাফরান দ্বাৰা চিনা বৰতনে লিখিয়া বৃষ্টিৰ পানিতে ধৌত করিয়া গর্ভবতীকে সেবন কৰিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ কৰিবে। প্ৰসূতি শান্তি লাভ কৰিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ -
قَالَ مَنْ يُخْرِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - وَنَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

২। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ৭টি টুকুৱা কাগজে লিখিবে। এক কাগজ (তাবীজ) এক রাত্রি পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে খালি পেটে গর্ভবতী উক্ত পানি পান কৰিবে। পৰ পৰ সাতদিন একুপ কৰিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ কৰিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَذَا النُّونِ إِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا هَيْتَ تَهْتَ مِنَ الْغَمِ - وَقَالُوا مَنْ بَعَثَنَا
مِنْ مَرْقَدِنَا هُمْ حَسْرُونَ - وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَاعَقَ هَيْتَ يَنْظُرُونَ - وَإِنْ يَمْسِكْ اللَّهُ بِضُرٍّ
فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ -

গর্ভে সন্তানেৰ অস্ত্রিতা

গর্ভনীৰ শাৰীৱিক ব্যাধি, সন্তানেৰ কোন অসুবিধা কিংবা আঘাত বা আচাড় হেতু লফ-বাফ দিয়া থাকে। ইহাতে গর্ভবতী কোন কোন সময় মুর্ছিতা এবং কোন কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে প্ৰথমে কাৱণ নিৰ্গ্ৰহ কৰিয়া উহার প্ৰতিকাৱ কৰিবে।

১। সমপৱিমাণ আৱাজৰ (গুল্ম বিশেষ) ও যোয়ান পিষিয়া ৩ দিন প্ৰাতঃকালে খালি পেটে সেবন কৰিবে। গর্ভবতী ও সন্তান উভয়েই শান্তি লাভ কৰিবে।

২। প্ৰসূতিৰ কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু উহার উক্তব হইলে ইউচুফগুলেৰ ভূষি ও তোখ্মা দানার শৱবত পান কৰিতে দিবে।

৩। গর্ভবতীৰ হৃদ-স্পন্দন হইলে হৃদৱোগ অধ্যায়েৰ উল্লিখিত তাৰীজ বাধিবে।

৪। গর্ভজাত সন্তান খুব বেশী অস্থির হইলে কিংবা বেশী নড়াচড়া করিলে অথবা উর্ধ্বগামী হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া পেটের উপরি ভাগ পর্যন্ত বুলাইয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَفَحَسِبْتُمْ (الآية) ذَلِكَ تَحْقِيقٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَعْنَدَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا
رَهْقًا - بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - أَرْقُدْ أَرْقُدْ فِي بَطْنِ أُمِّكَ مُسْتَرِّي حَوَالًا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَهَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ - وَاللَّهُ وَسَلَّمَ -

প্রসব বেদনা

১। নবম মাসের প্রথম হইতে গর্ভবতীকে প্রত্যহ সকালে খোসা তোলা ১১টি বাদাম মিছরির সহিত খুব পিষিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। হজম শক্তি কমজোর হইলে উহার সহিত ১ মাঘা মোস্তানিও পিষিয়া লইবে। ইহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইবে। সন্তান সহজে প্রসব হইবে। সহ্যমত গরম দুধ সেবন করিতে দিবে।

২। দুই তোলা নারিকেল ও দুই তোলা মিছরি উন্নমনাপে পিষিয়া দৈনিক ভক্ষণ করিলেও যথা সময় সহজে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৩। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে প্রসূতির বাম হাতে কিছুটা চুম্বক লোহ সজোরে চাপিয়া ধরিতে দিবে। সন্তান তৎক্ষণাত ভূমিষ্ঠ হইবে।

৪। সন্তান প্রসবের দিন ঘনাইয়া আসিতে থাকিলে প্রত্যহ নাভীর নীচে সহ্যমত গরম পানির ধার দিতে থাকিবে।

৫। নিশাস বন্ধ করিয়া কাঁটানটে কিংবা দয়াকলা গাছের শিকড় উঠাইয়া উহা গর্ভবতীর চুলের সম্মুখ ভাগে বাঁধিয়া দিবে।

৬। নীলগায় (জংলী গরুর) শিং হাতে বা গলায় বাঁধিলে তৎক্ষণাত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৭। শকুনের পালক প্রসূতির নিম্নে রাখিলে খুব শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইয়া যায়। ফুলও অন্তি বিলম্বে বাহির হইয়া যায়।

৮। মাকড়সার পূর্ণ একটি সাদা জাল ২ তোলা পানির সহিত পিষিয়া জরায় মুখে লাগাইবা মাত্রই সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল বাহির করিবার উপায়

১। ফুল বাহির হইতে দেরী হইলে উহার সাধারণ তদ্বীর ধাত্রীগণ করিয়া থাকেন। উহাতে সুফুল না হইলে ক্ষীরা, শসা, কিংবা সড়মার লতা থেতো করিয়া পানিতে জাল দিবে। ঐ পানি প্রসূতিকে সেবন করাইলে অন্তিবিলম্বে ফুল ও মরা সন্তান বাহির হইয়া যায়।

২। ঘোড়া, গাধা কিংবা খচরের খুরের ধুঁয়া প্রসূতির যৌনী দ্বারে লাগাইলে মরা, তাজা সন্তান ও ফুল শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়।

৩। জবু কিংবা শৃঙ্গালের সম্মুখের পা প্রসূতির পদদ্বয়ের তলে রাখিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

তদ্বীর

১। প্রসব বেদনা অল্প আরম্ভ হইলে যে কোন প্রকার মিষ্টির উপর নিম্ন আয়াত ৩ বার পড়িয়া দম করিবে। প্রসূতিকে একটু একটু খাইতে দিবে। আল্লাহ চাহে ত খুব শীঘ্ৰই প্রসব হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدْتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ -

২। উক্ত আয়াতের সহিত লিখিবেঃ

اهيا اشراهيلا اللهم سهل عليها الولادة خلقة فدراة ثم السبيل يسرة - وصلى الله على النبي
واليه وسلم -

বাম পায়ের উরতে বাঁধিবে। সন্তান প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ তাবীজটি খুলিয়া ফেলিবে।

৩। জাফরান, মেশক ও গোলাব পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা নিম্নোক্ত দো'আ ও আয়াত চিনা বরতনে লিখিবে। নির্মল পানিতে ধোত করিয়া প্রসূতিকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান প্রসব হইতে দেরী হইবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُسُوكُمْ أَلَا عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُؤْعَدُونَ لَمْ يَلْبُسُوكُمْ أَلَا سَاعَةً مِنْ نُهَارٍ بِلَاغٍ -

৪। হ্যরত ইবনে আবাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সন্তান প্রসব হইতেছে না এবং বেদনায় প্রসূতি অঙ্গের হইলে নিম্নোক্ত আয়াত ও দো'আ বরতনে লিখিয়া নির্মল পানিতে ধোত করিয়া কিছুটা সেবন করিতে দিবে। কিছুটা বেদনা স্থলে মালিশ করিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ... يُؤْمِنُونَ - كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُسُوكُمْ أَلَا عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدْتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ - سَالِمًا مُسْلِمًا -

৫। প্রসূতির মাথার চিরগীর এক পিঠে লিখিবেঃ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدْتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ -

অপর পিঠে লিখিবেঃ মিকাইল - اسrafيل - عزراfيل

চিরগীখনা গর্ভবতীর বাম পায়ের উরতে বাঁধিবে। প্রসবান্তে খুলিয়া রাখিবে।

৬। নিম্নোক্ত দো'আ গর্ভবতীর মাথার চিরগীতে লিখিয়া ডান পায়ের উরতে বাঁধিবে।

أَخْرُجْ أَيُّهَا الْجِنِّينُ مِنْ بَطْنِ أُمَّكَ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَدْعُوكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَوْلَمْ يَرَالَذِينَ كَفَرُوا أَنَّ
السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْئٍ حَتَّىٰ

৭। মানুষাকৃতি কুকুর এবং নরাকৃতি শয়তান, বে-শরা বে-ইমান ফকির যাদুমন্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব বন্ধ করিয়া থাকে। উহার প্রতিকারার্থে যাদু নষ্ট করিবার তদ্বীর অবশ্য করিবে।

৮। নবজাত শিশুর গলায় নিম্নোক্ত তাবীজ ও তখ্তি লিখিয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّمَامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَةٍ
تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ الْفِلِ لَاحْوَلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ

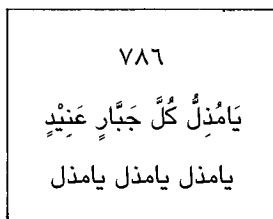
৯। চান্দির পাটা বা তখ্তির উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লোহ দ্বারা অক্ষন করিয়া সন্তানের গলায় দিবে।

يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مُؤْمِن	يَا مَهِيمِن	يَا رَقِيب
يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مُؤْمِن	يَا مَهِيمِن	يَا رَقِيب
يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مُؤْمِن	يَا مَهِيمِن	يَا حَافِظ
يَا حَافِظ	يَا حَفِيظَ	يَا مُؤْمِن	يَا مَهِيمِن	يَا رَقِيب

১০। চান্দির ২ নং তখ্তি নিম্নরূপ—

ظ	ى	ف	ح
ح	ف	ى	ظ
ى	ظ	ح	ف
ف	ح	ظ	ى

১১। তামার তখ্তি নিম্নরূপ সন্তানের গলায় দিলে জিন ও উম্মুচ্ছেবইয়ান হইতে নিরাপদ হয়।



গর্ভাবস্থায় কোন পুরুষ ত দূরের কথা কোন স্ত্রীলোককেও পেট দেখাইবে না, হাত লাগাইতে দিবে না, স্পর্শ করিতে দিবে না। কারণ দুষ্ট জিন অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশীর রূপ ধরিয়া এইভাবে অনেক জায়গায় সন্তান ও মাতার ক্ষতি করিয়া থাকে। সাবধান!

শিশু সন্তানের অন্যান্য চিকিৎসা বাল্যরোগ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।

প্রসূতির পথ্যাপথ্য

দীর্ঘ ১০ মাস কাল প্রসূতির ভিতর ও বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দুর্বল থাকে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুর্বল শরীরে অশিক্ষিত নারী নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করে। ফলে প্রসূতি জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত নারীসমাজ তখন সূতিকার প্রতি দোষ চাপাইয়া দিয়া অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহার পরিণামে মাতা ও সন্তান উভয়েই ভয়ংকর বিপদে পতিত হয়। অতএব, প্রসবান্তে কিছুদিন গর্ভবতীকে বলকারক লয়ু পথ্যাদি খাইতে দিবে। অগ্নিবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টির খাদ্যাদিও বাড়াইতে থাকিবে। প্রথম দিন হইতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত **عرق كيميا** (আরকে কিমিয়া) নামক হেকিমী ঔষধটি সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবতী নানাপ্রকার জঠর রোগ ও দৌর্বল্য হইতে নিরাপদ থাকিবে। দিন দিন প্রসূতির শক্তি ও কাস্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। স্তন্য দুর্ঘাত বৃদ্ধি পাইবে। সন্তানও স্বাস্থ্যবান হইবে। ইহা মৃত সঙ্গীবনী হইতে অধিক ফলপ্রদ। পরন্তু মৃত সঙ্গীবনী সুধা ও সূরা মদ ও হারাম দ্রব্যাদির সমন্বয়ে প্রস্তুত। কাজেই মৃত সঙ্গীবনী সুধা ও সূরা মুসলমানের জন্য পরিত্যাজ্য। “আরকে কিমিয়া”ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। হেকিমী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যৌন ব্যাধি (প্রমেহ)

যৌবনের প্রারম্ভে কাম-রিপুর তাড়নায় অশ্লীল, নাটক, নভেল, ড্রামা, ড্যাথ্প, বল-ড্যাথ্প, উলঙ্গ ছবি, বে-পর্দা, নারী-পুরুষের আবাধ মেলামেশা প্রভৃতি চরিত্র নাশক অশ্লীল কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের উচ্চান্তে মন মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমশঃ স্বপ্নদোষ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যৌন ক্ষুধার তাড়নায় অস্ত্রির হইয়া হস্ত মৈথুন, পশ্চ মৈথুন করিতে শুরু করে। ফলে জনেন্দ্রিয়ের অতি সূক্ষ্ম রগসকল ছিড়িয়া যাওয়াতে রক্তের চলাচল সম্যক বন্ধ হইয়া যায়। নানা ভাবে শুক্রফ্য হেতু জিরয়ান, মেহ, প্রমেহ, মৃগ্রক্ষ্ট, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি নিরাকৃণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্রস্তাবের পূর্বে বা পরে দুর্ঘবত ২/৪ ফেঁটা ক্ষরিত হইয়া থাকে। অথবা শুক্র তরল হইয়া ওঠা-বসা ও চলাফেরা করার সময় ফেঁটা ফেঁটা ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার সহিত জঠর পীড়ায় একবার আক্রান্ত হইলে বড় জটিল হইয়া পড়ে। এইসব অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

চিকিৎসা

১। রক্ত ও ধাতু চাপ হেতু আভ্যন্তর অতিমাত্রায় গরম হইলে ক্ষরিত শুক্র হরিদ্বা বর্ণ হয়। প্রস্তাবকালে জ্বালা পোড়া হইয়া থাকে। পিতাধিক্যেও এরূপ হইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতে শতমূলীর রস কাঁচা দুধের সহিত পান করিলে প্রমেহ এবং তজ্জনিত জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২। মধু ও হরিদ্বা সংযুক্ত আমলকীর রস পান করিলে অথবা ত্রিফলা, দেবদারু, মুতা, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৩। গুলধের রস মধুর সহিত পান করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৪। কিঞ্চিত ফিট্কারী ১টি ডাবের মধ্যে পুরিবে। একবার পানি বা কাদার মধ্যে রাখিয়া প্রাতে উহা পান করিলে বহু দুরারোগ্য মেহ-প্রমেহও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৫। শ্যামালতা, অনন্ত মূল, কটকী ও গুচ্ছুর বীজ ইহাদের কাথে ২ রতি গন্ধক, নিশাদল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা উপসর্গিক মেহ বিনষ্ট হইবে।

୬। ବାବଲାର ଆଟା ପାନିତେ ଭିଜାଇଯା ସେଇ ପାନିର ସହିତ ୪ ରତି ଯବକ୍ଷାର ଥାଇଲେ ଶୁକ୍ର ଦୁଷ୍ଟମେହ ପ୍ରଶମିତ ହ୍ୟ ।

୭। କାବାବ ଚିନି ଗୁଡ଼ା ୮୦ ମାତ୍ରାଯ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତେ ଓ ଶୟନକାଳେ ପାନିର ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କରିଲେ ସର୍ବପ୍ରକାର ମେହ ବିନଷ୍ଟ ହ୍ୟ ।

୮। ତ୍ରିଫଲା, ମୁତ୍ତା, ଦାରୁ ହରିଦ୍ଵା, ରାଖାଲ ଶଶା ଇହାଦେର କ୍ଵାଥେ ହରିଦ୍ଵା, କଞ୍ଚ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ପାନ କରିଲେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରମେହ ବିନଷ୍ଟ ହ୍ୟ ।

ରମ ପ୍ରୟୋଗ

୯। ପ୍ରଶାବ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ କିଂବା ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ହଇଲେ ଏବଂ ଜ୍ବାଲାପୋଡ଼ା ଥାକିଲେ ଆହାରେ ପର ଚନ୍ଦନାସବ ସେବନ କରିବେ ଓ ଶିମୁଲ ମୂଳ ଚର୍ଣ୍ଣ, ମଧୁ କିଂବା ହରିଦ୍ଵାର ରମ ଓ ମଧୁ ଅଥବା ପାକା ଯଜ୍ଞ ଡୁମୁରେର ଫଳ ଚର୍ଣ୍ଣ ମଧୁସହ ନିମ୍ନୋତ୍ତ ଔଷଧରେ ଏକଟି ବଟୀ ଉତ୍ତମରାପେ ମାଡ଼ିଯା ସେବନ କରିବେ । ସର୍ବପ୍ରକାର ମେହ, ପ୍ରମେହ ଶୁକ୍ର ତାରଳ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନଦୋସ ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ଧାତୁ ରୋଗ ପ୍ରଶମିତ ହ୍ୟ । ଦୀର୍ଘଦିନ ସେବନ କରିଲେ ବିଶେଷ ଉପକାର ହ୍ୟ ।

—ବଙ୍ଗ, ପାରଦ, ଗଞ୍ଜକ, ରୌପ୍ୟ, କର୍ପୂର, ଅଭ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୨ ତୋଳା । ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ମୁକ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୪ ମାଘା । ଏହି ସମୁଦ୍ର କେଶବିଯାର ରସେ ଭାବନା ଦିଯା ୨ ରତି ପରିମାଣ ବଟୀ କରିବେ । ମେହ ଓ ପ୍ରମେହର ସଂଗେ ପେଟେର ଗୀଡ଼ ଥାକିଲେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଓ କରିବେ ।

ପାଚନ ଓ ରସାଦି ଔଷଧ ସେବନେ ଉପକାର ହଇଲେ ବସନ୍ତ କୁମାର ରମ ସେବନ କରିବେ । ଇହା ଧାତୁ ରୋଗେର ଶେଷ ଔଷଧ ବଲେ କବିରାଜି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହଇଯାଛେ । କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ତବୀୟ ଗରମ ହଇଲେ ଅନ୍ୟ କୋନ ଠାଣ୍ଗ ଔଷଧ ଦିବେ ବସନ୍ତ କୁମାର ରମ ବ୍ୟାୟବତ୍ତଳ ଏବଂ ବାମେଲାଓ ଖୁବ ବେଶୀ ବଲିଯା ଉହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଗଲ୍ଭି ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହଇଲୁ ନା । କୋନ ବିଜ୍ଞ କବିରାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବେ ।

ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ

ସୁପଥ୍ୟ—ପୁରାତନ ଚାଉଲେର ସୁସିଦ୍ଧ ଭାତ, ଛୋଟ ମାଛେର ଝୋଲ, ବେଣୁନ, ପଟଳ, ଝିଙ୍ଗେ, ଡୁମୁର, ମାନକୁଚୁ, ଥୋଡ଼, ମୋଚା, ମୁଗ, ମାସକଳାଇୟେର ଡାଇଲ, ଦୁଷ୍ଟ, ଦର୍ଧି, ଘୋଲ, ତାଲ ଓ ଖେଜୁରେର ମାଥି ଏବଂ ଉହାର କୋମଳ ଶାସ, ଚିନି, ନାରିକେଲ ଓ ପୁରାତନ ମଧୁ ହିତକର ।

କୁପଥ୍ୟ—ମଧୁର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୁରୁପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପିଠା, ପୋଲାଓ, ଗରର ମାଂସ, ମରିଚ ପ୍ରଭୃତି କୁଟୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅହିତକର ।

ପ୍ରମେହ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାଯ ସତକୀକରଣ

ଜିରିଯାନ, ଧବଜଭଙ୍ଗ, ସ୍ଵପ୍ନଦୋସ, ମେହ ଓ ପ୍ରମେହାଦି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିତେ ସର୍ବଦା ରୋଗୀର ମେଜାଜ ବୁଝିଯା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ । ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଜ୍ଵାଳାନ, ନାଜ୍ଵାଲାନ ଏବଂ ଯାହାଦେର ଭିତରେ ହାରାରାତ ବା ଗରମ ଖୁବ ବେଶୀ, ତାହାଦିଗକେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଗରମ, ଉନ୍ନେଜକ ଏବଂ ବାଜୀକରଣ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କିଛୁତେଇ କରିବେ ନା ବରଂ ଠାଣ୍ଗ ଔଷଧ ରୋଗେର ପ୍ରତିକାର କରିବେ । ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକେର ଦ୍ୱାରାଇ ଉହାଦେର ଶରୀରେର ଘାଟତି ପୂରଣ କରିବେ, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ନା ହ୍ୟ ଅଥଚ ଚିକିତ୍ସକ ବହୁଦଶୀ ତଥନ ବାଧ୍ୟ ହଇଯା ଉନ୍ନେଜକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିତେ ହଇବେ । କିନ୍ତୁ ଉହାର ସଂଶୋଧକ କୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ।

ধ্বজভঙ্গ

প্রবল স্বপ্নদোষ, দীর্ঘদিন জিরিয়ান বা প্রমেহ, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন এবং অতিমাত্রায় স্ত্রী-সংগম হেতু অপরিসীম শুক্রক্ষয় আর মেথুনাদি কর্তৃক জনেন্দ্রীয়ের সূক্ষ্মরণ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন ধ্বজভঙ্গ রোগ জনিয়া থাকে। ইহা বড়ই কঠিন ব্যাধি। কঠিন রোগীই এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। আবার ইহার সহিত জঠর পীড়ার সংযোগ থাকিলে প্রায়ই চিকিৎসার আশা করা যায় না। সীমাইন নারী বিলাসিতা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলাই ইহার জন্য দায়ী; সুতরাং প্রথম হইতেই সর্তর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সংযমী বনিতে ও বানাইতে হইবে।

অশ্লীল নাটক-নভেল, সিনেমা ড্রামা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বে-পর্দা, কো-এডুকেশন, বেশ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে। ইসলামী নৈতিক চরিত্র অনুযায়ী জনগণকে গঠিত করিয়া খোদাভীরুতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এতদ্সম্মেও যদি কেহ এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে উহার সুচিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না করাই শ্রেয়ঃ। গরীব জনসাধারণের জন্য এ দুর্যোগের সময়কার চিকিৎসা করানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে আমরা এখানে কতিপয় ঔষধপত্রের উল্লেখ করিতেছি যদ্বারা সর্ব-সাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি।

স্ত্রী জাতির ধ্বজভঙ্গ হইলে স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসাই যথেষ্ট। প্রয়োজন হইলে সময়ের অনুকূলে কোন একটা বাজীকরণ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। নারী ধ্বজভঙ্গ অনেকটা সহজসাধ্য কিন্তু পুরুষ ধ্বজভঙ্গ খুবই কঠিন। অবস্থা ভেদে পুরুষ ধ্বজভঙ্গ দ্বিবিধ। ১ম প্রকার—ভিতরে বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের দরুন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এরপ অবস্থায় বয়স, পাকাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসা করিবে। উপযুক্ত খাদ্য খাদক এবং ঠাণ্ডা ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। দরকার হইলে কিছু বাজীকরণ বা উত্তেজক ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে। যথাসম্ভব উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার না করা ভাল।

দ্বিতীয় প্রকার—হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, ইত্যাদি জঘন্য ক্রিয়াদির দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহাতে লিঙ্গ, অগুকোষ বিকৃত হইয়া যায়। লিঙ্গের উত্থান রহিত হইয়া যায়। এই জাতীয় ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কোন সময় কষ্টসাধ্য আর কখনো বা একেবারেই দৃঃসাধ্য।

চিকিৎসা

ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে দুর্চিন্তা আসিয়া রোগীর মন ভারাক্রান্ত ও কলুষ করিয়া ফেলে। অতএব, দুর্চিন্তা দ্রু করিতে হইবে। জায়েয় আমোদ-প্রমোদ, সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ এবং নির্মল বায়ু সেবন করিবে। কু-পথ্য পরিত্যগ করিবে।

চিরকোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অভয়া মোদক দ্বারা একদিন পেট পরিষ্কার করিয়া লইবে। মোদকটি পরে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবে।

পাকাশয়ের ক্রিয়া সঠিক না হইলে অর্থাৎ অগ্নিমাল্য, অজীর্ণ অতিসার প্রভৃতি উদরাময় থাকিলে উহার চিকিৎসা হ্যাত শুক্ররোগ নিবারক ঔষধ ব্যবহারের পূর্বেই করিবে; না হ্য উভয় প্রকার ঔষধ এক সঙ্গেই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। রোগসমূহের প্রতিকার হইবার পর প্রচুর গাঢ় শুক্র পয়দা হওয়ার জন্য উপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য, পাচন ও রসাদি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অধিক উষ্ণ বাজীকরণ ঔষধ হইলে রোগীর শারীরিক উত্তাপ বাড়িয়া যাইবে। দেল এবং দেরাগ সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবে। যাহাতে স্বপ্নদোষ না হইতে

পারে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। প্রথম প্রকার ধ্বজভঙ্গে তৈলাদি লিঙ্গে মালিশ না করিয়া কেবলমাত্র সেবনীয় ঔষধ দ্বারা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্বজভঙ্গে রোগসমূহের চিকিৎসার পর লিঙ্গ সংশোধনের জন্য দীর্ঘদিন তৈলাদি মালিশ করিবে। তৈল মালিশের সংগে বাজীকরণ ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

১। কিঞ্চিত পিপুল চূর্ণ ও লবণের সহিত ছাগলের অগুকোষ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ছাগলের অগুকোষ খাওয়া হারাম। অন্যান্য ঔষধে সুফল না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা খাওয়া জায়েয় হইতে পারে।

২। মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া তাহা গো-দুঁকে সিদ্ধ করিবে। ঐ দুঁকে নিষ্ঠ্য ক্ষণ তিল ভিজাইয়া সেবন করিলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩। প্রাচীন শিমুলের মূলের রস সম পরিমাণ চিনির সহিত কিছুদিন খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। চারা শিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিবে। উহা ঘৃত ও দুঁখের সহিত ভক্ষণ করিলে রমণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৫। আমলকী চূর্ণ, আমলকীর রসে মাড়িয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইবে। অতঃপর দুঁফ পান করিবে। ইহাতে বৃদ্ধি ও স্ত্রী-সঙ্গমে সমর্থ হয়।

৬। আলকুশীর বীজ, কুলে খাতার বীজ চূর্ণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ধারোফাও দুঁফ পান করিলে অতি রমণ্যেও শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

৭। তাজা গোশত, হাঁস মুরগী ও মাছের ডিম, গৃহ চটক ও তাহার ডিম, বড় পুঁটি মাছ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে শুক্র বর্ধিত হয়।

৮। ডিমের শুধু মাত্র কুসুম পিয়াজ চুর্ণের সহিত তিনদিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯। কিছু রসুন পিয়িয়া উহার সহিত সম পরিমাণ আকরকরার অতি মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অতঃপর ঐ দ্রব্য সমুদয় সিত হইলে সম পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিবে। একত্রে খুব ছানিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া ভালমত মুখ বন্ধ করিবে। তিন দিন গরম গোবরের মধ্যে ঐ পাত্রটি রাখিবে। চতুর্থ দিন বাহির করিয়া মদু আগুনে জ্বাল দিয়া নামাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ সকালে এক সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গঁফ দূর হইবে, খাতেশ বৃদ্ধি পাইবে; লিঙ্গের উত্থান হইবে। ইহাতে হৃদরোগের উপশম হয়। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, পাকাশয়ের দুর্বলতা দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়, প্রকোপিত শ্লেষ্মা দূর হয়, শুক্রাঙ্গতা দূর হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

১০। এঁড়ে গরুর লিঙ্গ সুরমার ন্যায় মিহিন করিবে। মধু মিশ্রিত করিয়া উহা সঙ্গমের কিছুক্ষণ পূর্বে সেবন করিবে। ইহাতে নিষ্টেজ লিঙ্গেরও পুনরুত্থান হইবে। অত্র চিকিৎসা ১ নং অধ্যায়ের মুষ্টিযোগের শেষাংশে দেখিয়া লইবে।

১১। কুকুরের লিঙ্গ কাটিয়া লইবে। সঙ্গমের পূর্বে উরতে বাঁধিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা উরতে বাঁধা থাকাকালীন লিঙ্গ নিষ্টেজ হইবে না, কামাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে।

১২। মোরগের কোষদ্বয় শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। উহার সহিত “মিলহে হায়দারানী” মিশ্রিত করিবে। মধুসহ মদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। খুব গাঢ় হইলে নামাইয়া ছানিয়া লইবে। ছেট ছেট বাটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। রমণীগমনের পূর্বে মুখে একটি বটী ধারণ করিলে কামাগ্নি অত্যন্ত

বৃদ্ধি পাইবে। উহা মুখ হইতে যতক্ষণ বাহির না করিবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করিবে। উহা আমীর উমারাহদের শুণ্ঠ ধনও বটে।

১৩। বাদুর ও চামচিকার রক্ত পদতলে মর্দন করিলে লিঙ্গের উথান হইয়া থাকে।

১৪। কুকুরের সঙ্গমকালে যখন মজবুতভাবে লাগিয়া যায় তখন সাবধানতার সহিত পুরুষ কুকুরের লেজ জড় থেকে কাটিয়া লইবে। ৪০ দিন উহা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিবে। অতঃপর মাটি হইতে বাহির করিবে এবং সূতায় গাথিয়া কোমরে ধারণ করিবে; যতক্ষণ উহা কোমরে থাকিবে ততক্ষণ বীর্যপাত হইবে না। —খায়ায়েনুল মুলুক

১৫। মাষকালায়ের ডাইল /১০ পোয়া পিয়াজের রসে সারারাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে ছায়াতে শুকাইবে। এরূপ তিনিদিন করিবে। অতঃপর খোসা দূর করত রাখিয়া দিবে। ঐ ডাইল চূর্ণ ২ তোলা, চিনি বা মিছরি ২ তোলা, ঘি ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে জিরয়ান, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ দূর হইবে। রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ধাতু খুব গাঢ় হইবে। ইহা ভক্ষণের সময় স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

১৬। গব্য ঘৃত, গব্য দুঁফ, পেস্তার তেল, প্রত্যেকটি /১০ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া মদু অগ্নিতে পাক করিবে পাঁচ ছাঁটাক থাকিতে নামাইবে। প্রত্যেহ ২ তোলা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোমরের বেদনা দূর হয় এবং গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

১৭। বড় ছোলা পিয়াজের রসে সারা রাত ভিজাইয়া রাখিবে এবং ছায়াতে শুকাইবে। ৭ দিন একপ করিবে। শুকাইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ মিছরির সহিত মিশাইবে। প্রত্যহ সকালে ১ তোলা এবং শয়নকালে ৬ মাঝা দুঁফসহ সেবন করিবে।

১৮। ২ তোলা বড় ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। পানিতে সারারাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে একটি করিয়া ছোলা উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবে অবশ্যে মধু দিয়া পনিটুকু খাইয়া ফেলিবে। উন্মুক্ত মাঠে ব্যায়ামও করিবে; সুঠাম মজবুত স্বাস্থ্য হইবে। জননেন্দ্রীয় মজবুত ও কার্যক্ষম হইবে। পেটের পীড়া থাকিলে উহা না খাওয়াই উত্তম।

১৯। ছোলা ভাজিয়া উহা চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের সহিত ৫টি ডিমের কুসুম মিলাইবে। ছোলা চূর্ণ ও কুসুম পানি দিয়া জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হইলে ৫ তোলা ঘি ও ৫ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছানিয়া রাখিবে। প্রত্যহ ৪ তোলা হালুয়া প্রাতে ভক্ষণ করিবে। ইহা শুক্র বর্ধক, রতিশক্তি বর্ধক এবং উফরীয়।

২০। শোধিত সিদ্ধ চূর্ণ আড়াই পোয়া, গব্য ঘৃত অর্ধ সের, চিনি/২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির রস /৪ সের, গব্য দুঁফ /৪ সের, এই সমূদয় মদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, দারংচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর, চাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানি ফল, ত্রিকুট, ধনে, অদ্র, বঙ্গ, হরিতকী, কিসমিস, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জিঞ্চ খেজুর, কুলে খারা বীজ, কটকী, যষ্টি মধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈঙ্ঘব, যমানী বন-যমানী, জীবন্তি, গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ একত্র করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া কিছু কর্পূর ও কস্তুরী উহার সহিত ভালরূপে মাড়িবে। মাত্রা ।০ তোলা হইতে । তোলা পর্যন্ত। অনুপান দুঁফ; সকাল ও সন্ধ্যায়। এই ঔষধটির নাম “রতি বল্লভ মোদক”। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ।

২১। বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, ধ্বজভঙ্গের একটি মহোষধ। প্রস্তুত প্রণালী স্বর্ণপত্র ১ তোলা শোধিত পারদ ৮ তোলা গন্ধক মিলাইয়া পুনরায় (কজ্জলি করিবে) মাড়িবে। লাল বর্ণ কার্পাসের পুষ্প রসে ও ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিবে। মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে মকরধ্বজের ন্যায় বালুকা ঘন্টে পাক করিবে। এই ঔষধ ১ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল, মরিচ, পিপলু, লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভী ॥০ আনি এই সমুদয় মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি, প্রতিদিন প্রাতে মাঝন মিছরিসহ সেব্য।

২২। মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ রোগে যখন অন্য কোন ঔষধ ফলদায়ক না হয় তখন বসন্ত-কুমার রসই ভরসাস্থল।

প্রস্তুত প্রণালী

শোধিত স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, বঙ্গ, সীদা, লৌহ, প্রত্যেকটি ৩ ভাগ, অন্ন, প্রবাল, মুক্ত প্রত্যেকটি ৪ ভাগ, এই সমুদয় একত্রে মাড়িয়া যথাক্রমে গরুর দুধ, ইক্ষুর রস, বসক ছালের রস, লাক্ষার কাথ, বলার কাথ, কলা গাছের মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস, জাফরানের পানি, কস্তুরী, এই সমুদয় দ্বারা ভাবনা দিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। প্রাতে ১ বটী সেব্য।

২৩। ৩৫ তোলা মধু জাল দিয়া খুব গাঢ় করিবে। অতঃপর ২০টি ডিম সিদ্ধ করিয়া শুধু উহার কুসুম এ মধুতে উত্তমরাপে মাড়িবে। মিশ্রিত মধু ও কুসুমের সহিত আকরকরা, লবঙ্গ, শুঁষ্ঠ, প্রত্যেক ৩৩ণ০ মাষা চূর্ণ উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া ভালুকাপে মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ সকাল বা সন্ধ্যায় ১ তোলা সেব্য। সর্বপ্রকার ধ্বজভঙ্গে বিশেষতঃ ২য় প্রকার ধ্বজভঙ্গে ঔষধাদির সহিত লিঙ্গের চিকিৎসা করিবে।

লিঙ্গ ব্যাধি

হস্ত মৈথুন, পুঁঁ মৈথুন, পশু মৈথুন হেতু লিঙ্গের গোড়া সরু মাথা মোটা হইয়া থাকিলে এক সপ্তাহ নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

১। পানি ব্যাংকের চর্বি ১১০ তোলা, আকরকরা ১০১০ মাষা, গব্য ঘৃত ৩১০ তোলা। প্রথমতঃ ঘি গরম করিয়া উহার সহিত ব্যাংকের চর্বি মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ মুদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। উহার সহিত আকরকরার মিহিন চূর্ণ মিলাইবে। এক ঘণ্টাকাল খুব মাড়িবে। এই ঔষধ দ্বিদুষণ করিয়া লিঙ্গের তলদেশের সেলাই ও উহার অগ্রভাগ বাদ দিয়া জনেন্দ্রীয়ে মালিশ করিয়া পান দিয়া ঢাকিবে এবং উহার উপরে নেকড়া দ্বারা বাঁধিবে। এশার নামায়ের পর হইতে সারারাত্রি বাঁধিয়া রাখিবে। ফজরের পূর্বে খুলিয়া গরম পানি দ্বারা ধোত করিবে। ঔষধ ব্যবহারে লিঙ্গের উপর কিছু দানা উপ্তি হইলে মাঝন লাগাইবে।

২। দীর্ঘ দিন গোপাল তৈল লিঙ্গে মালিশ করিবে। ইহা আয়ুবেদীয় ঔষধ।

৩। এক টুকরা কাপড় আকন্দের দুধে ৩ বার ভিজাইবে, ৩ বার শুকাইবে তৎপর গব্য ঘৃতে ভিজাইয়া তন্মধ্যে কিছু পরিমাণ তবকী হরিতালের গুড়া ছিটাইবে। লোহার শিকের সঙ্গে একদিক জড়াইয়া দিবে। অন্যদিক হাতে ধরিয়া একটি চেরাগের নীচে একটি পেয়ালা রাখিয়া ত্রি বাতি জ্বালাইবে। যে পরিমাণ ঘৃত বাতি হইতে পেয়ালায় পড়িবে তাহা শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। মাথা বাদ দিয়া রাত্রিবেলা লিঙ্গের বাকী অংশে মালিশ করিবে। পান দ্বারা জড়াইয়া নেকড়া দ্বারা বাঁধিবে। একুপ ২ সপ্তাহ করিবে। লিঙ্গ লম্বা, মোটা, শক্ত ও কার্যক্ষম হইবে।

৪। সমুদ্র-ফেনা পানিতে পিষিয়া লিঙ্গে মর্দন করিলে উহা উষ্ণিত ও বড় হয়।

৫। ছোট লিঙ্গ বড় দ্বারাইতে হইলে উহা প্রথমতঃ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধোত করিবে। অতঃপর মোটা কাপড় দ্বারা খুব রগড়াইবে। প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হইলে তখন আদরকের মোরব্বার শিরা লাগাইবে। সঙ্গমের পূর্বে একপ করিলে উহা বড় ও শক্ত হইবে। সঙ্গমে শক্তি ও তৃপ্তি পাইবে। অবাধ্য স্ত্রী বাধ্য হইবে।

৬। নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব উত্তমরূপে পিষিয়া উহা লিঙ্গে মালিশ করিলে জননেন্দ্রীয় খুব মোটা হইয়া থাকে।

৭। রাখাল শশার মূল ৭ দিন ছাগ-মুত্রে ভাবনা দিয়া তাহা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে।

গণোরিয়া

ইহা লিঙ্গ ব্যাধির অস্তর্ভুক্ত বিধায় এখানেই উল্লেখ করা হইল। গর্মি বা সিফলিস সর্বাঙ্গ ব্যাধি কিন্তু লিঙ্গ ব্যাধিও বটে। এজন্যেই পরক্ষণে গর্মি রোগের চিকিৎসা উল্লেখ করা হইবে।

গণোরিয়া একটি দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক ব্যাধি। বেশ্যালয় গমন, দুষ্টযোনী গমন, অনিয়ম বেনিয়মে আহার-বিহারের দরুন রস ও রক্ত দূষিত হইয়া অথবা কোন স্থানে বংশানুক্রমে এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। শ্বেত পদ্মের কুড়ি। প্রত্যেকটি ১ তোলা লইয়া ১ ছাঁটাক পানিতে চটকাইবে, রাত্রে শিশিতে রাখিয়া দিবে। ভোরে ঐ পানিটুকু ছাঁকিয়া চিনির সহিত পান করিবে।

২। তেঁতুলের বীচির গুড়া ১ তোলা, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া ৪০ দিন সকালে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রনালীর যাবতীয় দোষ দূর হইবে, বীর্য এত গাঢ় হইবে যে, শীঘ্ৰ বীর্যপাত হইবে না।

৩। তেঁতুলের কচিপাতা পানিতে পিষিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ পানি ২২ দিন ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিবে। লিঙ্গের ঘা, জ্বালা পোড়া, রক্ত ও পুঁজ পড়া বন্ধ হইবে। পিচকারী দ্বারা মূত্রনালী পরিষ্কার করিবে। সারিবাদী সালসা দীর্ঘদিন সেবন করিলে রোগের উপশম হইতে পারে।

৪। সম পরিমাণ কাঁচা হলুদ ও আখের গুড় একত্রে চিবাইয়া উহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা দ্বারা ফলোদয় না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে, বিলম্ব করিবে না।

গর্মি (সিফলিস)

ইহা বড়ই মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে ফেঁড়া হইয়া থাকে। অনেক সময় উহার দরুন লিঙ্গ পচিয়া খসিয়াও পড়ে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও যথম হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে চুলকানী আকারে প্রকাশ পায়। আবার অনেক জায়গায় প্রকাশই পায় না। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহার সন্ধান পাওয়া যায়। চিকিৎসা বড়ই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ।

চিকিৎসা

১। ত্রিফলার কাথ অথবা ভীম রাজের রস দ্বারা গর্মিক্ষত ধোত করিবে। গর্মিক্ষত পাকিয়া উঠিলে জয়ন্তী, কবরী, আকন্দের পাতার কাথে ধোত করিবে।

২। বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্মিক্ষতে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্য মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা না জায়েয়।

৩। খয়ের ২ ছটাক, হরিগের শিং ভস্ম ২ ছটাক, গেঁটে কড়ি ভস্ম ১ ছটাক, তুঁতে ভস্ম ১ ছটাক, মোম ২ ছটাক, মাখন ১ পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া যথমে লাগাইবে।

ময়দার একটি ঠুলির মধ্যে ৪ রতি শোধিত পারদ, উহার উপর রস কর্পুর রাখিয়া ঠুলির মুখ এমনভাবে বক্ষ করিবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাহিরেও না থাকে। অতঃপর ঠুলিটির উপরে লবঙ্গের গুড়া মাখাইয়া এমনভাবে গিলিয়া থাইবে যেন দাতে না লাগে। উহা সেবনান্তে পান খাইবে।

তদ্বীর

১। সোনার এক টুকরা পাতের উপর নিম্নোক্ত তদ্বীর লিখিয়া সঙ্গমকালে জিহ্বার নীচে রাখিবে। উহা জিহ্বার নীচে থাকাকালীন লিঙ্গ শক্ত লোহদণের ন্যায় থাকিবে।

لام ع ط ط ع ق

২। লিঙ্গের উপরে সঙ্গমের পূর্বে লিখিবে— محس على فعليل

৩। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে কোমরে ধারণ করিলে শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقِبْلَ يَا أَرْضُ الْبَعْدِيْ مَاءِكِ وَيَاسِنَةُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضُ الْمَاءِ وَقُصْبِيْ
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيْ وَقِبْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِيْنِ - وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

৩ বার قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِيْنَ

৩ বার سلامٌ قُولَمِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

৩ বার چار قُلْ

৩ বার لَهُمُ الْبُشْرِيْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

প্রত্যেকটির পূর্বে ১ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পানিতে দম করিবে। কম পক্ষে দৈনিক তিনবার সেবন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে। এরপর ৪০ দিন ব্যবহার করিলে খোদা চাহেত মুক্তিকস্ত, মৃত্যাঘাত ও গণেরিয়া নিরাময় হইবে।

৫। ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পনি ১০ দিন দৈনিক ২/৩ বার সেবন করিলে যথম ও দানা বেশী হইবে। ১০ দিন পর পানি পান পক্ষ করিয়া দিবে। সরিয়ার তৈল ও কর্পুর মিশ্রিত করিবে। উপরোক্ত আয়াত পড়িয়া উহাতে দম দিয়া ১২০ দিন মালিশ করিবে এবং এই ১২০ দিন আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে খোদা চাহে ত সিফলিস দূর হইবে।

ধৰ্জভঙ্গে সুপথ্য—মনের আনন্দ, অগ্নি বল অনুযায়ী বলবর্ধক ও তৃপ্তিকর আহার।

কু-পথ্য—অতিচিন্তা, কুচিন্তা, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, গরুর গোশ্ত, টক, ঝাল, মেথুন, রাত্রি জাগরণ।

গণেরিয়া ও সিফলিসের সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, ছোলার ডাইল, আলু, পটল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্চে, থোড়, শজিনাড়াটা, কপি। রাত্রে ঝুটী, লুচি, সাগু,

বালি, রাজভোগ, রসগোল্লা, গজা, পেস্তা, বাদাম, বেতের ডোগা, গন্ধ ভাদুলে, কবুতর, মুরগী মাংস, দুধ প্রভৃতি।

কুপথ্য—নৃতন চাউলের ভাত, মাষকলায়ের ডাইল, লক্ষ্মার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ, বোয়াল মাছ, বমি, পচা, রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদা, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, অগ্নি সন্তাপ, প্রখর রৌদ্র সেবন, অতিরিক্ত ব্যয়াম, স্ত্রী সঙ্গম, মটর ডাইল, বেগুন, গরুর গোশ্ত, পিঠা, কটুরস, উষ্ণ বীর্য, অধিক লবণ ইত্যাদি।

যোনি ব্যাধি

অসাবধানতা, অজ্ঞতা, নানাবিধি কুপথ্য আহারের কারণে রস ও রক্ত দূষিত হইয়া নানা-প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গণেরিয়া, সিফিলিস দেখা দিলে উহার চিকিৎসার্থে পূর্বোক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা জটিল হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবে না।

চিকিৎসা

১। যোনি ঢিলা হইলে এবং উহা হইতে সর্বদা পানি বাহির হইতে থাকিলে কিছু তেঁতুল বীজ চূর্ণ তুলায় পেঁচাইয়া যোনি মধ্যে কিছুদিন ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়, শক্ত ও কুমারীর সদৃশ সংকীর্ণ হইয়া থাকে। যাবতীয় যোনি পীড়া দূরীভূত হয়।

২। ভেড়া বা বকরীর পশমের ময়লা যোনি মধ্যে ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

৩। গর্ভবস্থায় যোনিদ্বারে জখম হইলে বিশেষ কিছু করার নাই। সন্তান প্রসরের পর আপনা থেকেই উহা নিবারিত হয়। অবশ্য কিছুটা মাখন লাগাইলে উপকার হইয়া থাকে।

৪। বলদ গরুর পিণ্ডে মিহিন পশম ভিজাইয়া একটু দীর্ঘদিন যোনি মধ্যে ধারণ করিলে কিংবা খরগোশের চর্বি অথবা উহার পনিরের সহিত কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলাইয়া যোনি মধ্যে ব্যবহার করিলে উহা শক্ত দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া কুমারী সদৃশ হইয়া থাকে।

৫। ডিমের খোলের পাতলা পরদা ভালরাপে পিয়িয়া উহার সহিত বাচ্চা কবুতরের রক্ত মিলিত করিবে। ২/৩ দিন উহা যোনিদ্বারে ব্যবহার করিলে যোনি দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে।

বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ

ধ্বজভঙ্গে যে সব বাজীকরণ ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ব্যবহার করিতে খুতু, বয়স ও জরুরত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে। শুধু স্ত্রী বিলাসের জন্য ইহা ব্যবহার করিবে না। স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

যৌন সংস্কারের জন্য কৃত্রিম উপায়ে কামাণ্ডি প্রজ্ঞলিত করা চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অবৈধ। স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতির সহিত জনন শক্তি ও শক্তিশালী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে শক্তি প্রচুর থাকিলে ধৈর্যও হইয়া থাকে। অতএব, সাবধান, স্বাস্থ্য হীনাবস্থায় অধৈর্যের চাহিদায় এবং ভাল স্বাস্থ্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সর্বশাস্ত্র হওয়া সমীচীন নহে। অতি সহবাসের পরিণাম বড়ই খারাপ। কামাণ্ডি প্রজ্ঞলিত কখনও করিবে না। সবকিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবে।

স্বপ্নদোষ

কুচিষ্টা, নভেল-নাটক অধ্যয়ন, অশ্লীল সিনেমা ও উলঙ্গ ছবি দর্শন, অনিয়ম অখাদ্য ভক্ষণের দরকনও স্বপ্নদোষ ব্যাধি হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে সর্বপ্রথম আসল কারণ দূর করিবে। সংসর্গ

অবলম্বন করিবে। মন প্রফুল্ল রাখিবে। চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করিবে না। প্রস্তাব ও পায়খানার বেগ লইয়া ঘুমাইবে না।

অতি উষ্ণ দিন, কটু ও বাল দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে না, বিশেষতঃ রাত্রের বেলা।
চিকিৎসা ৪। শয়নের সময় এক টুকরা সীমা কেমনে ধারণ করিবে এবং উহা গুর্দা বরাবর রাখিবে স্বপ্নদোষ নিবারিত হইবে।

২। শয়নের পূর্বে ৭০ কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

তদ্বীর

৩। ঘুমাইবার পূর্বে সুরা-তারেক حافظ পর্যন্ত পড়লে স্বপ্নদোষ হইবে না।

৪। শয়নকালে অঙ্গুলি দ্বারা ডান উরতে লিখিবে آدم এবং বাম উরতে লিখিবে حواء কোন দিন স্বপ্নদোষ হইবে না।

৫। পেটে অসুখ থাকিলে উহার চিকিৎসা করিবে। নিম্নোক্ত দোআ লিখিয়া তাবীয়রূপে ধারণ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

শুক্র তারল্যের কারণে স্বপ্নদোষ হইলে বিজ্ঞ কবিরাজ বা হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করাইতে দেরী করিবে না। শুক্র তারল্য না হইলে এবং কামান্তি প্রজ্ঞলিত হইয়া স্বপ্নদোষ হইলে আর কোন চিকিৎসায় ভাল ফল না হইলে বিবাহের দ্বারা স্বপ্নদোষ নিবারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কোষ ব্যাধি

উহাকে দলকোষও বলা হয়। বীর্য উৎপাদন এবং ঐ বীর্যকে সন্তান উৎপাদন উপযোগী করিবার নিমিত্ত আল্লাহ পাক কোষদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোষদ্বয় নষ্ট কিংবা বিকৃত হইয়া গেলে শুক্রাঙ্গতা, শুক্রহীনতা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। দলকোষদ্বয়কে নিখুত রাখিবার সর্বপ্রকার যত্ন লইতে হইবে। একবার কোষ ব্যাধি হইলে প্রায়ই উপশম হয় না।

একশিরা, কুরণ ও অন্তর্বুদ্ধি

দীর্ঘদিন পেটের পীড়া, আহার-বিহারে ব্যতিক্রম, অতিরিক্ত বোৰা বহন, মলম্ব্রের বেগ ধারণ, অনুপস্থিত বেগে কৃষ্ণনো আঘাত এবং উৎকর্ট ব্যায়ামাদি হেতু বাতাদি দোষ ও দূষিত রস কোষ থলিতে সংঘিত হয়। রগ স্ফীত হয়, পানিও সংঘিত হইয়া থাকে। কিছুদিন পর কোষ থলিস্থিত পানি মাংসে পরিণত হইলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া কোন কার্যকরী উপায় থাকে না। আবার অধিকাংশ সময় অপারেশন দ্বারাও আশাতীত ফল হয় না। রোগত্রয়ে যাহাতে বাহ্য খোলাসা হয় সেদিকে খুব দৃষ্টি রাখিবে।

চিকিৎসা

১। বচ ও শ্বেত সরিষা অথবা শজিনা ছাল ও শ্বেত সরিষা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের শোথ কমিয়া থাকে।

২। ত্রিফলার কাথো গোম্বুত প্রক্ষেপ দিয়া প্রতিদিন পান করিলে কোষের শোথ বিনষ্ট হয়।

৩। একটি ভাল তামাকের পাতা কোষে জড়ইয়া বাঁধিবে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত রাখিবে। রোগী দুর্বল হইলে উহা ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ ইহাতে বমি হইতে পারে।

৪। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে একশিরা ও কুরণ প্রশামিত হয়।

- ৫। সরিয়ার তৈলে কপূর মিশ্রিত করিয়া কোষে মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।
 ৬। বড়েলার সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে পেটের আধ্যান ও বেদনার সহিত অস্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

৭। সর্বদা লেংগোট ব্যবহার করিবে। লেংগোটই উক্ত রোগসমূহের মহৌষধ।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পটোল, বেগুন, আলু, ডুমুর, গন্ধ ভাদুলে, করলা, উচ্ছ, মূলা, রসুন, পুনর্বা, মানকচু, শজিনার ডাটা, আদা, তিক্তদ্রব্য, গরম পানি পান, জ্ঞান, রাত্রে ঝুটী, লুটি ইত্যাদি লঘু ও রক্তপ্রদ দ্রব্যাদি।

কু-পথ্য—গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, দধি, পুঁইশাক, পাকা কলা, বাত শ্লেঘাকর দ্রব্য, শীতল পানি, অতিরিক্ত চলা-ফেরা, দিবানিদ্রা, মলমুত্তের বেগ ধারণ, অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন, ডাব, ইক্ষু, টিউবওয়েলের পানি, কৃয়ার পানি, বাসী ভাত, কাঁঠাল, খেসারী ডাইল, পিঠা, গোশ্ত প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য এবং পানি বহুল দ্রব্যাদি অহিতকর।

গুহ্যদ্বার ব্যাধি

অর্শ—ক্রিমির ন্যায় একটি রোগ শক্ত ব্যাধি। ইহা হইতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ইহা বৎশানুক্রমিক ব্যাধি ও বটে। অনেক সময় বরং প্রায়ই আহারাদির ক্রটির দরুন এবং ক্রিমি দ্বারা রোগ হইয়া থাকে। অর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণনাশক না হইলেও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক এবং অসুবিধাজনক ব্যাধি।

অর্শের লক্ষণ—উদর ভার, দৌর্বল্য, কুক্ষিতে গুড়গুড় ধ্বনি, উদ্গার, পদম্বয়ের অবসাদ, দাহ, জ্বর, তঃঘণ্টা, অরুচি, পীতবর্ণতা, কাশ, শ্বাস, মুখস্ত্রাব, গুহ্যস্ত্রাব, মৃত্রকৃক্ষু, অগ্নিমাল্য মলদ্বারে যন্ত্রণা, মলদ্বার স্ফীতি, রক্তস্ত্রাব প্রভৃতি।

বাহ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের বাহির দিকে মাংসাঙ্কুরের ন্যায় নরম বা শক্ত হইয়া মলদ্বার সংকীর্ণ করিয়া দেয়। রোগীর মল খুব শক্ত হইলে অনেক সময় মলদ্বার ফাটিয়া যায় এবং তথা হইতে রক্তস্ত্রাব হইতে থাকে। বাহ্যবলি অচিরঃপন্ন হইলে উহার চিকিৎসা সুখসাধ্য।

মধ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের মধ্যভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘদিন উৎপন্ন বাহ্যবলি এবং মধ্যবলিজ্ঞাত অর্শ বড়ই কষ্টসাধ্য।

অন্তবলি—মলদ্বারের ভিতর দিকে শেষ প্রান্তে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অন্তবলি জাত অর্শ অসাধ্য।

এই ত্রিবিধি অর্শ আবার দ্বিবিধি। শুক্র অর্শ ও পরিস্রাবী অর্শ। শুক্রার্শ হইতে রস ও রক্তস্ত্রাব হয় না। শুধু মলদ্বার স্ফীত ও বোট বা মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া দ্বার সংকীর্ণ করিয়া থাকে। পরিস্রাবী অর্শের রস ও রক্ত কিংবা উহার কোন একটির স্তোব হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার হটক সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিতে হইবে। যাহাতে নিয়মিত পরিক্ষার-ভাবে পায়খানা হইয়া যায় এরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে। যে সব আহারে পায়খানা পরিক্ষার না হওয়ার সম্ভাবনা অথবা ক্রিমি বৃদ্ধি বা ক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এরূপ আহার কদাচিং করিবে না। অর্শরোগে ক্ষুদ্র ক্রিমির উপদ্রব দীর্ঘদিন থাকিলে ভগ্নদ্রব হইবার সম্ভাবনা আছে। পরিস্রাবী অর্শের প্রথমাবস্থায় রক্ত রোধক কোন ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হঠাতে পরিস্রাবী অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া হৃদরোগ শ্বাস ও কাশের আক্রমণ হইতে পারে।

নৃতন কিংবা পুরাতন অর্শ যদি উষধ প্রয়োগে উপশম না হয়, তখন ভাল অপারেশন করাইবে। অপারেশন ভাল না হইলে অর্শের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী।

চিকিৎসা

১। পূর্ব হইতেই কিংবা অর্শ উৎপন্ন হইবার পর নিয়মিতভাবে সিংহ অথবা বাঘের চামড়ার উপর বসিলে অর্শ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। (الرحمة في الطب والحكمة)

২। মনসার আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইলে উহা খসিয়া পড়ে।

৩। আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিত লাউয়ের কচি পাতা, ডহর করঞ্জের ছাল গোমুত্রে পিষিয়া মাংসাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা শুকার্শের একটি মহোষধ।

৪। পুরাতন ইক্ষু গুড় পানিতে গুলিয়া তাহার সহিত ঘোষাফল চূর্ণ পাক করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিলে মধ্য ও অস্তর্বলি প্রশ্রমিত হয়।

৫। ঘোষা লতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

৬। মনসা বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব কুড়, শিরিষ ফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইবে। ইহাতে বলি খসিয়া পড়ে।

৭। রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় যদি অধিক রক্তস্নাব হইতে থাকে, তবে কিছুটা রক্ত বাহির হইবার পর খোসাতোলা কৃষ্ণ তিল ও মাখন প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে রক্তস্নাব বন্ধ হইয়া থাকে।

৮। প্রতিদিন একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি কাঁচা চাউল খাইলে রক্তস্নাব বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ রক্তরোধক মুষ্টিযোগ।

৯। কিছুতেই রক্ত বন্ধ না হইলে কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বাটিয়া উহা ঘোলের সহিত পান করিলে রক্তস্নাব অবশ্যই বন্ধ হইবে।

১০। অর্শে অত্যধিক যন্ত্রণা থাকিলে লোবান ও ধুপের ধূম লাগাইবে।

১১। ওল চূর্ণ ১ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, গোলমরিচ ২ ভাগ, ত্রিফলা, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, তালিশ পত্র ভেলার মুটি, বিড়ঙ্গ প্রত্যক ৪ ভাগ, আলমূলী ৮ ভাগ, বিন্দুড়ক ১৬ ভাগ, দারচিনি ২ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, পুরাতন গুড় ১৮০ ভাগ, ওল প্রভৃতির চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক বা মাঝুন প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদি উপদ্রবে প্রযোজ্য।

তদ্বীর

সর্ব প্রকার অর্শে নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি তাবীজরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَقِبْلَةٌ يَأْرُضُ ابْلَعْيَ مَاءِكَ وَيَسْمَأَءُ اقْلِعْيَ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقِبْلَيِ
الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِبْلَةٌ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلَمِيِّينَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءِكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيْكُمْ بِمَاءِ مَعِينٍ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

২। ২১ তার (গুণ) লাল রং এর ১০ গজ লম্বা কাঁচা সূতা লইবে। উহাতে ২১টি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার সূরা-লাহাব পূর্ণ পড়িয়া দম দিবে। অতঃপর উন্টা দিক অর্থাৎ, ডান হইতে বাম দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায়ঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - رَبِّ أَنِّي مَسْئِي الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ -

১০ বার পড়িয়া দম দিবে। তৃতীয় বার বাম হইতে ডান দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায় ১ বার
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاعِكِ وَيَاسِمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقَضَى الْأَمْرُ وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِي
وَقِيلَ بُعْدًا لِّفَوْمِ الظَّالِمِينَ -

পড়িয়া দম দিবে। রোগীর কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

ভগন্দর

গুহ্যদ্বারের চতুর্পার্শে ২ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে কোন এক স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং সেই ব্রণ যদি পাকিয়া নালীরাপে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরের নালি ক্রমশঃ এরূপ হইয়া যাইতে পারে যে, নালীর মুখ দিয়া মলমূত্র ও শুক্র পর্যন্ত নির্গত হয়। সকল প্রকার ভগন্দরই যন্ত্রণাদায়ক ও অতি কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসাঃ—১। গুহ্যদ্বারের উক্ত স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হইবামাত্র বটপত্র পানিস্থিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁষ্ঠ, গুলপ্ত, পুর্নবা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তদ্বারা ব্রণ প্রলিপ্ত করিবে। ইহাতে দুষ্ফিত রস ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া ব্রণ বিনষ্ট হয়।

২। জাতি পত্র, কচি বটপত্র, গুলপ্ত, শুঁষ্ঠ, সৈন্দব, ঘোলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর প্রশমিত হয়।

৩। ত্রিফলার কাথে প্রতিদিন ক্ষত ধোত করিবে।

৪। ক্ষত হইতে পুঁজ বাহির করিয়া খেতে আকন্দের তুলা লাগাইলে অতি সত্ত্বর ঘা পুরিয়া থাকে।

৫। ভাত চটকাইয়া তাহা পিণ্ডাকার করিয়া অঙ্গরাঙ্গিতে পোড়াইবে। অঙ্গরবৎ হইলে তাহা উত্তমরাপে চূর্ণ করিবে। একটু তুঁতে পোড়াইয়া তাহাও চূর্ণ করিবে। উভয় চূর্ণ একত্র করিবে। এই চূর্ণ ২/৪ দিন ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্লেন্ড দূর হয়, ক্ষত লালবর্ণ হইয়া শীত্র পুরিয়া উঠে।

৬। সরিয়ার তৈল অর্ধ সের; জারিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মরিত তাস্র প্রত্যেকটি ২ তোলা লাগাইয়া সূর্যতাপে পাক করিবে। ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

তদবীর

১। ব্রণের সূচনায় পড়িবে ব্রীৰিং বেঁচিন্তা লিশ্ফিং সেচিন্তা বাদ্দন রেব্না এবং ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলিতে মুখের লালা সংযোগ করত মার্টিতে লাগাইবে। যে মার্টিকু অঙ্গুলিতে লাগিবে উহা ব্রণে লাগাইবে। ২/৩ দিন এরূপ করিলে ব্রণ ও বেদনা দূরীভূত হইবে।

২। তিনবার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি ৭ দিন পান করিবে। ৭ দিন পর তৈলের উপর এবং রেব্না দশবার এবং রেব্না মস্লেম লাশিয়ে ফেব্রিয়া পড়িয়া দম দিয়া এই তৈল ১১ দিন মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

୩। ଚିନା ବରତନେ ଫାତେହାସହ ଆୟାତେ-ଶେଫା ଲିଖିଯା ଉହା ଘୋଟ କରିଯା ସେବନ କରିବେ ।

ଅର୍ଶ ଓ ଭଗନ୍ଦରେ ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ

ସୁପଥ୍ୟ—ଦିନେ ପୂରାତନ ଚାଉଲେର ସୁସିଦ୍ଧ ଭାତ, ମୁଗ, ଆଲୁ, ପଟୋଳ, ଡୁମୁର, ମାନକୁ, ଓଲ, ଉଚ୍ଛେ, ଥେଡ୍, ଶଜିନା, ଡାଟା, କପି, ଚନ୍ଦ ମାଛ ପ୍ରଭୃତି ଲୟୁ ପଥ୍ୟ, ରାତ୍ରେ ରୁଟି, ଲୁଟୀ ଓ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ରୁଟିକର ଲୟୁ ବଲବର୍ଧକ ପଥ୍ୟାଦି ହିତକର । ପେଂପେ, (କାଚା ଓ ପାକା) ବେତୋଶାକ, ନଟେଶାକ, କଲମିଶାକ, ତିଷ୍ଣଶାକ, ମୋଚା, କୈ, ମାଣ୍ଡର, ମୌରାଲା, ରୁହିତ ମଂସ୍ୟେର ଝୋଲ, ଛାଗ-ଦୁର୍ଖ, ଗବ୍ୟ ଦୁର୍ଖ, ମାଖନ, ମିଛରି, କୃଷ ତିଲ ସୁଖାଦ୍ୟ ।

କୁପଥ୍ୟ ୧—ଭାଜା ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦଧି, ପିଟ୍ଟକ, (ପିଠା); ଶିମ, ରୋତ୍ର, ଅଞ୍ଚି ସନ୍ତାପ, ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ, ମଲମୂତ୍ର ବେଗ ଧାରଣ, ସାଇକେଲ ଚାଲନା, ଘୋଡ଼ଦୌଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଯାନେ ଗମନାଗମନ ଅହିତକର ।

ବାଗୀ

ବାତାଦି ଦୋସ ପ୍ରକୁପିତ ହଇଯା କୁଚକି ଓ ସନ୍ଧିତେ ଶୋଥ ଉଂପାଦନ କରେ । ଏ ସନ୍ଧି ହାନେ ବିଶେଷତଃ ଉରୁ ସନ୍ଧିତେ ଯେ ଶୋଥ ସନ୍ଧିତ ହୟ, ତାହାକେ ବାଗୀ ବଲେ । ଏହି ରୋଗେ ଜୁର ଓ ବେଦନା ଥାକେ ।

ଚିକିତ୍ସା ୧। ବାଗୀ ଉଠିବାର ସମୟ ବଟେର ବା କାଲକୁଚେର ଆଠା ଦ୍ଵାରା ଲେପ ଦିଲେ ଉହା ବସିଯା ଯାଯ । ଗୁଡ଼ ଓ ଚନ୍ଦ କିଂବା ଶଜିନାର ଆଠା ଓ ଚିନି ଏକତ୍ରେ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ବାଗୀ ନିବାରିତ ହୟ ।

୨। କୃଷ ଜୀରା ହବୁଷ (Theuetia Nerieolia) କୁଡ଼, ଗମ, କୁଳଶୁଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଭାଗ । କାଂଜିତେ ପିଷିଯା ଉହା ଉଷ୍ଣ କରତ ପ୍ରଲେପ ଦିବେ । ବାଗୀ ପ୍ରଶମିତ ହଇବେ ।

୩। ଏକଟା କାକ ମାରିଯା ତଙ୍କଣ୍ଣାଏ ପେଟ ଛିଡ଼ିଯା ନାଡ଼ୁଭୁରି ବାହିର କରିଯା ଫେଲିବେ । ଅତଃପର ଉତ୍କୁ ପେଟ ଦ୍ଵାରା ବାଗୀ ଆବୃତ କରିଲେ କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରିତ ହୟ ।

ଶ୍ଲୀପଦ (ଗୋଦ)

ଶ୍ଲୀପଦ ରୋଗ ଉଂପନ ହଇବାର ପୂର୍ବେ କୁଚକିହାନେ ବେଦନା, ଶୋଥ ଓ ଜୁର ଉପର୍ତ୍ତିତ ହୟ । ଏ ଶୋଥ କ୍ରମାୟ କୋନ ଏକ ପାଯେ କିଂବା ଦୁନୋ ପାଯେ ନାମିଯା ପା ହଞ୍ଚି ପଦେର ନ୍ୟାୟ ହଇଯା ଯାଯ ।

ବାୟୁର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ—କୃଷବର୍ଣ୍ଣ, ଜୁର ଓ ବେଦନା ହୟ ।

ପିତ୍ରେର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ—ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଦାହ ଓ ଜୁର ହୟ ।

କଫେର ପ୍ରକୋପ ଥାକିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ—କଠିନ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଚିକିତ୍ସା ୧। ସ୍ଵେତ ଆକନ୍ଦେର ମୂଳ କାଂଜିତେ ବାଟିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ଶ୍ଲୀପଦ ପ୍ରଶମିତ ହୟ ।

୨। କନକ ଧୂତୁରା ମୂଳ, ଏରଣ୍ଡ ମୂଳ, ନିସିନ୍ଦା, ପୁନର୍ନବା, ଶଜିନା ମୂଲେର ଛାଲ ଓ ସ୍ଵେତ ସରିଯା ପିଷିଯା ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ କିଂବା

୩। ଦେବଦାରୁ, ଚିତାମୂଳ ଗୋମୁତ୍ରେ ବାଟିଯା ନରମ କରିବେ । ଇହା ଦ୍ଵାରା ଗରମ ଗରମ ପ୍ରଲେପ ଦିଲେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଉଂପନ ଶ୍ଲୀପଦ ଓ ଶୁକାଇଯା ଯାଯ ।

୪। ମଞ୍ଜିଠା ସିଂହ ମଧ୍ୟ, ରାନ୍ବା, ଶୁଡ କମାଇ ପୁନର୍ନବା ଏହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଂଜିତେ ବାଟିଯା ଶ୍ଲୀପଦେ ପ୍ରଲେପ ଦିବେ ।

୫। ତ୍ରିକୁଟ, (ସମାନ ସମାନ ଶୁଠ, ପିପୁଲ ଓ ଗୋଲମରିଚ) ତ୍ରିଫଲା (ଆମଲକୀ ହରିତକୀ ଓ ବହେଡ଼ା) ଚୈ, ଦାର ହରିଦ୍ଵା ବରଣ ଛାଲ, ଗୋକ୍ଫୁର, ମୁଣ୍ଡିରୀ (ବଡ ଥୁଲ କୁଡ଼ି ଓ ଗୁଲଖଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ ୧ ଭାଗ

সর্বচূর্ণের সমান বিদ্যুত্ক চূর্ণ একত্র করিয়া অর্ধ তোলা মাত্রায় কাঁজীর সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

৭। ছিন্নলোথ, পারদ, গঢ়ক, তামা, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, কড়ি ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ত্রিফট, ত্রিফলা, লৌহ, বিঙ্গ, পঞ্চ লবণ, চৈ, পিপুল মূল, হৃষ বচ, শটী, আকনাদী, দেবদারু, এলাচ, বিদ্যুত্ক, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দস্তিমূল। প্রত্যেক ১ ভাগ, হরিতকের কাথে মর্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান শীতল পানি।

তদৰ্বীর

১। বাগী, শ্লীপদ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুকনা মাটিতে
— قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَعِينٌ ৩ বার وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءِك الظَّلَمِيْنِ —
পড়িয়া দম দিবে এবং পাঠক নিজ মুখের থুথু ঐ মাটিতে নিষ্কেপ করত বাগী ও শ্লীপদ স্থানে
প্রলেপ দিবে।

২। তার্পিন, সরিষার তৈল, পঞ্চ লবণ ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে

৩ বার	أَفْحَسِبْتُمْ حَيْرُ الرِّحْمَيْنِ
৩ বার	ذَلِكَ تَحْفِيْفٌ عَدَابُ الْيَمِ
৩ বার	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَعِينٌ

وَيَسْتَلِونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَدِرُهَا قَاعًا صَفَصَفًا لَا تَرَى

৩ বার	فِيهَا عَوْجًا وَ لَا أَمْتًا
৩ বার	وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ نَذِيرًا
১০ বার	رَبِّيْ أَنْتَ مَسِينِيَ الصُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرِّحْمَيْنِ
১০ বার	مُسْلَمَةً لَا شِيَةَ فِيهَا
২ বার	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

পড়িয়া প্রতিবারে ঐ তৈলে দম দিবে। দেড় মাস দৈনিক ৪/৫ বার মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত শ্লীপদ প্রশংসিত হইবে।

পথ্যাপথ্যঃ—কোষ ব্যাধির পথ্যাপথ্যের অনুরূপ।

গোড়শূল

পায়ের গোড়ালীর তলদেশে শূলনিবৎ বেদনা হইয়া থাকে। ইহা মারাত্মক না হইলে বড়ই কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই রোগে রোগী চলাফিরা করিতে পারে না গোড়শূল রোগ প্রকৃতিত পিত্তাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদ্বারা নিয়মিতভাবে পায়খানা হইয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, গুঁধের কাথ দীর্ঘদিন সেবন করিলে উহা প্রশংসিত হইতে পারে। ধারোফ দুঁফ ব্যবহার করিলে সুফল হইবে।

সর্বাঙ্গীন

কোমর বেদনা—অনিয়ম আহার-বিহার অসাবধানতা হেতু কোমর বেদনা হইতে পারে। কোষ্ঠ কাঠিন্য হেতুও কোমর বেদনা হয়। গুর্দা ব্যাধির জন্যও কোমর বেদনা হইতে পারে। রোগ ও কারণ নির্ণয় করতঃ উহার প্রতিকার করিবে।

১। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে বেদনা হইলে ২ তোলা মধু আধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তৎসঙ্গে ৬ মাশা কালাজিরা ২ তোলা মধুর সহিত চিবাইয়া থাইবে। তান বা বাম কোকের বেদনায় ইহা বিশেষ উপকারী।

২। শীতকালে সন্তান প্রসবের পর স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যাভাবেও প্রসূতির কোমরে বেদনা হইতে পারে। এই বেদনায় হাফ বয়েল আগুর সহিত নেমক সোলাইমানী সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

৩। ঝাতুকালীন কোমর বেদনাকে বাধক বেদনা বলা হয়। উহার চিকিৎসা বাধক অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৪। ইঁটু, কেনু, প্রভৃতি সঞ্চিস্তলের বেদনায় ৩ মাশা পানিফল মিহিন করিয়া লাল চিনির বা ইক্ষু চিনির সহিত সেবন করত অর্ধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত ২ তোলা খমিরা বনদশা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। খমিরা বনদশা হেকীমদের দাওয়া খানায় পাওয়া যায়।

৫। ধারোঁফ দুঁঞ্চ বিশেষ ফলপ্রদ।

৬। থানকুনির পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোমর বেদনা বিদূরিত হয়।

৭। পিপুল মূলের ছাল শুকাইয়া উহার ১ তোলা মিহিন গুড়া চিনির সহিত ২১ হইতে ৪০ দিন সেবন করিলে বেদনা নিবারণ হয়।

ফেঁড়া ও ব্রণ

রোগ প্রথমে শরীরের অভ্যন্তরে পয়দা হয়। রোগটি বাহির হইবার সময় আমরা অনুভব করি। কাজেই যথা সম্ভব ফেঁড়া ও বিষফেঁড়া না বসাইয়া বরং পাকিয়া বাহির হইতে দেওয়াই মঙ্গলজনক।

১। একান্ত উহা বসাইয়া দিতে হইলে গম, ঘব ও মুগ সিদ্ধ করিয়া পিষিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিলয়প্রাপ্ত হয়।

২। শজিনা মূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৩। দশমূল বাটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে। অতঃপর অগ্নিতে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। ফেঁড়া বসিয়া যাইবে। যদি ইহাতে না বসে, তবে পাকিবার ঔষধ ব্যবহার করিবে।

৪। প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রব্য, চালুনি পানিতে পিষিয়া প্রলেপ দিবে, কিংবা গোলমরিচ পানিতে ঘষিয়া লাগাইবে অথবা ঘুটের ছাইয়ের প্রলেপ দিবে। ইহাতে ব্রণ বসিয়া প্রশমিত হইবে। পোড়া মাটির প্রলেপও ঐরূপ কার্যকরী।

৫। চিরতা, নিমছাল, ঘষিমধু, মুতা, বাসকছাল, পল্তা, ক্ষেত পাপড়া, বেনারমূল, ত্রিফলা, ইন্দ্রব্য ইহাদের কাথ পান করিলে সর্বপ্রকার ব্রণ প্রশমিত হয়।

৬। রস্ত চন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল ক্ষুদ্রে নটে, শিরিছাল, জাতাপুষ্প ও মুতা, ইহাদের কাথ পান করিলে ব্রণের দাহ প্রশমিত হয়।

৭। গুলগুলি, পলতা, চিরতা, বাসকচাল, নিমছাল, ক্ষেত পাপড়া, খদিরকাঠ, মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে ব্রণের জুরাদি প্রশংসিত হয়।

৮। শনবীজ (ঝাম বুনিয়া), মূলবীজ, মসিনা, শজিনাবীজ, তিল, সরিয়া, ঘব ও গম। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পুলটিস করিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া উঠে।

৯। আমপাতা, নিমপাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বাটিয়া তাহা ঘৃতাঞ্চ করিবে। পুরু করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া থাকে।

১০। গন্ধ বিরাজের পাটি দিলে বসিবার শোথ বসিয়া যায় এবং পাকিবার শোথ পাকিয়া যায়।

১১। ছোট গোয়ালের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-ফোঁড়া পাকে, ফাটে ও পুঁজি নিঃসারিত হয়।

১২। করঞ্জ, ভেলা, দন্তি, চিতামূল, কবরী মূল এবং কবুতর, কাক অথবা শকুনীর মল। এই সকল দ্রব্য ব্রণে সংযোগ করিলে উহা ফাটিয়া যায়।

১৩। গরু দাঁত পানিতে ঘসিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রণে লাগাইলে অসাধ্য ও কঠিন শোথও পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৪। সাপের খোলস (ছলম) ভস্ম করিবে। ভস্ম সরিয়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা শোথ প্রলিপ্ত করিলে উহা পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৫। হাগর মালীর আঠা (Vallaris Heyni) দ্বারা প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন ক্ষতও প্রশংসিত হয়। উচ্চে পাতা, তুলসী পাতা, ইহাদের একটির প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লোহার কোদালে পাতি লেবুর রসে শ্বেত আকদের মূল ঘষিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়।

ব্রণ রাক্ষসী তৈলঃ—ইহা সর্বপ্রকার বিদ্রুধি ও ব্রণের মহৌষধ।

প্রস্তুত প্রণালীঃ—সরিয়ার তৈল অর্ধসের কঙ্কার্থ, শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠাবিষ, তাস্র। প্রত্যেকটি ২ তোলা, সূর্যতাপে পাক করিবে।

নালী ঘা

পক শোথ উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ পুঁজ বাহির করিয়া ফেলিলে এবং উহা দীর্ঘদিন বদ্বাবস্থায় থাকিলে; চামড়া, শিরা, স্নায়ু, সক্রি ও অস্তি পর্যন্ত বিদীর্ঘ করিয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরের দিকে ধাবিত হয়। পুঁজ বাহির করা এবং পরিষ্কার করত যে সব ঔষধে নালী পুরিয়া উঠে এরাপ ব্যবস্থা করাই উহার চিকিৎসা—ক্ষতের নালী যতদূর পোঁচিয়াছে, তাহা শলাকাদি দ্বারা নির্গয় করত অন্ত দ্বারা চিরিয়া পুঁজ বাহির করিবে কিন্তু সাবধান যেন কোন রগ কাটিয়া না যায়। অতএব, আপারেশন ঠিক অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক হওয়া দরকার। অন্যথায় রগ কাটিয়া গিয়া অতিরিক্ত রক্ত বাহির হইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

১। শজিনার মূলের ছাল, হরিদ্রা, কালিয়া কড়া, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতাঞ্চ করিয়া উহা একখণ্ড নেকড়ায় মাখাইয়া লইবে। শুষ্ক করিয়া ক্ষত স্থানে ধারণ করিবে। কয়েক দিন এরাপ করিলে পুঁজাদি বাহির হইবে এবং ক্ষত পুরিয়া উঠিবে।

২। বাগ ভ্যারেণ্ডার আটা ও খয়ের একত্রে ক্ষতস্থানে পুরিয়া রাখিলে উহা প্রশংসিত হয়।

একখণ্ড কচি কলাপাতার এক পার্শ্বে সুচ দ্বারা অসংখ্য ছিদ্র করিবে। কলা পাতার ছিদ্রের উপরে কিছু হিপ্পার শিকড় বিছাইয়া পাতার অপর দিক দ্বারা আবৃত করিবে। ছিদ্রদার পার্শ্ব ক্ষতের উপর

নেকড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। ৫/৭ দিন পর্যন্ত প্রতিবার নূতন করিয়া উহা ধারণ করিলে উৎকৃষ্ট নালী ঘাও পুরিয়া উঠিবে। ইহা নালী ঘায়ের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ৱণ রাক্ষসী তেল বিশেষ উপকারী। প্রস্তুত প্রণালী ফেঁড়া ও ৱণ রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জ্বর

এক দোষজ একটি রোগ শক্ত ব্যাধি। সে নিজেও মারাত্মক ও প্রাণ সংহারক সর্বাঙ্গীন ব্যাধি। জ্বর বহু প্রকার এবং উহার চিকিৎসাও খুব সহজ নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারাই উহার চিকিৎসা করা ন্যায় সংগত।

আমরা এখনে সহজ ও সুলভ ঔষধপত্র ও পাচনাদি এবং মুষ্টিযোগের কথা উল্লেখ করিব যদ্বারা ক্ষতি হইবার সত্ত্বাবন্ম নাই।

বাত জ্বর

এই জ্বরে পিত্ত ও শ্লেষ্মা আপন আপন গতিতে চলিতে থাকে, একটু প্রবলও হইতে পারে। কিন্তু বায়ু বিকৃত ও প্রকৃপিত হইয়া আপন গতিবেগ অতিক্রম করিয়া থাকে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বাত জ্বরের লক্ষণ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কম্প, হাই উঠা, কঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, নিদ্রা ভাল না হওয়া, ইঁচি না হওয়া। শরীর রক্ষ, সমস্ত গাত্র বিশেষতঃ হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে অত্যন্ত বেদনা হওয়া, অধিক কথা বলা, মল কঠিন হওয়া, উদরধ্যান ও উদর বেদনা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—১। এই জ্বরে হাত-পা ও মস্তক কামড়ানী থাকিলে গুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুকা, ধনে, সোনার মূল। ইহাদের কাথে ১০ আনা চিনি ও ১/০ আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

২। এই জ্বরে—জ্বর খুব প্রবল হইলে এবং হাত-পা মস্তক কামড়াইতে থাকে। জ্বর বিরাম কালে যদি কয় (বমি) হয়, তবে বেল, শোনা, গভারী, পারল গণিয়ারী বেড়েলা, রাঙ্গা, কুলখ কলায় ও কুড়। ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিবে। কম্প নিবারণার্থে গরম কাপড়ের পুটলী হাতের তালু, পায়ের তলা এবং বগলে ধারণ করিবে।

পিত্তজ্বর—এই জ্বরের বেগ খুব তীক্ষ্ণ হয়, অতিসারের ন্যায় তরল মলভোদ, অল্প নিদ্রা, কঠে, ওষ্ঠে, মুখে ক্ষত হইতে পারে, ঘাম হইতে থাকে। রোগী প্রলাপ বকে। মুখ তিক্ত হয়, মুর্ছা, দাহ ও পিপাসা হয়। মলমুত্ত্ব ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। এই জ্বরে কোবলমাত্র পিত্ত প্রবল ও প্রকৃপিত হয়।

পিত্তজ্বর চিকিৎসার্থে—ক্ষেতপাপড়া, রক্ত চন্দন, বালা, শুঁষ্ঠ, ইহাদের কাথ বিশেষ উপকারী।

এই জ্বরে পিপাসা ও দাহ থাকিলে—বালা, রক্তচন্দন, বেলার মূল, মুতা ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিত মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পিত্তজ্বরে তরল মলভোদ, বমি ও পিপাসা থাকিলে আম ও জামের কচিপাতা, বটের অঙ্কর, বেনার মূল ইহাদের সর্বমোট ৮ তোলা লইয়া পিঘিবে, অতঃপর একটি মাটি বা কাঁচের পাত্রে রাখিয়া ছাকিবে। এ ছাকা পানিতে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

উক্ত জ্বরে বমি, বমনভাব, অরুচি, কাশ, শ্বাস, অস্তর্দাহ, প্রলাপ, মুর্ছা, পিপাসা, গাত্র ঘূর্ণন থাকিলে কিসমিস, রক্তচন্দন, পদমমূল, মুতা, কটকী, গুলপঞ্চ, আমনবীবালা, বেনার মূল, লোধ,

ইন্দ্রিয়, ক্ষেত্রপাপড়া, ফসলা, যষ্টিমধু, দুরালভা, প্রিয়ঙ্গু, বাসক, গাব, চিরতা, ধনে ইহাদের কাথ ব্যবহাৰ কৰিব।

কফজ্বরঃ—এই জ্বরে বেগ মন্দা, আলস্য মুখ মিষ্টিভাব মলমূত্র ও নেত্র শুল্কবর্ণ, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, শরীৰেৰ স্তৰতা, অবসন্নতা, গুৰুতা, আহারে অনিচ্ছা, বমন, অপৰিপাক, শীতানুভব, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্বাব, কাশ, অৱচি, সাধাৰণত এই সমস্ত লক্ষণাদি প্ৰকাশ পায়।

চিকিৎসা

১। ছাতীম ছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল, গাবছাল, ইহাদের কাথ পান কৰিলে কফ বিনষ্ট হয় এবং জ্বরেৰ উপশম হয়।

২। শুষ্ঠ পিপুল, গোলমৰিচ, নাগেশ্বর, হরিদ্বা, কটকী, ইন্দ্রিয়। ইহাদের কাথ পান কৰিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

৩। কটকী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্বা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রিয় ও মূর্বামূল, (শোচ মুখী) ইহাদের কাথ মৰিচচৰ্ণ ও মধুসহ পান কৰিলে প্ৰবল কফ জ্বৰ বিনষ্ট হয়।

৪। কফজ্বরে কফেৰ অত্যন্ত প্ৰকোপ, শ্বাস, কাশ, বক্ষ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য প্ৰভৃতি শ্লেষ্মাজ উপদ্রব থাকিলে কন্টকারী, গুলঞ্চ, শুষ্ঠ ও পিপুল ইহাদের কাথ ব্যবহাৰ কৰিব। ইহা প্ৰত্যক্ষ ফলপ্ৰদ পাচন।

কফজ্বরে দৌৰ্বল্য ও শ্ৰবণ শক্তিৰ অল্পতা ঘটিলে নিসিন্দার পাতাৰ কাথ পিপুল চূৰ্ণেৰ সহিত পান কৰিতে দিবে। ঐ জ্বরে কাশ অত্যন্ত প্ৰবল হইলে বাসক ছাল, কন্টকারী ও গুলঞ্চ। ইহাদেৱ কাথ মধুসহ পান কৰিতে দিবে।

বিদোষজ জ্বৰ

বাত, পিত্তজ্বর—প্ৰকুপিত বায়ু ও পিত্তেৰ আধিক্যে যেমন নাড়ীতে অনুভব হয়, তেমনভাৱে বাত ও পিত্তেৰ লক্ষণাদি বাহ্যিক ভাৱেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। চিৰতা, গুলঞ্চ, কিস্মিস, আমলকী, পিপুল শুষ্ঠ ও শঠি। ইহাদেৱ পুৱাতন ইক্ষু গুড়েৱ সহিত পান কৰিলে পিত্তেৰ প্ৰশমন ও জ্বরেৰ নাশ হইয়া থাকে।

২। মুতা, ক্ষেত পাপড়া, নীলসুন্দী, চিৰতা, বেনাৰ মূল, রক্তচন্দন, ইহাদেৱ কাথ ব্যবহাৰ কৰিব। ইহা শ্ৰেষ্ঠ ফলপ্ৰদ পাচন।

৩। গুলঞ্চ, মুতা, ক্ষেত পাপড়া, চিৰতা, শুষ্ঠ। এই পাঁচটি দ্রব্যেৰ কাথ পান কৰিলে বাতপিত্ত জ্বৰ প্ৰশমিত হয়।

৪। রাস্মা, বাসক ছাল, ত্ৰিফলা, সোন্দাল ফল, ইহাদেৱ কাথ পান কৰিলে বাত পিত্ত জ্বরেৰ উপশম হয়। কোষ্ঠেৰ শুদ্ধিও হইয়া থাকে।

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বৰ

১। এই জ্বরে অৱচি ও বমি প্ৰভৃতি পৈতৰিক ও শ্লেষ্টিক উপদ্রব থাকিলে উহার প্ৰতিকাৰার্থে—পলতা, রক্তচন্দন, মূর্বামূল, কটকী, আকনন্দি ও গুলঞ্চ, ইহাদেৱ কাথ পান কৰিতে দিবে।

২। পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে দাহ, ত্ৰঃশা, অৱচি, কাশ, বমি ও পাৰ্শ্ব বেদনা থাকিলে—কন্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটি, শুষ্ঠ, ইন্দ্রিয়, দুৱলতা, চিৰতা, রক্তচন্দন, মুতা, পলতা ও কটকী ইহাদেৱ কাথ পান কৰিতে দিবে।

বাত শ্লেষ্মা জ্বর

এক দোষজ জ্বর অপেক্ষা দিদোষজ জ্বর কঠিন। দিদোষজ জ্বরের মধ্যে আবার বাত শ্লেষ্মা জ্বর অতি কঠিন। সকল দিদোষজ ও ত্রিদোষজ জ্বর খুব কঠিন এবং উহার লক্ষণাদি প্রবল হইলে উহাকে জ্বর বিকার বলা হয়।

চিকিৎসা

১। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি সম্মিলিত ভঙ্গবৎ বেদনা, শির বেদনা, কাশ ও অরুচি থাকে, তবে নিম্নোক্ত পাচন মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিমছাল, গুলপঞ্চ, শুষ্ঠ, দেবদারু, কট ফল, কটকী ও বচ। এই সমুদয় দ্রব্য থেতো করিয়া পানি দ্বারা জ্বাল দিয়া পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

২। এই জ্বরে যদি অপাক, অনিদ্রা, পার্শ্ব বেদনা এবং কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দশমূল পাচন অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, গন্তারী, পারঙ্গল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কটকারী ও গোকুর যথাসম্ভব মূলের ছালের কাথ, পিপল চূর্ণ ও মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

৩। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি হিঙ্কা, শোয়, গলাবদ্ধতা, কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দেবদারু, ক্ষেত পাপড়া, বামুনহাটি, মুতা, বচ, ধনে, কট ফল, হরিতকী, শুষ্ঠ ও নাটকরঞ্জ ইহাদের কাথ শোধিত হিং ও মধুসহ পান করিতে দিবে।

৪। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে এবং সান্নিপাতিক জ্বরে গাত্রের স্তৰ্কতা ও বেদনা নিবারণার্থে বালুকা স্বেদ খুবই উপকারী। কিন্তু, লিঙ্গ কোষ, চক্ষু ও হৃদয়ে স্বেদ দিবে না। একটা পাত্রে বালুকা উত্তপ্ত করিবে, পরে একখণ্ড কাপড়ের উপর বা আকন্দের পাতা বিছাইয়া উহার উপর গরম বালুকাগুলি ঢালিয়া একটা পুটিল বাঁধিয়া কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। যখন শীত, বেদনা, দেহের স্তৰ্কতা ও গায়ের গুরুতা নিবারণ হইবে তখন আর স্বেদ দিবে না।

৫। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে বুকে শ্লেষ্মা বসিলে বাক্য রোধ কিংবা রোগী তন্ত্রাভিভূত হইলে, বুকে ও পার্শ্বদ্বয়ে স্বেদ দিবে। স্বেদ দিতে কখনও ডয় পাইবে না বা দেরী করিবে না। পান বা আকন্দের পাতা খুব পুরাতন উষ্ণ ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর

ত্রিদোষজনিত রোগ মাত্রই বিপজ্জনক। তন্মধ্যে ত্রিদোষজনিত প্রবল জ্বর অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বর খুবই ভয়ঙ্কর। সান্নিপাতিক জ্বর হইবা মাত্রই অভিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা হেকিম দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

১। সান্নিপাতিক জ্বরে শরীরের সর্বত্র পানির সঞ্চার হইয়া থাকে। যতক্ষণ এ পানিকে পরিপাক কিংবা বহিক্ষার না করা যায়, ততক্ষণ ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক হয় না। অতএব, বারংবার স্বেদ দ্বারা শরীরের রস ও ফল শুকাইতে বা বাহির করিতে হইবে।

২। তন্ত্র সান্নিপাতিক জ্বরের একটি লক্ষণ। রোগী প্রায়ই তন্ত্র দিয়া থাকিলে কিংবা অচেতন থাকিলে একটা মোরগ যবেহ করিয়া উহার পেটের নাড়িভুঁড়ি প্রভৃতি ছিড়িয়া বাহির করিবে এবং মোরগের ঐ খোলসে কিছুক্ষণ রোগীর মাথা ঢুকাইয়া রাখিলে রোগী চেতনা লাভ করিবে।

৩। গরম লৌহ দ্বারা পায়ের তলা কিংবা কপালে তাপ দিলে রোগী চেতনা লাভ করিয়া থাকে।

৪। কাল মুরগীর ডিমের তরলাংশ পান করিলে অথবা উহার নস্য লইলে সান্নিপাতিক জ্বরে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৫। পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্দব লবণ, ও মৌলফলের আঁটি (হিন্দীতে) মহুয়া, ডাঙ্গারীতে (Bassia) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদ্য চৰ্চের সমান গোলমরিচের মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্প পানির সহিত পিষিয়া উহার নস্য লইলে রোগীর চেতনা হয়। তন্ত্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। সৈন্দব লবণ, বিট লবণ ও সচল লবণ, আদার রসে মাড়িয়া গরম করতঃ উহার নস্য ব্যবহার করিলে বুকের ও মাথার অতি গাঢ় শ্লেঘাও তরল হইয়া বাহির হয়। তাহাতে মস্তকের ও হৃদয়ের ভার, পার্শ্ব বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

৭। সান্নিপাতিক জ্বরে যদি বাত এবং শ্লেঘার প্রকোপ অত্যধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বেল, শ্যোনা, গন্তারী, পারঙ্গল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কণ্টকারী ও গোক্ষুর, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁষ্ঠ ইহাদের কাথ, মধু ও পিপুল চূর্ণসহ পান করিতে দিবে।

কর্মূল জাত শোথ

সান্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায় কাহারও কাহারও কর্মূলে শোথ হইয়া থাকে। সেই শোথ অনেক সময় প্রাণনাশক হইয়া দাঁড়ায়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় শোথ উপস্থিত হইলে উহা সাধ্য, মধ্যাবস্থায় কষ্টসাধ্য এবং শেষ অবস্থায় প্রায়ই অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

প্রথমে শোথের স্থানে জঁক বসাইয়া রক্ত-মৌক্ষণ করিবে। পরে গেরিমাটি, সমুদ্র লবণ, শুঁষ্ঠ, বচ ও রাই সরিয়া সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণপূর্বক তাহা উষ্ণ করিয়া শোথে প্রলেপ দিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যাইবে। যদি শোথ শুকাইয়া না যায়, তবে মসিনা বাটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া উষ্ণ করত বারংবার প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠিবে পরে অপারেশনপূর্বক পুঁজ বাহির করিয়া ক্ষত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

সান্নিপাত জ্বর অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সান্নিপাত, বিষম জ্বর প্রভৃতি জ্বরে একটি মাত্র ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইতেছে যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা মোটেই নাই বরং উপকারই হয়। হিঙ্গলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাস্ত, বঙ্গ, স্বর্ণ, মাক্ষিক, লৌহ, রোপ্য, সৈন্দব লবণ ও মরিচ প্রত্যেক একভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, ধুতুরা ও শেফালিকা পাতার রস দশমূল ও চিরতার রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান অবস্থা অনুযায়ী।

বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা

মুষ্টিযোগ—জ্বর যদি প্রত্যহ মন্দ মন্দ ভাবে হইতে থাকে এবং তাহাতে যদি হাত পা ও চক্ষু জ্বালা করে, রগ টিপ টিপ করে, মস্তক ধরে, অরুচি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে—ক্ষেত্র পাপড়, শেফালিকা পত্র ও গুলঞ্চ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শিলে থেতো করিয়া কলা পাতায় রাখিবে এবং তাহা অগ্নিতে সেঁকিয়া লইবে। অতঃপর উহা রাত্রিতে শিশিতে রাখিয়া পরদিন তাহার রস নিংড়াইয়া মধুসহ প্রতঃকালে অর্ধ ছাটাক ও শয়নকালে অর্ধ ছাটাক পান করিবে।

পালা জ্বর

উচ্ছে পাতা বা আসমেওড়া পাতা হস্তে মর্দন করিয়া তাহা নেকড়ায় বাধিয়া জ্বরের পালার দিন
স্বাগ লইবে। ইহাতে পালা জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

তদ্বীর

ঠাণ্ডা লাগা জ্বর বিশেষতঃ শিশুদের ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ তিনটি বিশেষ
ফলপ্রদ, বহু পরীক্ষিত।

১ নং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مُحَمَّدُ

২ নং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مُحَمَّدُ

৩ নং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا مُحَمَّدُ

ব্যবহার বিধি— ১নং তাবীজটি নেকড়া দিয়া ডান হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। ইহাতে জ্বর
বিরাম না দিলে পরদিন ঠিক ঐ টাইমে (যে টাইমে তাবীজটি বাধা হইয়াছে) উহা খুলিয়া বাম
হাতের বাজুতে বাধিবে। ২ নং তাবীজ ডান হাতের বাজুতে বাধিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম না
হইলে তৃতীয় দিন ঠিক ঐ সময় ২নং তাবীজ খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে ১ নং তাবীজের কাছে
বাধিবে। ৩ নং তাবীজটি ডান হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। আল্লাহ চাহে ত শীঘ্ৰই জ্বর বিরাম
দিবে। জ্বর বিরামের পরও ওদিন তাবীজ ধারণ করিলে জ্বর পুনৰাক্রমণের আশঙ্কাও থাকে না।

গরম লাগা জ্বর

১। একখণ্ড কাগজে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ডান হাতের বাজুতে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنْبِيْ بَزْدَا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ أَرْأَدُوا بِهِ كَيْدًا
فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ -

২। নিম্নলিখিত নকশাটি এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া উহা এক প্লাস পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া
দিবে এবং ঐ পানি গরম লাগা জ্বরের রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাত জ্বর নিবারণ হইবে।

৭৮১

৬	১	৩	২	৪
২৮	১১	১৯৮	২৮	৪
১৯৬	০১	২	২১০	৯
০	২১	৭	৯৯	৪৯
৬	২৯	০২	৩	৩৭

৩। ১১ বার দুরাদ শরীফ পড়িয়া তৎপর ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িবে এবং কার্পাসের তুলার
উপর ফুক দিয়া উহা ডান কানে দিবে।

৪। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পরে কিছু তুলার উপর ফুক দিয়া তৎপর ১১ বার দরাদ শরীফ পড়িবে এবং তুলা বাম কানে ধারণ করিতে দিবে।

প্রথম দিন যে সময় তুলা ধারণ করিবে, দ্বিতীয় দিনের ঠিক সেই সময় ডান কানের তুলা বাম কানে এবং বাম কানের তুলা ডান কানে দিবে। তৃতীয় দিনও ঐরূপ করিলে ইন্দ্রানাথ সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হইবে।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে একদিকে আযান এবং অন্যদিকে একামতের শব্দগুলি লিখিবে। খোদা চাহে ত শীঘ্ৰই জ্বর বিৱাম হইবে।

৫। যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চিনা বৰতনে নিম্নোক্ত তদ্বীৰ লিখিয়া বৃষ্টি বা গোলাপের পানি দ্বারা ঝোত করিয়া ঐ পানি রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহার সামান্য পানি দ্বারা মুখ ও শরীর মুছিয়া দিলে জ্বর বিৱাম দিয়া থাকে।

	د	ب
ج	ه	ر
ح	ي	و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنْ نَعْلَمُ مَا
تُعْلَمُنَا يَا نَاصِرُكُو فِي بَرَدَةٍ وَسَلَامٌ عَلَى لَيْلَةِ

৬।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ ارْحِمْ جَلْدِي الرَّقِيقِ وَ عَظِيمِ الدِّقِيقِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيقِ يَا أَمْ فَلَاحِ إِنْ كُنْتَ أَمْتَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ فَلَا تُؤْخِذْ الرَّأْسَ وَ لَا تُفْسِدِ الْفَمَ وَ لَا تَأْكِلِ اللَّحْمَ وَ لَا تَشْرِبِ الدَّمَ وَ تَحْوِلِي عَنْ حَامِلِ هَذَا الْكِتَابِ إِلَى مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ أَلِهَ وَ سَلَّمَ -

৭। দুই দিন বা তিন দিন অন্তর জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে;

بِسْمِ اللَّهِ وَ لِتِ بِسْمِ اللَّهِ فَرِتِ بِسْمِ اللَّهِ مَرِتِ بِسْمِ اللَّهِ انْصَرَفْتِ بِسْمِ اللَّهِ ادِبْرِتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَ نَزَّلْتِ مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْوَانَةِ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ الَّذِي خَلَقْنَاهُ فَهُوَ يَهْدِنَاهُ وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنَاهُ وَ يُسْقِيَنَاهُ وَ إِذَا مِرْضَتْ فَهُوَ يَشْفِيَنَاهُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شَفَاءٌ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَ مَنْ نَزَّلَتْ عَلَى قَلْبِهِ أَنْ تَشْفِيَ حَامِلَ كِتَابِ هَذَا -

৮। যে কোন প্রকার জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া রোগীর গলায় বাধিয়া দিলে জ্বরের উপশম খোদা চাহে ত হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِلَى أُمِّ مَلْوُمٍ الَّتِي تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَسَلَامٌ
فَوْلَامٌ مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ تَشْرِبُ الدَّمَ وَتَهْشِمُ الْعَظْمَ أَمَا بَعْدَ يَاؤُمْ لَمْوُمٍ إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنَةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ
اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ كُنْتَ يَهُودِيَّةً فَبِحَقِّ مُوسَى الْكَلِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ كُنْتَ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ
عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ لَا أَكْلَتِ لِفْلَانٍ
রোগীর বাপের নাম
.....
لَحْمًا وَلَا تَشْرِبْ لَهُ دَمًا وَلَا هَشْمَةً لَهُ عَظْمًا وَتَحَوَّلُوا عَنْهُ إِلَى مَنْ اتَّخَذَ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا أَخْرَلَاهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِلَّا فَإِنْتِ بِرَبِّيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بَرَّيَ مِنْكَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ -

৯। আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া পূর্ববৎ ধুইয়া সেবন করাইবে।

সর্বদা সেবা শুশ্রায়ার প্রতি সৃষ্টি রাখিবে যাহাতে বেশী গরম বা ঠাণ্ডা লাগতে না পারে
এবং যাহাতে নিয়মিত প্রস্তাব ও পায়খানা হয়, সে জন্য ঔষধ ও তদ্বীরের ব্যবস্থা সঙ্গে
সঙ্গে রাখিতেই হইবে।

জ্বরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—নব জ্বরে মিছরি, বাতাসা, ডালিম, কিস্মিস, খৈ-এর মণি, পানি সাগু, এরারঞ্চ, বার্লি,
প্রভৃতি লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। গরম পানি ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে। শ্লেষ্মা জ্বরে, ,
বাতজ্বরে দুষ্যদুষ্য পানি পান করিতে দিবে। জর বিরামের দুই তিন দিন পর বা অধিক দিন পরও
অন্ন পথ্য দিবে না। এ কয়েকদিন পল্তায় বড়া, বাড়ালনা, কৈ, মাণ্ডি বা শিঙ্গি মাছের ঝোল,
খুব বেশী ক্ষুধা হইলে ২/১ খানা ফুলকা রুটীর ব্যবস্থা করিবে। তৎপর যখন শীররের সমস্ত প্লানি
দূর হইবে রোগীর অন্ন লিঙ্গা হইবে, তখন অতি সৃষ্টি পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের
ডাল, কৈ, মাণ্ডি প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল, মানকচু, ডুমুর ইত্যাদি লঘু তরকারীর ব্যবস্থা করিবে।
অন্ততঃ ৫/৭ দিন পর্যন্ত দুইবেলা অন্ন ভোজন করিতে দিবে না। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুযায়ী সাগু
বা হাল্কা রুটীর ব্যবস্থা করা যাইতে পরে।

বিষাণ জ্বর, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু রোগে দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ
বা মসুরের ডাল, কৈ, মাণ্ডি, শিঙ্গি প্রভৃতি ছোট মাছের ঝোল, কফি বেগুন, কাঁচ কলা, ঠেঠে
কলা, কচি মূলা, পটোল, উচ্চে, করলা, বিঞ্জে ও কাকরোল প্রভৃতি হালকা তরকারী দেওয়া চলে।
রোগী অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষীণ হইলে কবুতর, মুরগী, কিংবা বকরীর গোশত্রের জুশ ব্যবস্থা
করিবে। কাগজী লেবু, এক বলকা দুধ, অমৃত ফল। রাত্রিকালে ক্ষুধা অনুসারে রুটী, পাউরটী,
সাগু, এরারঞ্চ বা বার্লি সেব্য। জ্বরের আধিক্য থাকিলে দিনের বেলা অন্ন না দিয়া কোন লঘু
পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

কুপথ্য—যতদিন রোগী বলবান না হয় ততদিন সর্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য, কফ বর্ধক দ্রব্য
ভোজন, তেল র্দেবন, স্বান, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবা নিদ্রা, ক্রোধ, ঠাণ্ডা পানি সেবন বা প্রবল
বায়ু সেবন অহিতকর।

অগ্নি-দক্ষ

সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত যাহাতে গায়ের-কাপড়ে আগুন লাগিতে না পারে বিশেষতঃ ছোট ছেলে-মেয়ের প্রতি এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য। গ্রাম্য মেয়েরা এ ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। ফলে প্রায়ই বহু লোককে অগ্নিদক্ষ হইয়া প্রাপ্ত হারাইতে হয়।

অগ্নিদক্ষ চিকিৎসা

১। চুনের স্বচ্ছ পানি ও নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা আশু নিবারিত হয়।

২। ক্ষতস্থানে মধু মাখাইয়া উহার উপর যবচূর্ণের লেপ দিলেও জ্বালা নিবারণ হয়।

তিল ও যব পোড়াইয়া উহার ভস্ম দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লুচী ভাজা ঘৃত মাখাইয়া খাইলে সকল প্রকার ক্ষত শুকাইয়া যায়। মাখন সর্বপ্রকার ক্ষত ও অগ্নিদক্ষ জাত ঘায়ের এবং ব্রণ ও ফেঁড়ার মহোষধ।

দাদ

১। শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশাইয়া ২/৪ দিন দাদে লাগাইলে দাদ বিনষ্ট হয়; কিন্তু উহা দাদে লাগাইবার পূর্বে ডুমুর পাতা প্রভৃতি দ্বারা দাদ ঘর্ষণ করিয়া লইবে।

২। চাকুন্দের বীজ, জীরা ও পন্থা গুলশ্বের মূল পানিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

৩। চাকুন্দের বীজ, আমলকী ধূনা ও মনসার আঠা এই সমুদয় কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ প্রশমিত হয়।

৪। চাকুন্দের বীজ, কুড়, সৈন্দব, শ্বেত সরিয়া ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পানির সহিত কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

কাউর চিকিৎসা

একটি সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি চাউল রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পর যখন উহা পচিয়া যাইবে তখন ঐ পচা চাউল ও পানি উত্তমরূপে ছানিয়া ঘা প্রলিপ্ত করিলে অল্প দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া যায়। উহা খোস্ পাঁচড়ারও মহোষধ।

খোস্ চুক্কনা

১। গন্ধক চূর্ণ সরিয়ার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তাহা সূর্য তাপে উত্পন্ন করত প্রলেপ দিলে খোস্ চুক্কনা, কাউর ঘা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

২। আকন্দ পাতার রস ও হরিদ্রার কঙ্কসহ সরিয়ার তৈলে পাক করিয়া তাহা লাগাইলে খোস্ পাঁচড়া, ঘা শুকাইয়া যায়। কিন্তু অশুক্ষ পাঁচড়া প্রথমাবস্থায় কখনও শুক্ষ প্রলেপ দিবে না। কারণ ভিতরকার দূষিত পদার্থ বাহির হইতে না পারিলে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দিতে পারে। প্রচুর পরিমাণ দূষিত পুঁজ, রস বাহির হওয়ার পর উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩। প্রতিদিন প্রত্যুষে কাঁচা হরিদ্রা ইক্ষু গুড়সহ চিবাইয়া ভক্ষণ করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া খোস্-পাঁচড়া প্রভৃতি নিরাময় হইয়া থাকে।

মুখের মোচতা

১। রক্ত চন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোষ, প্রিয়ঙ্গুর, নূতন বটের অক্ষুর ও মসুরী এই সমুদয় বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের মোচতা বিনষ্ট হয়।

২। কিছুটা মসুরী পানিতে ভিজাইয়া দুধের সর (মালাই) সহ ঐ মসুরী পেষণ করিয়া এক সপ্তাহ মুখে লাগাইলে মুখের যাবতীয় দাগ দূর হইয়া মুখ লাবণ্যময় ও মোলায়েম হইয়া উঠে।

৩। লোষ, ধনে, বচ অথবা শ্বেত সরিয়া, বচ ও লোধ, সৈন্দব লবণ পানিতে পেষণ করিয়া মুখে লাগাইলে মুখের দাগ বিনষ্ট হয়।

পিট চাল

ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ব্যাধি। ইহার প্রারম্ভেই সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। এতটুকুও বিলম্ব করিবে না।

তদ্বীর

১। তৃতীয় পার্ষদের আগে পড়িয়া পানিতে দম করিয়া সেবন করিলে ভিতরের যে কোন দুষ্পীত পদার্থ ভাসিয়া উঠে।

২। ১০ বার

رَبِّ أَنِّي مَسِّنِي الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرُّحْمَيْنَ

১০ বার

مُسْلِمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا

পড়িয়া তৈলে দম দিয়া লাগাইলে যে কোন প্রকার যথম, খোস্-পাঁচড়া, ঘা, নালী ঘা অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রশংসিত হয়।

আঘাত

আঘাত লাগামাত্র পানি দ্বারা খুব ভালভাবে মালিশ করিবে। কোন স্থানে হাড় ভাঙ্গিয়া থাকিলে কিংবা বড় বেশী রকম আঘাত হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শিত্র রোগ (পাতরী)

হাতে, মুখে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে, আবার কাহারও সর্বাঙ্গে শ্বেত রোগ দেখা দিয়া থাকে। মারাঞ্জক কিংবা খুব কষ্টদায়ক না হইলেও বড় কৃৎসিত ব্যাধি।

চিকিৎসা

১। সোমরাজী বীজ এবং এক চতুর্থাংশ শোধিত হরিতাল গোমূত্রে র্দন করিয়া প্রতিদিন প্রলেপ দিলে ধ্বল লয় প্রাপ্ত হয়।

২। হাতীর বা চিতা বাঘের চামড়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম সরিয়ার তৈলে আঁশুত করিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিদূরিত হয়।

৩। কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। মনছাল ও আপাঞ্জক্ষরে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও ধ্বল বিনষ্ট হয়।

৫। গন্ধক, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য পানিতে পিয়িয়া প্রলেপ দিলে ধ্বল বিনষ্ট হয়। ইহা শ্বেত রোগের মহোষধ।

বিষ চিকিৎসা

বিষ দুই প্রকার—(১) জঙ্গম বিষ ও স্থাবর বিষ। সর্প প্রভৃতি প্রাণীর বিষকে জঙ্গম বিষ এবং উষ্ণিদ ও ধাতব দ্রব্যের বিষকে স্থাবর বিষ বলা হয়।

বমনের ন্যায় সর্বপ্রকার বিষ নিষ্কাশক ঔষধ আর নাই। শরীরের ভিতর বিষ তুকিবামাত্র প্রচুর বমনের ব্যবস্থা করিবে।

জঙ্গম বা স্থাবর যে কোন বিষই হউক না কেন রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা

১। দারমেছে, আফিং প্রভৃতি যে কোন প্রকার বিষ ভক্ষণ করুক না কেন; তৎক্ষণাত তিন তোলা আদার রসের সহিত চারি আনা পরিমাণ হিং মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। কলমী শাকের ডাটা ও পাতার রস ২ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইয়া দিলে তৎক্ষণাত্বমি হইয়া উপকার দর্শিবে। অবশ্য অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিম নিকটে থাকিলে তৎক্ষণাত্বমি তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

জঙ্গম বিষ চিকিৎসা

সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত জানোয়ার দংশন করিলে কিংবা দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাত্ব দষ্ট স্থানের উর্ধ্বভাগে খুব কষিয়া বাঁধিবে। এই নিয়মটি দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। উহা খুবই উপকারী।

১। সোহাগার খৈ কিংবা আকন্দের মূল পানিতে পিষিয়া পান করিলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

২। সোচার (গাছ বিশেষ) মূল চিবাইয়া উহার রস ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার সর্প বিষ বিনষ্ট হয়।

৩। বিষাক্ত সর্প মারিয়া উহার মাথার পিছনের হাড় সঙ্গে রাখিলে সর্প দংশন হইতে নিরাপদ থাকা যায় এবং ঐ হাড়খানা চূর্ণ করিয়া পানির সহিত পান করিলে তৎক্ষণাত্ব বিষ নষ্ট হইয়া যায়।
সর্প দংশিত রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। (*الرَّحْمَةُ فِي الطِّبْبِ وَالْحِكْمَةُ*)

৪। ইচার মূল সঙ্গে রাখিলে সাপে দংশন করে না, চিবাইয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা সাপের মাথার উপর ধরিলে সাপ আর মাথা উঁচু করিবে না।

৫। সাপের দংশন করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্না কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে পারিলে আশা করা যায়, বিষ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু ঐ কাপড় খানা পোড়াইয়া ভস্ত্ব করিয়া ফেলিবে।

৬। শুক্না চুন ৬ মাসা, মধু ২ তোলা, মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রত্যেক প্রহরে লেপ বদলাইয়া দিলে শরীরের ভিতরকার বিষ চোষণ করিয়া থাকে।

৭। ৮০ পরিমাণ মুরগীর বিষ্ঠা, ৮০ লোশাদার এই পদার্থ দুইটি পানিতে খুব মিশ্রিত করিয়া উহা গরম করত রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাত্ব বমির সঙ্গে সঙ্গেই বিষ বাহির করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। (*الرَّحْمَةُ فِي الطِّبْبِ وَالْحِكْمَةُ*)

৮। স্মরণ রাখা উচিত, সর্প দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ৪/৫ অঙ্গুলি উপরে রশি দ্বারা ডোরা বাঁধিবে।

৯। যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন হিস্মৎ করিয়া যথমের মুখে মুখ লাগাইয়া চোষণ করিয়া বিষ বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান যেন বিষ পেটের ভিতর না যায়; কুল্লিরাপে ফেলিয়া দিবে বার বার এরাপ করিলে সম্পূর্ণ বিষ বাহির হইয়া যাইবে। চোষণকারীর পেটে কিছু বিষ গেলে অবশ্য প্রাণহানির ভয় নাই। শুধু দাস্ত বমি হইতে পারে, উহা দ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের মহা উপকারণ সাধিত হইবার খুবই সম্ভাবনা।

তদ্বীর

১। হাত বা পায়ের অঙ্গুলিতে ডোর বাঁধিয়া একজনে উহা ডান হাতে বাম হাত করে টানিবে এবং একজনে সুরা-ফাতেহা পড়িয়া কাপড়ের পাকা ছড়া দ্বারা বোধহীন জাগা থেকে জোরে আঘাত করিবে এবং দম দিবে। এক ঘণ্টা পর বিষ ডোর বাঁধা স্থানে থাকিলে উহা মোক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

২। ২১ বার بسم الله الرحمن الرحيم কাগজে লিখিয়া তৎসঙ্গে—
سَلَامٌ عَلَى نَوْحِ الْعَالَمِينَ وَمَا حَا
রোগীকে পান করাইলে বমি হইয়া তখনই বিষ বাহির হইয়া যাইবে।

৩। নিম্নোক্ত তাৰিজটি লিখিয়া ঘৰেৱ চাৰি কোণে লোহার তাৰিজে পুৱিয়া রাখিলে ঐ ঘৰ
হইতে সাপ বাহিৰ হইয়া যাইবে এবং আৱ চুকিবে না।

৮৫৫ ح ১১৭৫০ ১১৮১ ১১৬১১
১১৫ ১১৭৫০ ৭৭৭ ১১৫ ১১৬১১

—হায়াতুল হায়ওয়ান

—সাপে কাটা রোগীকে একটি বকুলেৱ দানা খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

রোগী বেঁশ হইয়া গেলে তুতে পোড়া চূৰ্ণ একটি বড়ি পৱিমাণ কাগজে ঢাকিয়া রোগীৰ
নাকেৱ কাছে রাখিয়া ফুঁক দিবে। যেন ঐ ঔষধ মগজে পৌঁছিয়া যায়। ইহাতে আশাতীত
ফল লাভ হয়।

এক আনা পৱিমাণ নিশাদল ও এক আনা পৱিমাণ চুন শিশিতে রাখিয়া রোগীকে শোকাইলে
মাথার বিষ নামিয়া আসিবে।

লজ্জাবতীৰ পাতা দ্বাৱা রোগীৰ মাথা হইতে নীচে পৰ্যন্ত মুছিয়া নামাইলে সাপেৱ বিষ
নষ্ট হইবে।

কাৰ্বনিক এসিড বা নিশাদল ঘৰে রাখিলে সাপ তথা হইতে পলায়ন কৰে।

রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ২ মাষা ফিটকাৰী পানিতে গুলিয়া সেবন কৰাইলে বিষ নষ্ট হইয়া
রোগী চৈতন্য লাভ কৰিবে।

কেহ দূৰদেশ হইতে কোন লোকেৱ সৰ্প দংশনেৱ খবৰ লইয়া আসিলে সংবাদ দাতাৰ কপালে
(ললাটে) قَالَ الْفَهَّا يَأْمُوسِي فَأَلْفَاهَا فَأَدَأَهَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এবং
পড়িয়া ডান হাতেৱ শাহাদাত অঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জোৱে মারিবে। সাত বার এৱাপ কৱিলে দূৰবতী
রোগীও ভাল হইবে।

বিচ্ছু, ভীমৱল, বোল্তা প্ৰভৃতিৰ দংশনে কপূৰ পানিতে ভিজাইয়া কিংবা ছিৱকা অথবা ঠাণ্ডা
পানিতে কাপড় ভিজাইয়া দষ্ট স্থানে রাখিবে।

মৱিচ, শুষ্ঠ বালা ও নাগেশ্বৰ বাটিয়া প্রলেপ দিলে মধু মক্ষিকা, ভীমৱল প্ৰভৃতিৰ যাবতীয় বিষ
বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিচ্ছুৰ দংশনেৱ সঙ্গে সঙ্গে উহাকে মারিয়া উহার নাড়ীভুংড়ি দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎই
বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

কুকুৱেৱ বিষ

৪০ বার أَللَّهُ الصَّمَدُ কাঁসাৰ থালায় পড়িয়া সাপ কিংবা কুকুৱ বা শিঙি মাছ দংশিত
রোগীৰ পিঠে লাগাইলে বিষ থাকাকালীন ঐ থালা পড়িবে না। বিষ নষ্ট হইয়া গেলে ঐ থালাও
পড়িয়া যাইবে।

ধুতুৱাৰ পাঁচটি ফুল ও হৱিদ্রা একত্ৰে বাটিয়া তিন দিন খাইলে কুকুৱেৱ বিষ নষ্ট হয়।

কুকুৱ অথবা শৃগাল দংশন কৱিলে এক খণ্ড ঝুঁটিৰ উপৰ—

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكْيَدْ كَيْدًا فَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤْيَا

লিখিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। ৪০ দিন এৱাপ কৱিতে হইবে।

জলাতক্ষ

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃঙ্গাল কামড়াইলে পর চিকিৎসার অবহেলার দরজন জলাতক্ষ ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। জলাতক্ষ এক মহা মারাত্মক ব্যাধি।

চিকিৎসা—সম পরিমাণ দুধ ও আকন্দ পাতার রস নৃতন ঘেটে পাত্রে রাখিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। সমস্ত দিন চিড়া-ভাজা ও খাটি দুধ ভিন্ন অন্যকিছু খাইতে দিবে না। একদিনে আরোগ্য লাভ না হইলে দুইদিন খাইতে দিবে। খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

১ সের নোশাদার ৫ সের পানিতে গুলিয়া সাপের গর্তে ভরিয়া দিলে সাপ বাহির হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে ঘরে ছিটাইলে ঐ ঘরে সাপ আসিবে না।

সাপের গর্তে রাই সরিয়া ভরিয়া দিলে সাপ মরিয়া যায়। বিছানায় রাই সরিয়া রাখিলে সাপের ভয় থাকিবে না। মানুষের মুখের লালা সাপের মুখে লাগিলে তৎক্ষণাং সাপ মরিয়া যায়।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

বাল্য রোগ

গভিনীর চিকিৎসার শেষ ভাগে বলা হইয়াছিল, নবজাত শিশুর গলায় রূপার তথ্তি লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে। তৎসঙ্গে তাবীজ করিয়া ব্যবহার করিতে দিলেও খুব উপকার হয়। খোদা চাহে ত বহু বিমারী বিশেষতঃ জীনের আচর থেকে নিরাপদ থাকিবে।

হেরয়ে আবি দোজানা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ هَذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالرُّوَّارِ وَالسَّائِحِينَ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَأْرَحْمُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةٌ فَإِنْ تَكُنْ عَاشِقًا مُرْيِعًا أُوفِّاجًا مُقْتَحِمًا أُورَاعِيًّا حَقًا مُبْلَلًا هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يُنْطَقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَتُرْكُوا صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا وَانْطَلَقُوا إِلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى لَاهٌ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُقْلِبُونَ حَمَّ لَا تُنَصَّرُونَ حَمَّ مَعْسَقَ تَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ فَسِيرْكِيفِيْكُ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

মায়ের স্বাস্থ্য ও মনের সহিত শিশুর স্বাস্থ্য ও মনের নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে মায়ের স্বাস্থ্য ও মন সর্বদা সুস্থ থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

সাধারণতঃ মায়ের শরীরের রক্ত ভাল না থাকিলে গর্ভে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে, কিংবা জীবিত ভূমিষ্ঠ হইলেও প্রায়ই নানাবিধি রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এসব ব্যাপারে সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ক্রন্দন না করিলে আস্তে আস্তে পিঠে আঘাত করিয়া কিংবা পা দুখানা ধরিয়া উপুড় করিয়া উহাকে ক্রন্দন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিবে যেন খুব গরম (ধাতু-গঠিত) ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় এবং খুব ঠাণ্ডা, কর্পুর ইত্যাদিতে প্রস্তুত ঔষধও না হয়। শিশুকে লঙ্ঘন (উপবাস) দিবার প্রয়োজন হইলে শিশুকে লঙ্ঘন না দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে উপবাস

করিতে দিবে এবং সর্বদা মাতা বা ধাত্রীর খাদ্য-খাদক ও চলাফিরা করিতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

সদা-সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে শিশুর দুঃখ পান করিবার পর ২ ঘটার মধ্যে টক জাতীয় কোন দ্রব্য খাওয়ান না হয়। কারণ দুধ ও টক একত্রে ষষ্ঠিকে দুধ নষ্ট হইয়া যায় এবং হজমের ব্যাপাত জমিয়া থাকে।

নবজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে অমলকী ও হরিদ্রা চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে।

যে শিশু স্তন্য দুঃখ পান করিয়া বমি করিয়া ফেলে তাহাকে বৃহত্তি ও কণ্টকারী ফলের রস খাওয়াইবে।

গরুর দুধ খাইয়া বমি করিলে দুধের সহিত এক ফেঁটা চুনের পানি মিশাইয়া দুধ সেবন করাইবে। স্তন্য দুধের অভাব হইলে ছাগলের দুধ পান করাইবে। স্তন্য দুঃখ বৃদ্ধির জন্য—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْيَنْ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمِّمَ الرَّضَاعَةَ - وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بَطْوَنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِعًا لِإِشَارَبِيْنَ وَإِنْ يَكُدُ الدِّينُ كَفَرُوا لَيْزِلْفُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ - سُبْحَانَ الدِّيْنِ سَخْرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ -

একবার পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে খাইতে দিবে। ইন্শাআল্লাহ্ দুধ বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম আয়াতের রূপান্তর পর্যন্ত বাদ দিয়া অন্যান্য আয়াত পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া গাভীকে খাওয়াইলে গাভীর দুঃখ বৃদ্ধি হয় এবং ঐ আয়াত পড়িয়া গমের আটায় দম দিয়া সাত দিন খাওয়াইলে গাভী শাস্তভাবে দোহন করিতে দিবে।

শিশুর গলায় শ্লেঘা বসিলে শুষ্ঠি, পিপুল, গোল মরিচ, হরিদ্রা ও বচ বাটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে দুধের সহিত মিশাইয়া সেই দুধ পান করাইবে।

আমের আটার মজ্জ খৈ ও সৈন্দব পেষণ করিয়া মধুসহ চাটিয়া খাইতে দিলে শিশুর বমন নিবারণ হয়। চিনি মধু ও লেবুর রসের সহিত পিপুল ও গোল মরিচ চূর্ণ লেহন (একটু একটু চাটিয়া খাওয়া) করিলে শিশুর হিঙ্কা ও বমি নিবারণ হয়।

শিশুর জ্বর অতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমন হইলে—মুতা, পিপুল, আতাইচ, কাঁকড়া শঞ্জির চূর্ণ চাটিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শায়।

বালকের আমাতিসারে—লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার খৈ এই চারিটি দ্রব্যের সমানভাগ চূর্ণ একত্রে খাইতে দিবে।

উপরোক্ত দুইটি রোগে পানিতে একবার সূরা-কদর পড়িয়া দম দিবে ঐ পানিতে—
عَنْهَا يُنْزَفُونَ فِيهَا غَوْلٌ وَلَاهْمٌ عَنْهَا يُنْزَفُونَ তিনবার পড়িয়া দম দিবে এবং ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা মেশক জাফরান দ্বারা তাবীজ লিখিয়া ঐ পানিতে চুবাইয়া রাখিয়া উহা পান করিতে দিবে। এই পানি কলেরা অতিসার প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়িয়া ও সূতীকায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অতিসার রোগ প্রবল হইলে চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা উক্ত কালি দ্বারা লিখিয়া পান করিতে দিবে। এবং সরিষার তেলে ৩ বার **أَفْخَسِبْتُمْ** ১১ বার আয়াতে-কোত্ব পড়িয়া দম

দিয়া সমস্ত শরীর অবশ করিয়া মালিশ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বিশেষতঃ মাথা ডাবা বিদ্রুত হয়।

তিল ও যষ্টিমধু বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তিল, তৈল, চিনি ও মধু মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুদের রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বটের মূল পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধোয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে শিশুদের দুর্বিবার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয়।

ধাত্রী বা মাতার স্তন্যদুঃখ দৃষ্টিত হইলে উহা শিশুকে খাইতে দিবে না এই দুধ শিশুদের জন্য বিষতুল্য।

স্তন্য-দুঃখ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ

১। জিনের আচরের দরুন দুধ নষ্ট হইলে সংশোধক ঔষধ ও তদ্বীরের সঙ্গে সঙ্গে জিনের তদ্বীরও করিবে।

২। স্বামী-সঙ্গম (অনিয়মে-কুনিয়মে)

৩। অনুপযুক্ত আহার-বিহার করাতে মাতার দুষ্ট বস ও রক্ত বৃদ্ধি পাইয়া দুধ নষ্ট হইয়া থাকে। আসল কারণ নির্ণয় করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে।

প্রত্যেক জোগার ২/১ দিন পূর্বে মাতাকে লঙ্ঘন দিবে। নিম্নোক্ত পাঁচনটি সেবন করাইবে।

হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রিয়ব ও যষ্টিমধু। অথবা

বচ, মুতা, আতইচ, হরিতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। ইহাদের পাঁচন প্রস্তুত করিয়া মাতাকে সেবন করাইলে স্তন্য-দুধ শোধন হইয়া থাকে।

শুক্রন মাটিতে ৭ বার নিম্নোক্ত দোঁআটি পড়িয়া মুখের থুথুসহ ৭ বার দম করিবে এবং ঐ মাটি দৈনিক ৫/৬ বার স্তনে লেপ দিতে দিবে।

মনছাল, শজ্জনাভী, পিপুল, ও রসাঞ্চল মধুর সহিত র্দন করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঙ্গনে বালকের সকল প্রকার চক্ষু পীড়া বিনষ্ট হয়।

দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর জ্বর, দাস্ত, আক্ষেপাদবী নানা প্রকার পীড়া দেখা দিয়া থাকে। সে অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। দাঁত উঠিয়া গেলে আপনা থেকেই উহা দূর হইয়া যায়।

এক বোতল গোলাপ পানির মধ্যে ||০ ছটাক লবঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ৪০ দিন রোদ্রে বাখিবে এবং উহা নড়াচড়া দিবে। ৪০ দিন পর উহা হইতে ৩ মাশা পরিমাণ দৈনিক খালি পেটে সেবন করিবে। শিশুর পেটের পীড়ায় ইহা বহু পরীক্ষিত।

উমুচু-ছিবইয়ান

এই রোগে শিশু একদম বেঁশ হইয়া যায়। হাত পা বাকা হইয়া যায়। মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ইহা মৃগী সদৃশ, বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ইহার চিকিৎসা করাইবে।

মুখ পরিষ্কার করিয়া দিবে। এ অবস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজু ও রান কমিয়া বন্ধন দিবে। সর্বদা পরিষ্কার তৈল মালিশ করিতে থাকিবে। হেরজে আবি দোজনার সহিত আয়াতে শেফা লিখিয়া তাৰীজ ব্যবহার করিতে দিবে। আয়াত পড়িয়া দৈনিক সকাল বিকালে দম দিবে।

অনেক সময় শিশু দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে, এমতাবস্থায় রোগ ও তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে।

তালুর উপরিস্থিত নরম জায়গার স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেলে ۳ বার পড়িয়া সরিয়ার তৈলে দম দিয়া উহা দ্বারা তালু ভিজাইয়া রাখিবে। শিশুর হাতে পায়ে প্রতিদিন মেন্দি লাগাইবে। মাতা বা ধাত্রীকে ঠান্ডা খাইতে দিবে।

বুকে বেদনা হইলে তাহা কোন্ ধরনের বেদনা তাহা নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শিশুর ক্রন্দন

কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে। ক্রিমির থেকে পেটে বেদনা হইলে কিছুটা কেরোসিন তৈল কানে, নাকে ও গলায় মালিশ করিবে এবং আর কিছু তৈল পেটে বার বার আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। ইন্শাআল্লাহ পেটের ক্রিমি বেদনা নিরাময় হইয়া তৎক্ষণাত শাস্তি লাভ করিবে। নিম্নোক্ত তাবীজটিও বিশেষ উপকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ بَايْنَ تَبَارَكَ حِيطَانُنَا لِبَيْتٍ سَقْفَنَا كَمْ يَعْصِقْ كَمَا يَشَاءُ
حَمَعْسَقْ حِمَائِنَا فَسِيْكُنْيُكُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْغَلِيمُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحْمَنِينَ
- إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَوْلَى الصَّالِحِينَ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ -

ঘুমের মধ্যে শিশু চিকিৎসার করিলে উক্ত তাবীজটিতে বিশেষ উপকার হইবে।

শিশুর কর্ণ রোগ

কর্ণ রোগ অধ্যায় দেখিয়া বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে। অবশ্য কান পাকা রোগ হইলে যথা সম্ভব খাবার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই ভাল। সর্বদা কান পরিষ্কার করিয়া রাখিবে এবং মাছি বসিতে দিবে না।

মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাশ্বাব হইলে তিন মাশা জওয়ারেশ মোছতগী সেবন করাইবে। এই ঔষধ হেকিমী দোকানে পাওয়া যায়।

শিশুর জন্ম হইতেই লক্ষ্য করিয়া মধুর সহিত একটু লবণ মিশিত করিয়া মাঝে মাঝে জিহ্বায় মালিশ করিলে মুখে ঘা ন্যাচা প্রভৃতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। ছোট ক্রিমি শিশুর মলদ্বারে খুব উপদ্রব করিলে খুব ঝুনা নারিকেলের দুধ দানাদার খেজুরের গুড়ের অথবা মিছরির সহিত খাইতে দিবে।

চাকের মোর গলাইয়া উহার সহিত শুক্না মিন্দিপাতা পিষিয়া শিশুর অঙ্গুলির ৪ অঙ্গুলি, বর্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বর্তি কিছুক্ষণ মলদ্বারে চুকাইয়া রাখিবে, পরে ধীরে ধীরে বাহির করিবে। পোকা ও ছোট ক্রিমি উহার সহিত বাহির হইয়া আসিবে। সর্বদা বাসি খাদ্য-খাদক হইতে বিরত থাকিবে।

দীঘদিন রক্ত আমাশয় থাকিলে হালিশ বাহির হইয়া থাকে। উহার পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে।

তদ্বীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَ قَبْلَ يَا أَرْضُ ابْلِيْ مَاءِكَ وَ يَا سَمَاءَ أَقْلِيْ وَ غِيْضَ الْمَاءِ وَ قُصْبَيْ

الْأَمْرُ وَ اسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءً كَمَّ عَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

লিখিয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে ও পান করিতে দিবে।

শ্যায়া-মুত্র

খালি পেটে এক তোলা পুদিনা পাতার রস ৭ দিন পর্যন্ত সেবন করিলে শ্যায়া-মুত্র নিবারণ হয়। পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাচী ও সৈন্দব লবণ এই সমুদয় চূর্ণ করিয়া চাটিয়া খাইলে বালকের মুত্রকুস্ত বিদ্রিত হয়।

শিশুর জ্বর

জ্বরের অধ্যায় দেখিয়া লইবে। জ্বর প্রবল ও উপসর্গ আসিলে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

কলেরা

কলেরা দেখা দিলে চিপ্তা ও ভয় করিবে না—বিষয় হইবে না। অধিক রাত্রি জাগরণ ও দিবা নিন্দা অহিতকর। খুব গরম খাবার খাইবে না এবং খালি পেটেও থাকিবে না। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। খাদ্য-খাদক, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখিবে। লোবান জ্বালাইবে, খাবার ও পানীয় বস্তুর ভিতর “আরকে কেউরাহ” দিয়া পান করিবে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে ছোয়াছে বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না বরং উন্নমরাপে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। মল-মুত্র ও বমি ইত্যাদি ভালভাবে দাফন করিয়া দিবে, ফিনাল ছিটাইবে। চিকিৎসার জন্য অগোণে বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। প্রত্যেকেই পানি ফুটাইয়া পান করিবে।

নিম্নোক্ত তাবীজটি প্রত্যেকেই ধারণ করিলে আশা করা যায় কলেরা হইতে নিরাপদ থাকিবে। তবে তাবীজ প্রতি ৭ পয়সা এতীম মিসকীনকে দান করিবে।

৭৮৬

الله بحرمة حضرت شيخ محمد صادق اکابر

ولیاء ولد حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد

الف ثانی ارشربلاي و با نکهدار-

الله کافی

الله شافی

এক বোতল পরিষ্কার পানিতে সূরা-কন্দর একবার পড়িয়া দম দিবে আর ফীরুজে পড়িয়া আবার দম দিয়া গরম পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। সুস্থ লোক ইহা পান করিলে নিরাপদ থাকিবে। চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধুইয়া খাইলে শীঘ্ৰই খুব উপকার হয়।

কলেরার প্রথম বা যে কোন অবস্থায় ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম করিলে রোগী আরামে দ্রুমাইবে।

বসন্ত

ঘোড়ির দুধ সেবন করিলে এক বৎসর বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকা যায়। দেশে বসন্ত দেখি দিলে গরম খাদ্য-খাদক খাইবে না। তৈল, বেগুন, গরুর, গোশ্বত, খেজুর, আঞ্জির প্রভৃতি গরম জিনিস খাইবে না। এতীম ও মিসকীনকে ৭ পয়সা দান করিয়া নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিলেও বসন্ত হইতে মাহফুয় থাকা যায়।

يا حفيظ	يا حفيظ
محمد	محمد
الله كافي	الله شافي

পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে। গোলাপ পানি, সুরমা কিংবা পেঁয়াজের রস চক্ষে দিলে চক্ষু নিরাপদ থাকে। কখনো দানা বসাইয়া দিতে চাহিবে না; বরং যাহাতে খুব শীত্র দানা বাহির হইয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩ বার **أَفْحَسِبْتُمْ لَا** পড়িয়া পানিতে দম দিয়া সেবন করিতে দিলে সমস্ত দানা শীত্রই উঠিয়া যাইবে। কাঁঠাল, গরম দুধ সেবন করিলেও খুব তাড়াতাড়ি দানা সকল উঠিয়া থাকে।

প্লেগ

প্লেগ যদিও খোদার রহমতে বাংলাদেশে অতি বিরল; তথাপি উহা একটি মারাত্মক ব্যাধি।

গলায় দুই একটি দানা হইয়া অসহ্যীয় জ্বালা-যত্নগায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্লেগ দেখা দিলে ঐ সময় প্রত্যেক বাড়ীতে উর্দু ‘হায়াতুল-মুহুলেমীন’ তেলাওয়াত করিবে। উহার বরকতে দেশ নিরাপদ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্থায় ঘর-বাড়ী খুব পরিষ্কার রাখিবে। ঘরে গন্ধক পোড়াইবে। আগর বাতি প্রভৃতি সুগন্ধি জলাইবে। গোলাপ পানির মধ্যে হিং গুলিয়া ঘরে ছিটাইবে। ছিরকা ও পেঁয়াজ ছুলিয়া ঘরের চারদিকে খোলা মুখে বসাইয়া দিবে। ফুটন্ট পানি, কেওড়ার পানি পান করিবে। ছিরকা, পেঁয়াজ, লেবু খুব খাইবে।

মাছ, দুধ, দধি, ঘি, গোঁড়া তরকারী, আঙ্গুর, তরমুজ ইত্যাদি ফল খাইবে। অবশ্য রোগীকে শুধু দুধই খাইতে দিবে।

তিনি তৈল খাইবে না, মালিশ করিবে না এবং লাগাইবেও না। পূর্ণ চিকিৎসার্থে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লইবে।

কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে কিংবা প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইলে একটি বলদ গরুর মাথায় নিম্নোক্ত দো’আ একবার, সুরা-এখলাচ সাতবার ও দুরদ পড়িয়া দম দিবে। ঐ গরুটি যবাহ করিয়া যাহারা কিছুটা গোশ্ত ভক্ষণ করিবে, আশা করা যায়, তাহারা নিরাপদ থাকিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত, কিন্তু যেনার পথ খোলা থাকিলে তাহা কার্যকরী হইবে না। দো’আটি এই—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُؤْمِنٍ يَا مُهَمِّمٍ يَا قَرِيبَ حَلْصَنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُونِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ يَا اللَّهُ الْآمَانَ يَا اللَّهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ حَلْصَنَا مِنَ الْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ (৩) يَا قَائِمٌ لَا يَزُولُ يَا عَالِمٌ لَا يَنْسِى يَا بَاقِي لَا يَقْنِي حَلْصَنَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ (৩) يَا حَمُّ لَا يَمُوتُ يَا صَمَدُ لَا يَطْعَمُ يَا غَنِّي لَا يَقْنِقُ حَلْصَنَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْآمَانَ (৩) يَا اللَّهُ يَا رَحِيمٌ

যা قَدِيمٌ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ يَا عَظِيمٌ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ حَصِنَا مِنَ الطَّاغُونَ وَالْوَبَاءِ
يَا اللَّهُ الْأَمَانَ (৩) يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ وَحْيَدٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ قَدِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عِلْمِهِ
مُحِيطٌ يَامَنْ هُوَ فِي لَطِيفٍ يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ غَنِيٌّ حَصِنَا مِنَ
الْطَّاغُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانَ (৩) يَا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرَبُ الْعَاصُونَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ
الْمُتَوَكِّلُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الرَّاغِبُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَلْتَجِئُ الْمُتَلَجِّهُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَفْرَغُ الْمُدْنِيُونَ
حَصِنَا مِنَ الطَّاغُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانَ (৩) يَا مَنْ إِلَيْهِ يَفْرَغُ الْمُدْنِيُونَ
يَا غَفُورٌ يَا بَدِيعُ الْبَقَاءِ يَا وَاسِعُ الْلُّطْفِ يَا حَافِظٌ يَا حَفِظُ يَا مُغْيَثٌ يَا صَمَدٌ يَا خَالِقٌ يَا نُورٌ قَبْلَ نُورٍ
يَا نُورٌ كُلٌّ نُورٍ يَا اللَّهُ حَصِنَا مِنَ الطَّاغُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانَ (৩) يَا مَنْ هُوَ فِي قَوْلِهِ
فَصَلٌّ يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ قَدِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي حِلْمِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَطَاهِهِ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ
فِي أَمْرِهِ حَكِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَدَابِهِ عَدْلٌ حَصِنَا مِنَ الطَّاغُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانَ (৩)
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمَاتِكَ الْحُسْنَى يَا أَوَّلَ الْأَتَيْنَى وَآخِرَ الْأَخْرَيْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَيْنَ حَصِنَا مِنَ
الْطَّاغُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانَ (৩) أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنَا مِنْ عَذَابِكَ وَأَعْفُرْلَنَا وَلَا يَأْبَعْنَا
وَلَا مُوَالِنَا وَلَا لَدِنَا وَلَا زَرِيْتَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ
وَالْأَمْوَاتِ نَجِنَّا مِنْ جَمِيعِ الْكُرْبَابَاتِ وَأَعْصِنَّا مِنْ جَمِيعِ الْأَلْفَاتِ حَصِنَا مِنَ الْبَلَيَّاتِ وَادْفَعْ عَنَّا
الْوَبَاءَ وَالْبَلَاءَ وَالْأَمْرَاضَ وَالْعِلَّلَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَتْنَ وَ
الْطَّاغُونَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَهُجُومِ الْوَبَاءِ وَمِنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ دُرُكِ الشِّقَاءِ وَسُوءِ
الْفَضَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمَيْنَ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُ وَأَصْحَبِهِ وَسَلَّمَ
- تَسْلِيْمًا -

কোন গ্রাম বা মহল্লার চারদিকে নিম্নোক্ত পরওয়ানা লিখিয়া আয়নায় বাধাই করিয়া বাহির দিকে
মুখ করিয়া বাঁশে বাঁধিয়া দিবে। খোদা চাহে ত ঐ বস্তি সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَلَا يَبُودُهَا حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللهُ
خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحْمَيْنَ لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا
وَحَفَظَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحَفَظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ - وَ
اللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بِلْ هُوَ قُرْآنٌ مَحِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بِسِمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - زمادور肯 بلاها را الهمى - بحق الشاه محي الدين جيلاني - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ -

বেদনা-শূল বেদনা

সর্বপ্রকার বেদনা বিশেষতঃ দাঁত ও মাথা বেদনায় একটা পাক তক্তার উপর বালুকা রাখিয়া বড় অক্ষরে লিখিবে— অব্জ হোজ হুতি— অতঃপর রোগী বেদনার জায়গায় হাত রাখিবে আর চিকিৎসক সঙ্গেরে একটা পেরাক আলিফের উপর মারিয়া সূরা-ফাতেহা একবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে বেদনার উপশম হইল কি না? বেদনার উপশম না হইলে পেরাক বে-এর উপর মারিবে এবং ফাতেহা দুইবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে। এইভাবে প্রত্যেক অক্ষরে একবার ফাতেহা বাঢ়াইতে থাকিবে। এই তরতীবে “ইয়া অক্ষর” পর্যন্ত যাইতে না যাইতেই আল্লাহ চাহে ত বেদনার উপশম হইবে।

২। সর্বপ্রকার বেদনায় নিম্নোক্ত আয়াত বিসমিল্লাহ্র সহিত তিনবার পড়িয়া দম করিবে কিংবা তৈল পড়িয়া মালিশ করিবে অথবা ওয়ুর সহিত লিখিয়া তাবীজে পুরিয়া বেদনা স্থলে বাঁধিবে। খোদা চাহে ত। নিরাময় হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبْشِرًا وَنَذِيرًا-

৩। জিনের আছরের দরমন কিংবা যে কোন স্থানে যে কোন বেদনায় একবার সূরা-এখলাছ একবার ও নুন্নَزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرِيدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا— লিখিয়া বেদনাস্থানে ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

৪। পেটের বেদনা অল্প বেদনা, শূল, পরিণাম শূল, সর্বপ্রকার বেদনায় একখণ্ড কাগজে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া উহার সহিত নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া এক বোতল পানিতে একবার সূরা-কদর তিন বার লাফিহা গুল ও লাহম উন্হা যিন্ফরুন— পড়িয়া দম দিবে অতঃপর ঐ তাবীজটি পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে একবার এবং দিনের আরও যে কোন সময় ইচ্ছা পান করিলে বেদনা, পেটের যাবতীয় পীড়ায় যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرُحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ -

একটি না-বালেগ ছেলের দ্বারা এক দামে একটি কাগজ খরিদ করিয়া উহাতে উক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজটি কিছু মিছরিসহ একটি ডাবের মধ্যে পুরিয়া পানি খাইয়া ফেলিবে এবং অবশিষ্ট সামান্য পানি দ্বারা বেদনাশূল মালিশ করিবে। এরপ সাত সপ্তাহ করিলে ইনশাআল্লাহ বেদনার উপশম হইবে।

৫। চিনা বরতনে ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া খাওয়াইবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিকার থাকে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

ম্বায়বিক দৌর্বল্যে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর মাথায় হাত রাখিয়া ১১ বার পড়িবে।

স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

۱) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اللَّهُمَّ اجْعُلْ نَفْسِي مُطْمِئِنَةً تُؤْمِنُ بِلِقَاءَكَ وَ تَرْضِي بِقَصَائِدَكَ -
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَ حِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْمُلِّتَكَةَ الْمُقَرَّبِينَ - اللَّهُمَّ عَمِّرْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ وَ قَلْبِي
 بِخُشْبِتِكَ وَ سِرِّي بِطَاعَتِكَ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ -

উপরোক্ত দো'আটি প্রত্যেক নামায বাদ এবং পড়া আরম্ভ করিবার পূর্বে ৩ বার করিয়া পড়িলে
গবী লোকেরও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়। এমনকি কোরআন শরীফ মুখস্থ করা সহজ হইয়া থাকে।

- ২। (১) رَبَّ زِدْنِي عِلْمًا
- (২) وَ عَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنْنَا عِلْمًا
- (৩) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبْعُكَ عَلَى أَنْ تُعْلَمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
- (৪) رَبَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي
- (৫) سَنُقْرُأُكَ فَلَا تَنْسِي
- (৬) عِلْمٌ إِلَّا نَسَانٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ
- (৭) الرَّحْمَنُ عِلْمُ الْقُرْآنَ

উক্ত আয়াতগুলি নম্বর অনুযায়ী ৭টি খোরমায় লিখিয়া ৭দিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে স্মরণ
শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

৩। বহুস্মিন্তিবার দিবাগত রাত্রে নৃতন বরতনে বৃষ্টির পানিতে অঙ্গুলি রাখিয়া ৭০ বার
সূরা-ফাতেহা, ৭০ বার আয়াতুল কুরছি, ৭০ বার সূরা-ফালাক ৭০ বার সূরা-নাছ, ৭০ বার—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمْتِتْ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

এবং ৭০ বার দুর্দশ শরীফ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। পড়িবার সময় ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি
পানির মধ্যে তুকাইয়া রাখিবে। পর পর ৩ দিন রোয়া রাখিবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করিবে।
খোদা চাহে ত সম্পূর্ণ কোরআনের হেফেয় করা সহজ হইবে। যাহা শুনিবে তাহা ভুলিবে না।
কোন প্রকার ব্যাধিতে ৭ দিন ঐরূপ সেবন করিলে রোগ মুক্ত হইতে পারিবে।

৪। ২ নং তদ্বীরের আয়াতসমূহ লিখিয়া তাবীজরাপে গলায় বা ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার
করিলেও বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

৫। প্রত্যহ একখানা বিস্কুটের উপর সূরা-ফাতেহা লিখিয়া খাইবে। এরপ ৪০ দিন নিয়মিত
খাইলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

পেটের পীড়ায় ৩ বার পানিন্দিয়া গুল ও লাফিয়া গুল দিবে কিংবা লিখিয়া
পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে।

কলেরা ইজ্যাদি সংক্রামক ব্যাধির মাঝসুমে ৩ বার সূরা-কদর পড়িয়া খাবার বা পানীয় দ্রব্যের
উপর দম দিয়া থাইবে। এমনকি কাহারও কলেরা হইয়া থাকিলেও নিরাময় হইয়া যায়।

নাভী স্থানচ্যুত হইলে নিম্নলিখিত তাৰীজটি লিখিয়া নাভীস্থলে ধারণ কৱিতে দিলে নাভী স্বস্থানে আসিবে এবং দীর্ঘদিন রাখিলে নাভী স্থানচ্যুত হইবে না।

জ্বর

শীত ব্যতীত জ্বর আসিলে মনে কৱিতে হইবে যে, গৱেষণা পড়িয়া জ্বর হইয়াছে। তখন—
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قُلْنَا يَا نَارُكُونِي بَرْدًا وَ سَلَّمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
পড়িয়া দম দিবে, লিখিয়া তাৰীজৱাপে রোগীৰ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

শীতেৰ সহিত জ্বর আৱলম্বন হইলে—
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
লিখিয়া হাতে বা গলায় ধারণ কৱিতে দিবে। জ্বরেৰ অন্যান্য লক্ষণ ও চিকিৎসা জ্বরেৰ অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

শোথ ফোড়া

পাক মাটিতে ৩ বাৰ কিংবা ৭ বাৰ—
بِسْمِ اللَّهِ أَرْضِنَا بِرِيقٍ بَعْضِنَا لِيُشْفِي سَقِيمَنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا
পড়িয়া দম দিবে এবং দম দিবাৰ সময় আমেল নিজেৰ মুখেৰ থুথুও কিছুটা উহাতে নিষ্কেপ কৱিয়া বেদনা স্থলে কিংবা স্তন্য দুঃখ বৃদ্ধি হইলে স্তনে ঘন ঘন লেপ দিবে।

সাপ, বিচ্ছু, বোল্তা দংশন

পানিতে নেমক গুলিয়া দষ্টস্থানে লাগাইবে। সুৰা-কাফেৰণ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। দীর্ঘ সময় এৱাপ কৱিলে নিৰাময় হইয়া থাকে।

বদ-নজর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ - وَ إِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَيُرْلَقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ -

লিখিয়া তাৰীজ ব্যবহাৰ কৱিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিৰাপদ থাকিবে।

বদ-নজৰ লাগিয়া থাকিলে উক্ত আয়াতদ্বয় পড়িয়া পানিতে দম দিয়া গোসল কৱাইয়া কিছুটা পান কৱিতে দিলে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

বদ-নজৰ দূৰীকৱণাৰ্থে নিম্নোক্ত তাৰীজটি গলায় দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَةٍ وَ عَيْنٍ لَامَةٍ
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

বসন্ত

সাত তাৰ নীল সূতা হাতে লইয়া সূৱা-আৱৰহমান পুৱা পড়িবে এবং প্রত্যেক—
পড়িয়া দম দিবে এৱাপে ৩১ গিৰা হইবে। এই সূতা শিশুৰ গলায় বাঁধিয়া দিলে বসন্ত হইতে নিৰাপদ থাকিবে এবং বসন্তে আক্ৰান্ত হইলেও খুব কষ্ট হইবে না।

সৰ্বপ্রকার ব্যাধিতে

ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা চিনা বৰতনে জাফৰান, মেশ্ক ও গোলাপ পানিতে প্ৰস্তুত কালি দ্বাৰা লিখিয়া ঐ বৰতন ধুইয়া পান সেৱন কৱিলে সৰ্বপ্রকার ব্যাধিৰ উপশম হইয়া থাকে।

অভাব-অন্টন দূর করণার্থে

১। এশার পর প্রথম ১১ বার দুরদ তারপর ১১ বার পড়িয়া আবার ১১ বার দুরদ পড়িয়া দে'আ করিলে ইনশাআল্লাহ্ শীত্রই অভাব-অন্টন বিদরিত হইবে।

২। এশার পর প্রথম ও শেষে ৭ বার করিয়া দুরদ পড়িবে এবং মাঝখানে ১৪১৪ বার **يَا وَهَابْ** পড়িয়া আল্লাহর নিকট স্বচ্ছতার জন্য দো'আ করিলে শীত্রই অবস্থা স্বচ্ছ হইয়া যাইবে।

ମୁଶକିଳ

যে কোন প্রকার জটিল বিষয় হটক না কেন ১২ দিন পর্যন্ত দৈনিক ১২ হাজার বার নিম্নোক্ত দো'আ করিলে মকছুদ ও বিপদ যতই জটিল হটক না কেন উহা আসান হইয়া যাইবে।

يَا يَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيعُ

نَارَاجُ سَمَاءِكَهُ يَخْنَمُ سَنْسُنَتَ كَرَارَ الْمَطْهَرِ نَارَاجُ سَمَاءِكَهُ
 ۱۱ بَارَ كَرِيَّا دُرُونَدَ پَدِيَّرِ، مَا يَخْنَمُ ۱۱ بَارَ پَدِيَّا ۱۳ گُولَ مَرِيَّرِهِ
 تَعْلَمُ دَمَ دِيَّرِهِ إِحْرَانَهِ ۱۳ گُولَ مَرِيَّا پَدَّا شَيْرِهِ هَيْلَهِ ۱۴ تَعْلَمُ
 پَاتِرِهِ بَاجِيَّرِهِ كِسْنَتَ پَدِيَّرِهِ سَمَاءِ سَمَاءِ سَمَاءِ سَمَاءِ سَمَاءِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ الَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَأْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - وَ الَّذِينَ آمَنُوا
 أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - وَ الْقَوْيُوتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِنِّي وَ لِتُصْنِعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أَحْدَثَ فَقَوْلُ هَلْ أَدُكُّمْ عَلَى
 مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّكَ كَمْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْرَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّبْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَاكَ
 فُتُونَا - يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ وَ يَا مُسْخَرَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ لَا رِضْيَنَ السَّبْعِ قَلْبٌ عَلَى الطَّالِبِ
 قَلْبُ الْمَطْلُوبِ بِالْخَيْرِ لِإِدَاءِ الْحُقُوقِ يَا وَدُودُ حَبِّ حَبِّ يَا وَدُودُ - وَ صَلَى
 اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ أَلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارِكْ وَسَلَّمَ -

তালের নিজস্ব হাত এবং পায়ের নখ, চুল কাটিয়া উহা ভস্ম করত মতলুবকে খাওয়াইলে মতলব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু না জায়েয স্থানে উহা ব্যবহার করিবে না।

ইহাচাড়া মানুষ বাধ্য করার বহু তদ্বীর অন্যান্য কিতাবে রহিয়াছে তাহা জরুরতবশতঃ জায়েয
স্থানে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

জীবন

কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে জীন জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। ইতিহাস ও কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতা উহাদের অস্তিত্বের এমন এমন সন্ধান দিয়াছে যাহা অস্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়।

ଅତଏବ, କେହ ଚୋଖେ ଦେଖିତେ ପାଯ ନା ବଲିଆ କୋରାନ, ହାଦୀସ, ଇତିହାସ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କୋଟି କୋଟି ମାନୁଷେର ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏକ କଥାଯ ଉଡ଼ାଇୟା ଦିଯା ଜୀନ ଜୀତିର ଅସ୍ଥିକାର କରିଲେ ଉହା ଚରମ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାରେ ନିର୍ଦଶନ ବଲିଆ ବିବେଚିତ ହିଇବେ ।

ଆବାର ମୁଖ୍ୟତାବଶ୍ତତଃ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ଜୀନେର ଆଛର ବଲିଆ ନାନା ଭାବଭଙ୍ଗି କରା ନେହାୟେତ ଜ୍ଞାନ-ଦ୍ୱାତା ବ୍ୟାତିତ ଆର କିଛୁଇ ନହେ । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀନେର ଦ୍ୱାରା ବହୁ ରୋଗେର ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ତେମନି କରେ ବହୁ ରୋଗେର ଲକ୍ଷ୍ଣ ଏମନ ପ୍ରକାଶ ପାଯ, ଯାହାକେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀନେର ଆଛର ବଲିଆଇ ଧରିଯା ଲୟ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବପକ୍ଷେ ଉହା ଜୀନ ନହେ ବରଂ ରୋଗେରଇ ତାତ୍ତ୍ଵ । କାଜେଇ ରୋଗୀ ବା ରୋଗିନୀକେ ପ୍ରଥମତଃ ପରୀକ୍ଷା କରିଯା ରୋଗ ସ୍ଥିର କରିବେ ଅତଃପର ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ । ଫଳାଫଳେର ମାଲିକ ଆଜ୍ଞାହ ରାବୁଲ ଆଲାମୀନ ।

ମୃଗୀ, ସନ୍ୟାସ ଓ ନବ ପ୍ରସୁତିର ମନ୍ତ୍ରିକ ବିକୃତ ହଇୟା ଅନେକ ସମୟ ଜିନେ ଧରା ମାନୁଷେର ନ୍ୟାୟ ବେହିଶ ହଇୟା ଥାକେ ବିଲାପାତ୍ର କରିତେ ଶୋନା ଯାଯ । ଆବାର ଅନେକ ଜାୟଗାୟ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ରୋଗୀର କୃତ୍ରିମତାଓ ଧରା ପଡ଼ିଯା ଥାକେ । କାଜେଇ ଆମେଲେର ଖୁବ ସୁଚତୁର ଓ ହଁଶିଆର ହେଁତୁ ଦରକାର ।

ଜାନିଯା ରାଖା ଉଚିତ, ଜୀନ ଶରୀରେର ଭିତର ଚୁକିଯା ଗେଲେ ରୋଗୀ ଅଚେତନ୍ୟ ହଇୟା ପଡ଼ିବେ । ଚୁକିବାର ପ୍ରଥମେ ଅନେକେର ବୁକେ ବ୍ୟଥାଓ ହଇୟା ଥାକେ । ଦାଁତ ଥିଲ୍ ମାରିଯା ଥାକେ । ଚକ୍ଷୁ ଏମନ କରିଯା ବନ୍ଧ କରିଯା ଦେଇ ଯାହା ଖୋଲା ଖୁବଇ କଷ୍ଟକର । ରୋଗୀର ଦାଁତ ଛାଡ଼ିବାର ଜନ୍ୟ ବହୁ ଜୋରାଜୁରି କରା ହୟ, ଇହା ଆଦୌ ଉଚିତ ନହେ । ରୋଗେର ଉପଶମ ହିଲେ ଆପନା ଥେକେଇ ସବୁକିଛୁଇ ଠିକ ହଇୟା ଯାଇବେ । ଅନେକ ସମୟ ଜୀନ ଶରୀରେର ଭିତର ନା ଚୁକିଯା ବାହିର ଥେକେଓ ଆଛର କରିଯା ଥାକେ । ହଁଶିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଆମେଲ ଉହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯା ଚିକିତ୍ସା କରିବେନ ।

ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜୀନ ହାଜିର

୧ । ସୁନ୍ଦରବନ୍ଧ୍ୟଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାବୀଜଟି କାଗଜେ ଲିଖିଯା ରୋଗୀ ବା ରୋଗିନୀର ଡାନ ହାତେର ମଧ୍ୟମା ଓ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଲିଦୟେର ମଧ୍ୟେ ଧାରଣ କରିଯା ମୁଠ ବନ୍ଧ କରିଯା ନିର୍ଜନେ ଚାର ଜାନୁ ବସିଯା ଥାକିଲେ ଏକ ସନ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଜୀନ ଦୁନିଆର ଯେଥାନେଇ ଥାକୁକ ହାଜିର ହିଲେ ଏବଂ ରୋଗୀ ବେହିଶ ହଇୟା ଯାଇବେ । କିନ୍ତୁ ଇହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଜୀନ ନାଓ ହାଜିର ହିଲେ ପାରେ ଯାହାରା କଥନ ଭିତରେ ଚୁକେ ନାହିଁ ବା ଚୁକାର ପର ତାହାକେ କିଛୁ ଜ୍ଞାଲାତନ କରିଯା ଛାଡ଼ିଯା ଦେଓୟା ହଇୟାଛେ । ତଦ୍ବୀର ପରେ କୋନ ଥାନେ ବର୍ଣନା କରା ହିଲେ । ଏହି ତାବୀଜଟି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାଓ ହିଲେ, ଜୀନ ହାଜିର କରାଓ ଯାଇବେ ।

୭୮୬

କ	ଙ	ତ	ପ
ପ	ତ	ଙ	କ
ଙ	କ	ପ	ତ
ତ	ପ	ଙ	କ

୨ । ୭ ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଫାତେହା ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ ଦମ ଦିବେ ।

୭ ବାର ଆଯାତୁଲ କୁରାଚି ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ ଦମ ଦିବେ ।

୭ ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ-କାଫେରଣ ପଡ଼ିଯା ରୋଗୀକେ ଦମ ଦିବେ ।

৭ বার সূরা-এখলাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-ফালাক পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা নাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

এইভাবে দম দেওয়ার পর জীনের আছর হইলে রোগী ক্ষিপ্ত হইবে। যাদু হইলে একটু কমে দাঢ়ি হইবে কিন্তু একেবারে নিরাময় হইবে না। শারীরিক ব্যাধি হইলে একভাবে থাকিবে।

দম দেওয়ার পর তিনিদিন অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিবে; গড়ে পূর্বাপেক্ষা রোগের অবস্থা কি দাঢ়িয়।

৩। কতকগুলি সুগঞ্জি ফুলে নিম্নোক্ত তদ্বীর ১১ বার পড়িয়া ১১ বারই দম দিবে। উহার দুই একটি ফুল রোগীকে ঘ্রাণ লইতে দিবে। বাকীগুলির একটি করিয়া রোগীর গায়ে নিশ্চেপ করিলে জীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتْحُونَكَ حَبِيبُكَ حَبِيبُكَ الَّمَا صَفْكًا إِلَسًا
بِالسِّيَّاسَةِ طَلَيْسًا سُوْدًا سُوْدًا كَهْلًا كَهْلًا حَلْهُولًا حَلْهُولًا مَهْلًا مَهْلًا سَخِينًا سَخِينًا شَدِيدًا
تَبَيْسًا تَبَيْسًا بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دُاؤَدِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَحْسِرُوا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ
وَمِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسِرِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَبِحَقِّ عَرْشِ اللَّهِ وَكُرْسِيهِ -

৪। নিম্নোক্ত নামগুলি সাতবার পড়িয়া রোগীর গায়ে দম দিলে জীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - جَلِيلًا جَبَارًا شَمِسًا قَمَرًا مُلُوكًا رَيَادًا اِيْطَالُوْشِ بِإِسْمِ مَلِكِ قَهَّارٍ
بِإِسْمِ مَلِكِ جَبَارٍ بِإِسْمِ مَلِكِ شَهْرٍ أَسْمَائَهُ تُرْسِيْدُ وَحَاضِرٌ شَهِيدٌ -

بحق آن نامها کے ادم صفائی اللہ خواندہ و بحق آن نامها کے نوح نبی اللہ خواندہ و بحق آن نامها کے داؤد خلیفۃ اللہ خواندہ و بحق آن نامها کے اسماعیل ذبیح اللہ خواندہ و بحق آن نامها کے سلیمان نبی اللہ خواندہ و بحق آن نام کے موسیٰ کلیم اللہ خواندہ و بحق آن نام کے عیسیٰ روح اللہ خواندہ و بحق آن نام کے ابراهیم خلیل اللہ خواندہ و بحق آن نام کے حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواندہ و بحق آن نامها و بعزہ جاہ و جلال این نامها حاضر شود۔

৫।

৭৮৬

الله	موصى شر	فواقدل	الدلوغو	حدول
الله	عولوشعر	عوهد	عرحادحان	فولuren
الله	عولوعر	وارعون	عرهروشد	عون ف
الله	عدا ۱۴ و	عوف شو	عوها	فواعنون

উক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর মাথার চুলের সহিত বাঁধিয়া দিবে। জীন হাজির হইবে।

৬। রোগীর ললাটে এবং হাতের তালুতে লিখিবে—

سَلْمٌ طِبْعٌ ۝ مَهْطَطِبْ ۝ مَبِيُوبْ ۝ دَيْهُوبْ ۝ اَنْ كَانْتُ اَلٰ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدِينَا
مُخْضَرُونَ إِصْرَاعٌ بِحَقِّ بَطْدُ زَهْجٌ وَاحٍ -

অতঃপর উক্ত নাম ও আয়াত পড়িয়া রোগীকে ১০/১৫ মিনিট দম দিতে থাকিলে জীন হাজির হইয়া রোগীকে বেহঁশ করিয়া দিবে।

ইহার পরও হাজির হইতে দেরী করিলে উক্ত নামগুলি এবং আয়াতটি পাক পবিত্র কাঠের বরতনের উপর লিখিবে এবং ডালিমের শক্ত ডালের উপর লিখিবে কিন্তু ডালের উপর উহার সহিত নিম্নোক্ত তাৰীজটিও লিখিবে।

هذف ۱ صه ۱۱۱ ح ۱۱۱ طر ۲ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ - إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ -

ডালটি লিখা হইলে পর আমেল সজোরে ঐ ডাল খানা দ্বারা উক্ত কাঠের বরতনের লিখিত স্থানে আঘাত করিতে থাকিবে। আঘাতের সময় রাগাস্তি অবস্থায় আঘাত করিবে এবং খেয়াল করিবে যে, আমি ঐ জীনের অমুক জায়গায় আঘাত করিতেছি। এইরূপ করিলে এক ঘণ্টার ভিতরে জীন হাজির হইবেই।

বন্ধন

১। পাঁচ হাত কার পাকাইয়া ডবল করিবে। অতঃপর—

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَ أَكْيُدُ كَيْدًا فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤْبِدًا

২৫ বার পড়িবে প্রত্যেকবার ১টি গীরায় দম করিবে। এই কার প্রথমে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। জীন হাজির হইয়া যখন রোগীর শরীরের ভিতর চুকিয়া যাইবে (চক্ষু খোলা যাইবে না এবং দাঁতও কপাট মারিয়া থাকিবে) তখন চুপে চুপে তাড়াতাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে বেশ একটু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া একবার—

فَالْقَوْ حِبَالْهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزْتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنَقِبُونَ -

পর্যন্ত পড়িয়া ঐ বাঁধা সূতার উপর দিয়া রুমাল দ্বারা উহা ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিবে যেন রোগী উহা স্পর্শ করিতে না পারে। এখন এই বন্দী জীন কোনক্রমেই পলায়ন করিতে পারিবে না—এমন কি যাদুও আর চলিবে না।

২। জীন হাজির হইয়া রোগীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে একটা ছুরি বা চাকুর উপর তিনি বার নিম্নোক্ত দোআটি পড়িয়া দম দিবে। রোগীর চতুর্দিকে মাটিতে গোল দাগ দিলে জীন আর পলায়ন করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَرَدِباً كَرَدِ هزار هزار حصار باد مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
كَرَدِ ان حصار بستم قفل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صُمْ بُكْمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

৩। হঠাৎ জীন হাজির হইয়া গেলে যদি বন্ধ করিবার জন্য সূতা ছুরি না পাওয়া যায়, তবে ৩ বার পড়িয়া রোগীর বাম হাতের বাজু খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিবে এবং নিয়ত করিবে, আমি উহাকে ধরিয়াছি, ছুটিতে পারিবে না।

৪। অবাধ্য জীনকে শাস্তি দিবার সময় ক্ষিপ্ত হইলে বা জোরাজুরি করিলে সূরা-জীনের প্রথম থেকে পর্যন্ত তিনবার পড়িয়া দুই হাতের কঙ্গি চাপিয়া আমেল নিজের ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি ঘুরাইয়া ঐ কঙ্গিতে দায়েরা দিবে। ঠিক দুই পায়ের টাখ্নুতেও ঐরূপ করিবে। ইহাতে জীন আর শক্তি খাটাইয়া আমেলকে অস্ত্রিত করিতে পারিবে না। অতঃপর তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

শাস্তি

আমেল যদি কামেল হয়, তবে সে কখনও প্রথমাবস্থায় জীনকে শাস্তি দিবে না। কারণ অনেক সময় ইহার ফলাফল বড়ই খারাব হইয়া থাকে। কাজেই প্রথমাবস্থায় অতি সহজ ও মোলায়েম-ভাবে নিজস্ব প্রভাবের দ্বারা উহাকে রোগী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতে যদি সে না শুনে, তবে ঐ জীনের দ্বারা তাহার আচীর্য-স্বজন কেহ থাকিলে হাজির করিতে বাধ্য করিবে এবং ঐ জীনটিকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিয়া দিবে। উহাদের দ্বারা লিখিত ওয়াদা রাখিবে যেন পুনরায় সে আক্রমণ করিলে আমরা উহাকে শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলেও কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এই চুক্তি-পত্রটি খুব মজবুত হওয়া দরকার। কারণ শেষ পর্যন্ত যদি উহাকে মারিয়াই ফেলিতে হয়, তবে যেন তাহার কেহ আক্রমণ না করে। এরূপ না করিয়া প্রথমাবস্থায় কঠোর শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলে শেষে হাজার হাজার জীনের আক্রমণ হইলে তখন বিপদের আর সীমা থাকিবে না। এ জন্য খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিবে।

১। বিনা পরীক্ষায় অথবা পরীক্ষায় জীন সাব্যস্ত হইলে প্রথম তাহাকে অঙ্গিকার করিয়া যাইতে বলিবে। ইহাতে সে চলিয়া গেলে বড়ই নিরাপদ।

২। সহজে চলিয়া না গেলে এক বোতল পানিতে ১ বার সূরা-জীন প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত রেফা পর্যন্ত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর মুখে মারিবে ইহাতে রোগী স্বেচ্ছায় চক্ষু বন্ধ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কোন দিকে ইশারা করিবে। যদি এইরূপ ইশারা না করিয়া চুপ থাকে, তবে আরও এইরূপে কয়েকবার এইরূপ সজারে মারিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া মুখেই বলিবে, ঐ দিকে গেল, তখন সে যেদিকে ইশারা করিয়াছিল বা মুখে বলিয়াছিল ঐ স্থানে বাকী পানিটুকু ছিটাইয়া দিলে জীন পলায়ন করিবে এবং একটু সৎ জীন হইলে আর আক্রমণ করিবে না। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হাঁশ হইলে পর বন্ধের জন্য কোন একটি তাবীজ দিবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া জোরপূর্বক রোগীকে দোখাইবে। জীন হইলে সে ঐ তাবীজ কিছুতেই দেখিবে না, কিন্তু জোরপূর্বক রোগীর চক্ষু খুলিয়া তাবীজ দেখাইবে। জীন রোগীকে ছাড়িয়া গেলে ঐ তাবীজটি তামার মাদুলিতে পুরিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

إِلَهِيْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلَمِيْنَا كَشْفُوْطْ كَشَافَطِيْوَانْ إِذْ افْطِيْوَانْ طَبْيَوَانْ سُبْوَانْ بُوْسْ وَ
كَلْبِهِمْ قَطْمِيرْ وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلْ وَ مِنْهَا جَائِرْ وَ لَوْ شَاءَ لَهُدَائِكُمْ أَجْمَعِينْ - وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَ إِلَهِ وَ صَاحِبِهِ أَجْمَعِينْ -

৭৮৬

৮	৬	৪	২
২	৪	৬	৮
৬	৮	২	৪
৪	২	৮	৬

৪। চেহেল কাফ ৩ বার পড়িয়া সরিয়ার তৈলে দম করিয়া ঐ তৈল রোগীর উভয় কানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলে জীন অস্থির হইয়া চিকার করিবে। কিছুক্ষণ পর সে রোগী ছাড়িয়া যাইবে।

كَفَاكَ رَبُّكَ كُمْ يَكْهِيْكَ وَأَكْفَهَ كِعْكَافُهَا لَكَمْيَنَ كَانَ مِنْ كُلِّكَ تَكْرُكَرَا كَكَرَالْكَرِ فِي كَبِدِ تَحْكِيْ مُشْكَشَكَةَ
كَلْكَلْكَ لَكِيكَ كَفَاكَ مَا بِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُبِيْتَهِ يَا كَوْكَبَا كَانَ تَحْكِيْ كَوْكَبُ الْفَلِكَ -

৫। রোগীর কাছে শয়তানের দুই একটি কাঞ্চনিক মূর্তি ছুরি বা লৌহ দ্বারা আঁকিবে এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পরিমাণ মোটা ১।। হাত লম্বা একটা ডালিমের ডালে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঐ মূর্তির উপর প্রথার করিলে জীন চিকার করিবে, যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহার উত্তর দিবে এবং কিছুক্ষণ এরূপ করিলে রোগী ছাড়িয়া পালায়ন করিবে।

مَهْر سَمِعْنَا عَلَيْهِمْ لَاه لَاه يَعْب طَطْعُوش سِيلَطِيلَوش بِهِكَعْهَعَلَاح حَجَ حَجَ حَجَ سِيطَق قَطِيعَهَا
سِيقَ طَهَا عَمْلِيج سَقْطِيعَ صَمَمَه بِكَهِيل كَمَهِيلِيَط لَسْلِيَعا فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنْ رَبُّكَ
بِالْمِرْصَادِ تَوَكَّلْ يَا مَنْ بِسِيَاطِ عَدُوَ اللَّهِ هَذَا -

৬। বিসমিল্লাহসহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার ও ১০১ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া এই পানি রোগীকে খাওয়াইবে।

৭। জীনগ্রস্ত রোগীর বাম কর্ণে ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিবে।
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْفَقِيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ -

৮। জীনগ্রস্ত রোগীর কানে ৭ বার আয়ান এবং সূরা-ফাতেহা, সূরা-ফালাক, সূরা-নাছ, আয়াতুল কুরছি, সূরা-তারেক পূর্ণ, একবার সূরা-হাশরের শেষ কয়েক আয়াৎ বৃত্তি লওন্তুনা এবং সূরা-ছাফ্ফাতের সম্পূর্ণ পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জীন শয়তান জলিয়া যাইবে।

৯। জীনগ্রস্ত রোগীর কানে নিম্নোক্ত আয়াত জোরে জোরে পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জীন খুব কষ্ট বোধ করিতে থাকিবে। রোগীর কাছে বসিয়া ঐ আয়াত জোরের সহিত পড়িলে জীনের গাত্রে জলা-যন্ত্রণা হইয়া থাকে। জীনেরা এই আয়াতকে খুব ভয় করিয়া থাকে। বৃত্তি এই আয়াতের এমন খাচিয়াত আছে, যে, পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত উহা পড়িয়া ফুঁকার করিলে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত স্থানান্তরিত হইয়া যায়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - أَفَخَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَ أَكْثُرُ الَّذِينَ لَا تُرْجِعُونَ فَعَالَ اللَّهُ
الْمَلْكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ الَّهَا أَخْرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
جِسَابَةً عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَ قُلْ رَبِّ اعْفُ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ حَيْرُ الرَّحِيمِينَ - وَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ -

১০। রোগীর দুই পার্শ্বে দুইজন হাফেয় বসিয়া সূরা-ছাফ্ফাত দুই বার পড়িলে জীন জুলিয়া যায়।

১১। মাটিতে কৃত্রিম কুৎসিৎ শয়তানের মূর্তি আঁকিয়া লইবে এবং সূরা-ছাফ্ফাতের প্রথম হইতে পর্যন্ত একবার পড়িয়া ডালিমের ডালের দ্বারা ঐ মূর্তির উপর সজোরে একদমে ১৫/১৬টি আয়াত করিবে এবং রাগান্বিত অবস্থায় ধারণা করিবে, আমি উক্ত জীনের হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। এরপ করিলে জীন নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। যাহা ইচ্ছা বলাইতে পারিবে। যখন হাজার হাজার জীনের আক্রমণ হয়, তখনও উহার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১২। পূর্ণ সূরা-জীন ৭ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর মুখে ছিটাইয়া দিলে কথা শুনিতে বাধ্য হইবে।

১৩। ৩৩ আয়াত সম্পূর্ণ পড়িয়া রোগীকে দম করিলে জীন পলায়ন করিয়া থাকে। কলেরা রোগীর প্রথম অবস্থায় একবার পড়িয়া দম করিলে খোদা চাহে ত রোগ আর বাড়িবে না। খুব গভীর নিদ্রা হইয়া রোগী সুস্থ হইয়া যাইবে। পানিতে দম দিয়া উহা যেখানে ছিটাইয়া দিবে তথায় জীন ও শয়তান থাকিতে পারে না। ইহার আরও বহু গুণাগুণ রহিয়াছে। আমেল ক্রমান্বয়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নিম্নোক্ত আয়াতের নাম ৩৩ আয়াতে তিরইয়াক।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُنَّ
غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ ○ أَمِينٌ - إِنَّمَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّ مُثْلِهِ فِيهِ هُنَّ
هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ○ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ○ وَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ ○ وَ مَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ○ وَ بِالْأَخْرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ○ أُولَئِكَ عَلَى هُنَّ
مِنْ رَبِّهِمْ هُمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَ الْهُكْمُ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - إِنَّمَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَقُّ الْقَيُومُ هُنَّ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ
وَ لَا نَوْمٌ طَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ طَمَنْدَ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ طَيَّعُمْ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ○ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضَ ○ وَ لَا يَنْوِدُهُ حَفَظُهُمَا ○ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيْرِ ○ فَمَنْ
يَكْفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ○ لَا انْفِصَامَ لَهَا طَوَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ ○

اللهُ وَلِيُ الدِّينَ أَمْنُوا لَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ لَيَأْتِهِمُ الطَّاغُوتُ لَا
يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ طَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ
مَا فِي الْأَرْضِ طَوْلِكَ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ طَوْلِكَ شَاءَ قَدِيرٌ ○ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ طَوْلِكَ أَمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَعُفْرَانِكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَحْسِرُ ○ لَا يُكَافِئُ اللَّهُ تَفْسِيْلًا إِلَّا وُسْعَهَا طَلَاهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ طَرَبَانَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا هُوَ رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لِنَابِهِ هُوَ وَاعْفُ عَنَا فَقَةَ وَأَغْفِرْلَنَا وَقَةَ وَارْحَمْنَا وَقَةَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَكُهُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ طَلَاهُ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ فَيُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَسِيْنًا لَا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ طَلَاهُ إِلَّا
لَهُ الْخَلْقُ وَالْأُمْرُ طَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ هُوَ إِلَّا هُوَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمُ ○ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَى لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا جِسَابُهُ عِنْدَرِبِهِ طَلَاهُ إِلَّا يُقْلِعُ
الْكَافِرُونَ ○ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحْمَنِينَ ○ وَالصَّافَاتِ صَفَا لَهُ فَالرَّاجِرَاتِ رَجْرَا ○
فَالْتَّالِيَاتِ ذِكْرًا لِإِنَّ الْهُكْمَ لِوَاحِدٍ طَلَاهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○ إِنَّا رَبَّنَا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِذِيْنَةِ نَكْوَاكِ ○ وَحْفَظَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلاَءِ إِلَّا عَلَى
وَيُقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ طَلَاهُرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبُ ○ إِلَّا مِنْ خَطْفَ الْخَلْفَةِ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ
ثَاقِبٌ ○ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ حَلْقًا أَمْ مِنْ حَلَقْنَا طَلَاهُنَا إِنَّا حَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٌ ○ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ طَسْبَحَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ هُوَ اللَّهُ
الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصْوِرُ لَهُ إِلَّا سَمَاءُ الْحُسْنَى طَسْبَحَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ○ وَهُوَ الْعَرِيزُ
الْحَكِيمُ ○ إِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَدًا ○ سورة أخلاق، سورة فلق، سورة ناس، بِسْمِ
اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -

সুরা-ছাফ্ফাত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ ঘরে ছিটাইবে। রোগীর মুখেও কিছু কিছু ছিটাইবে। তখন ৪ জন হাফেয রোগীর ৪ হাত-পায়ের কাছে বসিয়া প্রত্যেকেই সুরা-জীন পড়িয়া শেষ করিয়া রোগীর হাত-পায়ের অঙ্গুলি একটু জোরে টানিবে এবং ধারণা করিবে আমি জীন শয়তানকে ছিড়িয়া ফেলিলাম। এরূপ করিলে জীন আহত হইবে ও ভীষণ শাস্তি পাইবে। কিন্তু রোগী মেয়েলোক হইলে এরূপ করিতে যাইবে না, তখন ১১ নং তদ্বীর করিতে থাকিবে।

হাজার হাজার জীন আসিলে তখন ১১ নং তদ্বীর, ১৪ নং তদ্বীর বিশেষ ফল দিবে। এতদসঙ্গে জোরে জোরে **يَعْلَمُ أَفْحَسِبْتُمْ** ও পড়িতে থাকবে।

১৫। জীনেরা দলে দলে আক্রমণ করিলে তখন কয়েকজন হাফেয (না-বালেগ হইলে ভাল হয়) রোগীর নিকট রাখিবে। তাহারা জোরে জোরে **وَالصَّافَاتِ - أَفْحَسِبْتُمْ أَلَا** প্রথম ৫ আয়াত, সুরা-জীনের **سَطْلًا** পর্যন্ত পড়িতে থাকিবে।

১৬। এরূপ ভয়াবহ সময় ৮ বার সুরা-ছাফ্ফাত পুরা পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিবে ৮ বার সুরা-জীন পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর কামরায় বহিঃ পার্শ্ব দিয়া চতুর্দিকে খুব জোরের সহিত ছিটাইবে এবং ধারণা করিবে এই কামরায় একটি জীনও চুকিতে পারিবে না। ইহাতে একত্রিত হইয়া সবাই চুকিতে পারিবে না। দুই একটি করিয়া চুকিবে আর তাহাকে ১১ নং তদ্বীর দ্বারা শাস্তি দিবে। এরূপভাবে করিবে যাহাতে এই কামরার ভিতরকার মানুষেরা যেন মোটেই ভীত না হয়; বরং সকলের হিমাদ্রি সদৃশ সাহস দ্বারা তর্জন ও গর্জন দ্বারা জীনদেরকে ভীত করিয়া দিবে।

১৭। ঐ সময় দুই একটি দেও ভূত বা জীন রোগীকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে তখনই বাচ্চা হাফেযকে রোগীর ছিনার উপর বসাইয়া দিবে যেন ঐ হাফেয **يَعْلَمُ** ৩ বার পড়িয়া নিজের গায়ের ভার রোগীর উপর ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে আর রোগীকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে জীনকে কঠোর শাস্তি দিবে। ইহাতেও যদি ঐ দুর্দান্ত জীন দমন না হয়, তবে জীনকে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। তবে পোড়াইয়া মারার ব্যবস্থা একেবারে চরম অবস্থায় করিবে। কারণ ইহা একে ত প্রাণহানি, দ্বিতীয়তঃ আমেলের—বিশেষতঃ রোগীর উপর জীনের উৎপাত অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আমেলের জানিয়া রাখা উচিত—যথাসম্ভব জীনকে সহজে তাড়াইবার চেষ্টা করা সর্বোন্নম। ক্রমান্বয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা সঙ্গত। কিন্তু প্রথমেই জ্বালান পুড়ান বা মারিয়া ফেলা কিছুতেই সমীচীন নহে। পোড়াইয়া শাস্তি দেওয়া বা পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা চরম অবস্থার তদ্বীর। সাধারণ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ ভীষণ অন্যায়।

১৮। জীন রোগীর ভিতর চুকিলে চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবেই এবং খোলা বড়ই মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতন রোগী হইলে চক্ষু বন্ধ নাও হইতে পারে। সুচতুর আমেল যখন বুঝিবে যে, জীন ভিতরে চুকিয়াছে, তখন ছঁশিয়ারির সহিত বন্ধন দিয়া নিম্নোন্ত তারীজ ৩ খণ্ড কাগজে লিখিয়া পৃথকভাবে বাটিয়া বাদাম কিংবা সরিষার তৈলে ভিজাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ধোঁয়া রোগীর নাক দ্বারা টানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইবে। যতক্ষণ পূর্ণ শাস্তি না হয় ততক্ষণ ধোঁয়া টানাইতেই থাকিবে। কিন্তু রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

فرعون بى عون هامان شرمسيار عاد ثمود نمرود ابليس كلهم فى النار
جحيم جهنم سعير سقر لظى حطمه هاويه دوزخ اشمر -

٨	١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١	١
٢٥٦١	١	٢	١	٧	١	٢٥٦٠
٣	١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١	٦
٢٥٥٨	١	٥	١	٤	١	٢٥٦٢

اکر نکریزد سوخته شود

উক্ত তাবীজটির নিম্নভাগে ফারসীটুকু না লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করত নাকের নীচে আগুন ধরিলে জীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু আগুন না জ্বালাইয়া শুধু ধোঁয়াই দিবে যাহাতে শাস্তি পাইয়া পলায়ন করে।

১৯। অবিকল নিম্নরূপ তিনটি তাবীজ লিখিয়া পৃথক ২ তুলা দ্বারা পেঁচাইয়া ৩টি ফলিতা বানাইবে এবং উপরের দিকে আগুন লাগাইয়া উহার ধোঁয়া রোগীর নাকে দিবে। একদিন পর একটি জ্বালাইবে। ইহাতে জীন দূরীভূত হইবে।

٦	١	٨
٧	০	৩
২	৯	৪

২০। তিন হাত লম্বা দুই হাত চওড়া পুরাতন সাদা পাক কাপড় লম্বা দিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া পাকাইয়া পৃথক পৃথক ৫টি ফলিতা বানাইবে। একগ্রে ৫টি ফলিতার উপর ৩ বার—

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْنِمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

৩ বার পড়িয়া উভয় মুখে সজোরে দম দিবে। একটি চাটিতে (মেটে মুটি) সরিষার তৈল দিয়া মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। অতঃপর একটি ফলিতার মুখে আগুন ধরাইয়া জ্বলন্ত আগুন নিবাইয়া দিবে। তখন উহা পুড়িতে থাকিবে ও ধোঁয়া রোগীর নাক দিয়া টানাইবে দরকার হইলে পর ৪টি পর্যন্ত ফলিতা জ্বালাইবে। ইহাতে জীন কঠিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পলায়ন করিবে। খুব শাস্তি হইয়াছে মনে করিলে অঙ্গীকার পত্র লিখাইয়া রাখিবে। ঐ জীনের দ্বারা তাহার ঘনিষ্ঠ কেহ থাকিলে তাহাকেও ডাকাইয়া অঙ্গীকার লইবে।

২১। তদ্বীর করিতে করিতে ২০ টি তদ্বীর শেষ হইয়া গেলে এবং দুর্দান্ত জীন পলায়ন না করিলে শেষবারে উপায়ান্তর না থাকিলে তাবীজ কাগজে লিখিয়া লম্বা ভাজ দিয়া বাদাম তৈল মাখাইয়া লোহার দস্তমান দ্বারা ধরিবে (হাত দ্বারা নয়) এবং আগুন লাগাইয়া রোগীর নাক সোজা

অর্ধ হাত নীচে পোড়াইয়া দিবে। একটি তাবীজ পোড়া শেষ হইলে একটি জীন জুলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। এই তদ্বীরে যাদু জীন পুড়িয়া মরিবে। জীনদের প্রবল আক্রমণের সময় ইহাই একমাত্র মারণান্ত। জীন জুলিয়া গেলে রোগী চৈতন্য লাভ করিবে এবং জিহ্বা বাহির হইয়া যাইবে। খুব পানি পান করিবে। কিন্তু তখন খুব পানি পান করিতে দিবে। ইহা আমার বহু পরীক্ষিত। জনৈক জীন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত। এই সময় জীনকে খুব যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দিয়া মারিতে হইলে পোড়াইবার সময় আপনি পড়িতে থাকিবে।

অন্যান্য তাবীজ পোড়াইবার সময় বা শাস্তি দিবার সময় জীনে যাদু করিয়া থাকে তখন আগুনের দ্বারাও পুড়িতে চায় না। এরূপ অবস্থায় একবার রোগীর মুখে থুথু দিলে উহাদের যাদু নষ্ট হইয়া যাইবে। জীন যতই হটক না কেন কোন চিন্তা করিবে না, তবে রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাবীজটি এই—

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم في النار و اخوانهم و احبابهم -

দূর থেকে নজর করিয়া থাকিলেও এই তাবীজে জীন ঐ দূর থেকেই পুড়িয়া মরিবে। অবশ্য এই তাবীজটির এজায়ত একমাত্র অনুবাদকে দেওয়া হইয়াছে। পাঠক দরকার মনে করিলে অনুবাদক থেকে অনুমতি লইবেন। জীন শরীরের ভিতর না থাকিলে শুধু বন্ধের তাবীজ দিয়াই রোগীর থেকে দূরে রাখিবে।

২২। কাঠের ঘাইনের ভাঁগা খালেছ সরিষার তৈল তামার পাত্রে রাখিয়া ১৪ বার আয়াতে-কৃত্ব পড়িয়া প্রত্যেক বারেই জোরের সহিত দম দিবে। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় (এক মিনিটও বেশকম না হয়) শরীরে নিজেই মালিশ করিবে যেন একটি চুল পরিমাণ জাগায়ও বাদ না থাকে। খোদা চাহে ত জীন ও যাদু দূর হইবে।

২৩। জীন বদনজর দ্বারা ক্ষতি করিলে বদনজর দূর করিবার তদ্বীর করিবে।

২৪। জীন অবাধ্য হইলে কিংবা কাহাকেও ডাকিতে বলায় সে তাহাকে না ডাকিলে সূরা-জীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি জোরের সহিত রোগীর মুখে মারিলে সে বাধ্য হইবে। যাহাকে ডাকিতে বলিবে ঠিক তাহাকেই ডাকিবে।

২৫। জীন রোগীর শরীরের বাহিরে থাকিলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আবার শরীরের ভিতর তুকিলেও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু ঘন ঘন শরীরের ভিতর তুকিলে ও বাহির হইলে রোগীর সাংঘাতিক ক্ষতির আশঙ্কা এবং নানাবিধি রোগের উৎপত্ত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া মাথার মগজের উপরের তৈলাক্ত পদার্থ শুষ্ক হইয়া পাগল হইয়া যাওয়ার খবর আশঙ্কা। এমতা-বস্থায় মকরণ্ধি, বহু চন্দ্রোদয় মকরণ্ধি, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করাইবে। মাথায় ঠাণ্ডা তৈল ব্যবহার করাইবে। আমেল নিজের কুণ্ডতে খেয়ালিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে।

২৬। জীন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করিলে একবার আয়াতুল কুরছি, একবার সুরায়ে-ছাফফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে এবং এইভাবে পড়িয়াই পানিতে দম দিয়া রোগীর চক্ষু ধৌত করিতে ও খাইতে দিবে। শ্বেতচন্দন ঘষিয়া চক্ষের চার পার্শ্বে লেপ দিবে।

২৭।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَأَهْمَمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ -

৩ বার পড়িয়া ১।। হাত লম্বা ডালিমের ডালে ফুঁক দিয়া উহা দ্বারা রাগান্বিত অবস্থায় রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন প্রহার করিলে জীন পলায়ন করিতে বাধ্য।

২৮। জীন রোগী বা অন্য কাহারও হাত ভাঙিয়া ফেলিলে কিংবা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙিয়া ফেলিলে সূরা-জীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিবে এবং ঐ পানি দ্বারা ঐ অঙ্গ ধৌত করিয়া দিবে। পানি পান করিতে দিবে।

২৯। অনেক সময় জীন রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে উহার প্রতিকারার্থে ২৩ বার; পর্যন্ত ২০ বার; ১ বার;

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔

২। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الخ
সূরা-ইয়াসীন প্রথম মুবীন পর্যন্ত ১ বার; সমস্ত পড়িয়া পানিতে একবার দম দিবে। আবার ঠিক ঐ নিয়মে পড়িবে এবং প্রত্যেক আয়াত নির্ধারিত পরিমাণ পড়া হইলে পর ঐ পানি রোগীর মুখের মধ্যে ভরিয়া ১০/১৫ মিনিট রাখিয়া গিলিয়া খাইতে দিবে। রোগী মুখের মধ্যে ঐ পানি রাখিতে না চাইলে জোরপূর্বক রাখাইয়া পান করাইবে। খোদা চাহে ত তখনই রোগী ভাল হইয়া যাইবে।

৩০। উপরোক্ত তদ্বীরে জবান না খুলিলে জীন হাজির করিয়া বন্ধন করত ২৮ নং তদ্বীর করিলে রোগী অবশ্যই কথা বলিবে। জীনও পলায়ন করিবে।

৩১। জীন সাপ হইয়া রোগীকে দক্ষণ করিলে সর্ব বিষ চিকিৎসার তদ্বীর করিয়া বিষ নষ্ট করিয়া দিবে।

৩২। জাগ্রত বা ঘুমস্ত অবস্থায় জীন রোগীকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে রোগীকে বন্ধের ভিতর রাখিবে। এরপ কঠিন সময় রোগীর নিকট হাফেজ বসিয়া সূরা-ইয়াসীন, সূরা-ছাফ্ফাত, সূরা-ইউনুস, সূরা-জিন এবং অফসিব্যত পড়িতে থাকিবে। আমেল নিজে ৩ হাত লস্বা চালিশ তার কাঁচা সূতায় ৪০টি গিরা দিবে এবং প্রত্যেক গিরা দিবার সময় ১ বার—

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤَيْدًا

পড়িয়া দম দিবে। পড়া শেষ হইলে গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৩৩। আমেল নিজে তৰার আয়াতুল-কুরছি পড়িয়া উভয় হাতের তালুতে দম করত দস্তক দিলে দুষ্ট জীন তথা হইতে পলায়ন করিবে।

৩৪। ভয়ে কম্পিত রোগীকে নিম্নোক্ত তাৰীজটি ধারণ করিতে দিবে।

جبرائيل ص ٧٨٦ ميكائيل ص

١٦	١٩	٢٢	٩
٢١	١٥	০	২০
১১	২৪	১৭	১৪
১৭	১২	১২	২২

عزرائيل ص آخر محمد صلى الله عليه وسلم اسرافيل ص

آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ○ الدِّينُ أَمْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۝ لَا تَبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ۔

١١٥١٥٢٨-٢١ ح ١١١ طبع

٣٥۔ رُوگیِ يَخْنَى جَنَّى دَيْخِتے پَاهِبَه تَخْنَى پَدِبَه دُوْشَتْ جَنَّى
تَرْكَفَانِ وَخَانِ هَيْتَه پَلَّاَيَنْ كَارِبَه |

৪৯

৩৬। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

۷۸۶

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

۱۱۱۱م ۱۱۱۱هـ

وصلی اللہ تعالیٰ، والہ وسلم

(از علامه ظفر احمد عثمانی)

၁၅

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَةٍ وَّ عَيْنٍ
لَامَةٌ تَحَصَّنُ بِحُصْنِ الْفِلَفِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ
وَأَلْهَمَهُ وَسَلَّمَ - (إِذْ قَوْلُ الْجَمِيلِ)

উপরোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ছেট বাচ্চাদের কিংবা বয়স্ক রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিলে নিরাপদ থাকে।

၁၄

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ بِسْمِ اللَّهِ بَأْبُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا يَسِّ سَقْنَا كَهِيعَصْ كَفَائِتُنا
حِمْعَسْ قَحْمَائِتُنا فَسَيِّكَفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرُّحْمَينَ -
أَنْ وَلِيَ يَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَقُولُ الصَّالِحُونَ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ -

যে সব ছেট ছেলেমেয়ে ঘুমাইলে চিত্কার করে এবং যাহাদের জ্ঞানের আছর হইয়াছে তাদের গলায় ধাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বহুবার পরীক্ষিত।

৩৯। হেরজে আবি দোজানা নেহায়েত পরীক্ষিত তাবীজ, লিথিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَيْهِ مُنْتَهٰى الْأَوْقَانِ إِنَّا بَعْدَ فَانِّا لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِيقَةِ سَعْيٌ فَإِنَّمَا تَكُونُ عَاقِبَةُ أَوْقَانِنَا مَوْسِعًا أَوْ فَاجِرًا مَخْتَصِّمًا أَوْ رَاعِيَا حَقًا مُبْطَلًا فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ يُنْظَقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِيقَةِ إِنَّا كَانَتْ نَسْنَسَةً مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اتَّرَكُوا صَاحِبَ الْكِتَابَ هَذَا وَانْطَلَقُوا إِلَى عِبَادَةِ أَوْثَانٍ وَالْأَصْنَامِ وَالَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ أَهْلًا أَخْرَى لَا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ لِهِ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ تَقْلِبُونَ حَمْ لَا تَنْصُرُونَ حَمْعَسْقَ تَفْرُقَ اعْدَاءَ اللَّهِ وَبَلْغَتْ حَجَةَ اللَّهِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

١١٥١٥٢٤٢١ ح ١١٦ ط

৪০। ৩৫ নং তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিলে জীন রোগীর নিকট আসিতে পারে না। জীন রোগীর থেকে বিতাড়নের পর বন্ধের জন্য কোন তাবীজ দিবে এবং তৎসঙ্গে দুঃস্মপ্ত থাকিলেও ঐ তাবীজে বিশেষ উপকার হইবে।

৪১। জীন তাড়াইয়া নিম্নোক্ত তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	০	৪	১০

ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

১১ ১১

১১০ ১১

(ازبياض يعقوب)

৪২। সূরা-জীন সম্পূর্ণ লিথিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে রোগীর নিকট জীন আসিবে না।

৪৩। একটি তামার তাবীজ লইয়া প্রথমতঃ সূরা-জীন একবার পড়িয়া উহাতে দম দিবে। অতঃপর ১২টি আলপিনের প্রত্যেকটির উপর পূর্ণ সূরা-জীন পড়িয়া দম দিয়া ঐ তামার মাদুলিতে পুরিয়া রোগীর গলায় দিবে।

৪৪। নিম্নলিখিত তাবীজটি লিথিয়া রূপার মাদুলীতে ভরিয়া গলায় কিংবা ডান হাতের বাজুতে ভরিয়া দিবে। এই তাবীজ সঙ্গে থাকিলে জীন স্পর্শ করিতে পারে না, শক্র অঙ্গের আঘাত শরীরে আছুর করে না। বুরুগানে-দীন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই তাবীজ বকরীর গলায় বাঁধিয়া দিলে এই বকরী বাঘে থায় না। আমি নিজেও ব্যবহার করিয়া বহু গুণগুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط وَ لَا يَتُوَدُّهُ حَفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَالِيُّ الْعَظِيمُ - وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ○
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - وَ حَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا
مَحْفُوظًا وَ حَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ - وَ حَفَظًا ذَلِكَ تَعْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَفِيْظَ اللَّهِ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَمَا كَانَتِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ - إِنْ بَطَشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ - إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّئُ وَ يُعِيدُ وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُوْنِ فِرْعَوْنَ وَ نَمُوذَ - بَلِ الدِّينُ كَفَرُوا فِي
تَكْدِيبٍ وَ الْهُمْ مِنْ وَ رَأَيْهُمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ - وَ صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ
الْهُ وَ سَلَّمَ - (از حیوای الحیوان)

৪৫। নিম্নোক্ত তাবীজও আমার বহু পরীক্ষিত। ইনশাআল্লাহ্ উহা সঙ্গে রাখিলে জীন
কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلُّ ذِي مُلْكٍ فَمَمْلُوكُ اللَّهِ وَ كُلُّ ذِي قُوَّةٍ فَضَعِيفٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ كُلُّ جَبَارٍ
فَصَفَّيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ كُلُّ ظَالِمٍ لَا مَحِيصٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ حَصَنْتُ حَامِلَ كِتَابِي هَذَا بِإِيْتَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ
وَ الشَّيَاطِينِ وَ الْغَفَارِيَّتِ الْمُتَمَرِّدِيَّنِ يَا مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاؤِدَ
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى أَفْوَاهِكُمْ وَ عَصَمَ مُوسَى عَلَى أَكْنَافِكُمْ وَ خَيْرُكُمْ بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَ شَرُكُمْ تَحْتَ
أَرْجُلِكُمْ وَ لَا غَالِبٌ إِلَّا اللَّهُ وَ حَامِلٌ كِتَابِي هَذَا فِي حِرْزِ اللَّهِ الْمَانِعِ إِنَّمَا لَا يَدُلُّ مَنْ اغْتَرَبَهُ وَ لَا
يُنَكِّشُفُ مَنِ اسْتَنَرَ بِهِ - سُبْحَانَ مَنْ الْجَمَ الْبَحْرِ بِكَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَطْفَأَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِقُدْرَتِهِ وَ حِكْمَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ أَقْبَلٌ وَ لَا تَخَفْ لَا تَخَافُ دَرْكًا وَ لَا تَخْشِي لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنْتَ إِلَّا عَلَى لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى - اللَّهُمَّ احْفَظْ حَامِلَ كِتَابِي هَذَا وَ اسْتَرِهِ بِسِرْتِكَ
الْوَافِي الْحَصِينِ فِي لَيْلَهِ وَ نَهَارِهِ وَ ظَعْنَهِ وَ قَرَارِهِ الَّذِي شَسْتُرُبَهُ أُولَائِكَ الْمُمْقِنُونَ مِنْ أَعْدَاءِكَ
الظَّالِمِينَ الْكَافِرِيَّنَ - اللَّهُمَّ مَنْ عَادَهُ فَعَادَهُ وَ مَنْ كَادَهُ فَكَدَهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَهُ فَخَذَهُ وَ اطْفَئَ
عَنْهُ نَارًا مَأْنَى أَرَادَ بِهِ عَدَاوَةً وَ شَرًا وَ فَرِجْعَ عَنْهُ كُلُّ كُرْبَةٍ وَ هَمٍ وَ غَمٍ وَ ضِيقٍ وَ لَا تَحْمِلُهُ مَا لَا يَقُولُ
وَ لَا يُطِيقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقُّ الْحَقِيقُ - وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إِلَهٍ وَ أَصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ -

(من حیوای الحیوان)

পূর্বোক্ত তাৰিজেৰ সহিত উক্ত তাৰিজ এবং উহার সহিত ৩৫ নং তাৰিজ লিখিয়া গলায় বা হাতেৰ বাজুতে রাখিলে সমুদ্র গমন, বন ভ্রমণ, শক্রদেৱ মধ্যে গমনাগমন এবং জীনেৰ উৎপাত হইতে খোদার অনুগ্রহে সৰ্বাবিধি বিপদ হইতে নিৰাপদ থাকিবে।

বাড়ী বন্ধ

অনেক সময় তাৰিজ দিয়াও কুল-কিনারা যখন পাওয়া না যায় তখন বন্ধেৰ তাৰিজ রোগীকে ব্যবহাৰ কৰিতে দিবে। সংগে সংগে রোগীৰ বাড়ীও বন্ধ কৰিবে। এৱেপ অবস্থায় খুব বেশী কৰিয়া রোগীকে শাস্তি দিবে। যেন তাহার পুনৰাক্রমণেৰ সাহস না হয়।

বাড়ী বন্ধেৰ নিয়ম নিম্নৱৰপ

৪৬। আট দশ আঙুলি পরিমাণ ৪টি (তাৰকাটা) ডানীশ লোহা লইবে। প্ৰত্যেকটি লোহার উপৰ ২৫ বাৰ কৰিব। আনহ যকিদোন কিদা ও একিদ কিদা ফমেল কাফৱিন আমেলহেম রোইড।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالَّهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَبَرَائِيلَ عَنْ يَتَبَّعُ اللَّهَ الَّذِينَ
أَمْنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضْلِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَقْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ -

৪টাটিৰ ভিতৰ লিখিবেঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالَّهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِيكَائِيلَ عَنْ لَهُ مَا سَكَنَ فِي
اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

৩য়টিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالَّهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْرَافِيلَ عَنْ قُلْ مَنْ يَكْلَمُ
بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ -

৪থটিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَالَّهُمْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَزَرَائِيلَ عَنْ فَسِيْكِيفِكُহُمُ اللَّهُ
وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

৪টি মেটে পাতিলে পড়া ৪টি লোহা পুৰিয়া প্ৰত্যেকটি পাতিলেৰ মুখ ঐ লিখিত শৰা দ্বাৰা বন্ধ কৰিয়া রাখিবে। অতঃপৰ এক লোটা পানিতে ১৩ নং তদ্বীৰে লিখিত আয়াতসমূহ পড়িয়া দম কৰিবে।

বাড়ীৰ যতদূৰ পৰ্যন্ত রোগী চলাফেৱা কৰিয়া থাকে, তাৰ চার কোণে চারটি ১।। হাত পরিমাণ গৰ্ত কৰিবে। ঐ চারটি গৰ্তেৰ পাৰ্শ্বে ঐ চারটি লৌহপূৰ্ণ পাতিল রাখিয়া তাহার নিকটে ৪ জন হাফেয় দণ্ডয়মান থাকিয়া সুৱা-ছাফ্ফাত, সুৱা-ইউনুস, সুৱা-ইয়াছিন ও সুৱা-জীন একবাৱ কৰিয়া পড়িতে থাকিবে। আমেল স্বয়ং এক কোণ হইতে একটি কাঁচি কিংবা লোহেৰ অন্য কোন অন্ত্ৰেৰ দ্বাৰা দায়েৱা টানিয়া দাগেৰ প্ৰথম স্থানেৰ সংগে মিলিত কৰিয়া দিবে এবং দায়েৱা শেষ হওয়াৰ সংগে আয়াতুল কুৱছিও শেষ কৰিবে।

তারপর সীমানার বিভিন্ন স্থানে কলসীতে পানি রাখিয়া উহাতে কিছুটা ঐ পড়া পানি মিশাইবে। আট দশজন লোক পানি ছিটাইবার জন্য রাখিবে। তাহারা শুধু পানি ছিটাইবার কাজই করিবে। একজন মোয়ায়্যেন মাঝখানে দাঁড়াইয়া আযান দিবে।

পানি ছিটাইবার কাজ এবং আযান এক সঙ্গে আরঙ্গ করিবে এবং এক সঙ্গেই শেষ করিবে। ঠিক শেষ বারে যখন মোয়ায়্যেন **لَهُ لِحَافَ** বলিবে, তখনই পানি ছিটাইবার কাজ শেষ হওয়া চাই এবং ঐ একই সময় পাতিল চারটি **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** পড়িয়া গর্তে গাড়িয়া দিয়া মাটি চাপা দিবে।

প্রকাশ, যতটা জায়গা নিয়া বন্ধ হইবে উহার মধ্যে এক বিঘৎ জায়গাও যেন পানি ছিটাইতে বাদ না পড়ে। ৪ জন হাফেয পড়ার কাজটা কিছু পুরোই আরঙ্গ করিবে। প্রত্যেকটি ঘরের সর্বত্র পানি ছিটাইয়া দিবে। কোন জায়গায় বাদ পড়িলে তথায় দুষ্ট জীন থাকিয়া গেলে আর বাহির হইতে পারিবে না। ভিতরে থাকিয়া ক্ষতি করিবে, এজন্য একটু জায়গাও বাদ রাখিবে না। বন্ধ শেষ হইল।

দুষ্ট জীনেরা দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময় এই বন্ধ নষ্ট করিয়া থাকে। উহা রক্ষার জন্য ঐ চারিজন হাফেয প্রত্যেকেই দায়েরার উপর দিয়া ডান দিকের কোণে পাতিলের কাছে দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জীন পড়িবে, এইরপে প্রত্যেকেই একবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রত্যেক গর্তস্থ পাতিলের নিকট দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জীন পড়িবে। অতঃপর প্রত্যেক হাফেয়ের দ্বারা কিছুটা পানিতে দম করাইয়া ঐ পানি দায়েরার উপর ছিটাইবে। এখন আমেল বন্ধের ভিতর বসিয়া মনোযোগ সহকারে একবার “হ্যেবুল বাহার” পড়িয়া আল্লাহর নিকট দোঁআ করিবে।

(از عبد القيوم الجنى جليس أبليس أولاً والجنى الصالح الزاهد ثانياً)

এই বন্ধ খোদা চাহে তো জীনেরা সহজে ভাঙ্গিতে পারিবে না, রোগীকে দীর্ঘদিন ইহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিবে।

এই বন্ধের মধ্যে জীন, চের, ডাকাত তুকিতে পারিবে না। বাড়ীতে তিলা নিক্ষেপ করিলে তিলা হাটিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান থাকিবে যেন পাতিলের উপর কেহ পায়খানা না করে।

৪৭। জীনেরা যদি এমন দায়েরা করিয়া থাকে যাহাতে রোগী আগুনের তাপ অনুভব করিতে থাকে, কোন কোন সময় ভীষণ শীতও অনুভব করিতে থাকে এবং অচেতন্য হইয়া পড়ে, তবে দুষ্টদের ঐ দায়েরা নষ্ট করিবার জন্য এবং রোগীকে ছঁশ করিবার নিম্নোক্ত তদ্বীর করিবে। ইহাতে দায়েরা নষ্ট হইবে এবং ঐ সমস্ত দুষ্টগুলিও মরিয়া যাইবে। মজার ব্যাপার এই যে, তাহারা সন্ধান পাইবে না কে তাহাদেরে মারিয়াছে?

(از عبد القيوم ثم الجنى نديم أبليس ثم الصالح السakan فى تبت ثانياً)

৪৮। প্রথম রোগী যে ঘরে রহিয়াছে ঐ ঘর অনুযায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নস্তা অঙ্গন করিবে। অর্থাৎ, ঘরটি গোল হইলে নস্তাটিও গোল হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া ঐ নস্তার মধ্যে ফুক দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَفَّلْقُوا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعْزَةٍ فِرَغُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ - فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفَ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلْقَى السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قَالَ أَمْنَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلِمْكُمُ السِّحْرَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قَطَعْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافٍ وَلَا صَلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمِعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبِّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ - ১ বার

সম্পূর্ণ সূরা-জীন ১ বার, সূরা-ইউনুস ১ বার, সূরা-ইয়াসিনের ১ম রূক্ত ১ বার, আয়াতুল কুরছি ১ বার, শুধু শব্দ ৭ বার, শুধু ৫ শব্দ ৭ বার, কহিউচ্চ ৭ বার ও শুধু ৫ ৭ বার।

৪৯। নিথর নির্জনে ভয়াবহ স্থানে কিংবা শক্রদের ভিতর পড়িয়া গেলে নিম্নলিখিত আমল করিলে খোদা চাহে ত নিরাপদ থাকিবে। জীন ও ইনসানের তথা সমস্ত সৃষ্টি জীবের চক্ষে অদৃশ্য থাকিবে।

প্রথমতঃ একটি লোহার দ্বারা তদভাবে ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি দ্বারা নিজেদের চতুর্দিকে একটি গোলাকার দায়েরা টানিবে, দায়েরা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আয়াতুল কুরছি আরম্ভ করিয়া উহা শেষ হইবার সময় পর্যন্ত আয়াতুল কুরছি ৭ বার পড়িবে। অতঃপর ভিতর হইতে ৭টি টিলা তুলিয়া হাতে লইবে। প্রত্যেকটি টিলা তুলিবার সময় একবার ফুর্ক মখ্মত^১ পড়িবে। তারপর ঐ টিলাগুলি দায়েরার চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবে এবং প্রত্যেক বারই ফুর্ক মখ্মত^১ পড়িবে। ইহার পর সঙ্গীগণের মুখ বাহিরের দিকে এবং পিছন ভিতর দিকে রাখিবে। আমেল কহিউচ্চ পড়িবে। এ পড়িতে ডান হাতের কনিষ্ঠা ০ পড়িতে অনামিক ৫ পড়িতে মধ্যমা ৪ পড়িতে শাহাদৎ এবং চ পড়িবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি পর পর বন্ধ করিয়া রাখিবে। পাঁচ পড়িতে বাম হাতের কনিষ্ঠা ৩ পড়িতে অনামিকা ৪ পড়িতে মধ্যমা ৩ পড়িতে শাহাদৎ এবং ছ পড়িতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করিয়া মুষ্ঠি বন্ধ করিয়া লইবে। কেহই কথা বলিবে না, সবাই পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত করিবে। খোদা চাহে ত সমস্ত বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

জীন ও ইনসানের যাদু

৫০। জীন রোগীর উপর আছর করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই একটা যাদু করিয়া থাকে যাহার দরজন অনেক সময় আমেলের আমল কার্যকরী হইতে পারে না। উহা দূর করণার্থে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া পানি কিংবা শুক্না মাটিতে দম দিয়া রোগীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে, কিছুটা রোগীর গায়ে দিবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَفَلَمَا أَقْوَا مُوسَى مَا جِئْنِمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٌ بِقِعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَنَاءُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلُبُوا صَاغِرِينَ - وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا - فَالْقَوْمُ حِبَالَهُمْ وَعِصِيمُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنْحُنُ الْغَالِبُونَ فَالْقَوْمِ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ فَالْقَوْمِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ - قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ - قَالَ أَمْنَتْ لَهُ

قَبْلَ أَنْ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَكْبَرُكُمُ الَّذِي عَلَّمْكُمُ السِّحْرَ فَلَسْوَفَ تَعْلَمُونَ لَا قَطْعَنْ أَيْدِيْكُمْ وَ أَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلَافٍ وَ لَا صِلْبَنْكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا خَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّهَمَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -

৫১। উক্ত আয়াতসমূহ নৃতন মেটে পাতিলে স্বোতের পানিতে পড়িয়া যাদুগ্রস্ত রোগীকে ৭ দিন পর্যন্ত গোসল দিলে, গোসল দেওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ হাত-মুখ ধোত করিয়া কিছুটা পান করিতে দিলে সমস্ত যাদু নষ্ট হইয়া যায়। ঐ পানি বাড়ী-ঘরের সর্বত্র ছিটাইয়া দিলে দাফন করা যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সর্বপ্রকার যাদু নষ্ট করিতে উক্ত আয়াতসমূহ বিশেষ কার্যকরী।

৫২। ৫০ নং আয়াতসমূহ লিখিয়া চান্দির তাবীজে পুরিয়া রোগীর সঙ্গে রাখিলে যাদু আছুর করিবে না।

৫৩। কাহারও বাড়ীতে যাদুর জিনিসপত্র পুতিয়া রাখিলে সূরা-শুআরা সম্পূর্ণ লিখিয়া একটা সাদা মোরগের গলায় বাঁধিয়া দিলে মোরগ যাদুর স্থানে গিয়া আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান খুঁড়িতে থাকিবে। তখন নিজেরা উহা উঠাইয়া ৫০ নং আয়াত পড়িয়া দম দিবে এবং পোড়াইয়া পানিতে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু মোরগের গলায় একরূপ না দেওয়াই ভাল; বরং ৫১ নং তদ্বীর করিবে।

৫৪। দুষ্ট জীনের যাদু নানা প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন পরওয়া করিবে না, আল্লাহর কালামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যাদু খুব জোরে আছুর করিলে, চাই সে যাদু মানুষেরই হউক আর জীনেরই হউক ৫ বার কাগজে লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে।

৫৫। মানুষ কিংবা জীনের যাদুর আছুরের দরজন রোগীর নাক-মুখ কিংবা পায়খানার সহিত রক্ত বাহির হইলে ৫০ নং আয়াতসমূহ পড়িয়া গোসল করাইয়া দিবে।

৫৬। যাদু নষ্ট করিতে নিষ্ঠাঙ্ক তদ্বীর বড়ই উপকারী। ৭ দিনে খোদা চাহে ত নিরাময় হইয়া যাইবে। নিজেই ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। যাদু নষ্ট করিতে যখন অন্য কোন তদ্বীর কার্যকরী না হয়, তখন ইহা ব্যবহার করিলে সুফল হইবেই ইন্শাআল্লাহ। জাফরান, কস্ত্রী ও কেওড়ার পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিয়া ৭ খানা চিনা বরতনে লিখিবে—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَسْبَحَ اللَّهُ ، سَبَحَنَ اللَّهُ وَعَظَمَةُ اللَّهِ وَبِرهَانَ اللَّهِ وَصَنْعُ اللَّهِ وَبَطْشَ اللَّهِ وَكَبْرِيَاءُ اللَّهِ وَجَلَالُ اللَّهِ وَكَمَالُ اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ جَلِيلُوسْ مَلِيوسْ مَنْطُوسْ وَمَلْقُومَانِسْ النَّارِ وَمَا ذَرَنَا دَرَنَا اخْنُوسْ بِرْحَمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

প্রত্যহ একখানা প্লেট ধুইয়া পান করিবে। (ابنবাচ বিকেবি)

৫৭। অনেক সময় যাদুকর লোক স্বীয় যাদুর দ্বারা বক্ষের তাবীজ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নরূপ একটি খালেছ চান্দি রূপার (মিনাদার) আংটি তৈরি করিয়া লাইবে। শেষ রাত্রিতে (বহুস্পতিবার দিবা গত রাত্রি হইলে ভাল হয়।) ওয়ু করিয়া দুই রাক্তাত্ত নামায পড়িয়া আংটির মিনার উপর বস্তি করে আর অন্ত দ্বারা অক্ষন

করিয়া লিখিবে। মিনা ছোট হইলে অক্ষে লিখিবে। শুধু ৪৮৬ লিখিলেও হয়। কিন্তু মিনা বড় করিয়া নিয়া অক্ষে দুইটিই লিখিলে ভাল। অতঃপর ৭ বার সূরা-হিয়াচিন পড়িবে, প্রত্যেকবার সূরা শেষ করিয়া মিনার উপর ফুঁক দিবে। সূরা-ছাফ্ফাত ২ বার পড়িয়া প্রত্যেক বারই দম দিবে।

فَحَسِبْتُمْ
আয়াত ৭ বার, আয়াতুল, কুরাচি ১০ বার, প্রত্যেক বারই মিনার উপর দম দিবে।

ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়া রঙিন করিয়া লইবে। এই অঙ্গুরী হাতে থাকিতে মানুষ ও জীবের কোন প্রকার যাদু চলিবে না। ইহা আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। এই অঙ্গুরীটির থেকে যাদুর ভাল তদ্বীর আর নাই। অবশ্য অনুবাদকের থেকে ইহার এজায়ত লইতে হইবে।

(از عبد الرحمن الجنى الصالح المتوفى باندمين)-

আমেলের কর্তব্য

৫৮। আমেল হওয়ার চেয়ে কামেল হওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ কামেল হওয়ার পর বিনা আমলেও জীন নতি স্বীকার করিয়া চলিয়া যায়। খোদ এ কামেল বা তাহার পরিবার-পরিজনের প্রতি ক্ষতির আশঙ্কাও খুব কম থাকে। কিন্তু কামেল ছাড়াই আমেল হইলে বড়ই বিপদ। আমেলের নিজের ও পুত্র-পরিজনের প্রত্যেকের সংরক্ষণের জন্য বহু বেগ পাইতে হয়।

কামেল ছাহেবে নেছবতের কোনই অসুবিধার কারণ নাই। আমরা আমেলের জন্য এখানে কিছু উল্লেখ করিব যাহাতে আমেল পুত্র-পরিজনসহ নিরাপদ থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের পূর্ণ পাবন্দ হইতেই হইবে। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মাহরাম-গয়রে মাহরাম প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

টাকার লোভ এবং সম্মানের লোভকে পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। একমাত্র আল্লাহর দুঃস্থ বান্দার উপকারাথেই কাজ করিয়া যাইবে। যেদ বা ঈর্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কোন শায়খে কামেলের হাতে বায়আৎ হইয়া নিজের আঘার উন্নতি করিতে হইবে। নিয়মিত তাহাজ্জুদ, এশ্রাক, আওয়াবীন পড়িতে হইবে এবং তাহাজ্জুদের পর ১২ তছবীহ যেকের জারি রাখিতে হইবে।

আওয়াবীনের পর “হেযবুল বাত্র” পড়িতে হইবে। ইহার এজায়তও লইতে হইবে যে কোন হকানী আমেল বা কামেল বুর্গ হইতে।

চেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুত্র বাড়ীর সবাইকে ৪৫, ৪৬ ও ৩৫ নং তাৰীজ লিখিয়া প্রত্যেককে ব্যবহার করিতে দিবে।

আমেল নিজের বাড়ী বন্ধ করিয়া দিবে। উহার নিয়ম ৪৯ নং দেখিয়া লইবে।

আমেল খুব সাহসী হইলে মোয়াকেল হাচিল করিতেও পারে। উহার দ্বারা বহু কঠিন কাজও সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিপদসঙ্কল হেতু না করাই ভাল। একান্ত কেহ তাছাহীরের আমল করিতে ইচ্ছুক হইলে ৩ টিল্লা ১২০ দিন নির্জনে থাকিবে। মাছ, গোশ্ত, ঘি, মাখন, দুধ, দধি, লবণ ইত্যাদি খাইবে না, শুধু শাক-সবজি (নেমক ছাড়া) যবের রুটির সহিত ভক্ষণ করিবে এবং ৩ টিল্লায় ১২৫০০০ (সোয়া লক্ষ) বার সূরা-জীন পড়িবে। প্রত্যহ পড়া শুরু করিবার পূর্বে এবং পরে দুর্দান শরীফ পড়িবে। ইহার ছওয়ার হ্যরত সোলায়মান (আঃ)-এর উপর বখশিবে। শেষ দিনের রাত্রে অতি সুন্দর ভাল পোশাকে একজন লোক আসিবেন। সালাম দিবেন এবং কোন কাজের জন্য তাহাকে ডাকা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে আমেল কোন কাজের ফরমায়েশ করিবে

না। কারণ কোন নির্দিষ্ট কাজ তাহাকে দিলে সে ঐ কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে তার অনুগত থাকিবে—তাহাকে বলিবে, তুমি হায়ির থাকিবা।

আমলের ১২০ দিনের মধ্যে আমেল ভয়াবহ বহুকিছু দেখিতে পারে, কিন্তু ভীত হইলে আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন কাজই হইবে না। শেষ দিনও ভীত হইবে না, অতি সাহসের পরিচয় দিতে হইবে।

চিনাকাশী আরঙ্গের পূর্বে আয়াতুল কুরছির গোল দায়েরা দিয়া তার মধ্যে বসিয়া আমল করা উচিত।

আমেল প্রত্যহ কমপক্ষে ১ পারা কোরআন শীরফ তেলাওয়াত এবং ১ মঙ্গিল মোনাজাত মকবুল অবশ্যই পড়িবে।

অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ

একটি নৃতন মেটে পাতিল ঢাকনির সহিত সামনে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াছীন পড়িবে এবং প্রত্যেক পর্যন্ত পড়িয়া শরা উঠাইয়া একবার দম দিবে। অবৈধ প্রণয়কারীদের নাম লইবে। এরপে পড়া শেষ হইলে ঐ পাতিলটি উহাদের মধ্যে ভাসিয়া ফেলিয়া দিবে। পরম্পরের বিচ্ছেদ ঘটিবে। মিলন ও বিচ্ছেদের আমল অনেক প্রকার। আমরা বিশেষ প্রয়োজনে এখানে মাত্র একটি আমল উল্লেখ করিলাম। কিন্তু না-জায়েয স্থানে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিজের আখেরাত নষ্ট করিবেন না।

৭৮৬

৭৮৭

ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف
ف	ف	ف

ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف

اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ فَلَانَ — بَنْ فَلَانَةَ — بَقْهَرَكَ يَا قَهَّارَ يَا جَبارَ

হারানো বস্ত্র প্রাপ্তির জন্য

اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ الْجَمْعِ لَا رَبِّ فِيهِ اجْمَعٌ بَيْنَ فُلَانٍ وَ بَيْنَ مَتَاعِهِ فَلَانَ شَيْءٌ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ -

পড়িয়া তালাশ করিলে উহা পাওয়া যাইবে।

চুরি

১। চুরি হইয়া গেলে অনতিবিলম্বে এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া নূতন সাদা কাপড়ের উপর গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতর নিম্নরূপ লিখিবেঃ



অতঃপর একবার সূরা-ফাতেহা, একবার সূরা-ওয়াদুহা পড়িয়া ফুঁক দিয়া এক কোণা বটিয়া আনিবে। এক্লপ সাতবার করিয়া উহার মাঝখানে একটি লৌহ গাড়িয়া রাখিবে এবং ঐ কাপড় অঙ্ককার স্থানে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত চোর চুরির বস্তু নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং শিষ্ঠই উহা মালিকের হস্তগত হইবে।

২। একটি কদূর পুরাতন খোলের উপরিভাগে গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতরে গোলকভাবে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিবেঃ

قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا و نزد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهواه الشياطين فى الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمين -

এবং দায়েরার বাহিরে লিখিবে..... হারানো বস্তুর নাম এবং মালিকের নাম।

খোল লিখা শেষ হইলে সাদা পুরাতন কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া নির্জন বাগানে মাটির নীচে গাড়িয়া দিবে। খোদা চাহে ত মাল পাওয়া যাইবে। কিংবা চোরও ধরা পড়িবে। উক্ত তদ্বীরে চোর হয়রান এবং পেরেশান হইবে। কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকিবে।

৩। সূরা-ওয়াদোহা গোল দায়েরা আকারে কাগজে লিখিয়া উপরে ঝুলাইয়া রাখিবে যেখান হইতে মাল চুরি গিয়াছে। নৌকা চুরিতে উহা বিশেষ উপকারী; কিন্তু বড় গাছে ঝুলাইয়া বাঁধিতে হয়।

৪। ঘুমাইবার সময় একবার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি মাথার চতুর্দিকে ঘুরাইবে এবং বাড়ীর চতুর্দিকের বন্ধের নিয়ত করিবে। খোদা চাহে ত চোর ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে না।

৫। চোর চুরি করিতেছে এমতাবস্থায় মালিক জাগিয়া ১০ বার—

يَا بُنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْذَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ لَطِيفٌ حَبِيرٌ -

পড়িয়া দুই হাতে দস্তক দিলে চোর পলায়ন করিতে পারে না।

৬। এক টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত ৭ নং তাবীজ লিখিয়া বালিশের গেলাফের মধ্যে রাখিয়া ঘুমাইলে স্বপ্নযোগে মাল ও চোরের সন্ধান লাভ করিবে।

৭। ভিস্তিদের ব্যবহাত ভাল একটি মোশক লইয়া উহার ভিতর একবার আয়াতুল কুরছি এবং যথাক্রমে নিম্নলিখিত সাতজন নবীর নাম নিম্নরূপ লিখিবে।

نوح، لوط، صالح، إبراهيم، موسى و عيسى ومحمد صلی الله عليه و عليهم السلام -

অতঃপর একবার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া উল্লিখিত তরতীব অনুযায়ী একজন নবীর নাম লইবে এবং বলিবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَرْسَلْتَ هَذَا النَّبِيًّا أَنْ تَنْفَعَ بَطْنَ هَذَا السَّارِقِ كَمَا نَفَخْتَ هَذِهِ الْقُرْبَةَ -

এবং মোশকের মুখে ফুঁক দিবে; একপ সাতবার শেষ হইলে পর মোশকের মুখ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ওদিকে চোরের পেটও ফুলিতে থাকিবে। চোর মালসহ হাজির হইতে বাধ্য।

পলাতক মানুষ হাজির করিবার তদ্বীর

প্রথমে সূরা-ফাতেহা তৎপর—

أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ - إِنَّ رَازِدُهُ إِلَيْكَ فَرَدَدْنَاهُ
إِلَى أُمِّهِ كَمْ نَقَرَ عَيْنِهَا وَلَا تَحْرَنْ وَلَا تَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - يَا بُنَىٰ إِنَّهَا
إِنْ تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْذَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ لَطِيفٌ حَبِيرٌ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لَا مُلْجَأَ
مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِتَبُوُّوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ - اللَّهُمَّ يَا هَادِي الْضَّالِّ وَيَارَادِ
الضَّالَّ ارِيدُ عَلَى فَلانَ بنَ فلانَ فَلانَ بنَ فلانَ -

কাগজে লিখিয়া পাক কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে। দুইখানা পাটা বা পাথরের মাঝে রাখিয়া অন্ধকার স্থানে নির্জনে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবে।

ফলানে পলাতক ব্যক্তির নাম ফলানে তাহার মাতার নাম লিখিবে।

দৌলত মন্দ হইবার জন্য প্রত্যহ এশার নামায পড়িয়া ১১ বার দুরুদ পড়িবে। তারপর চৌদ্দবার **وَهَابْ** পড়ত ১১ বার দুরুদ শরীফ পড়িয়া ১০০ বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়িবেঃ

يَا وَهَابُ هَبْ لِنِ مِنْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ -

যাবতীয় বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রথম ১১ বার দুরুদ শরীফ অতঃপর ১১১১ বার পড়িবে তারপর ১১ বার দুরুদ পড়িয়া দো'আ করিবে।

বেহেশ্তী জেওর

দশম খণ্ড

এই খণ্ডে এমন সব বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়া চলিতে অভ্যন্তর হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও সুখ-শান্তি পৌঁছান অতি সহজ হয়। উপরোক্ত কথা কয়টি শুনিয়া আপাতঃ দুনিয়াদারী কথা বলিয়াই মনে হয়, এইগুলি রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর হাদীসের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, এইগুলি দ্বীন-ইসলামের অন্তর্নিহিত কথা বৈ আর কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : “খাটি মুসলমান এ ব্যক্তিই যাহার হাত বা জবানের দ্বারা অন্য কাহারো কষ্ট না হয়।” হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত আছে যে, “কোন মুসলমানের পক্ষে ইচ্ছাকৃত-ভাবে কঠিন বিপদে লিপ্ত হইয়া অপদন্ত হওয়া উচিত নহে।” হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে : “রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন ওয়াজ করিতেন তখন তিনি খুব লক্ষ্য রাখিতেন, শ্রোতাগণ যেন ত্যাঙ্গ-বিরক্ত হইয়া না পড়েন” উপরোক্ত হাদীস-এর মারফত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, নিষ্পত্তিযোজনে নিজে কষ্ট করা বা কাহারো সহিত বিরক্তিকর আচার-ব্যবহার করা ইসলামী শরীত বিরোধী। সুতরাং ইসলামী শরীতের অনুকূলে এই খণ্ডে এমন কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হইল—যাহার পুরাপুরি অনুসারী হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও শান্তি বা আরাম পৌঁছান যায়। খালেছ নিয়তে এই সবের উপর বা-আমল হইতে পারিলে দুনো জাহানের কামিয়াবী হাতে হাতে হয়।



প্রথম অধ্যায়

নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা

১। রাত্রিকালে ঘরের দরওয়াজা জানালা বন্ধ করিবার পূর্বে ভালঞ্চপে লক্ষ্য কর, ঘরের মধ্যে কোথায়ও কোন বিড়াল বা কুকুর লুকাইয়া রহিল কি না। কারণ, কুকুর বা বিড়াল না তাড়াইয়া দরওয়াজা বন্ধ করিলে জান ও মালের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আর কোন ক্ষতি না করিলেও রাত্রিভর খট্খট শব্দ করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটান কম ক্ষতি নহে।

২। কিতাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রৌদ্র দিবে, নচেৎ পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

৩। ঘর-দরজা পরিকার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঘরের আসবাব-পত্র যথাযথ স্থানে গুটাইয়া সাজাইয়া রাখিবে, শৃঙ্খলার সহিত রাখিবে।

୪। ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଦୈନିକ କିଛୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରା ଦରକାର । ବେଶୀ ଆରାମ ପ୍ରିୟ ହିଁଲେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା । ଏହି ଜନ୍ୟ ମେଯୋଦେର ପକ୍ଷେ ଅନ୍ତର୍ତ୍ତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଳ ଭାଂଗା ଅଥବା ଆଟା ପିଷା, ଟେକିତେ ଧାନ ଭାନା ବା କାଳେହେ କୋନ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁଟା ଏବଂ ଚରଖାୟ ସୂତା କାଟା ଇତ୍ୟାଦି ଅତି ଉତ୍ସମ ବ୍ୟାୟାମେର ଓ ଲାଭେର କାଜ ହିଁତେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଲ ଥାକେ ।

୫। କାହାରୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିତେ ଗିଯା ବିନା ଅନୁମତିତେ ସରେ ବା କାମରାୟ ତୁକିଓ ନା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିତେ ବେଶୀକ୍ଷଣ ବିଲସ କରିଓ ନା ବା କଥା ବଲିଓ ନା, ଯଦ୍ବାରା ତାହାର ବିରକ୍ତି ବା କାଜେର କ୍ଷତି ହୟ ।

୬। ବ୍ୟବହାରିକ ଆସବାବ-ପତ୍ର ସଥାନେ ରାଖାର ବ୍ୟାପାରେ ସରେର ସକଳେରଇ ଉଚିତ ଶୃଞ୍ଜଳା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦ ଏଇକାପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ରାଖିଓ ଯେନ କାଜେର ସମୟ ତାଲାଶ କରିତେ ନା ହୟ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ନା ରାଖିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଅୟଥା ହୟରାନ ହିଁତେ ହୟ । ଅତିଏବ, ତୋମାର ନିଜସ୍ବ ବନ୍ଦଙ୍କ ଶୃଞ୍ଜଳା ମତ ରାଖ, ପ୍ରଯୋଜନ ମତ ହାତ ବାଡ଼ାଇଲେଇ ଯେନ ପାଓୟା ଯାଯ ।

୭। ଚୌକି, ପୌଡ଼ି, ଲାଠି, ଦା, ଖଣ୍ଡା, କାଚି, ବଦନା, ବାସନ, କଲସ, ଇଟ୍-ପାଥର ପ୍ରଭୃତି ରାସ୍ତାର ଉପର ଛଡ଼ାଇଯା ରାଖିଓ ନା । ଅନେକ ସମୟ ଅନ୍ଧକାରେ ବା କୋନ ସମୟ ଦିନେର ବେଳାଯାଏ ଚଲାର ସମୟ ହୋଇଟ ଥାଇଯା ସଥମ ହିଁତେ ପାରେ ଏବଂ ବେ-ଜାୟଗ୍ୟା ଚୋଟ ଲାଗିତେ ପାରେ ।

୮। ତୋମାକେ ଯଦି କେହ କୋନ କାଜେର ଆଦେଶ କରେ, ତବେ ତାହା ଶୁନା ମାଝେଇ ତୁମି ଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବା ଆଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି ଯେ କୋନ ଏକଟି ହାଁ-ସୂଚକ ବା ନା-ସୂଚକ ଶର୍ଦ ବଲିଯା ପ୍ରତି-ଉତ୍ତର ଦିଓ । ଅନ୍ୟଥାଯ କାଜେର ଆଦେଶ ଦାତାର ମନେ ଅଶାନ୍ତି ଥାକିଯା ଯାଇବେ ଯେ, ତୁମି ହୟତ ଶୁନିଯାଇଁ ଏବଂ କାଜ କରିବେ । ଅର୍ଥଚ ତୁମି ହୟତ ଶୁନ ନାହିଁ ବା ଶୁନିଯାଇଁ କିନ୍ତୁ କାଜ କରାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ଏମତାବଦ୍ୟା ଆଦେଶଦାତା ଅନର୍ଥକ ତୋମାର ଆଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା କଷ୍ଟ ପାଇତେ ଥାକିବେ । ଇହା ବଢ଼ିଇ ଅଭଦ୍ରତାର କଥା ।

୯। ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟେ ନିମକ ସର୍ବଦା ପରିମାଣେ ଚେଯେ ସାମାନ୍ୟ କମ ଦିଓ । କେନନା, କମ ହିଁଲେ ଉହାର ପ୍ରତିକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିମକ ବେଶୀ ହିଁଲେ ଉହାର ପ୍ରତିକାର ଅସନ୍ତ୍ବ ।

୧୦। ଶାକ, ତରକାରୀ ବା ଡାଇଲେ ମୁଖେ ମରିଚ ଛିଡ଼ିଆ ଛିଡ଼ିଆ ଦିଓ ନା ବରଂ ପିଷିଯା ଦିଓ । କେନନା, ଶିଶୁଦେର ମୁଖେ ମରିଚେ ଟୁକ୍ରା ଲାଗିଲେ ଆଗୁନ ଧରାର ମତ ସନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ କରିବେ ।

୧୧। ଅନ୍ଧକାରେ ପାନ ପାନ କରିତେ ହୟ ତ ବାତି ଜ୍ଞାଲାଇଯା ନିଓ, ନା ହୟ ଏକ ଖଣ୍ଡ କାପଡ଼ ପାନିର ପାତ୍ରେର ମୁଖେ ରାଖିଯା ପାନ କରିଓ । କେନନା, କୋନ ବିଷାକ୍ତ ପୋକା-ମାକଡ଼ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଥାକିତେ ପାରେ ।

୧୨। ଶିଶୁଦିଗଙ୍କେ ଅଧିକ ହାସାଇବାର ଜନ୍ୟ ଆଦର କରାର ଛଲେ ଉପରେର ଦିକେ ନିକ୍ଷେପ କରିଯା ଖେଲିଓ ନା, କିଂବା ଜାନାଲାର ମଧ୍ୟେ ଦିଯା ଲଟକାଇଯା ଧରିଓ ନା, ହୟତ ପଡ଼ିଯା ଗିଯା ହାସିର ଛଲେ ଫାସି ହେଇଯା ଯାଇତେ ପାରେ । ତଦ୍ରୂପ ଶିଶୁଦେର ପେଛନେ ଥାକିଯା ହାସାଇଯା ହାସାଇଯା ଦୌଡ଼ାଇଓ ନା, ହୟତ ପଡ଼ିଯା ଗିଯା ହାତ-ପା ଭାଂଗିତେ ପାରେ ।

୧୩। ବରତନ ଖାଲି ହିଁଲେ ଉହ ଧୁଇଯା ଉଲ୍ଟା କରିଯା ରାଖିଓ । ପୁନରାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମୟ ଆବାର ଧୁଇଯା ବ୍ୟବହାର କରିଓ ।

୧୪। ବରତନ ମାଟିତେ ରାଖିଯା ଖାଲା ବାଡ଼ିଲେ ଉହାର ନୀଚେର ଦିକଟା ତୋଯାଲେ ବା ନେକଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମୁଛିଯା ଦିଓ, ଅନ୍ୟଥାଯ ଦସ୍ତରଖାନାଯ ମାଟି ଲାଗିଯା ଦସ୍ତରଖାନାଯ ବା ବିଛାନାଯ ଦାଗ ଲାଗିତେ ପାରେ ।

১৫। কাহারো বাড়ীতে মেহমান হইয়া তুমি বাড়ীর মালিককে (মেজবানকে) কোন খাবার ফরমায়েশ দিও না। হয়ত সাধারণ বস্তুরই ফরমায়েশ দিয়াছ, কিন্তু উহা জেটাইতে না পারিলে অথবা সময় মত তৈয়ার করিয়া দিতে না পারিলে বাড়ীওয়ালা মনে কষ্ট পাইবে এবং লজ্জিত হইবে।

১৬। যে স্থানে তুমি ছাড়াও অন্য লোক বসা আছে, তথায় বসিয়া থুথু ফেলিও না বা নাক ঝাড়িও না; বরং প্রয়োজন মত এক পার্শ্বে গিয়া হাজত পূরা করিয়া আস। কেননা, লোকের মধ্যে বসিয়া থুথু ফেলিলে ঘৃণার উদ্দেক হইয়া থাকে। ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

১৭। খাইতে বসিয়া এমন কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করিও না যাহা শুনিয়া অপরের মনে ঘৃণার উদ্দেক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাজুক তবিয়তের লোকের ইহাতে বড় কষ্ট হইয়া থাকে।

১৮। রোগীর নিকট বসিয়া বা রোগীর কোন আঞ্চলিক নিকট বা রোগীর বাড়ীর লোকের নিকট এমন কোন কথা বলিও না যাহাতে রোগীর জীবনে হতাশা আসিতে পারে। হতাশা-ব্যঙ্গক কথা বলিলে অনর্থক মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। সতুরাং রোগীর যাহাতে মনোবল ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেরূপ কথাই বলিবে। যেমন, “খোদার ফজলে ভাল হইয়া যাইবে, ভয়ের কোন কারণ নাই” ইত্যাদি।

১৯। কাহারো সম্বন্ধে কোন গোপনীয় কথা বলিতে হইলে এবং যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, সে তথায় উপস্থিত থাকিলে চোখে কিংবা হাতে তাহার দিকে ইশারা করিও না, কেননা ইহাতে অনর্থক তাহার মনে সন্দেহ হইতে পারে। ইহা তখনকার কথা, যখন সেই গোপনীয় বিষয়ের কথা বলা শরীতত্ত্ব মত দুরুস্থ হয়। কিন্তু যদি শরীতত্ত্ব মত দুরুস্থ না হয়, তবে তেমন আলাপ করাই গোনাহের কাজ।

২০। কথা বলার সময় অধিক হাত নাচাইও না।

২১। কাপড়ের আঁচল বা জামার আস্তিন দ্বারা নাক মুছিও না।

২২। জুতা, কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া ব্যবহার করিও। কেননা উহার মধ্যে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকিতে পারে।

২৩। কাহারো কাপড়ের নীচে গুপ্ত স্থানে ফেঁড়া, বাধী হইলে তুমি এত তলাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না যে, “কেথায় ফেঁড়া হইয়াছে” ইহাতে অনর্থক তাহাকে লজ্জা দেওয়া হয়।

২৪। রাস্তার উপর বা দরওয়াজার উপর বসিও না, তোমার এবং যাতায়াতকারী সকলেরই অসুবিধা হইতে পারে।

২৫। শরীরে এবং কাপড়ে দুর্গন্ধ হইতে দিও না। কাপড় যদি অতিরিক্ত ধোয়া না থাকে, তবে নিজের পরিহিত কাপড়ই ধুইয়া লও।

২৬। কোন স্থানে লোক বসাবস্থায় ঝাড়ু দিও না।

২৭। ফলের খোসা বা বীচ অন্য লোকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিও না এবং যেখানে সেখানেও ফেলিও না; বরং নির্দিষ্ট এক স্থানে ফেলিও। উহাতে সবুজ সার পয়দা হয়।

২৮। চাকু, কেঁচি, সূচ ইত্যাদি ধারাল বস্তুর দ্বারা খেলিও না। কারণ অসাবধানতাবশতঃ কোথায়ও লাগিয়া যাইতে পারে।

২৯। তোমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসিলে প্রথমে তাহাকে পেশাব পায়খানার স্থান জ্ঞাত করাইয়া দিও। অতঃপর মেহমান নৌকায় বা গাড়ীতে আসিলে মজুরী দিয়া নৌকা বা গাড়ীকে

ବିଦାୟ କର । କେନନା ଇହାଇ ଭଦ୍ରତାର ଉତ୍ତମ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ । ଆର ଯଦି ଘୋଡ଼ାଯ ଚଢ଼ିଯା ବା ନିଜ ଗାଡ଼ୀତେ ଆସିଯା ଥାକେ, ତବେ ତାହାର ଘୋଡ଼ା ଅଥବା ଗାଡ଼ି ରାଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଓ । ମେହମାନକେ ଖାଓୟାଇତେ ଗିଯା ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହିରେ ବୃଥା ଆଡ୍ସର କରିଓ ନା । କେନନା, ବୃଥା ଆଡ୍ସରେ ସଥାସମୟେ ଖାନା ଦେଓୟା ଯାଯ ନା । ଖାନା ଯଦି ସାଧାରଣତ ହୁଏ, ତବୁ ସଥାସମୟେ ଖାଇତେ ଦାଓ । ମେହମାନ ବିଦାୟ ହିତେ ଚାହିଲେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ନାଶ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯା ସଥାସମୟେ ବିଦାୟ ଦାଓ । ମୋଟକଥା, ମେହମାନେର ଆରାମ ଓ ସୁବିଧାର ବ୍ୟାପାତ ଯାହାତେ ନା ହୁଏ ସେଦିକେ ତୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିବେ ।

୩୦ । ପାଯଥାନା ଅଥବା ଗୋସଲଥାନା ହିତେ ବାହିର ହିନ୍ଦାର ପୂର୍ବେଇ ପାଯଜାମାର ଫିତା ଆଟକାଇୟା ବାହିରେ ଆସିଓ । ଫିତା ଧରିଯା ବା ଆଟକାଇତେ ଆଟକାଇତେ ବାହିରେ ଆସିଓ ନା, ଇହା ବଡ଼ି ଅଭଦ୍ରତା ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୁଟୁ ।

୩୧ । ତୋମାର ନିକଟ କେହ କୋନ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଯା ପରେ ନିଜ କାଜେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ନତୁବା ଜିଜ୍ଞାସାକାରୀର ଅବମାନନା କରା ଓ ମନେ କଟ୍ଟ ଦେଓୟା ହୁଏ ।

୩୨ । କଥା ବଲିବାର ସମୟ ବା କାହାରେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିବାର ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟସ୍ଵରେ କଥା ବଲିବେ, ଯେଣ ପ୍ରଶ୍ନକାରୀର ବୁଝିତେ କଟ୍ଟ ନା ହୁଏ ।

୩୩ । କାହାରେ ହାତେ କୋନ ବନ୍ଦ ଦିତେ ହିଲେ ଦୂର ହିତେ ନିକ୍ଷେପ କରିଯା ଦିଓ ନା, ବରଂ ନିକଟେ ପୌଛିଯା ହାତେ ତୁଳିଯା ଦାଓ । ନିକ୍ଷେପ କରିଯା ଦେଓୟା ତାଚିଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଯ, ପଡ଼ିଯା ଗିଯା କ୍ଷତିଓ ହିତେ ପାରେ ।

୩୪ । ଯଦି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି କୋନ କଥା ବଲା ବା ଲେଖାପଡ଼ାର କାଜେ ଲିପ୍ତ ଥାକେ, ତବେ ତୁମି ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆସିଯା କୋନ ଏକଜନେର ସହିତ କଥା ବଲିତେ ବା ଚେଚାଇତେ ଆରନ୍ତ କରିଓ ନା; ହାଁ, ଅନୁମତି ଲାଇୟା ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟ କଥା ବଲାଯ କୋନ ଦୋଷ ନାଇ ।

୩୫ । ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ ତୋମାର କଥା ବଲାର ପ୍ରୋଜନ, ସେ ଯଦି କୋନ କାଜେ ବା କଥାଯ ଲିପ୍ତ ଥାକେ, ତବେ ତୁମି ତାହାର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହିଲ୍ଲା ଅମନି ତୋମାର ବନ୍ଦବ୍ୟ ଆରନ୍ତ କରିଓ ନା; ବରଂ ସୁଯୋଗେର ଅପେକ୍ଷା କରିଯା ଅନୁମତି ଲାଇୟା କଥା ବଲ ।

୩୬ । କୋନ ବନ୍ଦ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତେ ଦିତେ ହିଲେ ମେ ମଜବୁତ କରିଯା ନା ଧରିତେ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଓ ନା, ଅନେକ ସମୟେ ବେଖେଯାଲେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହିଲ୍ଲା ଥାକେ ।

୩୭ । କାହାକେଓ ପାଂଖା କରିତେ ବା ମାଥାଯ ଛାତା ଧରିତେ ହିଲେ ଖୁବ ସାବଧାନେ ପାଂଖା କରିବେ ଏବଂ ଛାତା ଧରିବେ, ଯେଣ ତାହାର ଶରୀରେ ନା ଲାଗେ । ପାଂଖା କରାର ପୂର୍ବେ ଉହା ଝାଡ଼ିଯା ମୁଛିଯା ନିଓ । ଏତ ଜୋରେ ବାତାସ କରିଓ ନା ଯାହାତେ ଅପରେର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ।

୩୮ । ଖାନା ଖାଇବାର ସମୟ ହାଡ଼ି, କାଟା ଏଦିକ-ସେଦିକ ନିକ୍ଷେପ କରିଓ ନା, ଦସ୍ତରଖାନାର ଉପର ଅଥବା କୋନ ପାତ୍ରେ ଏକତ୍ର କରିଯା ରାଖିଯା ବିଡ଼ାଲ କୁକୁରକେ ଦିଓ; କେନନା, ତାହାଦେରେ ହକ ଆଛେ । ତଦ୍ରୂପ ତରକାରୀର ଖୋସା ବା ସୀଚି ଯେଥାନେ ସେଥାନେ ଫେଲିଓ ନା । ଉହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଫେଲ ଯେଣ ଆବର୍ଜନା ହିତେ ନା ପାରେ ।

୩୯ । ଦୃତ ଦୌଡ଼ାଇୟା ଅଥବା ଉତ୍ତରମୁଖେ ପଥ ଚଲିଓ ନା । ଇହାତେ ପଡ଼ିଯା ଗିଯା ଅଂଗହାନି ହିତେ ପାରେ ।

୪୦ । ବଇ କେତାବ ବନ୍ଦ କରାର ସମୟ ଖୁବ ସାବଧାନେ ବନ୍ଦ କରିଓ ଯେଣ ପ୍ରଥମ ବା ଶେଷ ଭାଗେର ପାତା ମୁଡ଼ିଯା ନା ଯାଯ ।

৪১। নিজ স্বামীর নিকট বেগানা পুরুষের প্রশংসা করিও না ; কেননা, কোন কোন পুরুষের মেজাজে ইহা বরদাশত হয় না ।

৪২। তদ্বৃপ্তি কোন বেগানা স্ত্রীলোকের রূপ-গুণের প্রশংসা তোমার স্বামীর নিকট করিও না ; হয়ত তোমার স্বামীর মন ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আসঙ্গ হইতে পারে এবং তোমার উপর হইতে মন উঠিয়া যাইতে পারে ।

৪৩। যে লোকের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বাড়ী-ঘর, পোশাক, অলংকার ধন-দৌলত ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিও না ।

৪৪। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাসিক তিনি দিন বা চার দিন নির্ধারিত করিয়া ঘরের বুল ধূলা-বালু, আর্বজনা পরিষ্কার করিও এবং বিছানাপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া যথাস্থানে পরিপাটি করিয়া রাখিও ।

৪৫। কাহারো সম্মুখস্থ ডেক্স অথবা টেবিলের উপর হইতে কোন পুস্তক অথবা কাগজ উঠাইয়া দেখা নিষেধ । কেননা, কাগজে হয়ত কোন গোপনীয় কিছু লিখ থাকিতে পারে । তদ্বৃপ্তি পুস্তকের মধ্যে ঐ ধরনের কাগজ ইত্যাদিও থাকিতে পারে । অতএব, বিনা অনুমতিতে কোন বই বা কাগজ স্পর্শ করিলে মালিকের মনে কষ্ট হওয়ার কারণ হইতে পারে ।

৪৬। সিড়ির উপর দিয়া উঠানামা করিতে হইলে খুব সাবধানে এক পা এক পা করিয়া উঠানামা করিবে । মেয়েদের পক্ষে ত প্রতি কদমে এক সিড়ির বেশী অতিক্রম করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে ; তদ্বৃপ্তি ছেলেপেলেদিগকেও সিড়িতে উঠানামার বিষয় খুব সতর্ক করিয়া দিও ।

৪৭। যে স্থানে অন্য লোক বসা আছে তথায় কোন কাপড় ঝাঁকান বা পুস্তক ঝাড়া দেওয়া বা ধূলা বালি ফুঁক দিয়া পরিষ্কার করা অনুচিত ; কেননা, ইহাতে অপরের কষ্ট হইবে ; ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস ।

৪৮। কাহারো রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টের সংবাদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে না জানিয়া অপরের নিকট বলিও না । বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট মোটেই বলা উচিত নহে । কেননা, যদি ভুল সংবাদ প্রচার করিয়া থাক, তাহা হইলে উক্ত লোকের আত্মীয়-স্বজনেরা অনর্থক পেরেশান হইবে এবং তোমাকে তিরিষার করিবে যে, “এই অশুভ সংবাদ কোন বদ-ব্যথাত প্রচার করিল ।”

৪৯। তদ্বৃপ্তি সামান্য অসুখের বা সাধারণ কষ্টের সংবাদ প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিপত্রে জানান উচিত নহে ।

৫০। কফ, থুথু, পানের পিক ইত্যাদি দেয়ালে, বেড়ায় বা কপাটের উপর ফেলিও না । তৈলাঙ্গ হাত বেড়ায় বা কপাটে মুছিও না বরং সাবান দ্বারা না হয় মাটি মাখিয়া ধুইয়া ফেল ।

৫১। খাওয়ার মজলিসে তরকারীর প্রয়োজন হইলে মেহমানের সম্মুখ হইতে পেয়ালা বা বাটি উঠাইয়া নিও না ; বরং অন্য পেয়ালায় করিয়া তরকারী আনিয়া দাও ।

৫২। কেহ চৌকিতে শোয়া বা পিঙ্গিতে বসা থাকিলে তাহার নিকট দিয়া যাতায়াত করার সময় চৌকিতে বা পিঙ্গিতে যেন ধাক্কা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও ।

৫৩। চৌকির উপর দিয়া তাকের উপর হইতে কোন দ্রব্য নামাইতে বা উঠাইতে হইলে খুব সাবধানে উঠাইবে নামাইবে যেন শায়িত ব্যক্তির আরামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে ।

୫୪। ଖାନା-ପିନାର କୋନ ଦସ୍ଯ ଖୋଲା ରାଖିଥିଲା ନା । ଏମନକି ମେହମାନେର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଐ ସକଳ ଖାଦ୍ୟଙ୍କ ଖୋଲା ରାଖିଥିଲା ନା ଯାହା ଏକଟୁ ପରେ ଖାଓୟା ହଇବେ ।

୫୫। ମେହମାନେର ଉଚିତ ଯେ, ପେଟ ଭରିଯା ଗେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭାତ ତରକାରୀ ଯେନ ବାଁଚାଇୟା ରାଖେ, ନ୍ତୁବା ବାଡ଼ୀଓୟାଲା ମନେ କରିତେ ପାରେ ଯେ, ମେହମାନେର ଖାନା କମ ହଇଯାଛେ । ଇହାତେ ମେଜବାନ (ବାଡ଼ୀଓୟାଲା) ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରେ ।

୫୬। ଯେ ସକଳ ଥାଲୀ-ବାସନ, ହାଡ଼ି-ପାତିଲ ଏକେବାର ଶୂନ୍ୟ ହଇଯାଛେ, ଉହା ଆଲମାରି ବା ତାକେର ଉପର ଉପୁଡ଼ କରିଯା ରାଖିଥିଲା ।

୫୭। ହାଁଟା ଚଲାର ସମୟ ପା ଏକଟୁ ଉଠାଇୟା ଉଠାଇୟା କଦମ୍ବ ଫେଲିଓ, ହେଁଚଢାଇୟା ହେଁଚଢାଇୟା ଚଲିଓ ନା ; ଇହାତେ ଜୁତା ଅତି ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କ୍ଷୟ ପାଯ ଏବଂ ଦେଖିତେଓ ଦୃଷ୍ଟିକଟୁ ଲାଗେ ।

୫୮। ଚାଦର, ଶାଡ଼ି, ଓଡ଼ନା ଇତ୍ୟାଦି ନେତଡାଇୟା ନେତଡାଇୟା ଚଲିଓ ନା ।

୫୯। କେହ ଯଦି ନିମିକ ବା ଅନ୍ୟ କୋନ ସାମାନ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଚାଯ, ତବେ ତାହା ହାତେ କରିଯା ଆନିଥିଲା ନା ; ବରଂ କୋନ ବରତନେ କରିଯା ଦାଓ । କେନନା, ହାତେ ହାତେ ଦେଓୟା ଅଭଦ୍ରତା ।

୬୦। ମେଯେଦେର ସମୁଖେ କୋନ ପ୍ରକାର ବେ-ହାୟାଯାରୀ ବା ଅଶ୍ଵିଳ କଥା ବଲିଓ ନା ; ଇହାତେ ମେଯେଦେର ହାୟା-ଶରମ ଲୋପ ପାଇତେ ଥାକେ ।

କତିପଯ ଶାଲୀନତାହୀନ ଓ ଭ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ— ଯାହା ଦ୍ଵାରା କରିବାର ମଧ୍ୟେ ସଚରାଚର ଦୃଷ୍ଟ ହେଯ

୧। ମେଯେଦେର ଏକଟି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଯେ, ତାହାଦିଗକେ କୋନ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ତାହାର ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନା ; ବରଂ ଅଯଥା ବାଗାଡ଼ମ୍ବର କରିଯା ଘୁରାଇୟା ଫିରାଇୟା ବାଜେ କଥା ମିଳାଇୟା ଦେଇ । ଶେଷେ ଆସଲ କଥା ଠିକ ମତ ବୁଝିବିଲେ ନା ପାରିଯା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ହିଁଲେ ପାରେ ନା, ଏହିରୂପ କରା ଠିକ ନହେ । ମନେ ରାଖିଥିଲୁ ତୋମାକେ କେହ କୋନ କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ଉହା ଭାଲ ମତ ବୁଝିଯା ପ୍ରୟୋଜନ ମତ ଉତ୍ତର ଦାଓ ।

୨। ମେଯେଲୋକଦିଗକେ ଯଦି କୋନ କାଜେର ହୁକୁମ କରେ, ତବେ ଏକଦମ୍ବ ଚୁପ କରିଯା ଥାକେ । କୋନ ଉତ୍ତର ନା ଦେଓୟାର କାରଣେ ହୁକୁମଦାତା ମନେ ସନ୍ଦେହ ଥାକିଯା ଯାଯ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହୁଇଁ ଜାନେ ଶୁଣିଲ କି ନା ? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଏକଟା ଅଶାନ୍ତି ଥାକିଯା ଯାଯ । ଆର ମନେ ଭାବେ ଯେ, ହୟତ ଶୁଣିଯାଛେ ଏବଂ କାଜଟି କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆସଲେ ସେ ଶୁଣେଇ ନାହିଁ ; ଉହାର ଭରସାୟ ଥାକିଯା ଆର କାଜ ହୟ ନା । ଅବଶ୍ୟେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ବଲେ ଯେ, “ଆମି ଶୁଣି ନାହିଁ ।” କାଜେର ଆଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରିଯା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନା ଦେଓୟା, ଶୁଣେ ନାହିଁ ମନେ କରିଯା ହୁକୁମଦାତା ପୁନର୍ଯ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଲେ ଆର ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଅମନି ଅନ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଯା ବଲେ ଯେ, “ଶୁଣ୍ଟି, ଶୁଣ୍ଟି ! ଏତ ମାଥା ଖାଇତେଛ କେନ ?” ଅଥାଚ ପୂର୍ବେଇ ଏକବାର ହୁକୁମ ଶୋନାର ପରଇ ଯଦି ଉତ୍ତର କରିତ ଯେ : “ହା ଶୁଣିଯାଛି, କାଜ କରିତେ ଯାଇ ।” ତାହା ହିଁଲେ ଆର ଆପୋମେ ଏମନ ମନୋମାଲିନ୍ୟ ହିଁତ ନା ।

୩। କଥନଓ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଗଣ ଅଧୀନିଷ୍ଟ ଚାକର-ଚାକରାଣିକେ କାଜେର ଆଦେଶ କରିବାର ସମୟ ବା ଘରେର ଅନ୍ୟ କାହାରୋ ସହିତ କଥା ବଲିବାର ସମୟ ଦୂର ହିଁଲେ ଚିଲ୍ଲାଇୟା ଚିଲ୍ଲାଇୟା କଥା ବଲିତେ ଥାକେ । ଉହାତେ ବେ-ପର୍ଦା ଓ ବେ-ହାୟାଯାର ନମ୍ବ ପ୍ରକାଶ ଘଟେ । କେନନା, ଦୂର ହିଁଲେ ଚିଲ୍ଲାଇୟା ବଲାର କାରଣେ ସବ କଥା ଭାଲରାପେ ବୁଝା ଯାଯ ନା, ଯାହାର ଫଳେ କିଛୁ କାଜ ବାକି ଥାକିଯା ଯାଯ ଏବଂ କାଜ ଅସମାପ୍ତ ଥାକିଯା ଗେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଫିଲ୍ପ ହେଇୟା ଅଧୀନିଷ୍ଟଦିଗକେ ତିରକ୍ଷାର କରିତେ ଥାକେ । ଚାକରଗଣ ଧରମ ଖାୟା ଉତ୍ତର

କରିଯା ଥାକେ ଯେ, ହକୁମଟା ପୂରାପୁରି ବୁଝେ ଆସେ ନାହିଁ ବା ଶୁଣିତେ ପାଇ ନାହିଁ । ଏଇରାପେ ଧରମକ ବା ବାକ୍-ବିତଣ୍ଡ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ବ୍ୟବ ହୁଯ ଏବଂ କାଜେର କ୍ଷତି ହୁଯ । ତଦ୍ବୂପ ଚାକର ବା କର୍ମଚାରୀଗଣଙ୍କ ବାହିର ହିତେ କୋନ କଥାର ଉତ୍ତର ଆନିଯା ଦୂର ହିତେ ଚିଲ୍ଲାଇୟା ଚିଲ୍ଲାଇୟା ବଲିତେ ବଲିତେ ଦରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ । ଇହାତେଓ କିଛୁ କଥା ବୁଝା ଯାଏ ଆବାର କିଛୁ ବୁଝା ଯାଏ ନା । ଅତିଏବ, ଆଦିବ ତମୀଯେର କଥା ହିଲ ଏଇ ଯେ, ଯାହାର ସହିତ କଥା ବଲାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଯ, ତାହାର ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ, ନା ହୁଯ ତାହାକେ ଡାକିଯା ନିକଟେ ଉପସ୍ଥିତ କର । ଅତଃପର ତାହାକେ ଭାଲନାପେ ବୁଝାଇୟା ବଳ ଏବଂ ନିଜେଓ ବୁଝିଯା ଶୁଣିଯା ରାଖ ।

୫ । ଏକଟି ଆୟେବ ଏଇ ଯେ, ମେଯେରା ହାତେ ପଯସା ଥାକୁକ ବା ନା ଥାକୁକ କୋନ ବଞ୍ଚି ପଛନ୍ଦ ହିଲେଇ ନିଷ୍ପର୍ଯ୍ୟୋଜନେଓ ଖରିଦ କରିଯା ଲାଯ । କର୍ଜ କରିଯା ହିଲେଓ ଲାଯ, କୋନ ପରାଗ୍ୟ କରେ ନା । ଆର ଯଦି କର୍ଜ ନାଓ କରିତେ ହୁଯ, ତବୁ ନିଜ ପଯସା ଅପ୍ରୟୋଜନେ ଖରଚ କରା କୋନ ବୁଦ୍ଧିମାନେର କାଜ ନହେ; ବରଂ ଅଯଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବ କରା ଗୋନାହର କାଜ । ସୁତରାଂ ଖରଚ କରାର ପୂର୍ବେଇ ଖୁବ ଚିନ୍ତା କରିଯା ଦେଖିବେ ଯେ, ଏଇ ଥାନେ ଖରଚ କରାଯ ଦୀନେର କୋନ ଫାଯଦା ବା ଦୁନିଆର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଛେ କିନା ? ଯଦି କୋନ ଫାଯଦା ମନେ କର, ତବେ ଖରଚ କରିଓ । ଯତଦୂର ସମ୍ଭବ କଥନୋ କର୍ଜ କରିଓ ନା । ଯଦି କିଛୁ କଟ୍ ହୁଯ ହଟ୍ଟକ ।

୬ । ଏକଟି ଆୟେବ ଏଇ ଯେ, ଦେଶେଇ ହଟ୍ଟକ ବା ବିଦେଶେ କୋଥାଯାଓ ବେଡ଼ିହିତେ ଯାଇତେ ହଇଲେ ଅଯଥା ଘୁରାଘୁରି କରିଯା ବିଲମ୍ବ କରିଯା ଫେଲେ । ଶେଷେ ଗତସବ୍ୟ ଥାନେ ଅମସଯେ ଏବଂ ଦୂର୍ୟୋଗ ପୋହାଇୟା ପୌଁଛିତେ ହୁଯ । କଥନଓ ଅସମ୍ଯେ ରାସ୍ତା-ଘାଟ୍ ଚଲିତେ ଜାନ-ମାଲେର ସଂଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଯ । ଗରମେର ଦିନେ ଗଡ଼ିମସି କରିଯା ବିଲମ୍ବେ ରାତାନା ହେତୁର କାରଣେ ରୌଦ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ଛେଲେପେଲେ ନିଯା କଟ୍ ପାଇତେ ହୁଯ । ତଦ୍ବୂପ ବର୍ଷାର ଦିନେ ସଥାସମ୍ଯେ ରାତାନା ନା ହେତୁଯାଯ ଝଡ଼-ବୃଷ୍ଟିତେ ପାଇ, ଫଳେ ରାସ୍ତା-ଘାଟ୍ କର୍ଦମାକ୍ତ ହଇଯା ଗାଡ଼ୀ-ଘୋଡ଼ାଯ ଚଲାର ଅସୁବିଧା ହଇଯା ପଡ଼େ । ମୋଟକଥା, ବିଲମ୍ବେ ରାତାନା ହେତୁଯାଯ ବହୁମୁଖୀ ବିପଦେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହିତେ ହୁଯ । ଅତିଏବ, ଯେଥାନେଇ ଯାଇତେ ହୁଯ ସମୟ ଥାକିତେ ରାତାନା ହଇଲେ ସକଳ ଦିକ ଦିଯାଇ ମଞ୍ଜଲଜନକ ହଇଯା ଥାକେ ।

ଯଦି ନିଜ ଏଲାକାଯ ବା ଶହରେଇ କୋନ ମହନ୍ତ୍ରୀଯ ଯାନେ ଆରୋହଣ କରିଯା ଯାଇତେ ହୁଯ, ତବୁ ଅଯଥା ଘୁରାଘୁରି କରିଯା ସମୟ ନଟ କରିବେ ନା । କାରଣ ଉତ୍ତାତେ ବେହାରାଦେର ବା ଗାଡ଼ିଓୟାଲାଦେର ଅପେକ୍ଷା କରିଯା ବିରକ୍ତ ହିତେ ହୁଯ । ଅବଶ୍ୟେ ଭାଡ଼ା ନିଯା ବାକ୍-ବିତଣ୍ଡ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ । ଓଦିକେ ଦେଢ଼ିତେ ରାତାନା ହେତୁଯାଯ ବିଲମ୍ବେ ଫିରିତେ ହୁଯ । ନିଜ କାଜେ ଓ ଖାତାଦାଓୟାର ଏନ୍ତେଜାମେ ବିଲମ୍ବ ହୁଯ । କଥନଓ ବା ତାଡ଼ାହତ୍ତାର କାରଣେ ଥାନା ନଟ ହଇଯା ଯାଏ । ଗୃହସାମୀ ଥାନାର ତାଗିଦେ ଥାକେନ, ଶିଶୁରା ଥାନାର ଜନ୍ୟ କାନ୍ଦିତେ ଥାକେ, ଇତ୍ୟାଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଝାମେଲାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ । ତାଇ ଯଦି ବିଲମ୍ବ ନା କରିଯା ଯଥା ସମୟେ ରାତାନା ହୁଯ, ତବେ ଆର ଉପ୍ଲିଥିତ ଅସୁବିଧାସମୁହେର ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ ନା ।

୭ । ଏକଟି ଆୟେବ ଏଇ ଯେ, ସଫରେ ବା ପ୍ରବାସେ ଯାଇବାର ସମୟ ପ୍ରୟୋଜନେର ଅତିରିକ୍ତ ସାମାନ୍ୟର ଲାଇୟା ବିରାଟ ବୋବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଯା ଥାକେ । ଯାହା ବହନ କରିତେ ସନ୍ଧି ପୁରୁଷଦେର ନାନାରୂପ କଟ୍ ହଇଯା ଥାକେ । ବସିତେ ଥାନ ହୁଯ ନା, ସନ୍ଦେହାରୀର କଟ୍ ହୁଯ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣେର ଚିନ୍ତା କରିତେ ହୁଯ, କଥନଓ ସନ୍ଧି ପୁରୁଷଦେରଇ ପିଠେ ବହନ କରିଯା ନିତେ ହୁଯ, ଅଥବା କୁଳୀର ଅତିରିକ୍ତ ମଜୁରି ଦିତେ ହୁଯ । ଶେଷ କଥା, ସକଳ ବିପଦ ପୁରୁଷଦେର ମାଥାଯ ପଡ଼େ, ଆର ମେଯେରା ଦିବି ଆରାମେ ଭିତରେ ବସେ ଥାକେ । ଅତିଏବ, ସଫରେର ସମୟ ଆସବାବ-ପତ୍ର ଖୁବ ସଂକଷିପ୍ତ ଲାଇବେ । ବିଶେଷତଃ ରେଲେ ଭ୍ରମଶେରେ ସମୟ ଅଧିକ ସାମାନ୍ୟ ହଇଲେ ବେଶୀ କଟ୍ ପାଓଯାର କଥା ।

৭। একটি আয়ের এই যে, নৌকায় অথবা গাড়ীতে সওয়ার সময় বে-গানা পুরুষ-দিগকে একদিকে সরিয়া যাইতে বলে, না হয় চোখ ঢাকিয়া থাকিতে বলে। এদিকে ইহারা নৌকায় বা গাড়ীতে সওয়ার হইয়া পর্দা করিয়া পুনঃ আর বলেন না যে, “এখন আমাদের পর্দা হইয়াছে।” অতএব, আর চোখ ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোন কথা না বলার কারণে বেচারা বে-গানা পুরুষরা দূরে সরিয়া বা চোখ ঢাকিয়া অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকে। আবার অনেকগুলি দেরী দেখিয়া, কখন পর্দা হইয়াছে মনে করিয়া নিকটে আসিয়া পড়ে বা চোখ খুলিয়া বসে অথচ এখন পর্যন্ত পর্দা করা হয় নাই বা একটু দেরী আছে। অতএব, পুনরায় কথা না বলার কারণে বে-পর্দা হইয়া সকলকে গোনাহ্গার হইতে হয়। বে-গানা পুরুষদের যদি জানা থাকে যে, মহিলারা পর্দা করিয়া আওয়াজ দিবে, তবে তো আর তাহারা অনুমতি ছাড়া সম্মুখে আসিত না বা পর্দার ব্যাপাত হইত না বরং অপেক্ষা করিত। প্রথমবারে পর্দার হুকুম করিয়া পুরুষদের হঁশিয়ার করাইয়া নিজেরা পর্দা করিয়া ২য় বার কথা না বলার দরুন উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

৮। একটি আয়ের এই যে, যাহার বাড়ী বেড়াইতে যায়, সওয়ারী বা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিশ্চন্দে সোজাসুজি তার ঘরে চুকিয়া পড়ে। কখনও এমন হয় যে, সেই বাড়ীর পুরুষ লোক ঘরের মধ্যে অবস্থিত থাকে আর মেয়েরা তার সামনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বে-পর্দা হইয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। তোমার উচিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তুমি যার ঘরে যাইবে প্রথমতঃ সেখানে খবর পৌঁছাইবে। অতঃপর অনুমতি পাইয়া গাড়ী বা সওয়ারী হইতে নামিয়া ঘরে যাইবে।

৯। একটি আয়ের এই যে, গাড়ীতে বা নৌকায় সওয়ার হইবার নিমিত্ত বিলম্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক আগেই রাস্তায় পর্দা করাইয়া দেয়; যদ্দুরুন অপরাধের লোকগণের যাতায়াতে কষ্ট হইতে থাকে। আর এদিকে মেয়েরা রওয়ানা হইবার জন্য ঘোরাফেরায় থাকে।

১০। একটি আয়ের এই যে, আগোয়ে দুইজন মেয়েলোক কথা বলার সময় একজনের কথা বলা শেষ না হইতেই অপরজন কথা বলিতে আরম্ভ করে, আবার কোন সময়ে দুইজন একত্রেই বলিতে আরম্ভ করে। শেষে কেহ কাহারও কোন কথা বুঝে না। অতএব, এইরূপ কথা বলায় কোন ফায়দা নাই। কাজেই একজনের কথা শেষ হইলে তারপর তুমি বলিও।

১১। একটি আয়ের এই যে, অসাবধানে টাকা-পয়সা বা গহনাদি বালিশের নীচে অথবা তাকের উপর খোলা অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। তালা-চাবি থাকা সত্ত্বেও অলসতার কারণে হেফায়ত করিয়া রাখে না; অবশ্যে কোন বস্তু হারাইয়া গেলে ঘরের নিরপরাধ লোকদের নামেও দোষারোপ করিতে থাকে।

১২। একটি আয়ের এই যে, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে তাহ্কীক করিয়া না দেখিয়াই কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া বসে। যেমন কেহত কোন এক সময়ে চুরি করিয়াছিল। তাহার নামেই সোজাসুজি বলিয়া ফেলে যে, তাহারই কাজ, সেই নিয়াছে। অথচ সমস্ত অন্যায়ই যে একজনে করিয়া থাকে, ইহা কোন স্বতংসিদ্ধ নহে। এইরূপ অন্যান্য নোকছানের বেলায়ও সাধারণ সন্দেহের কারণে কাহারো নামে সাজাইয়া গড়াইয়া এমন ঘটনা তৈরি করিয়া দেয় যে, তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া যায়।

১৩। একটি আয়ের এই যে, এদের কাহাকেও কোন কাজের হুকুম দিলে কাজ করিতে যাইয়া উহার সহিত আরও দুই একটা কাজ জড়াইয়া সব একত্র করা আরম্ভ করিয়া দেয়। অবশ্যে কাজ সমাপ্ত করিয়া অতি বিলম্বে উপস্থিত হয়। ইহাতে হুকুমদাতার মনে অশান্তি ও অস্থিরতা আসে।

কেননা, সে মাত্র একটি কাজের জন্য পাঠাইয়াছে। বিলম্বে তাহার অস্থিরতা আসা স্বাভাবিক। এইদিকে এই বুদ্ধিমতী বিলম্বে উপস্থিত হইয়া বলে যেঃ “নাও, দুইটা কাজ সমাধা করিয়া আসিয়াছি।” এইরূপ কথনও করিও না। প্রথমে যে কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা সমাধা করিয়া পরে অবসর মত নিজ কাজে লিপ্ত হইও।

১৪। একটি আয়েব এই যে, অলসতার কারণে যখনকার কাজ তখন করে না; বরং অন্য সময়ের জন্য ফেলিয়া রাখে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পড়িয়া থাকে এবং নোকছান হইয়া থাকে।

১৫। একটি আয়েব এই যে, কর্মতৎপরতা ও দুরদর্শিতা নাই। প্রয়োজন ও সুযোগের দিকে লক্ষ্য করে না যে, জলদির সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে ঝটপট কাজ সমাধা করে নিবে; বরং সব সময়ই একটানা মন্ত্রণগতি ও টালবাহানা করিয়া থাকে। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে সুযোগ নষ্ট হইবার কারণে আসল কাজ পঞ্চ হইয়া যায়।

১৬। একটি আয়েব এই যে, পান-তামাকের খরচ এত বাড়াইয়া লয় যে, গরীব লোকদের পক্ষে উহা বহন করাই দুঃক্ষর। কোন কোন ধনী-বিলাসী লোকের বাড়ীর পান তামাকের খরচায় চার পাঁচটা গরীব পরিবারের সমস্ত খরচ বহন হইতে পারে। অতএব, পান-তামাকের বেহুদা খরচ কমান উচিত। পান তামাকের অপকারিতা এই যে, থাকিলে পরে নিষ্পত্তিজননেও খাওয়া আরম্ভ করে। অবশ্যে অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে আর ছাড়িতে পারে না, ফলে অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ বহন করিতে হয়। এইজন্য উহা পরিতাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

১৭। একটি আয়েব এই যে, দুই ব্যক্তি কোন বিষয় আলাপ করিতে থাকিলে ইহারা অ্যাচিতভাবে অনর্থক সেই কথায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট কেহ কোন পরামর্শ না চায় ততক্ষণ একেবারে বোৰা ও বাধি হইয়া থাক।

১৮। একটি আয়েব এই যে, ইহারা কোন মেয়ে মহল হইতে আসিয়া তথাকার সকল মেয়েলোকদের অলংকার, গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির কথা নিজ নিজ স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে থাকে। আচ্ছা যদি উহা শ্রবণে তাহাদের কাহারও উপর তোমার স্বামীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তোমার মন্তব্দ ক্ষতি হইবে না কি? অতএব, অপর মেয়েলোকের রূপের প্রশংসা নিজ স্বামীর নিকট করিণ না।

১৯। একটি দোষ এই যে, কাহারও সহিত কথা বলার প্রয়োজন হইলে সে যদি কোন কথায় বা কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তার কাজে বা কথায় বাধা দিয়া (সে কাজ যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন) নিজের কথা বলিবেই; তাহার কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না বা অনুমতি ও চাহিবে না। এইরূপ অধৈর্য অভদ্রজনোচিত। কাজেই একটু অপেক্ষা করিয়া তোমার কথা যেন সে শুনে, সেদিকে আকৃষ্ট করাইবার চেষ্টা কর। যখন সে তোমাকে সুযোগ দিবে, তখন কথা বলিও।

২০। একটি আয়েব এই যে, ইহাদের সহিত কথা বলিলে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনে না। কথা শুনার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্য কাজও করে এবং অপরের কথারও উভয় দিতে থাকে। ইহাতে যে ব্যক্তি কথা বলিতে আসিয়াছে, তাহার মনে কষ্ট হয় বলিয়া বার বার তাকিদ করে, “শুন্ছেন ত বুঝছেন ত!” প্রতি উভয়ের বলে যে, হঁ, বলতে থাকেন, শুন্ছি। অথচ

ମନୋଯୋଗ ନା ଥାକାଯ ବନ୍ଦର କଥା ବଲାଯ ତୃପ୍ତି ହୟ ନା ଏବଂ କାଜ ହେଉଥାରେ ଆଶା କରିତେ ପାରେ ନା । କେନନା, ଯଥନ ମେ କଥାଗୁଣି ମନୋଯୋଗ ଦିଯା ଶୁଣେ ନାହିଁ ତଥନ କାଜ କରିଯା ଦେଓୟାର କି ଆଶା ?

୨୧ । ଏକଟି ଆଯେବ ଏହି ଯେ, କୋନ କଥା ବା ସଂବାଦ ବଲିତେ ଗିଯା ଆଧୁରା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲିଯା ଥାକେ । ସନ୍ଦରଳ୍ବ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝିର ସୃଷ୍ଟି ହୟ ଏବଂ ଆସଲ କାଜ ବ୍ୟାହତ ହେଇଯା ଯାଯା । ସୁତରାଂ କଥା ବଲିବାର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇଯା ବଲିବେ, ଯେନ, କୋନ ସନ୍ଦେହ ନା ଥାକେ ।

୨୨ । ଏକଟି ଦୋଷ ଏହି ଯେ, ନିଜ ଭୁଲବ୍ରୁଟି କଥନଓ ସ୍ଵିକାର କରିତେ ରାୟି ହୟ ନା ବରଂ ଯଥାସନ୍ତ୍ଵବ କଥା ସାଜାଇଯା ଗଡ଼ାଇଯା ଦୋଷ ଚାପା ଦିତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଚାଇ ତାହାର ବାନାନ କଥାର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଯୁକ୍ତିର ବାଲାଇ ଥାକୁକ ବା ନା ଥାକୁକ ।

୨୩ । ଏକଟି ଆଯେବ ଏହି ଯେ, ଯଦି କେହ କୋନ ବନ୍ତ ଇହାଦିଗକେ ଦେଯ ବା ଭାଗେ ପାଯ ଆର ସେଇ ବନ୍ତ ଯଦି କୁଦ୍ର ବା ସାମାନ୍ୟ ହୟ, ତବେ ଉହାର ପ୍ରତି ନାକ ଛିଟକାଇଯା ତୁଚ୍ଛ ତାଚିଲ୍ୟ କରିଯା ବଲେ ଯେ, “ଏହି ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ତ ନା ପାଠାଇଲେଇ ହିତ । କେ ଦିତେ ବଲିଲ, ଦିତେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହଇଲ ନା ?” ଇତ୍ୟାଦି ବଲିଯା ଉହାର ଅବମାନନା କରିଯା ଥାକେ । ଇହା ବଢ଼ି ଅନ୍ୟାଯ ଓ ଅଭିନ୍ଦତ । କେନନା, ତାହାର ଯେକଥି ହିମ୍ମତ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଛିଲ, ସେଇକଥି ଦିଯାଛେ । ତୋମାର ତ କୋନ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ଦିତେ ଦିତେଇ ହାତ ବଡ଼ ହିବେ । ଅତଏବ, କାହାରୋ ଦେଓୟା କୋନ ବନ୍ତକେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଓ ନା । ଯାହାରା ଅପରେର ଦେଓୟା କୁଦ୍ର ବନ୍ତର କଦର କରିତେ ଜାନେ ନା ତାହାର ନିଜ ସ୍ଵାମୀର ଦେଓୟା ବନ୍ତର ପ୍ରତିଓ ତୁଚ୍ଛ-ତାଚିଲ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୋଷବ୍ରୁଟି ବାହିର କରିଯା କ୍ରୋଧେ ବା ରାଗେ ଫୁଲାଇଯା ନାକ ଛିଟକାଇଯା ଥାକେ । ଏହି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେରା ବଢ଼ି ହତଭାଗା । ଇହଦେର କାପାଲେ ଦୁଃଖେର ଆର ସୀମା ଥାକେ ନା ।

୨୪ । ଏକଟି ଆଯେବ ଏହି ଯେ, କୋନ କାଜେର ହୁକୁମ ଦିଲେ ଅନର୍ଥକ ସେଇ କାଜ ଲାଇୟା ବାକ-ବିତଣ୍ଣ କରିଯା ତାରପର କାଜ କରିବେ । ଆଚାର, କାଜ ଯଥନ କରିତେ ହିବେଇ ତଥନ ଆର ଗଡ଼ିମୁସି କରିଯା ଲାଭ କି ? ଇହାତେ ହୁକୁମ ଦାତାର ମନେ ଆଘାତ ଦେଓୟା ହୟ ।

୨୫ । ଏକଟି ଆଯେବ ଏହି ଯେ, କାପଡ଼ ପରିଧାନେ ରାଖିଯାଇ ଆନେକ ସମୟ ସେଲାଇ କରିଯା ଲଯ । ଇହାତେ କଥନଓ ଅସାବଧାନତାବଶ୍ତତଃ ସ୍ଥଳ ଶରୀରେ ବିଧିଯା ଯାଯ ଏବଂ ଅନର୍ଥକ କଷ୍ଟ କରିତେ ହୟ ।

୨୬ । ଏକଟି ଆଯେବ ଏହି ଯେ, ଏକଷ୍ଟାନ ହିତେ ଅନ୍ୟଥାନେ ଯାଇବାର ସମୟ ବା ଆସିବାର ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ଏକଟୁ କାନ୍ଦିବେଇ । ଯଦି କାନ୍ଦା ନା ଆସେ ତବୁ ଓ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦା ଭାବ ଦେଖାଇବେ । ଏହିକଥି କରାର କାରଣ ଏହି ଯେ, ଯଦି ମାୟା କାନ୍ଦା ନା କାନ୍ଦା ହୟ, ତବେ ହୟତ ଲୋକେ ବଲିବେ ଯେ, “ପାଷାଣ-ଦିଲ ମେଯେ, ଏର ମନେ କୋନ ମମତା ନାହିଁ ।” ଏହି କଥାର ଖୋଟା ହିତେ ବୀଚିବାର ଜନ୍ୟ ଏକଟୁ କୃତିମ କାନ୍ଦା ହଇଲେ ଓ କାନ୍ଦା ଚାଇ ।

୨୭ । ଏକଟି ଆଯେବ ଏହି ଯେ, ଛୋଟ ଛେଲେ-ପେଲେଦିଗକେ ସର୍ଦି ହିତେ ବା ଗର୍ମି ହିତେ ବୀଚାଇଯା ରାଖାର ବ୍ୟବହାର କରେ ନା । ଶେଷେ ରଙ୍ଗ ହେଇୟା ପଡ଼ିଲେ ତାବୀଜ-ତୁମାର ବାଡ଼ ଫୁକ ଇତ୍ୟାଦି କରିତେ କରିତେ ପେରେଶାନ ଥାକେ, ତବୁ ଭବିଷ୍ୟତେର ଜନ୍ୟ ସତର୍କ ଏବଂ ଔଷଧ ପତ୍ରେର ବ୍ୟବହାର କରେ ନା ।

୨୮ । ଏକଟି ଆଯେବ ଏହି ଯେ, ଛେଲେ-ପେଲେଦିଗକେ କୁଥା ନା ଥାକିଲେଓ ଥାଓୟାଇ । ତଦ୍ଦପ ମେହମାନକେଓ ଅନର୍ଥକ ଅନୁରୋଧ କରିଯା କୁଥାବିହିନ ଅବସ୍ଥାଯ ଖାନା-ଖାଓୟାଇଯା ଥାକେ । ଅବଶ୍ୟେ ଅ-କୁଥାଯ ଖାନା ଖାଇଯା ତାହାରା ଅସୁନ୍ଦ ହେଇୟା ପଡ଼େ ଏବଂ ତାହାତେ ଅଶେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିତେ ହୟ ।

ଶୃଙ୍ଗଲା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର କତିପାଯ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପଦେଶ

୧ । ଦୁଇ ପୁତ୍ରେର ବା ଦୁଇ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଯତନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତ୍ଵବ ଏକଇ ସମୟେ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ଉଚିତ ନହେ । କାରଣ ଦୁଇ ବୌ ବା ଦୁଇ ଜାମାତା ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ, ରାପେ-ଗୁଣେ, ଆଦବ-ତମିଯେ ଶିକ୍ଷା-ଦୀକ୍ଷାଯ, ହାୟା-ଶରମେ

কিছুতেই সমান হয় না। কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। এই কারণে সাধারণতঃ লোকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। কাহাকেও তারিফ করিয়া আসমানে উঠায় আবার কাহাকেও মন্দ বলিতে বলিতে পাতালে নামায়। ইহা বড় মছিবত।

২। বাড়ী-ঘর খালি রাখিয়া কোথায়ও যাইতে হইলে এমন লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাও, যে লোক তোমার নিকট বড় আমানতদার। সকলের উপর সমানভাবে নির্ভর করিও না। শহরে বা গ্রামে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু প্রতারক। কেহ হয়ত হাজী সাহেব বা দরবেশ সাহেব অথবা ফকীর সাজিয়া আসে—রাশিগণা করে, তাবিয দেয়। ঝাড়-ঝুকের কাজ করে। এইরূপ লোককেও কোন মতেই ঘরে চুকিতে দেওয়া উচিত নহে। আসিলে পর বাহিরে রাখিয়াই বিদায় দেওয়া উচিত। কেননা, এইরূপ ভঙ্গ ও প্রতারকের হাতে পড়িয়া বহু লোকের ঘর-বাড়ী উজাড় হইয়া যায়।

৩। হাত বাঞ্ছে অথবা পানের বাটায় টাকা-পয়সা, গহনাপত্র যদি রাখিয়া থাক, তবে উহা খোলা রাখিয়া উঠিয়া যাইও না। হয় উহা তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাও, নতুবা সঙ্গে লইয়া যাও।

৪। যতদূর সন্তুষ্ট কখনও বাকী সওদা আনাইও না, একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি আনাইতে হয়, তবে দর ভাও জিজ্ঞাসা করিয়া তারিখ লিখিয়া রাখ এবং পয়সা হাতে আসিতেই তৎক্ষণাতঃ দাম পরিশোধ করিয়া দাও।

৫। মুদীর দোকানের সওদার হিসাব, চাউলের বা আটা-ভাঙ্গানী খরচ, ধোপার মজুরী ইত্যাদির হিসাব সর্বদা লিখিয়া রাখিও, মৌখিক হিসাবের ভরসা করিও না।

৬। যতদূর সন্তুষ্ট সংসার খরচে মিতব্যয়ী হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিও এবং তোমাকে যে পরিমাণ খরচের টাকা দেওয়া হয়, উহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিও।

৭। বাহির হইতে যে সকল মেয়েলোক তোমার ঘরে আসে, তাহাদের সম্মুখে এমন কথা প্রকাশ করিও না, যে কথা তোমার বাহিরে প্রচার হইতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই। কেননা এই সব ভবঘূরে মেয়েলোকের অভ্যাসই হইতেছে এক বাড়ীর কথা দশ বাড়ীর লোকের নিকট প্রচার করা।

৮। আটা অথবা চাউল অনুমান করিয়া পাক করিতে দিও না; বরং নিজ সংসারের খরচ বুঝিয়া দুনো বেলার সব বস্তু মাপিয়া পরিমাণিত খরচ করিও। ইহাতে যদি তোমাকে কেহ খোঁটা দেয় বা ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তবে, তাহার কোন পরওয়া করিও না।

৯। যে সব ছোট মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে যাতাযাত করে তাহাদিগকে কখনো অলংকার পরাইও না। কেননা, ইহাতে জান এবং মাল উভয়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১০। যদি তোমার কোন অপরিচিত লোক তোমার ঘরের দরজায় আসিয়া তোমার স্বামীর অথবা পিতা বা ভাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করে; কিংবা বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া ঘরে চুকিতে চায়, তবে তুমি কোন জানাশুনা পুরুষ দ্বারা সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত ঘরে চুকিতে দিও না; পর্দার ভিতরে আসিতে দিও না। তাহার নিকট কোন মূল্যবান বস্তু পাঠাইও না। বেশী মহরত দেখাইতে যাইও না বরং বে-গানা পুরুষানুচিত যত্ন করিও। এই প্রকারের লোকের দেওয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না।

১১। তদ্রূপ যদি কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক পাক্ষীতে বা সওদারীতে আসিয়া তোমার কোন আত্মীয় বাড়ী হইতে আসিয়া তোমাকে নেওয়ার কথা বলে বা এই ধরনের পরিচয় দেয়, তবে

তাহার সহিত কখনো ঘরের বাহির হইও না। অপরিচিত লোক স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক তাহার কথায় কোন কাজ কখনও করিও না।

১২। বাড়ীর মধ্যে বা আঙ্গনায় এমন গাছ লাগাইতে নাই যাহার ফলে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা আছে, যেমন কত বেলের গাছ।

১৩। শীতকালে শীতের সময়ে কিছু বেশী কাপড় পরিধান করিও। মেয়েরা সাধারণতঃ অতিরিক্ত কাপড় পরিতে চায় না, ফলে সর্দি লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতঃপর কষ্টের আর সীমা থাকে না।

১৪। ছেলেপেলেদিগকে বাপ-দাদার নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা মুখস্থ করাইয়া দিও। খোদা না করলে যদি কোন সময় হারাইয়া যায়, তবে বাড়ীর ঠিকানা ও বাপদাদার নাম বলিতে পারিলে যে কেহ তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি দেশের ও বাপ-দাদার নাম না শিখাও, তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে কেবল “আবা” বলিবে। ইহাছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিবে না। কে আবা, কে আম্মা কিছুই বুঝা যাইবে না।

১৫। কোলের শিশুকে একা ঘরে রাখিয়া কোথাও যাইও না। কোন এক স্ত্রীলোক তার দুধের শিশুকে একাকী ঘরে রাখিয়া কোথাও কাজে গিয়াছিল। এদিকে বিড়াল শিশুটিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। ইহতে দুইটি শিশু পাওয়া গেলঃ প্রথমতঃ, দুধের শিশুকে একাকী রাখিয়া কোথায়ও যাইতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, কুকুর-বিড়ালের বিশ্বাস করিতে নাই। কোন কোন বে-ওকুফ মেয়েলোক ছেলে-পেলের বিছানায় বিড়াল দেখিয়া তাড়ায় না বরং শুইতে দেয়। আচ্ছা যদি রাত্রে শিশুর হাত-পা বিড়ালের শরীরে পড়ে আর অমনি বিড়াল কামড় আঁচড় লাগাইয়া দেয়, তবে কি করিবে ? এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

১৬। ঔষধ-পত্র সর্বদা ডাঙ্গার বা উপযুক্ত হেকীম দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া ব্যবহার করিও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আনাড়ী ঔষধ বিক্রেতারা একটায় আর একটা উল্টা-পাল্টা ঔষধ দিয়া বসে। আবার কখনও ঔষধের সাথে এমন তিজন্ত্রিয় পদার্থও মিশ্রিত থাকে যাহার ক্রিয়া ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সে সমস্ত ব্যবহার্য ঔষধ শিশুতে, কোটায় বা পুরুন্দায় কিছু অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় উহার উপর লেবেল আঁটিয়া নাম লিখিয়া রাখ, কেননা অনেক সময় না জানার কারণে অতি মূল্যবান ঔষধও ফেলিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন সময়ে না জানার দরুন বিপরীত ঔষধ খাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনা হয় এবং অথবা ঔষধের অপচয় হইয়া থাকে।

১৭। হাঁহারা অতি ঘনিষ্ঠ, শুন্দর পাত্র, অতি সন্ত্রাস্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-কর্জও লইও না এবং তাহাদিগকে বেশী কর্জও দিও না, হাঁ ঠেকা হইলে এই পরিমাণ দাও যে, যদি পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে যেন তোমার উপর কোন কঠিন চাপ না পড়ে।

১৮। যে কোন নৃতন কাজ বা বড় কাজ করিতে ইচ্ছা কর, সর্বপ্রথম তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, দীনদার, পরহেয়গার, জ্ঞানী মূরব্বীর নিকট হইতে পরামর্শ নিয়া নাও।

১৯। নিজ টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পদের বিষয় সকলের নিকট আলাপ করিও না ; বরং লুকাইয়া ছাপাইয়া রাখার ব্যবস্থা কর।

২০। যাহার নিকট পত্র লিখিবে প্রত্যেক পত্রের উপরেই তোমার ঠিকানা লিখিও। এই ভরসায় ঠিকানা লিখা বন্ধ করিও না যে, প্রথম পত্রে ত ঠিকানা দেওয়া আছেই, তবে আর দরকার কি ?

এরূপ করিও না, কেননা, তোমার প্রথম বারের ঠিকানা লিখা পত্র কোথায় পড়িয়া আছে তাহার খোঁজ হয়ত নাও থাকিতে পারে। সে পত্র যে প্রাপকের নিকট থাকিবেই এমন কথা হইতে পারে না। হইতে পারে পত্রের প্রাপক নিরক্ষৰ বা তোমার ঠিকানা তার মুখ্য নাই। অতএব, পত্রের উপর যাহার দ্বারা লিখাইবে তাহার নিকট উহার ঠিকানা বলিতে পারিবে না তাই পত্রের উভয় পাওয়ার আশা করা যায় না।

২১। যদি রেলে কোথায়ও সফর করিতে হয়, তবে তোমার টিকেট খুব যত্নে নিজের কাছে রাখিও অথবা সঙ্গী পুরুষলোকের নিকট দিয়া দাও। গাড়ীতে বে-খেয়ালে বেশী দুমাইও না। অন্য মেয়েলোক যাত্রীদের নিকট নিজের মনের কথা বলিও না। রাস্তায় অপরিচিত লোকের দেওয়া পান-পাতা, মিঠাই, খানা বা ঔষধ কিংবা আতর ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করিও না। অলংকার পরিধান করিয়া রেলে ভ্রমণ করিও না; বরং উহা খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে বা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দাও। গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন যাহা ইচ্ছা পরিধান কর।

২২। সফর করার সময় নিজ হাতে কিছু খরচের পয়সা অবশ্যই রাখিবে।

২৩। পাগলকে কখনও উত্তেজিত করিও না বা পাগলের সহিত কোন আলাপ করিও না। তাহার যখন ঝঁশ-জ্ঞান নাই, এমতাবস্থায় সে কি কথায় কি বলিয়া ফেলে বা কি কাণ্ড করিয়া বসে তাহা বলা যায় না। শেষে তুমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে।

২৪। অন্ধকারে খালি পায়ে চলিও না এবং অন্ধকারে কোথায়ও হাত ঢুকাইও না। হাঁ, প্রয়োজনবোধে বাতি জ্বালাইয়া দেখিয়া শুনিয়া তারপর হাত দিতে পার।

২৫। নিজ গুপ্ত রহস্য সকলের নিকট বলিও না। অনেকে আনাড়ী বা খেলো লোকদের নিকট নিজ রহস্য বলিয়া ফেলিয়া শেষে অনুরোধ করে যে, “দেখুন, এই কথা কাহারো নিকট বলিবেন না”, কিন্তু মনে রাখিও, এই লোকই তোমার নিষেধ করার পরও বেশী করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইবে।

২৬। প্রত্যেক কাজেরই শেষফল ভাবিয়া চিন্তিয়া তারপর কাজ করিও।

২৭। কাঁচের প্লাস, বর্টন, বাসন ও অন্যান্য কাঁচের দ্রব্য নিষ্প্রয়োজনে বেশী খরিদ করিও না। ইহাতে অযথা অর্থের অপচয় হইয়া থাকে।

২৮। রেলে সফরের সময় যদি মেয়েলোকদের সঙ্গী পুরুষ অন্য কামরায় থাকে, তবে মেয়েলোক যাত্রীগণের গন্তব্য স্থানের স্টেশনের নাম শুনিয়াই বা স্টেশনের নাম তকতায় খোদাই দেখিয়াই নামিয়া পড়া উচিত নহে। কারণ কোন শহরে একনামে একাধিক স্টেশনও থাকে। অতএব, তুমি হয়ত হঠাৎ নামিয়া পড়িলে, অথচ প্রকৃত গন্তব্য স্থল এটা নহে, ওদিকে তুমি এখানে নামিয়া রহিলে, আর তোমার সঙ্গী পুরুষগণ যথাস্থানে নামিয়া তোমাকে খোঁজ করিয়া পাইল না। এইজন্য তোমার উচিত স্টেশনে পৌছিলে পর সঙ্গী পুরুষরা যখন আসিয়া নামিবার আদেশ দিবে, তখনই গাড়ী হইতে অবতরণ করা। এমনও হইতে পারে যে, পুরুষ লোক ঘুমে বিমাইতেছে বলিয়া নামতে সময়ই পাইল না, আর তুমি নামিয়া তাহাকে পাইলে না। শেষে সকলের বিপদের আর সীমা থাকিবে না।

২৯। শিক্ষিতা মেয়েলোকদের বিদেশ ভ্রমণের সময় একখানা মাসআলার কেতাব, কিছু কাগজ, একটা কলম অথবা পেন্সিল, কিছু পোষ্টকার্ড, ইনভেলফ এবং ওয়্য করিবার বদন অবশ্যই সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৩০। বিদেশ সফরের যাত্রীদের নিকট কোন বস্তু ফরমায়েশ দিও না যে, অমুক বস্তুটি অমুক স্থান হইতে আমার জন্য আনিবেন বা পাঠাইয়া দিবেন। তদৃপ বিদেশের যাত্রীদের মারফত কোন বস্তু কাহারো নিকট পাঠাইবে না, বা হাতে হাতে পত্রও পাঠাইবে না।

ইহাতে এই সামান্য কাজও কোন সময়ও অতি কঠিন হইয়া পড়ে এবং যার কাছে পাঠাইয়াছ তাহাকে উহা পৌঁছাইতে তক্লিফ হওয়ার কারণে বাহকের মনে কষ্ট পায়। কখনও চিঠি-পত্র লোক মারফত পাঠাইয়া প্রেরক নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু ভুলবশতঃ অনেক সময়ে উহা আর পৌঁছান হয় না, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব, পাঁচ পয়সার একটা পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিয়া দিলে যেখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকা যায়, সেখানে অথবা এত ঝামেলার কি প্রয়োজন আছে? কোন বস্তু বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে পার্শ্বলিঙ্গেও আনান যাইতে পারে। আবার কোন বস্তু বিদেশে পাঠাইতে হইলে পার্শ্বলিঙ্গে পাঠান যায়। সেই বস্তু যদি তোমার দেশে পাওয়া যায় এবং একটু মূল্য বেশী হয়, আর যাহার নিকট ফরমায়েশ দিয়াছ সেখানে যদি কিছু কম দামে পাওয়া যায়, তবে সামান্য পয়সা বাঁচাইতে গিয়া অন্যকে কষ্ট দেওয়া বড় অন্যায় কথা। অনেক সময় সামান্য বস্তুর জন্য অথবা পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। আর যদি কোন বস্তু একান্ত ঠেকাবশতঃ বিদেশ হইতে আনাইতেই হয়, তবে উহার মূল্যটা অগ্রিম দিয়া দাও এবং যদি রেলে যাতায়াত করিতে হয়, তবে কিছু পয়সা বেশী দিয়া দাও। হয়ত তোমার বস্তু তাহার বস্তুর সহিত মিলাইলে ভাড়া চার্জ হইতে পারে।

৩১। রেল গাড়ীতে অথবা সাধারণভাবে নৌকায় বা জাহাজে ভ্রমণের সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তির কোন খাদ্য-দ্রব্য কম্পিনকালেও থাইও না। কারণ দুর্ব্বলতার অনেক ক্ষেত্রে নেশার বস্তু বা বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া শেষে সমস্ত মাল-মাত্রা লইয়া উধাও হয়।

৩২। গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠার সময় লক্ষ্য রাখিও, তুমি যেই শ্রেণীর টিকেট লইয়াছ, ঠিক সেই শ্রেণীর কোঠায়ই উঠিলে কিনা? তাড়াতাড়ির সময়ে উপরের শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিও না। গাড়ীর উপর শ্রেণীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। আবার টিকেটের উপরও সকল শ্রেণীর বিভিন্ন চিহ্ন দেওয়া থাকে, তাহাতে বুরো যায় যে, কোন্ দরজার টিকেট এবং কোন গাড়ীতে উঠিতে হইবে। গাড়ীর বাহিরে ও ভিতরে তৃতীয় শ্রেণীর 'III' চিহ্ন দেওয়া থাকে। ইন্টার ক্লাসে 'INT' চিহ্ন দেওয়া থাকে। সেকেণ্ড ক্লাসে 'II' দেওয়া থাকে। আর ফার্স্ট ক্লাসে 'I' এই চিহ্ন দেওয়া থাকে।

৩৩। কাপড় জামা বা অন্য কোন কিছু সেলাই করার সময় সূচ আটকাইয়া গেলে উহা দাঁতের সাহায্যে কামড়াইয়া ধরিয়া ছুটাইতে চেষ্টা করিও না। কেননা ভাংগিয়া গিয়া বা পিছলাইয়া জিহ্বায় বা তালুতে বিধিতে পারে।

৩৪। নখ কাটার জন্য একটা নড়ইন বা চাকু সঙ্গে রাখিও।

৩৫। নির্ভরযোগ্যভাবে না জানিয়া কাহারো কোন তৈরী ঔষধ ব্যবহার করিও না। বিশেষ করিয়া চোখের ঔষধ না জানিয়া মোটেই ব্যবহার করা উচিত হইবে না। হাঁ, যদি যোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে বা রেজেষ্টারী করানোর মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশংকা নাই।

৩৬। যে কাজ হওয়া সম্বন্ধে তোমার পূর্ণ ভরসা নাই, সেই কাজে অপরকে ভরসা দিও না। অনর্থক কষ্ট পাইবে।

৩৭। কাহারো কাজের সুযোগ-সুবিধার উপর বাধা দিও না বা পরামর্শ দিতে যাইও না। হাঁ, সে লোকের উপর যদি তোমার অধিকার থাকে বা তার কাজে দখল দিতে পার।

৩৮। কাহাকেও বেড়াইতে বা খানা খাইতে দেরী করার জন্য অতিরিক্ত সাধাসাধী করিও না, কেননা অতিরিক্ত সাধাটা কোন সময় বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। এইরূপ মহবত প্রকাশে কি লাভ? যাহার শেষফল ঘৃণা ও অভিযোগের সৃষ্টি করে।

৩৯। এত ভারী বোঝা বহন করিও না, যাহাতে কোন প্রকার দৈহিক গঠনের বিকল ঘটিতে পারে। বিশেষ করিয়া ছোট মেয়েদের এবং স্ত্রীলোকদের বোঝা বহনের বেলায় খুব সতর্ক হইতে হইবে। কেননা তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টিগতই খুব নাজুক বা দুর্বল হইয়া থাকে। আমি এইরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা বাল্যকালে এবং অসাবধানে অতিরিক্ত যোৰা বহন করিয়াছে, তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া সারা জীবন কঢ়ে কঢ়াইতেছে।

৪০। বড় বা ছোট সূচ বা অন্য কোন চোখা ধারাল বস্তু ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যাইও না, হয়ত অন্য লোক আসিয়া উহার উপর বসিলে বিধিয়া যাইতে পারে।

৪১। অন্য লোকের শরীরের উপর দিয়া কোন ভারী বস্তু বা বিপদজনক দ্রব্য আদান-প্রদান করিও না, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটিতে পারে।

৪২। অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা বা ছাত্ররা যদি কোন অন্যায় করে, তবে তাদের শাস্তি দিতে হইলে মোটা লাঠি দ্বারা আঘাত করিও না, লাধি, ঘুষি মারিও না। খোদা না করুন যদি বে-জয়গায় চোট লাগিয়া যায়, তবে হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে। তদুপ চেহারার উপর বা মাথায় কখনও মারিও না।

৪৩। যদি কোথায়ও বেড়াইতে গিয়া থাক এবং বাড়ী হইতে খানা খাইয়া গিয়া থাক, তবে তথায় যাইয়াই মেজবানকে অর্থাৎ, যার ধরে মেহমান হইয়াছ তাহাকে জানাইয়া দাও যে, তোমার এখন খাওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহারা হয়ত লজ্জায় তোমাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, খাইয়া আসিয়াছেন কি না? তাহারা ত তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা করিবেই, সময় থাকুক বা না থাকুক, অসময় হইলেও চুপে চুপে খানা তৈয়ার করিয়া তোমার সম্মুখে হায়ির করিবে। তুমি তখন বলিবে যে, আমার ক্ষুধা নাই বা খাইয়া আসিয়াছি, এখন খাইতে পারিব না ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বলতঃং ঐ বেচারাদের প্রাণে কত আঘাত লাগিবে! তবে কেন পূর্বেই বলিলে না?

তদুপ যদি তোমাকে কেহ দাওয়াত করে বা কোথায়ও কেহ খাওয়াইতে অপেক্ষা করে, তবে তুমি আপন বাড়ী হইতে জানাইয়া যাইও। আর যদি কোথায়ও উপস্থিত মত খানা খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করিতে হয়, তবে তোমার নিজ বাড়ীতে খানা পাক করার পূর্বেই সংবাদ পৌঁছাইবে, যেনে বাড়ীর লোকেরা তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা না করে।

৪৪। যে লোক খুব সন্ত্রাস্ত, প্রভাবশালী বা শ্রদ্ধেয় পাত্র হওয়ার কারণে কথা বলিতে তাহাকে ইজ্জত, আদাব ও সম্মান করিতে হয় এইরূপ লোকের সহিত কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত নয়, কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে না পরিকাররপে কথা বলা যায়, না মূল্য চাওয়া যায়, না তাগাদা করা যায়। একজনে মনে মনে একটা মূল্য সাব্যস্ত করিয়া রাখে, অপর জনে অন্যরূপ মূল্য ধারণা করে ইহার শেষ ফলে মনোমালিন্য ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৪৫। চাকু, রেড ইত্যাদি ধারাল বস্তু দ্বারা দাঁত কোঢ়াইও না।

୪୬। ଯେ ସକଳ ଛେଲେ-ମେଯେରା ଲେଖାପଡ଼ା କରେ ତାହାଦିଗକେ ବଲକାରକ, ମେଧା-ଶକ୍ତି ବର୍ଧକ ବନ୍ଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରିକ ମିଞ୍ଚକାରକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଓୟାଇତେ ଥାକିଓ ।

୪୭। ରାତ୍ରେ କଥନା ଏକା ସରେ ଶୁଣିଓ ନା, ଇହାତେ ନାନା ବିପଦ ଘଟାର ଆଶଙ୍କା ଆଛେ । ଏମନା ହୁଏ ଯେ, ଏକା ସରେ ଲୋକ ମରିଯା ଥାକେ, ଶେଷେ କରେକ ଦିନ ପର ତାର ସଂବାଦ ହୁଏ ।

୪୮। ଛୋଟ ଛେଲେପେଲେଦିଗକେ କୃଯାର ପାଡ଼େ ଉଠିତେ ଦିଓ ନା, ଅଥବା କୃଯାର ପାନି ଆନିତେ ପାଠାଇଓ ନା । ଯଦି ସରେର ମଧ୍ୟେଇ କୃଯା ଥାକେ, ତବେ ଉହାର ଉପର ଢାକନି ଦିଯା ରାଖିଓ । ନା ହିଲେ ଛୋଟରା ଯାଇଯା ଡୋଲ ଥିଚିଯା ପାନି ଉଠାଇତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ କୃଯାର ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ିଯା ମାରା ଯାଇବେ ।

୪୯। ଯେ ସକଳ ଶିଳ, ଇଟ, ପାଥର ବହୁଦିନ ଏକଥାନେ ପଡ଼ିଯା ଥାକେ ତାହା ହଠାତ୍ ଉଠାଇଓ ନା । କାରଣ ଉହାର ନୀଚେ ସାପ, ବିଚ୍ଛୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ଥାକିତେ ପାରେ । ଉହା ଦେଖିଯା ଶୁଣିଯା ଖୁବ ସାବଧାନେ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରିଓ ।

୫୦। ବିଚାନାୟ ଶୁଇବାର ପୂର୍ବେ କାପଡ଼ ବା ତୋଯାଲେ ଦାରା ବିଚାନା ଝାଡ଼ିଯା ମୁହିୟା ଶୁଣିଓ । ଅନ୍ୟଥାଯ କୌନ ବିଷାକ୍ତ କାଟ-ପତ୍ର ବା ଧୁଲା-ବାଲି ଥାକିତେ ଏବଂ ଉହାର ଦାରା କ୍ଷତି ହିଲେ ପାରେ ।

୫୧। ରେଶମୀ କାପଡ଼େର ଭାଜେର ମଧ୍ୟେ କାଫୁର, ନେପଥ୍ୟାଲୀନ, ଅଥବା ନିମପାତା ଇତ୍ୟାଦି କୌନ ବନ୍ଦ ରାଖିଓ, ତାହା ହିଲେ ପୋକାଯ କାଟିତେ ପାରିବେ ନା ।

୫୨। ଯଦି ମାଟିର ନୀଚେ କୋଥାଯାଓ ଟାକା-ପଯସା ବା ମୂଲ୍ୟବାନ କୌନ ଅଲଂକାର ଲୁକାଇଯା ରାଖିଯା ଥାକେ, ତବେ ତୋମର ଆପନ କୌନ ବିଶ୍ଵତ୍ସ ଲୋକକେ ଜାନାଇଯା ରାଖିଓ । କେନନା, ଖୋଦା ନା କରନ୍ତି ଯଦି ତୁମି କୋଥାଯାଓ ଗିଯା ମାରା ଯାଓ, ତବେ ଆର ଉହା ପାଓୟା ଯାଇବେ ନା ।

ଏକଦା ଜନେକା ଦ୍ଵାରାକ ତାହାର ସ୍ଵାମୀର ଅର୍ଜିତ ୫୦୦ ପ୍ରାଚଶତ ଟାକା ମାଟିର ନୀଚେ କାହାକେ ନା ଜାନାଇଯା ପୁତିଆ ରାଖିଯାଇଛି, ଇତିମଧ୍ୟେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ । ଅବଶ୍ୟେ ସମସ୍ତ ସର ଢାଲାଇଯାଓ ଉହାର ସନ୍ଧାନ ପାଓୟା ଯାଯ ନାହିଁ । ପ୍ରକୁପ ଲୋକଟି ନିତାତ୍ମ ଗରୀବ ଛିଲ । ଦେଖ ତ ଟାକା ନା ପାଇଯା ଲୋକଟିର ପେରେଶାନୀ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିତେ ହିଲ ।

୫୩। କୌନ କୌନ ସମୟ ଲୋକେର ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ଯେ, ଆଲମାରୀର ବା ବାଙ୍ଗେର ତାଲା ଲାଗାଇଯା ଉହାର ନିକଟେଇ ଚାବି ଅସାବଧାନେ ଫେଲିଯା ରାଖେ । ଏହିରୂପ ତାଲା ଲାଗାନୋତେ କୌନ ଲୋଭ ନାହିଁ । ସାବଧାନ ! ଏହିରୂପ କଥନା କରିଓ ନା । ଇହାତେ ତୋମର ସର୍ବଦ୍ୱାତ୍ତ ହଇବାର ଭୟ ଆଛେ ।

୫୪। ସରେ ବାତି ଜ୍ବାଲାନେର ଜନ୍ୟ କେରୋସିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ନା କରିଯା ବରଂ ଚେରାଗ ବାତି ଯାହା ରେଟ୍ରିଆ ତେଲ ବା ଏ ଜାତୀୟ ବୀଜେ ଯେ ତେଲ ପାଓୟା ଯାଯ ମେଇ ତୈଲେର ବାତି ଅନେକ ଭାଲ । କେନନା, କୋରୋସିନ ତେଲ ଖରଚ ବେଶୀ ଏବଂ ନୋକଛାନା ହୁଏ ଖୁବ ବେଶୀ ।

ଅତ୍ରାବେ, ନିଜ ହାତେ ଶଳ୍ତା ବାନାଇଯା (ଯାହା ବେଶୀ ମୋଟାଓ ନହେ ଏବଂ ଏକେବାରେ ସରନ୍ତି ନହେ) ଚେରାଗ ଜ୍ବାଲାଓ ଏବଂ ବାତି ବାଡ଼ାଇବାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଶଳାକା ଚେରାଗେର ମଧ୍ୟେ ରାଖ । ହାତେର ସାହାଯ୍ୟ ବାତି ବାଡ଼ାଇଓ ନା । ଇହାତେ ହାତ ନଷ୍ଟ ହିଲେ ପାରେ । ଚାକର-ଚାକରାଣୀଦେର ଦାରା ଶଳ୍ତା ବାନାଇଓ ନା ବା ତେଲ ଦେଓୟାଇଓ ନା । ତାହାରା ପ୍ରାୟଇ ତୈଲେର ଅପଚୟ କରିଯା ବଡ଼ କ୍ଷତି କରେ । ଚେରାଗ ନିଭାଇତେ ହିଲେ ହାତେ ନିଭାଇଓ ନା ବରଂ ପାଂଖ୍ବ ବା କାପଡ଼ ଦିଯା ଝଟକା ଦିଯା ନିଭାଇଓ । ଠେକାବଶତଃ ଫୁଁ ଦିଯାଓ ନିଭାନ ଯାଇତେ ପାରେ ; କିନ୍ତୁ ଇହାତେ ଅସୁବିଧା ଆଛେ । ହାତେ ବାତି ନିଭାଇତେ ଗେଲେ ଅନେକ ସମୟ ହାତେ ଲାଗିଯା ଚେରାଗ ପଡ଼ିଯା ଗିଯା କ୍ଷତି ହିୟା ଥାକେ ।

୫୫। ରାତ୍ରେ ଟାକା-ପଯସା ଗଣନାର କାଜ କରିଓ ନା । ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଠେକାବଶତଃ ଗଣନା କରିତେଇ ହୁଁ, ତବେ ଚୁପେ ଚୁପେ ଗଣିବେ ଯେନ ଆଓୟାଜ ନା ହୁଁ । କେନନା ଚୋର-ଡାକାତ ନିକଟେଇ ଥାକିତେ ପାରେ ।

৫৬। দোকান ঘরে বা বসত ঘরে লোক শূন্যাবস্থায় জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া যাইও না। তদ্বৃপ্তি দিয়াশলাইয়ের শলাকায় আগুন জ্বালাইয়া উহা অমনি ফেলিও না; বরং পায়ে মাড়াইয়া বা নিভাইয়া ফেল। যেন স্ফুলিঙ্গ না থাকে।

৫৭। ছেলেপেলেদিগকে দিয়াশলাই বা আতশবাজি দ্বারা খেলিতে দিও না। আমাদের মহল্লার একটি ছেলে দিয়াশলাই জ্বালাইতে গিয়া জামায় আগুন ধরিয়া চেহারা ও শরীর পুড়িয়া গিয়াছে। অপর একটি ছেলে আতশবাজি ছাড়ার সময় একখানা হাতই ছিড়িয়া গিয়াছে।

৫৮। পায়খানার মধ্যে বাতি নিয়া অতি সাবধানে বসিও যেন কাপড়ে আগুন ধরিতে না পারে। এইভাবে অসাবধানে অনেক লোক পুড়িয়া যাওয়ার ঘটনা শুনা যায়। বিশেষ করিয়া কেরোসিন তেলের খোলা বাতিতে খুব বেশী ভয়ের কারণ আছে।

শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা

১। প্রতিদিন শিশুদের হাত-পা, মুখমণ্ডল, গলা,কান কুচকী ইত্যাদি ভিজা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিও। অন্যথায় তেলের সহিত ময়লা জমাট বাঁধিয়া ঐ সকল স্থানের চামড়া গলিয়া গিয়া ঘা হইতে পারে।

২। শিশুরা পায়খানা-প্রস্তাব করিলে তৎক্ষণাত উহাদের পায়খানা-প্রস্তাবের স্থান পানি দ্বারা ঘোত করিয়া দিও। মাটি দ্বারা মুছিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিও না। কেননা মুছাইয়া দিলে পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু দুর্গন্ধি থাকিয়া যায় এবং পায়খানার রস শুকাইয়া যাওয়ায় উহার তেজক্ষিয় পদার্থের কারণে ফোক্ষা পড়ে ও খুজলী পাঁচড়া হইয়া থাকে। অতএব, ধোয়াইয়া দেওয়াই উচিত। শীতের দিনে বার বার ধোয়াইলে সর্দি লাগিতে পারে এইজন্য একটু গরম পানি দিয়া ধোয়াইবে।

৩। শিশুদিগকে মায়ের কোলের মধ্যে না শোয়াইয়া বরং একটু দূরে চতুর্দিক উঁচু করিয়া ঠেস দিয়া শোয়াইও। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ঘূমন্ত অবস্থায় মায়ের পাশ ফিরার সময় শিশুরা মায়ের হাত-পা বা পীঠের নীচে পড়িয়া জীবন হারায়। অনেক সময় শিশুর হাত-পা ও ভাংগিয়া যাইতে শুনা যায়।

৪। শিশুদিগকে দোলনায় ঝুলানের বেশী অভ্যাস করান উচিত নহে। কেননা দোলনা সর্বত্র পাওয়া যায় না এবং উহা সাথে নিয়াও চলা যায় না। তদ্বৃপ্তি বাচাকে বেশী কোলে রাখিও না। কেননা বেশী কোলে রাখিলে শিশুদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে।

৫। শিশুরা যেন সকলের কোলেই যায়, এই অভ্যাস করান উচিত। কোন এক জনের প্রতি বেশী আকষ্ট হইতে দিও না। কারণ সে যদি চলিয়া যায় বা মরিয়া যায় কিংবা চাকুরী ছাড়িয়া দেয়, তবে শিশুর ভয়ানক কষ্ট হইবে।

৬। শিশুকে যদি ধাত্রী-মাতার দুধ খাওয়াইতে হয়, তবে এমন ধাত্রী নির্বাচন করিয়া রাখিবে যাহার স্বাস্থ্য ভাল, তাজা দুধওয়ালী (অর্থাৎ ৫/৬ মাসের সন্তানের মা হয়,) যে স্ত্রীলোক সংস্কৰণের ও পরহেয়েগার হয় এবং লোভী না হয় এইরূপ মেয়েলোক রাখিও।

৭। শিশুরা যখন খানা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তখন ধাত্রী এবং চাকরাণীর হাতে খানা খাওয়াইবার ভার দিও না। নিজ হাতে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমত্তী লোকের সম্মুখে খানা খাওয়াইও যেন অধিক খাইয়া অসুস্থ হইয়া না পড়ে। তদ্বৃপ্তি শিশুদের অসুস্থের সময় ঔষধ নিজের সম্মুখে তৈয়ার করাইয়া নিজের উপস্থিতিতেই খাওয়ান উচিত।

৮। শিশুদের যখন কিছু বুঢ়ি হয়, তখন উহাদিগকে নিজ হাতে এবং ডান হাতে থাইতে অভ্যন্ত করাইও এবং খানা খাওয়ার পূর্বে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিও। অল্প খাওয়ার অভ্যাস করাও যেন রোগ মুক্ত ও লোভ মুক্ত থাকিতে পারে।

৯। শিশুদিগকে যাহাতে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে দিকে মা-বাবার ও চাকর-চাকরাণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুদের হাত পা, নাক-মুখ ময়লা করিলে তৎক্ষণাত্ ধুইয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিও।

১০। যতদূর সম্ভব শিশুদিগকে ভদ্র ও সৎলোকের ছেলে-মেয়েদের সহিত থাকিতে দিও এবং অসৎলোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত মিশিতে দিও না। শিশুদের খেলা-ধূলার সময় লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না দৌড়ায় এবং উচ্চস্থান হইতে লাফ না দেয়। অনেক ছেলেমেয়েদের সহিত খেলিতে দিও না বাড়ির আঙ্গিনায় বা রাস্তার উপর খেলিতে দিও। শিশুদের লইয়া হাটে-বাজারে ফিরিও না। উহাদের সকল প্রকার অভ্যাস দেখিয়া সুযোগ মত যথাস্থানে রাখিয়া আদব তরিয় শিক্ষা দিও এবং বেছদা কথা হইতে উহাদিগকে বিরত রাখিবে।

১১। শিশুকে খাওয়াইবার জন্য যে মেয়েলোক রাখা হয় তাহাকে বলিয়া দিও, সে যেন বাচ্চাকে অন্যত্র কোথায়ও কোন কিছু খাবার না খাওয়ায়। যদি কেহ কোন খাদ্য-দ্রব্য দেয়ও, তবে উহা শিশুর মাতার নিকট যেন আনিয়া খাওয়ান হয়। নিজ ইচ্ছা মত যেন না খাওয়ায়।

১২। শিশুদের এই অভ্যাসে অভ্যন্ত করান একান্ত কর্তব্য যে, তাহারা যেন আপন মূরব্বির নিকট ছাড়া অন্য কাহারো নিকট কিছুনা চায়। তদূপ অন্য লোকের দেওয়া বস্ত যেন মূরব্বির ভকুম ছাড়া প্রহণ না করে।

১৩। ছেলেপেলেকে অত্যধিক আহাদ দেওয়া উচিত নহে। কেননা বেশী আহাদে ছেলেপেলে দুষ্ট হইয়া যায়।

১৪। ছেলেমেয়েদিগকে বেশী খিচা জামা অর্থাৎ টাইটফিট পোশাক পরিধান করাইও না এবং বেশী মূল্যবান পোশাকও দিও না। হাঁ, দুদের সময় রুচিমত পোশাক দেওয়া উচিত।

১৫। ছেলেপেলেদিগকে মাজন এবং মেছওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস করাইও।

১৬। এই কিতাবের অর্থাৎ, বেহেশ্তী জেগেরের সপ্তম খণ্ডে যে সমস্ত আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, উঠাবসা ইত্যাদি আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের কথা লিখা হইয়াছে, ছেলেমেয়েদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়া অভ্যাসে পরিণত করাইয়া দিও। এই আশায় কখনও থাকিও না যে, বড় হইলে লেখাপড়ার মাধ্যমে শিখাইয়া দিব। অথবা দেখেশুনে আপনা হইতেই শিখিয়া নিবে। স্মরণ রাখিও, আপনা হইতেই কখনও কেহ শিখিতে পারে না। পড়ার মাধ্যমে হ্যাত শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিন্তু অভ্যাস গড়ে না। যতদিন পর্যন্ত ভাল স্বভাবের অভ্যাস না গড়াইবে, যত লেখাপড়াই শিক্ষা দাও না কেন তাহার দ্বারা বেতমিয়ী, বে-হায়ায়ী, বেদনাদায়ক দুর্ব্যবহার প্রকাশ পাইবেই। এই সম্বন্ধে অত্র কিতাবের পঞ্চম খণ্ড ও নবম খণ্ডের শেষভাগে যে সকল উপদেশ লেখা হইয়াছে উহার প্রতিও বিশেষ যত্নবান হইবে।

১৭। শিশুদের উপর বেশী পড়ার বোৰা চাপাইও না। প্রথম প্রথম একঘন্টা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিও। তারপর ক্রমাগত সময় বাড়াইয়া নিয়া ২ ঘন্টা ও ঘন্টা পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিও। শিশুদের শক্তি ও সহ্য অনুযায়ী পড়ার চাপ দিও। সারা দিনই পড়াইও না, ইহাতে শিশুরা পড়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া আর পড়িতে চাহিবে না। তদুপরি বেশী মেহনতের কারণে মন

মেজাজ খারাপ হইয়া মেধাশক্তি হ্রাস পাইতে পারে এবং রুগ্নের মত অলসতায় পাইয়া বসিবে। পড়ায় আর মন বসাইবে না।

১৮। ছেলেমেয়েদিগকে যে বিষয়েই শিক্ষা দাও না কেন, সে বিষয়ের পূর্ণ উপযুক্ত ও জ্ঞানী পারদর্শী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করিও না। কেহ কেহ সস্তা ওস্তাদ রাখিয়া ছেলেমেয়েদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রথম হইতেই শিক্ষার ভিত্তি খারাপ হইয়া যায়। শেষে আর ঐ খারাপ ভিত্তি ভাল করা যায় না। উহার সংশোধন অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯। কঠিন বিষয়ের পড়া ভোরের দিকে এবং সহজ পড়া তৃতীয় প্রহরে রাখিও, কেননা শেষদিকে শ্রান্ত ক্লাস্ট থাকায় কঠিন পাঠের প্রতি তবিয়ত ঘাবড়াইয়া যায়।

২০। ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ মেয়েদিগকে রন্ধন. কার্য এবং যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিও।

২১। বিবাহ-শাদীতে পাত্র-পাত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী পার্থক্য না হয়। কেননা, বয়সের বেশী তারতম্য ঘটিলে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়া দাঙ্পত্য-জীবন বিষময় হইয়া উঠে।

২২। খুব বেশী অঞ্জ বয়সেও বিবাহ হওয়া অনুচিত। ইহাতে বহু ক্ষতি এবং বাঞ্ছাটের সৃষ্টি হয়।

২৩। ছেলেদিগকে খুব ভাল করিয়া বুকাও এবং তাকিদ কর যে, তাহারা যেন ছেট মেয়েদের ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদের সম্মুখে এন্টেঞ্জার টিলা কুলুখ ব্যবহার করিয়া হাটা চলা না করে। ইহা বড়ই বে-হায়ায়ী। এন্টেঞ্জার জন্য পর্দার মধ্যেই সকল পরিত্রাতা সমাধা করিবে।

কতিপয় জরুরী উপদেশ

১। পুরাতন ঘটনার খোটা দেওয়া বড়ই অন্যায় কথা। মেয়েদের অভ্যাস এই যে, সমস্ত বেদনাদায়ক এবং মনকষ্টকর ঘটনা ও ঝগড়া-কলহের আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া মাফ দেওয়া-নেওয়া হইয়া দিয়াছে। তদূপ নৃতন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে সেই পুরাতন কাহিনী লইয়া খোটা দিয়া দ্বন্দ্ব কলহ বাড়াইয়া তোলে। ইহাতে গোনাহগার ত হয়ই, তদুপরি বেদনাদায়ক কথায় মন ঘায়েল এবং তারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

২। স্বামীর বাড়ীর দোষক্ষতি পিত্রালয়ে গিয়া বর্ণনা করিও না। কোন কোন আয়েবের কথা বলার দরজন গোনাহও হয়, বে-ছবুরীও প্রকাশ পায়। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে অবর্গতার সৃষ্টি হইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তদূপ পিত্রালয়ের অধিক প্রশংসা স্বামীর বাড়ী বসিয়া প্রচার করিতে নাই। ইহাতেও কোন কোন সময় গৌরব করার এবং অহঙ্কার করার গোনাহ হইয়া যায়। তাছাড়া এই ধরনের বাপের বাড়ীর প্রশংসা শুনিয়া শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা মনে করে যে, বৌ আমাদিগকে তুচ্ছভাবে ও ছেট মনে করে। অবশ্যে তাহারাও বৌকে সুনজরে দেখে না এবং তুচ্ছ করিতে থাকে।

৩। অযথা কথার বেশী অভ্যাস করিও না। কেননা, অনেক কথার মধ্যে কোন কোন ক্রটির কথাও প্রকাশ পাইয়া বসে, শেষে উহাতে লজিত হইয়া প্রাণে ব্যথা পাইতে হয়। আবার আখেরাতে গোনাহর বোঝা বহন করিতে হয়।

୪। ଯତଦୂର ସନ୍ତୋଷ ନିଜେର କାଜ ଅପରେର ଦ୍ୱାରା କରାଇଥିଲା ନା ; ବରଂ ନିଜ କାଜ ନିଜ ହାତେ କରିଯା ଅପରେରଙ୍କ କିଛୁ କାଜ କରିଯା ଦିଓ । ଇହାତେ ତୋମାର ଛୁଟ୍ୟାବ ତୋ ହହିବେଇ, ତଦୁପରି ତୁମି ସକଳେର ମେହାସ୍ପଦ ହଇତେ ପାରିବେ ।

୫। ଯେ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଅପର ବାଡ଼ୀର କଥା ନିଯା ଆସିଯା ତୋମାର ଘରେ ଆସିର ଜମାଇଯା ବସେ, ତୁମି ମେହା କଥାଯ ଯୋଗ ଦିଓ ନା । କେନନା, ଏହିରୂପ ବାଜେ କଥା ଶୁଣାଯ ଗୋନାହ ତୋ ହସଇ, ତଦୁପରି କୋନ ସମୟ ଫ୍ୟାସାଦ ଘଟିଯା ଥାକେ ।

୬। ସ୍ଵାମୀର ବାଡ଼ୀର କୋନ ସନିଷ୍ଠ ଲୋକେର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ଵତୀ, ନନ୍ଦ, ଜାହ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକେର ବା ଦୂର ସମ୍ପକୀୟ ଆସ୍ତିଯେର ସଦି କୋନ ପ୍ରକାର ଦୂର୍ନାମ ଶୁଣିତେ ପାଓ, ତବେ ଉହା ସତ୍ୟ ମନେ କରିଯା ଇଯାଦ କରିଯା ରାଖିଥିଲା ନା ; ବରଂ ସଦି ଏତୁକୁଣ ମନୋବଳ ନା ଥାକେ, ତବେ ସେ ସ୍ଵର୍ଗକୁ ତୋମାର ନିକଟ ତାଦେର ଦୂର୍ନାମ କରିଯାଇଛେ, ତାହାକେ ସମ୍ମୁଖେ ଉପଚିହ୍ନ କରିଯା ସାମନାସାମନି ସଂଶୋଧନ କରିଯା ଲାଗୁ । ଇହାତେ ଫ୍ୟାସାଦ ବୃଦ୍ଧି ହସି ନା ।

୭। ଚାକର-ଚାକରାଣୀଦେର ଉପର ସବ ସମୟ ରାଗ କରିଯା କଠିନ ସ୍ଵରହାର କରିଥିଲା । ତୋମାଦେର ଛେଳେପେଲେଦେର ପ୍ରତିଓ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିଥିଲା, ତାହାରା ଯେନ ଚାକର-ଚାକରାଣୀକେ ଏବଂ ତାହାଦେର ଛେଳେମେଯେ-ଦିଗକେ ବିରକ୍ତ ନା କରେ । କେନନା, ଇହାରା ହସି ତୋମାଦେର ପ୍ରଭାବେର କାରଣେ ମୁଖେ କିଛୁ ବଲିବେ ନା । କିନ୍ତୁ ମନେ ଅବଶ୍ୟାଇ ଯା-ତା ବଲିବେ । ଆର ସଦି ତାରା ମନେ ମନେ କିଛୁ ନା-ଇ ବଲେ ବା ଗାଲି ନା ଦେଯ ; କିନ୍ତୁ ଜୁଲୁମେର ଗୋନାହ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚଯାଇ ହଇବେ ।

୮। ବେହୁଦା କଥାଯ ବା ଗଲ୍ଲଗୁଜବେ ନିଜେର ମୂଳ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ବେଶୀର ଭାଗ ସମୟ ଛେଳେମେଯେଦେର କୋରାନାନ ଶରୀରକ ଓ ଦ୍ୱାନି କିତାବ ପଡ଼ାଇବାର ଜନ୍ୟ ରାଖିଥିଲା । ସଦି ବେଶୀ ନା ପାର, ତବେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ କୋରାନାନ ଶରୀରକ ପଡ଼ାନେର ପର ବେହେଶ୍ତ୍ରୀ ଜେତେର ପ୍ରଥମ ହଇତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟାଇ ପଡ଼ାଇଯା ଦିଓ । ତୋମାର ନିଜେର ମେଯେ ହୁଏକ ବା ଅପରେର ମେଯେଇ ହୁଏକ ଅବଶ୍ୟାଇ ମେଯେଦିଗକେ କିଛୁ ଗୁଣେର କାଜ ଶିଖାଇଯା ଦିଓ । କିନ୍ତୁ କୋରାନାନ ଶରୀରକ ଖତମ ନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଦିଗକେ ଅନ୍ୟ କାଜ ଦିଓ ନା । ସଥିନ କୋରାନାନ ଶରୀରକ ଖତମ ହେବେ ଏବଂ ଭାଲରୁମ ପରିକାର ଶୁଦ୍ଧ ପଡ଼ା ହେଇଯା ଯାଇବେ, ତଥିନ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରେ ପଡ଼ାଇଯା ଦିଯା ଛୁଟିର ପର ଖାଇଯା ଆସିଲେଓ ତାହାଦିଗକେ ଲେଖା ଶିଖାଇଥିଲା । ବୈକାଳେ ୧ ଥରର ବେଳା ଥାକିତେ ମେଯେଦିଗକେ ରାନ୍ଧାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସେଲାଇଯେର କାଜ ଶିକ୍ଷା ଦିଓ ।

୯। ଯେ ମେଯେରା ତୋମାର ନିକଟ ପଡ଼ିତେ ଆସେ, ତାହାଦେର ଦ୍ୱାରା ନିଜସ୍ବ କୋନ କାଜ କରାଇଥିଲା ନା ଏବଂ ତୋମାର ଛେଳେମେଯେ କୋଲେ ଲାଗୁଇଥିଲା ନା ; ବରଂ ତାହାଦିଗକେ ତୋମାର ନିଜ ସନ୍ତାନେର ମତ ମନେ କରିଥିଲା ।

୧୦। ସୁନାମ ପାଓଯାର ଜନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶଃ ଲିଙ୍ଗାଯ ପଡ଼ିଯା ନିଜେର ଉପର କୋନ କଠିନ ବୋକା ଚାପାଇଥିଲା ନା । ଇହାତେ ଗୋନାହେର ଗୋନାହ, ମହିବତେ ମହିବତ ହସି ।

୧୧। କୋଥାଯାଇ ଯାତାଯାତେର ସମୟ ଶାଢ଼ୀ, ପୋଶାକ, ଅଲଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ନିଯା ବୃଥା ଆଡୁମ୍ବରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ନା । କେନନା, ଇହାତେ ଗର୍ବ, ଅହଂକାରେର ଲିଙ୍ଗା ଥାକେ । ଅତ୍ୟବିଧ, ଏହିରୂପ କରାତେ ବଢ଼ିବେର କାମନା କରା ହସି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାଯ ଗୋନାହ ହେଇଯା ଥାକେ । ତାହାରୀ ଅଧିକ ସାଜ-ସଜ୍ଜାଯ ଓ ଝାକଜମକେର କାରଣେ ଯାତାଯାତେ ଅସଥା ବିଲମ୍ବ ହେଇଯା ଯାଯ ଓ ନାନାବିଧ ବିପଦେର କାରଣ ହେଇଯା ଥାକେ । ସୁତରାଂ ନିଜେର ନଶ୍ରତା ଓ ସରଲତାର ସ୍ଵଭାବ ଗଠନ କରିତେ ସତ୍ତବାନ ହେଇଯା ଯେ କାପଡ଼ ତୋମାର ପରିଧାନେ ଆଛେ, ତାହା ସଦି ବେଶୀ ମୟଳା ନା ହେଇଯା ଥାକେ, ତବେ ଉହା ନିଯାଇ ଚଲ ।

আর যদি পরিধানের কাপড় বেশী ময়লা হইয়া থাকে, তবে সাধারণ একটা পরিষ্কার কাপড় ঘটপট বদলাইয়া রওয়ানা হও।

১২। কাহারো অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে গিয়া তাহার বংশের বা মৃত ব্যক্তিদের দোষ উদ্ঘাটন করিও না। ইহাতে গোনাহ ত হয়ই তুপুরি অনর্থক অপরের প্রাণে আঘাত হানা হয়।

১৩। কাহারো থালা-বাসন বা হাড়ি-পাতিল যদি ঠেকাবশতঃ তোমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া থাক, তবে ব্যবহারান্তে তৎক্ষণাতে উহা মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। আর যদি একটু দেরী দেখ, তবে তোমার বর্তনাদি হইতে পৃথক করিয়া যত্নে রাখিয়া দাও, যেন কোন ক্ষতি না হয়। তুপুরি ভিন্ন করিয়া রাখার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তুমি যদি ধার আনা থালা-বাসন তোমার থালা বাসনের সহিত একত্রে রাখ এবং উহা পুনঃ ব্যবহার করে বস, তবে বিনা অনুমতিতে ব্যবহার হইবে।

১৪। বেশী তাল খানার অভ্যন্ত হইয়া পড়িও না। কেননা, চিরদিন এক অবস্থায় যায় না। হয়ত বা কোন সময়ে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে।

১৫। উপকারীর উপকার যত ক্ষুদ্র এবং যত তুচ্ছই হউক না কেন, উপকারীর উপকার ভুলিও না। আর তুমি অপরের যত বড় উপকারই করিয়া থাক না কেন, তাহার প্রতিদান চাহিও না।

১৬। যে সময় তোমার কোন কাজ না থাকে, তখন সবচেয়ে উত্তম কাজ হইল কেতাব দেখা। অত্র কিতাবের শেষভাগে যে সকল কিতাবের নাম লিখিত হইয়াছে সেইগুলি পড়িও। আর যে সকল কিতাব পাঠে মন-মগজ কল্পিত এবং আমল খারাপ হয়, তাহা সর্বদা বর্জনীয়।

১৭। অতি জোরে চিলাইয়া চিলাইয়া কাহাকেও ডাকিও না। তোমার আওয়াজ বাহিরের লোকের কানে যাইবে উহা বড় জঘন্য কথা।

১৮। তুমি যদি রাত্রে অধিক সময় পর্যন্ত জাগিয়া পড়াশুনা করিতে থাক এবং অপর সকল লোক ঘুমে থাকে, তবে শব্দ করিয়া অপরের ঘূম নষ্ট করিও না। তুমি জাগিয়া রহিয়াছ তোমার কাজে, তবে অপরকে কেন কষ্ট দাও? যে কাজ করিতে হয় নিঃশব্দে কর। আস্তে আস্তে দুয়ার খোল, আস্তে পানি পান কর, আস্তে আস্তে কলসীর ঢাকনী দিও এবং আস্তে দরজা বন্ধ করিও।

১৯। যিনি তোমার বয়সে বড় তাহার সহিত কখনও হাসিও না, ইহা বড়ই বে-আদৰীর কথা। তদুপ কম আকলের লোকদের সহিত মজাক করিও না, ইহাতে সে বে-আদৰ হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার বে-আদৰী তোমার সহ্য হইবে না বা অন্য কোথাও গিয়া বে-আদৰী করিয়া বসিলে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

২০। কাহারো সম্মুখে নিজ পরিজনের লোকের বা ছেলেপেলের প্রশংসা করিও না।

২১। কোন মজলিসের লোক যদি সকলেই দাঁড়াইয়া যায়, তবে তুমি একা বসিয়া থাকিও না। ইহাতে অহংকার প্রকাশ পায়।

২২। দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যাপারে কলহ থাকিলে তুমি সে ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কোন কথা বলিও না, যদরুণ তাহাদের মিলমিশ হইয়া গেলে তোমাকে লজ্জিত হইতে হয়।

২৩। যে কাজ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা বা নরম কথার দ্বারা উদ্বার হইতে পারে সেই কাজ করিতে কড়াকড়ি করিয়া বিপদে পড়িও না।

২৪। মেহমানের সম্মুখে কাহাকেও রাগ করিও না। ইহাতে মেহমান যেরূপ খোলাসা মনে বেড়াইতে আসে, তদুপ খোলাসা থাকে না।

২৫। শক্রর সহিতও ভদ্রোচিত ব্যবহার করিও। উহাতে শক্রর শক্রতা বাড়ে না; বরং হ্রাস পায়।

২৬। রঞ্জিটির টুকরা বা অন্যান্য খাদ্যের অংশ অয়লে ফেলিয়া রাখিও না। যেখানেই দেখ উঠাইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া হয় নিজেই খাইয়া ফেল, না হয় কোন জানোয়ারকে দিয়া দাও। যে দস্তরখানায় খাদ্যের কণাদি রহিয়াছে, উহা লোকজনের চলাচলের পথে ঝাড়িও না এবং পায়ে মাড়াইও না।

২৭। খানা খাওয়া হইয়া গেলেই বরতন না উঠাইতেই তুমি উঠিয়া যাইও না, ইহা বে-আদৰী।

২৮। মেয়েদিগকে খুব সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন ছেলেদের সহিত খেলিতে না যায়। ইহাতে সকলের অভ্যাসই খারাপ হইয়া যায়। যে সমস্ত ছেলেরা অপর বাড়ী হইতে তোমাদের বাড়ী খেলিতে আসে তাহারা বয়সে যত ছেটাই হউক না কেন, তাহাদিগকে দেখিয়া যেন তোমার মেয়েরা তথা হইতে সরিয়া পড়ে।

২৯। কাহাকেও হাতে পায়ে কাতৃকৃত করিয়া হাসাইও না, ইহাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে। আবার কোন সময় বে-জায়গায় ব্যথাও পাইতে পারে। তদূপ মুখেও বেশী হাসিও না। বেশী হাসার কারণে অপরের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘটিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিও হইয়া যায়। বিশেষতঃ মেহমানদের সহিত উত্তরণ হাসি-ঠাট্টা করা একেবারেই অনর্থক। যেমন কেহ কেহ বর-যাত্রীদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকে।

৩০। তোমার কোন বুঝুগের শিওরে বসিও না। কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি তিনি ভুকুম করেন, তবে তাহার ভুকুম পালন করাটাই আদব।

৩১। যদি কাহারো কোন বস্তু ধার আনিয়া থাক, তবে উহা খুব যত্নে রাখিও এবং ব্যবহারান্তে যত শীঘ্র পার পৌঁছাইয়া দাও। এই আশায় থাকিও না যে, সে আসিয়া চাহিলে দিয়া দিব বা সে নিজেই নিয়া নিবে। কেননা, তাহার ত জানা নাই যে, তোমার কাজ হইয়াছে কি না, তারপর এমনও হইতে পারে, সে হয়ত লজ্জার কারণে তাকাদা করিবে না এবং নিজের কাজের সময় বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ধার আনা বস্তু যথা সময়ে না পৌঁছাইলে পর এতগুলি খারাবীর সম্ভাবনা আছে। অতএব, এই বিষয় বিশেষ সতর্ক থাকিও। তদূপ টাকা-পয়সা কর্জ আনিলেও যথাসময়ে তাহা পরিশোধ করিতে সচেষ্ট থাকিও।

৩২। বিশেষ ঠেকাবশতঃ রাত্রে কোথাও যাইতে হইলে হাতের ও পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া হাতে নিয়া চল। বাজাইতে বাজাইতে পথ চলিও না।

৩৩। কোন ঘরে কেহ যদি জানালা-কপাট বন্ধ করিয়া একাকী থাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যদি তোমার দরকার পড়ে, তবে হঠাত তুমি দরজা ধাকা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিও না। হইতে পারে সে বে-খেয়ালে উলঙ্গ হইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে পারে। ইহাতে অথবা তাহার আরামের ব্যাঘাত ও মনঃকষ্টের ও লজ্জার কারণ হইতে পারে। অতএব, প্রয়োজন মত তাহাকে আস্তে আস্তে ডাক এবং ভিতরে আসিবার অনুমতি চাও। যদি এজায়ত দেয়, তবে ভিতরে চুক, অন্যথায় ফিরিয়া আস এবং পুনরায় আসিও। হাঁ, যদি ভীষণ ঠেকার কোন প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া লও। যতক্ষণ সে উত্তর না দিবে, ভিতরে যাইও না।

৩৪। তোমার কোন অপরিচিত লোকের নিকট কোন দেশের বা শহরের অথবা কোন গোত্রের দোষ ক্রটি বর্ণনা করিও না। হইতে পারে এই ব্যক্তিই সেই গোত্রের বা সেই শহরের হইয়া থাকিবে, ইহাতে শেষে তোমার লজিজত হইতে হইবে।

৩৫। তদুপ কোন কাজের ক্রটি দেখিয়া (সেই কাজ যে করিয়াছে তাহা তোমার জানা নাই) এমন কথা বলিও না যে, কোন বে-অকুফে এই কাজ করিল অথবা এই ধরনের অন্য কোন তুচ্ছ ও ব্যঙ্গমূলক কথা বলিও না। হয়ত বা এই কাজ এমন ব্যক্তিই করিয়াছেন যিনি তোমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি-ভাজন। শেষে এইকথা জানাজানি হইয়া গেলে তোমার লজ্জার সীমা থাকিবে না।

৩৬। তোমার ছেলেপেলে কোন অন্যায় করিলে কখনো নিজ সন্তানের পক্ষ সমর্থন করিও না। বিশেষ করিয়া বাচ্চার সম্মুখে এইরূপ করাতে বাচ্চার অভ্যাস খারাপ হইয়া যায়।

৩৭। মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের দ্বীনদারী পরহেয়েগারী ও খোদার ভয় আছে কিনা, নম্রস্বভাব আছে কিনা, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। যাহাদের অন্তরে খোদার ভয় আছে তাহারা নিজ স্ত্রীর হক আদায় করে এবং সর্বদা স্ত্রীকে আরামে রাখে। আর যার দ্বীনদারী নাই, সে যত বড় বিশ্বাসী বা ধনী হউক না কেন, সে স্ত্রীর হকই বুবিবে না, স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। টাকা-পয়সা খরচাদি ঠিকমত দিবে না। আর যদি দেয়ও, তবে অতি জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়া তারপর কিছু দিবে। ইহাদের মহব্বতও কৃত্রিম হইয়া থাকে। সে জন্য তাহারা স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

৩৮। কোন কোন পর্দানশীল স্ত্রী-লোকদের অভ্যাস যে, তাহারা পর্দার মধ্যে থাকিয়া কাহাকেও ডাকিতে হইলে ঢিলা বা ইট পাথর নিক্ষেপ করিয়া ইশারা দিয়া থাকে। ইহা কোন সময় অন্যের শরীরেও লাগিয়া যাইতে পারে বা কোন বস্তু ক্ষতিও হইতে পারে। সুতরাং এমন কাজ করা চাই যাহাতে কাহারো তক্লীফ না হয়। এইরূপ প্রয়োজনে কোন বস্তু খট্মটাইয়া শব্দ করিলেই ত যথেষ্ট হইতে পারে।

৩৯। তোমার নিজ কাপড় চোপড়ে সুই সূতার দ্বারা কোন চিহ্ন বা ফুল ইত্যাদি অঙ্কন করিয়া লইও যেন ধোপা বাড়ী কাপড় উলট-পালট না হইতে পারে। অন্যথায় কাপড় বদলাইয়া আসিলে তুমি অপরের কাপড় পরিলে অপরে তোমার কাপড় পরিল, ইহাতে গোনাহগার হইতে হয়। দুনিয়ারী লোকসান তো আছেই।

৪০। আরবদেশে প্রচলন আছে যে, কেহ কোন বুয়ুর্গের তবারক পাইতে চাহিলে সেই ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে কাপড় খরিদ করিয়া বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে দুর্চার দিন ব্যবহার করিয়া দেওয়ার আবেদন জানায়। তারপর উহা বুয়ুর্গ ব্যক্তি ব্যবহার করিয়া দিলে নিজে আনিয়া তবারক হিসাবে ব্যবহারে লাগায়। ইহাতে বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের কোন তক্লীফ হয় না। তাহা না হইলে যদি বুয়ুর্গ ব্যক্তির নিজ ব্যয়ে তোহফা তবারক দেওয়া আরম্ভ করেন, তবে তাহার চালে-চুলায় মানাইবে না। আমাদের দেশের ভক্তেরা বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের নিকট খুব বেশী ছওয়াল করিয়া থাকে, ইহাতে কোন কোন সময় তাহাদের বিশেষ চিন্তায় পড়িতে হয় এবং তাহারা মনে মনে ভাবেন যে, যদি আরবের মত দস্তর এই দেশে হইত তবে বড়ই ভাল হইত।

৪১। যদি কোন ব্যক্তি আপন উক্তি হইতে কোন কথা বলে, আর তুমি যদি উক্ত কথার সমুচ্চিত উত্তর দিতে চাও, তবে এইরূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিও না যে, “তুমি ত এইরূপ বল, অথচ অমুকে দেখি এই রূপ!” এইরূপ আত্ম-গোপন করিয়া কথার প্রতিবাদ করিও না। ইহাতে

ঐ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া “অমুক ব্যক্তির উপর কর্কশ উক্তি এবং অশ্লীল গালি দিতে পারে। অথচ তুমি গোপন করিয়া যাহার নাম বল্লে সে হয়ত শুনলে দুঃখিত হইবে। অতএব, সোজা বল যে, “তুমি ত এইরূপ বল, কিন্তু আমি উহার প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ বলিতে চাই।”

৪২। অনুসন্ধান না করিয়া শুধু অনুমানে কাহারো উপর দোষারোপ করিও না। ইহাতে প্রাণে ভিষণ আঘাত হানে।

অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা

কোন কোন নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোক অন্নবস্ত্রের কষ্টে ও অর্থাভাবে দারুণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকে। তাহাদের এই মর্মস্পর্শী দুঃখের সমাধান নিম্নের বর্ণিত দুইটি উপায়ে হইতে পারে। উপার্জনক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহিত জীবন যাপনের দ্বারা। না হয় হাতের কাজ অর্থাৎ কুটীর শিল্পের মারফত দু'চার পয়সা রোজগারের দ্বারা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বিধবা নিঃসহায় স্ত্রীলোকগণ বিবাহ বসা এবং হস্ত শিল্পের কাজে নিন্দা অনুভব করিয়া থাকে। অথচ সমাজের কাহারো পক্ষে এই শরীফদের অভাব মোচন করা সম্ভব নহে। অতএব, এই সহায়হীনদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইবে?

হে সহায়হীনা বিবিগণ! মনে রাখিও পরের উপর কখনও জোর চলে না। কিন্তু নিজ হাত-পা এবং প্রাণের উপর তো খোদা এক্তিয়ার দিয়াছেন। তাই মনকে বুঝাও, অন্যের মন্দ বলার প্রতি ভৃক্ষেপও করিও না। যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে বিবাহ বসা উচিত। আর যদি বয়স অধিক হইয়া গিয়া থাকে অথবা বিবাহের মত উপযুক্ত বয়স তো আছে এবং বিবাহ বসা খারাপও মনে করে না; কিন্তু তবিয়তে এই বামেলা বরদাশ্রত করিতে চাহে না এবং মন ঘাবড়ইয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন পরিত্র শিল্পের মারফত নিজ হাতে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিও। যদি কেহ তোমাকে নিকৃষ্ট মনে করে বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও হাসি-ঠাট্টা করে, তাহাতে তুমি মোটেই পরওয়া করিও না। ২য় বার বিবাহ বসার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই এই কেতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে সবকথা খুলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন হাতের কাজের বা কুটীর-শিল্পের কাজ করা বর্ণনা করা যাইতেছে।

মা-ভঙ্গিগণ! নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহ যদি বে-ইজ্জতির কাজ হইত, তবে আর পয়গম্বর (আঃ)-গণ কখনও উহা করিতেন না। তাহাদের অপেক্ষা বেশী ইজ্জত কাহারো হইতে পারে না।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে আমাদের প্রিয় নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বকরী চরাইয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, এমন কোন পয়গম্বর দুনিয়াতে আসেন নাই যিনি বকরী না চরাইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, নিজ হাতে অর্জিত হালাল উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উন্নত উপার্জন।

হ্যরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

আমাদের নূরনবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্সালামগণের কথা কোরআন পাকেও বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্সালামগণের জীবনী যে সকল কেতাবে লিখিত আছে, সে সকল কেতাব

হইতেও অল্প কয়েকজনের নাম এবং তাহারা যে কাজ করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

কতিপয় আম্বিয়া (আঃ) ও বুয়ুর্গ য়াহারা স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন

হয়রত আদম (আঃ) কৃষিকাজ করিয়াছেন। তিনি আটা পিষিয়াছেন ও রংটি বানাইয়াছেন। হয়রত ইন্দ্রীস (আঃ) লেখার কাজ এবং দর্জির কাজ করিয়া গিয়াছেন।

হয়রত নূহ আলাইহিস্সালাম গাছ ফাড়িয়া তক্তা বানাইয়া নৌকা গড়িয়াছেন অর্থাৎ তিনি মিষ্ট্রীর কাজ করিয়াছেন।

হয়রত হুদ (আঃ) ও হয়রত ছালেহ (আঃ) তেজারতির কাজ করিয়াছেন।

হয়রত জুলকরণাইন যিনি বহুত বড় বাদশাহ ছিলেন, অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন। তিনি জাস্তিল বুন করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডালা, টুকরী ধামা, আগৈল প্রভৃতির ন্যায় বস্তু তৈয়ার করিতেন। হয়রত ইবাহীম (আঃ) কৃষিকাজ এবং রাজ-মিষ্ট্রী কাজ করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে খানায়ে কাঁাবা পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

হয়রত লুৎ আলাইহিস্সালাম চাষ আবাদের কাজ করিয়াছেন। হয়রত ইসমাইল আলাইহিস্সালাম তীর-ধনুক দিয়া হাত সই করিয়াছেন। হয়রত ইসহাক আলাইহিস্সালাম, হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম এবং তাহার বংশধরগণ সকলেই বকরী পালিতেন এবং বকরীর বাচ্চা বিক্রয় করিতেন।

হয়রত ইউসুফ (আঃ) দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করিয়াছেন।

হয়রত আইয়ুব (আঃ) উট ও বকরী পালিতেন ও উহাদের বাচ্চা হইয়া বড় হইত। তিনি কৃষি-কাজ করিয়া তদ্ধারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। হয়রত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বাড়ীতে বকরী পালা হইত। হয়রত মূসা (আঃ) কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহার বাড়ী থাকিয়া বকরী চরাইয়াছেন এবং বকরী চরাগের মজুরীই তাহার বিবাহের মহর ধার্য হইয়াছিল।

হয়রত হারুণ (আঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন। হয়রত ঈসা আলাইহিস্সালাম ক্ষেত্ৰামারের কৃষিকাজ করিয়াছেন।

হয়রত দাউদ (আঃ) যুদ্ধের জন্য লোহ বর্ম তৈয়ার করিতেন, অর্থাৎ কামারের কাজ করিয়া লোহ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হয়রত লোকমান (আঃ) বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বকরীও চরাইতেন।

হয়রত সোলায়মান জাস্তিল বুনাইতেন। হয়রত জাকারিয়া কাঠ-মিষ্ট্রীর কাজ করিতেন। দুনিয়ার সকল পয়গম্বর এবং আথেরী নবী হয়রত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর বকরী চরাগের কথা কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহাদের জীবনধারণ বকরী চরাগের উপরই নির্ভর করিত না, তবু এই কাজ তাহারা করিয়াছেন। উক্ত কাজে তাহারা আয়ের মনে করিতেন না। তাহা ছাড়া যে সকল বড় বড় ইমামগণের লিখিত কেতাবের মাসআলা হইতে শরীতের আইনের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, সেই সকল ইমামগণের কেহ কাপড় বুনিয়াছেন, কেহ চামড়ার কাজ করিয়াছেন, কেহ মিঠাই বানাইয়াছেন, অথচ তাহাদের চাইতে অধিক সম্মানী কে হইতে পারে?

নিম্নলিখিত কাজসমূহের দ্বারা সহজে জীবিকা উপর্যুক্ত করা যাইতে পারে। যথা—সাবান প্রস্তুত করা, গুটা বুনান, চিকণ কাজ, জালি বুনান, কমর বন্ধ বা দোয়াল বানান, সূতার বোতাম তৈয়ার করা, সূতি বা পশ্চমী মোজা বুনান, জাম্পার ও মাফলার তৈয়ার করা, টুপি, ছদ্রিয়া, ব্লাউজ ও জামা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা, লেখার কালি তৈয়ার করা, কাপড় রংগানের কাজ করা।

শতরঞ্জির উপর নস্তা করা, টুপীর উপর নস্তা করা। আর যদি সেলাইয়ের কল খরিদ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও দ্রুত কাজ হইতে পারে এবং আনেক লাভ হইবার কথা। আজ-কাল অল্প মূল্যেই সেলাইয়ের কল সংগ্রহ করা যায়। ইহাছাড়া হাঁস মুরগী ও কবুতর পালিয়া উহাদের আঙু বা বাচ্চা বিক্রি করা, রেহাল, চৌকি, সিন্দুক ইত্যাদি রংগান, মেয়েদিগকে বালিকা মন্তব্য করিয়া পড়ান, চরকায় সূতা কাটা, সূতা ও তুলা বিক্রয় করা, সূতা কাটিয়া নেওড় (ফিতা) বুনান, কাপড় বুনাইয়া বিক্রি করা, ধান কিনিয়া চাউল তৈয়ার করা, চিড়া কোটা, মুড়ি ভাজিয়া বিক্রি করা, কেতাব জেলদ করা, চাটনী, আচার, মোরবা বানাইয়া বিক্রি করা, দড়ি বুনান, চৌকি তৈয়ার করা ও উহাতে নস্তা করা, দড়ি পাকান, বেতের চেয়ার, টেবিল, ব্যাগ, বাক্স ইত্যাদি তৈয়ার করা, বাঁশের ডালা, খালই, চালুনি, বাড়নি ইত্যাদি তৈয়ার করা, বিভিন্ন প্রকারের চূর্ণ ঔষধের বড়ি তৈয়ার করা, যথা—নিমকে সোলেমানী তৈয়ার করা, সুরমার পাথর চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা, শরবতে আনার, শরবতে ওন্ধা, শরবতে ফোলাদ, ছিরকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত তারের গুটা অর্থাৎ পাতলা লেছ তৈয়ার করিয়া ব্যবসা করা, হাড়ি পাতিল কলাই করা, খেজুর পাতার চাটাই-বানান, তাল পাতার পাংখা তৈয়ার করা, কাপড়ে ছাপা রং করা, যেমন জায়নামায, দস্তরখানা, রুমাল, পাগড়ি ইত্যাদিতে ছাপার রং দেওয়া হইয়া থাকে। ফসলের মওসুমের সময় কিছু কিনিয়া রাখিয়া পরে মূল্য বাড়িয়া গেলে বিক্রি করা, সুরমা পিষিয়া উহার সহিত কোন উপকারী ঔষধ মিশাইয়া পুরিন্দা করিয়া বিক্রি করা, তামাক প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, বিস্কুট এবং পাউরুটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, সূতার ডুরী পাকান, রাং অথবা মুক্তা চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা এবং এইরূপ হালকা ও চালু বহু কাজ আছে যেটার সুবিধা-সুযোগ হয় করিবে। কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা না দেখিয়া বুঝে আসে না। সেইরূপ কাজ কোন জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে শিখিয়া লইবে। কোন কোন কাজ এমনও আছে যাহা শুধু কেতাব পড়িয়া করা যায় সেইরূপ কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অর্থকরী শিল্পের নিয়ম পদ্ধতি লিখা হইতেছে। নবম খণ্ডে চূর্ণ, নিমক সোলেমানী, রাঙ্গ এবং মুক্তা ভস্ম প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে অতীব প্রয়োজনীয় শিল্প কাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

সাবান প্রস্তুতের প্রাচীন নিয়ম :

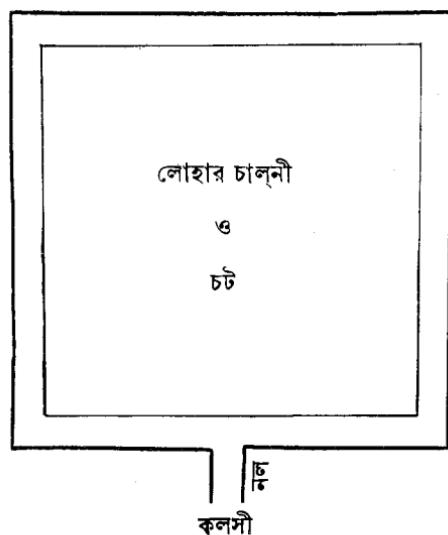
উপাদান—সাজি মাটি এক মণ, চুনা এক মণ, এড়ণ তৈল নয় সের, চর্বি সতর সের। প্রথমে পরিষ্কার স্থানে সাজি মাটি রাখিয়া, ঢেলা থাকিলে গুড়া করিয়া উহার সহিত চুনা উত্তমরূপে

মিশাইবে। গোটা গোটা থাকিলে একটু পানির ছিটা দিলেই নরম হইয়া যাইবে। একটা পাকা হাউজ তৈয়ার করিয়া নিবে, না হয় একটা গভীর সমতল পাত্রের ব্যবস্থা করিবে। উহার মধ্যে চার কোণায় চারটি ইট রাখিয়া তাহার উপর একটা বড় ছিদ্র বিশিষ্ট লোহার জাল বিছাও এবং জালের উপর একটা চট বিছাও যাহা উক্ত হাউজের বা পাত্রের কিনারার বাহিরেও কিছু অংশ ঝুলিয়া থাকে। আর যদি লোহার জাল না পাও, তবে বাঁশের বুনান চালুনী হইলেও হয়। উহার উপর চট বিছাও, এখন চুনা ও সাজি-মাটি চটের উপর রাখিয়া দাও এবং কিছু পানি ছিটাইয়া দাও যেন উহা হইতে আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকে।

নীচের হাউজের একটা ছিদ্র পথে নল দ্বারা উক্ত আরক কলসীতে ভরিবে। ক্রমাগত পানি দিতে থাকিবে, আর আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। ১ম বারের আরক লাল বর্ণের হইবে। অতঃপর ২য় বারের আরক কিছুটা সাদা হইয়া আসিবে, তারপর একেবারে সাদা পানি যতক্ষণ না নিংড়াইবে চুনার উপর কতক্ষণ পর পর পানি ছিটাইতে থাকিবে এবং সকল পানি বিভিন্ন কলসীতে ভরিয়া রাখিবে। শেষে সাদা পানি বাহির হইতে থাকিলে চুনা যাহা থাকিয়া যাইবে উহা নাড়াচাড়া দিয়া টপকাইয়া সমাপ্ত করিবে এবং ১ম পানি, ২য় পানি ও তৃতীয় পানি ভিন্ন ভিন্ন কলসীতে রাখিবে। শেষের সাদা পানি এক কলসীর বেশী রাখিতে হইবে না। পানি ভিন্ন ভিন্ন না রাখিলেও চলে, শুধু শেষের পানি এক কলস রাখিলেই চলিবে।

পাকা হাউজের নক্কা—

পাকা হাউজ



এখন চুল্লীর উপর বড় কড়াই বসাইয়া উহার মধ্যে এক লোটা পরিষ্কার পানি ঢাল এবং জ্বাল দিতে থাক। উক্ত পানির সহিত চর্বি এবং তেলও কড়াইয়ে ঢাল। উক্তপু হইলে পর বারানো পানি যাহা শেষবারের এক কলস রাখা হইয়াছে তাহা এক লোটা করিয়া কড়াইর মধ্যে দিয়া ক্ষাইতে থাক, এইরূপে ধীরে ধীরে সকল পানি ক্ষাইয়া শেষ কর। যখন জ্বাল দিতে দিতে ও নাড়িতে নাড়িতে ঘন হইয়া যাইবে, তখন হাতল দ্বারা সাবানের কেওয়াম উঠাইয়া হাতে ধরিয়া দেখ যে, হাতে লাগিয়া যায় কি না। যদি লাগিয়া যায়, তবে আরও জ্বাল দাও এবং শক্ত কর। যখন দেখিবে যে, আর হাতে লাগে না এবং বড়ি পাকাইলে শক্ত হইয়া যায়, তবে তখনই চুলার আগুন কমাইয়া

ভিতরের সকল কয়লা সরাইয়া ফেল। তারপর একটা হাউজ, হয় তক্তা দিয়া না হয় ইট দিয়া বানাইয়া উহার মধ্যে চট বা পুরাতন খাতা যাহা ছিড়া ফাঁড়া নহে বিছাইয়া উহার উপর সাবানের খামীর অল্প অল্প শুকাইয়া ফেল, তারপর কাটিয়া কাটিয়া রুচিমত সাইজ বানাইয়া লও। বস, সাবান তৈয়ার হইয়া গেল।

যে চুলায় সাবান পাকান হইবে তাহার আকৃতি এইরূপ হইবে, ইহাতে সকল দিকে সমান তাপ লাগে। অল্প সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে হাউজের দরকার নাই।

যে হাউজে সাবান ঢালিবে তাহা যদি তক্তা দ্বারা তৈয়ার করিতে চাও, তবে উহার চারিধারে ইট দ্বারা ঠেস্ দিও যেন ছুটিয়া না যায়। আর পাকা হইলে ত কথাই নাই।

সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল বর্তনাদির দরকার হয় তাহার বিবরণ :

পোলাও পাকানের হাতার মত একটি বড় বাট্টযুক্ত লোহার অথবা কাঠের হাতা, একটি তিন সের পানি ধরার মত বড় পট্ যাহার সহিত লম্বা বাট থাকিবে; উহা দ্বারা আরক ঢালিতে উঠাইতে সহজ হইবে। সাবান পাক হইলে পর কড়াই হইতে নামাইবার জন্য তাবা বা একটি বড় উকৱী রাখিবে। যেমন পোলাও বাড়ার জন্য রাখা হয়।

সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতি :

বর্তমান যমানার অন্তিকাল পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই সাজি মাটি, চুনা ও তৈলের দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইত। উহার নিয়ম প্রণালী যেমন কঠিন এবং মালও ভাল তৈরি হইত না, উহাকে কাঁচা সাবান বলা হইত।

বর্তমানে বিভিন্ন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজকাল সাবান প্রস্তুতের প্রণালী অতীব সহজ এবং মহেপকারী আবিষ্কার প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুত করা অতি সহজ যাহা প্রতি ঘরেই অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

যদি কাহারো অন্যান্য প্রকার সাবান প্রস্তুত করার ইচ্ছা থাকে, তবে পুনৰ প্রগতার নিকট হইতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়ম জানিতে পারা যাইবে।

বিলাতী সাবান দুই নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক প্রকারকে কাঁচা বা কোল্ড প্রসেস, অপরটিকে পাকা বা হার্ড প্রসেস বলে। পাকা সাবান প্রস্তুত করা যদিও একটু কঠিন, কিন্তু কাঁচা সাবানের তুলনায় মূল্য কম এবং অতি অল্প ক্ষয় হয়, আর কাপড় খুব পরিষ্কার করে।

প্রথম প্রথম সাবান প্রস্তুত করিতে গিয়া হয়ত দুর্চার বার খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষে তৈয়ারের অভ্যাস হইলে পর ইহা বড়ই লাভজনক।

উক্ত সাবান প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস দরকার। একটি তৈল, অপরটি কষ্টিক। কষ্টিক এক প্রকারের সাদা ধৰ্বধৰে অতি তেজক্রিয় পদার্থ। উহা গুঁড়াও থাকে এবং আস্ত ও পাওয়া যায়। আস্তগুলি টুকরা করিয়া লইতে হয়। উহা হাতে ধরা যায় না। কষ্টিক সাধারণতঃ শহরের বড় বড় বেনেতী দোকানে পাওয়া যায়। মূল্যও তত বেশী নয়। মাত্র এক টাকা বা পাঁচ সিকা সেৱ। গুঁড়া কষ্টিকের নাম ৯৮+৯৯ এর কষ্টিক। আস্ত কষ্টিকের নাম ৬০+৬২ এর কষ্টিক। ২য় প্রকারের কষ্টিকের মূল্য কম।

সাবান প্রস্তুতের পূর্বে কষ্টিক পানিতে ভিজাইয়া গলাইয়া নিতে হয়। গলিত কষ্টিককে লাই বলা হয়। ৯৮+৯৯ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি আড়াই সের পানি দেওয়া হয় এবং

৬০+৬২ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি দুই সের পানি দেওয়া হয়, তবে উহাতে ৩৫ ডিগ্রির লাই তৈয়ার হয়। কিন্তু কষ্টিকের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার উপর ডিগ্রির পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ৩৫ ডিগ্রির স্থলে ৩৩ অথবা ৩৪ ডিগ্রির লাই হইয়া যায়। আবার কখনও ৩৬ বা ৩৭ ডিগ্রি হইয়া পড়ে, যাহা পাকা সাবানে ব্যবহারে তড়প কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু উচ্চ ডিগ্রির লাই কাঁচা সাবানে ব্যবহৃত হইলে কিছু ক্ষতি হইয়া যায়। সাবানের কারখানায় লাইয়ের ডিগ্রি দেখিবার হাইড্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র থাকে, যাহা তিন চার টাকার মধ্যে খরিদ করা যায়। উহা দ্বারা ডিগ্রির সঠিক প্রমাণ নির্ধারণ করা যায়।

সাবানের উপাদানের তালিকা

তালিকা নং-১

চর্বি ১/৫ সের, ২৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ১/২১০ সের, সোডা ১/২১০, পানি ১/২১০ সের।

তালিকা নং-২

চর্বি ১/৫ সের; বাহরোয়াহ্ ১/২১০ সের; ৩৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ১/৩১০ সের; সোডা ১/৩১০ সের; পানি ১/৪ সের।

প্রস্তুতের নিয়ম

প্রথমে চর্বি গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া লইবে। যদি বাহরোয়াহ্ মিশাইতে হয়, তবে চর্বির সহিত গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া নিবে। অতঃপর চুলার উপর কড়াই বসাইয়া পানি দিবে এবং সোডা মিশাইয়া আগুনের তাপ দিতে থাকিবে, যখন বলক আসিয়া সোডা গলিয়া যাইবে, তখন চর্বি ও কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিয়া হাতল দ্বারা খুব নাড়িতে থাকিবে এবং হাল্কা তাপে পাক করিতে থাকিবে। পাক হইতে হইতে যখন খুব ঘন ও থকথকে হইয়া ছিদ্র হইয়া পানি উপরে উঠিয়া আসে এবং বুদ্বুদ বাহির না হয়, তখন মনে করিবে যে পোড়া লাগার সময় হইয়াছে। তখন এক পোয়া অনুমান কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিবে। উত্তাপ পাইয়া যখন কচি গাইয়ের নৃতন দুধের মত কাটা কাটা দাগ পড়িবে, তখন মনে করিবে যে ঠিক আছে এবং আরও একটু জ্বাল দিতে হইবে। পুনরায় একটু কষ্টিকের পানি দিয়া ভালমতে ফাটাইয়া পাকাইলেই উত্তম সাবান প্রস্তুত হইবে। এইরপে হাল্কা তাপে ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত জ্বাল দিলে মধুর ন্যায় ঘন হইয়া যাইবে। ভালরপে গাঢ় না হইলে আরও এক পোয়া চর্বি ঢালিবে এবং জ্বাল দিয়া জমাট বাঁধাইতে হইবে। অতঃপর রুচি মত ছাঁচে ঢালিয়া সাইজ মত সাবান তৈয়ার করিয়া নিবে।

—(মীর মাআচুম আলী সাহেব, খয়ের নগর, মীরাট; ইউ, পি)

কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম

জরদ রং প্রস্তুতের নিয়ম ৪ একসের পানির মধ্যে এক পোয়া ‘নাগুরী গুল্ম’ ভিজাইয়া গলাইতে হইবে। ছয় মাশা ঘি ও ছয় মাশা গেঁহুর আটা ভালরপে মিশাইয়া উহার মধ্যে এক পোয়া হিরার কস এবং তিন মাশা ‘গুলিহেরখ টেল’ উত্তমরপে মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর খুব গাঢ় করিয়া উহা দ্বারা কাপড়ে ছাপা রং দিবে। এই রং এক খণ্ড কাপড়ে লাগাইয়া উহার উপর কাঠের ছাপ চাপা দিয়া রং জড়াইবে এবং যে কাপড়ে লাগাইবে উহা সমান চৌকির উপর রাখিয়া লইবে। কাপড়টির নীচে চট বা কম্বল বিছাইয়া লইলে ছাপ উত্তম হইয়া থাকে। কাঠের ছাপার ছাঁচ মিন্তুদের দ্বারা তৈয়ার করা যায় অথবা বাজারে খরিদ করিতেও পাওয়া যায়।

কাল রং প্রস্তরের নিয়মঃ এক ছটাক বিলাতী রং—যাহাকে পেড়ি বলে, উহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এক পোয়া ‘নাগুরী গুন্ড’, একসের পানিতে ভিজাইয়া লালা প্রস্তর করিবে এবং উত্তরাপে মিশ্রিত করিবে। উহার সহিত এক ছটাক পটাস, ছয় মাশা তুতিয়া, ছয় মাশা গেঁহুর আটা এবং ছয় মাশা ঘি উহার সহিত খুব ভাল মত মিশাইয়া গাঢ় রং প্রস্তর করিয়া কাপড় ছাপাইবে।

লেখার কালি প্রস্তর প্রণালী

বাবলার আঠা এক সের, কাজল এক পোয়া, ফিটকারী ছয় মাশা, বাবলার ছাল এক ছটাক, আমের ছাল এক ছটাক, মেহেদি গাছ এক ছটাক, তুতিয়া এক ছটাক।

দেড় সের পানির সহিত আঠা গলাইয়া কাজল খুব ভালমত মিশাইবে। উল্লিখিত গাছের ছালসমূহ এক সের পানির সহিত জ্বাল দিয়া কাথ বানাইয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। অতঃপর কাজল মিশান আঠার পানির সহিত খুব মিশাইবে; তারপর তুতিয়া, ফিটকারী, খয়ের এক ছটাক পানিতে মিশাইয়া উহা কাজল ও আঠা মিশ্রিত পানির সহিত মিশাইয়া লোহার কড়াইয়ের মধ্যে রাখিয়া খুব ঘুটিবে। ইহা কোন পাত্রে ঢালিয়া পাতল করিয়া শুকাইয়া নিলেই কালি প্রস্তর হইয়া গেলে।

ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম

প্রথম শ্রেণীর নীল রং এক তোলা, বেগুনী রং এক তোলা, সোডা ১০ মাশা, ১০ তোলা পানির সহিত সোডা এবং দুনো প্রকারের রং মিশাইয়া গরম করিবে, তবেই ইংরেজী কালি তৈয়ার হইবে।

কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম

কাঠে যে রং দিবার ইচ্ছা হয়, সেই রংয়ের গুঁড়া বাজার হইতে আনিয়া তার্পিন তৈলের সহিত খুব গাঢ় করিয়া মিশ্রিত করিবে, ইহা ব্রাস দ্বারা না হয় কাঠ বিড়ালীর লেজ অথবা কাঠের সহিত নেকড়া বাধিয়া বা পাথীর পালক দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী সাদাসিধা না হয় ফুল-বুটা ইত্যাদির নকশা করিয়া রং লাগাইবে। শুক্ষ হওয়ার পর বার্নিসের তৈল পালিশ করিয়া শুকাইয়া নিলেই আস্তে আস্তে চমকদার হইয়া উঠিবে।

বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম

এক পোয়া নিশাদল, তিন ছটাক পানিসহ একটি পাত্রে নিয়া পানি শুকাইয়া যাওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিবে। শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে নামাইয়া গুঁড়া করিবে। যে বরতন কালাই করিতে হইবে, উহা ভালরাপে মাজিয়া যবিয়া পরিক্ষার করিয়া নিবে। তারপর উহাকে আগুনের উভাপে খুব উত্তপ্ত করিয়া কার্পাস তুলার সাহায্যে নিশাদল চূর্ণ উক্ত বর্তনে মুছাইয়া দিয়া কালাই করার সামান্য রং উহাতে দিয়া তুলার দ্বারা সমস্ত স্থানে এমনভাবে ছড়াইয়া মুছাইয়া দিবে যাহাতে সকল স্থানে সমানভাবে রং লাগিয়া যায়। কালাই হইয়া গেলে বর্তনটা সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পর উহা ঠাণ্ডা হইলেই কালাই হইয়া গেল।

তামা-পিতল বালাই করার নিয়ম

কাসা চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ সোহাগা চূর্ণ লইয়া উভয় বস্তু খুব মিহিন করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। যে হাড়ি বা পাতিলের ফাটা জোড়ান বা তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আর তাহাতে যদি পূর্বের কোন তালি দেওয়া থাকে, তবে আগুনে উভাপ দেওয়ার পূর্বেই আগের জোড়া বা

ফাটা স্থানে কাদা মাটির দ্বারা পূর্ণ করিয়া এমনভাবে জুড়িয়া দিবে, যেন ছুটিয়া না যায়। অতঃপর যে স্থানে টাক লাগিল বা ফাটা জোড়ানের প্রয়োজন, সে স্থানে বর্তনের ভিতর দিক দিয়া কাঁসা চূর্ণ লাগাইয়া দিয়া খুব উত্তাপ দিবে, (টাকের স্থানটা আগুনের একটু উপরের দিকে থাকা ভাল) যখন অতিশয় উত্পন্ন হইয়া যাইবে, তখন আগুনের তাপের এক পার্শ্বে সরাইয়া ধরিবে, তবেই কাঁসার গুঁড়া গলিয়া কাটা স্থান জুড়িয়া যাইবে বা টাক জোড়া লাগিবে। ইহাকে পাকা বালাই বলে। ইহা ছাড়া কাঁচা বালাই এবং তালি লাগানেরও ব্যবস্থা আছে। যে পাতিল বা বরতনে জোড়া দিতে হইবে উহার বাহিরের দিকটা খুব পরিষ্কার করিয়া দিবে। অতঃপর একটু এসিড ঐ স্থানে লাগাইয়া উত্পন্ন হাতল দ্বারা রাং লাগাইয়া উক্ত ফাটার উপর ধরিবে বা টাকের চার দিকে রাং লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলেই জোড়া লাগিয়া যাইবে। টাকটি একটু চাপিয়া ধরিয়া রাং লাগাইয়ে অন্যথায় তাড়াতাড়ি এবং অল্প রাং-এ জোড়া লাগান দুক্ষর। বালাই করা স্থান উঁচু নীচু থাকিলে রেত দ্বারা ঘষিয়া সমান করিয়া দিবে।

তামাক প্রস্তরের নিয়ম

যেই প্রকারের তামাক তবিয়তে চায় তাহা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিবে এবং (শীরা) বার বা চিটাগুড় শীতকালে সমপরিমাণ, গরমের দিনে সমপরিমাণের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক এবং বর্ষাকালে সমপরিমাণের চেয়ে কিছু কম মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কাহেলে বা ঢেকিতে কুটিবে। অল্প তামাক হইলে হাতেই মাখাইতে হয়। ইহাতে বড় পরিশ্রম, তাই তামাক মাখার মজুরী দিয়া কোন দোকানদারের দ্বারা না হয় মজুরের দ্বারা কোটান যাইতে পারে।

খোশবুদার তামাক প্রস্তরের নিয়ম

লবঙ্গ, জর্টা মাংসী, চন্দন কাঠের গুঁড়া, বড় এলাচী, সোন্দা, দারুচিনি, বাউবীর হেনা আতর ইত্যাদি সুগন্ধি বস্তু সমপরিমাণ লইবে। প্রতি সের তামাকের সহিত অর্ধ ছটাক মিশ্রিত সুগন্ধি এবং তিন চার মাসা হেনার আতরও মিশাইবে। ইহা সাদা তামাকের সহিতও মাখান যায় আবার মাখা তামাকের সহিতও মিশান যায়।

সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তরের নিয়ম

সুজির সহিত পানি মিশাইয়া খুব ছানিবে, বেশী নরম যেন না হয়। অতঃপর পেড়া বানাইয়া একটি পাত্রে আন্দাজ মত পানি লইয়া উক্ত পেড়া আধা সিন্দু করিয়া নামাইয়া পানি ফেলিয়া দিবে। তারপর পেড়াগুলিকে ভাঙিয়া উহার সহিত এই পরিমাণ ঘি মিশাইয়া ছানিয়া নিবে যেন একটু নরম হইয়া যায়। তারপর রুটি বানাইয়া পানি ও ঘি ছাড়া তাওয়ায় করিয়া হাল্কা তাপে গরম করিয়া নিবে। রুটিগুলি মোটা বানাইবে না। এই রুটি অনেক দিন স্থায়ী হয়।

গোশ্ত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না

১নং—যে সকল মসল্লা গোশ্তে দেওয়া হইবে তাহা ভাল মত পিয়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া নিবে। অতঃপর এক পোয়া গোশ্তের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া উহাতে পেঁয়াজ ভুনিয়া পরিমাণ মত লবণ এবং কিছু কাচ্চী (ফল বিশেষ) গোশ্তের সহিত লইয়া ঘির মধ্যে ছাড়িয়া দিবে এবং পাতিলের মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিয়া হাল্কা আগুনে পাকাইতে থাকিবে। গোশ্তের টুকরাগুলির মধ্য হইতে যে পর্যন্ত স্বাভাবিক পানি একেবারে শুষ্ক হইয়া না যায় ততক্ষণ জাল দিতে থাকিবে। পানি শুষ্ক হইয়া গোশ্ত সিন্দু হইয়া গেলে উহা ঘি হইতে পৃথক করিয়া নিয়া উক্ত ঘির মধ্যে আরও এক ছটাক ঘি ঢালিবে। অতঃপর মসল্লার গুঁড়া ঘির মধ্যে আধা ভুনা করিয়া গোশ্ত দিবে

এবং নিয়মিতভাবে পাক শেষ করিবে। কিন্তু কোন মতেই পানি দেওয়া চলিবে না। পাক সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কিছু গরম মসল্লাও দিবে। এখন দেখা গেল যে, এক পোয়া গোশ্তে আধ পোয়া যি খরচ হইল। গোশ্তে যদি ঘি বেশী মনে হয়, তবে উহা হইতে কিছু ঘি উঠাইয়া রাখিয়া অন্য কাজে লাগাইবে। পাকান গোশ্ত তুলার উপর হইতে গরম গরম নামাইয়া ঢাকনাসহ তুলার মধ্যে চুকাইয়া রাখিবে। না হয় গোশ্তের পাতিলের চতুর্দিক তুলা দ্বারা মোড়াইয়া রাখিবে। গরমের দিনে প্রত্যেক এবং শীতের দিনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন খুব গরম করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্বের ন্যায় তুলার মধ্যে চুকাইয়া রাখিবে।

গোশ্ত পাকানের ২য় নিয়ম

১নং নিয়মানুযায়ী মসল্লা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, অতঃপর ১ নং নিয়মানুযায়ী এক পোয়া গোশ্তের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া পেঁয়াজ ভুনিয়া নিমক এবং কাচরী দিবে। অতঃপর পানি ব্যতীত ১ নং নিয়ম মত ঐ ঘির মধ্যে গোশ্ত ছাড়িয়া ডেঙ্গির মুখ বন্ধ করিয়া হালকা তাপে ভুনিবে, গোশ্তের টুকরাগুলির সৃষ্টিগত পানি যে পর্যন্ত না শুক হইয়া যাইবে ততক্ষণ জ্বাল দিবে। যখন দেখিবে যে, গোশ্তের টুকরা হইতে ফেনা বা বুদ্বুদ উঠে না, তখন মনে করিবে যে গোশ্তের পানি এখন আর নই। অতঃপর ইচ্ছামত গোশ্ত গলাইয়া দেওয়ার নিয়ম এই যে, উক্ত গোশ্ত ডুবিয়া যায়, এই পরিমাণ পানি উহাতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে যেন গোশ্ত ইচ্ছামত সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়। অতঃপর জ্বাল দিতে দিতে পানি একেবারে শুকাইয়া ফেলিবে।

পানি শুক হইলে পর গোশ্ত হইতে কোন ফেনা ও বুদ্বুদ হইবে বা এবং আবড় পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া গোশ্তের টুকরাগুলি পূর্বাপেক্ষা ছোট হইয়া যাইবে। কেননা, পূর্বে পানির গোশ্ত ফুলিয়া বড় হইয়াছিল। যখন পানির অংশ একেবারেই থাকিবে না, তখন ১ নং নিয়মানুসারে গোশ্ত ঘি হইতে ভিন্ন করিয়া, আরও এক ছটাক ঘি উহাতে ঢালিবে, সকল মসল্লা আধ-ভুনা করিয়া উহার মধ্যে গোশ্ত ছাড়িয়া পানি ব্যতিরেকে পাকাইতে হইবে। নিয়ম মত পাক হইলে পর গরম মসল্লা দিয়া গরম গরম কোন একটি ঢাকনাদার পাত্রে ঢালিয়া তুলার মধ্যে চুকাইয়া রাখিবে, না হয় তুলা দ্বারা মোড়াইয়া ফেলিবে। উক্ত গোশ্ত শীতকালে তিন দিন অন্তর একবার এবং গ্রীষ্মকালে প্রত্যত একবার খুব গরম করিতে থাকিবে এবং তুলার মধ্যে রাখিবে। ইহা প্রায় দুই মাসকাল স্থায়ী হইবে।

বিস্তৃত পাউরঞ্চি প্রস্তুত প্রণালী

সুজি অথবা ময়দার সহিত খামীর মিশ্রিত করিয়া ভালমত মন্তব্য করিয়া কোন কাঠের খণ্ডের 'উপর ফেলিয়া খুব কোটিতে হইবে। তারপর ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া তন্দুর গরম করিয়া ভিতরের আগুন ও কয়লা সরাইয়া দিয়া পাউরঞ্চির ছাঁচগুলি তন্দুরের মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া লইবে। পূর্ণ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

পাউরঞ্চির খামীর প্রস্তুত করার নিয়ম—লবঙ্গ, এলাচি, জায়ফল, যাবত্তি, ইন্দ্রিয়, সমুদ্র ফেনা, তালমাখানা, পদ্মবীজ, প্রবালের শিকড়, নাগেরশ্বর গোলাব ফুল, দারুচিনি, কাঞ্চী-মূল, গোক্ষুর ছোট-বড়, চোব চিনি ও কাবাব চিনি এই সকল দ্রব্য তিন তিন মাসা, জাফরান ছয় মাসা, লইয়া সব দ্রব্য কোটিয়া ঢালিয়া মজবুত কর্কের একটি শিশিতে রাখিয়া শিশির মুখটা শক্ত মত বন্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা ছাড়া দেড় দেড় মাসা প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া খামীর বানানো যায়। ইহার ক্ষেত্রে মসল্লা ঠিক হইবে না।

খামীর প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োজন মত এই উপাদানটি দেড় মাসা পরিমাণ লইয়া উহার সহিত সোয়া তোলা দধি মিশাইবে। তারপর উহার সহিত ময়দা মিশ্রিত করিয়া এই পরিমাণ শক্ত করিবে যেন কানের লতির মত হয়। এখন একটা ঢিলার মত করিয়া এক খণ্ড কাপড়ে সামান্য ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া কোন উচ্চস্থানে তিন দিন পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে। ৪ৰ্থ দিনে উহা নামাইয়া দেখিবে যে, খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ঢেলাটার উপর পাঁপড়ি পড়িয়াছে। পাঁপড়ি পরিষ্কার করিয়া উহার মধ্য হইতে আঠাল লেছদার খামীর বাহির করিবে। অতঃপর এক ছটাক দধির মধ্যে পূর্বের মত ময়দা মিশাইয়া কানের লতিবৎ শক্ত করিয়া ছানিবে। তারপর এই ছানা ময়দার সহিত উক্ত আঠাল খামীর মিশ্রিত করিয়া তামাক মাখার মত খুব মর্দন করিবে এবং ঢেলা পাকাইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া ৬ ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিয়া অতঃপর উহা নামাইয়া খামীর বাহির করিয়া পুনরায় আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া পূর্বের মত কানের লতির ন্যায় শক্ত করিয়া ছানিবে এবং উহার সহিত এই খামীর মিশাইয়া আবার কাপড়ে বাঁধিয়া ছয় ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিবে। তারপর আবার আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশাইয়া গোল্লা বানাইয়া উহার সহিত খামীর মিশাইয়া ছয় ঘন্টা লটকাইয়া রাখিয়া নামাইয়া খামীর বাহির করিবে এই চতুর্থবারে খামীর মাথা ময়দার গোল্লার উপর যে মামড়ি পড়িবে, উহা ছাড়ানোর দরকার নাই। অতঃপর আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া খামীরসহ খুব মথিবে। ভালমত মিশ্রিত হইয়া গেলে ৪ ঘন্টাকাল কোন পাত্রে উহা রাখিবে। অতঃপর যদি খামীর রাখার ইচ্ছা হয়, তবে উহা হইতে অর্ধ ছটাক রাখিলেই হইবে। উপরি উক্ত নিয়ম মত অর্ধ ছটাক দধির সহিত ক্রমাগত খামীর বাড়াইতে থাকিবে। বর্ধিত খামীর হইতে অর্ধ ছটাক বাদ দিয়া যাহা থাকিবে উহার দুই গুণ পাউরুটি পাকাইবে। পুনরায় যদি দরকার হয়, তবে উক্ত রক্ষিত খামীরের সহিত খামীর বর্ধিত করিয়া খামীর বানাইবে। উক্ত হিসাবের সহিত তারতম্য করিয়া পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আজকাল ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত নিয়মে খামীর এবং পাউরুটি প্রস্তুত করে না, তাহারা এসিড দ্বারা ময়দা ফুলাইয়া লয়, এই কারণে তাহা স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না।

পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম

পাউরুটি পাক করার জন্য উপরে যে খামীরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ সের ময়দার সহিত পানিসহ মষ্টন করিবে, যখন ভালমত মথা হইবে তখন উহার উপর কাপড় দিয়া দুই ঘন্টা পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে। যদি চার পাঁচ সেরের পরিমাণের পাউরুটি পাকানের প্রয়োজন হয়, ততখানি ময়দাই খামীর মিশ্রিত করিয়া খুব মথিবে এবং সামান্য নিম্নক ও সাদাচিনি পরিমাণ মত মিশাইলে ভাল হয়। অতঃপর দেড় বা দুই ঘন্টাকাল রাখিয়া দিবে। এখন যেই ময়দা গুন্দা হইল উহা কানের লতিবৎ নরম করিবে, বেশী নরম হইলে নূতন লোকের পক্ষে রুটি বানান কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব, একটু শক্তই রাখা দরকার। বেশী শক্ত হইয়া গেলে একটু নরম করিয়া লইবে, আবার দুই ঘণ্টা পর উক্ত গুন্দা ময়দাকে খুব মিথুন করিবে। যখন পূর্ণরূপে মথা হইয়া যাইবে এবং আঁশ ধরিবে তখন উহা কোন তক্তার উপর রাখিবে। তারপর যত বড় বড় রুটি বানাইতে হয় সেই পরিমাণের ময়দার গোল্লা বানাইবে। গুঁড়া ময়দা অথবা হাতে তৈল নিয়া গোল্লা বানাইয়া রাখিবে। যাহাতে হাতে না লাগে। এখন উহা রুটির সাঁজের মধ্যে রাখিবে। যখন এই গোল্লাগুলি আধা ফুলা হইয়া যাইবে তখন তন্দুর জ্বালাইবে। তন্দুরের উপরে একটা বাতি থাকিতে হইবে। পাউরুটির গোল্লাগুলি যখন ফুলিয়া পূর্ণ হইবে, তখন তন্দুরের আগুন বাহির করিয়া ফেলিবে এবং

ଏକଟି ରୁଟିର ଗୋଲ୍ଲା ଭିତରେ ରାଖିଯା ଦୁଇ ତିନ ମିନିଟ ଲଙ୍ଘ କରିଯା ଦେଖିବେ ; ସଦି ଧରେ, ତବେ ମନେ କରିବେ ଯେ, ତାପ ଠିକ ଆଛେ । ତାରପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଲ୍ଲା ବା ଟେଲାଗୁଲି ତନ୍ଦୁରେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯା ମୁଖ ବସ୍ତ କରିଯା ଦିବେ । ଆର ସଦି ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଦୁଇ ତିନ ମିନିଟ ରାଖିଲେ ଜୁଲିଯା ଯାଏ, ତବେ ଦଶ ପନର ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା ତନ୍ଦୁର କିଛୁ ଠାଣ୍ଡା କରିଯା ତାରପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେଲାଗୁଲି ଦିବେ ।

ସଦି ତନ୍ଦୁର ବେଶୀ ଠାଣ୍ଡା ହଇଯା ଯାଏ, ତବେ କିଛୁ କୟଳା ତନ୍ଦୁରେର ଦରଜାର ଭିତର ଦିକେ ରାଖିଯା ଦିଯା ଦିବେ ; ତବେଇ ଗରମେର ଭାଗ ପରିମାଣ ମତ ପାଓଯା ଯାଇବେ । ତିନ ଚାର ମିନିଟ ପର ତନ୍ଦୁରେର ଢାକନା ଖୁଲିଯା ବାତିର ଆଲୋତେ ଦେଖିଯା ନିବେ ଏବଂ ଏକଟୁ ଲାଲଚେ ରଂ ଧରିଲେ ତୃକ୍ଷଣାଂ ରୁଟି ବାହିର କରିଯା ନିବେ । ଏକବାର ରୁଟି ପାକାଇଯା ବାହିର କରିଯା ନିଲେ ଯେ ତାପ ତନ୍ଦୁରେର ମଧ୍ୟେ ଥାକେ ତାହାତେ ନାନ ଖାତାଯୀ ଏବଂ ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ପାକାନ ଯାଏ । ସଦି ନାନଖାତାଯୀ ଏବଂ ମିଠା ବିସ୍କୁଟ କାଂଚା ତୈୟାର କରା ଥାକେ, ତବେ ତନ୍ଦୁର ହଇତେ ପାଉରଟି ବାହିର କରିଯା ତୃକ୍ଷଣାଂ ଉହା ତନ୍ଦୁରେର ଭିତର ରାଖିବେ ଏବଂ ମାଝେ ମାଝେ ଢାକନା ଖୁଲିଯା ଦେଖିତେ ଥାକିବେ । ପାକ ହଇଯା ଗେଲେ ବାହିର କରିଯା ନିବେ । ଆର ସଦି ଏଖନେ ନା ଖାତାଯୀ ଓ ମିଠାବିସ୍କୁଟ ପ୍ରକ୍ରିଯା ଉହାର ଥାକେ, ତବେ ତନ୍ଦୁରେର ମଧ୍ୟେ କୟଳାର ଆଣ୍ଟନ ରାଖିଯା ଉହାର ଢାକନା ଦିଯା ତାପ ରକ୍ଷା କରିଯା ରାଖିବେ । ଏଇ ତାପ ପନର ହଇତେ ବିଶ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଖା ଚଲେ । ତାରପର ଆବାର ଆଣ୍ଟନ ଜାଲାଇତେ ହଇବେ । ଆଣ୍ଟନ ଜାଲାନେର ପର ସଖନ ଭିତରେର ଆଣ୍ଟନ ସରାଇଯା ଫେଲିବେ ତଥନ ଉତ୍ତପ୍ତ ତନ୍ଦୁରେ କିଛୁ ନିମକ ଓ ଦୈ ମିଶ୍ରିତ ପାନି ଛିଟାଇଲେ ଭାଲ ହୁଏ ।

ସଦି ତନ୍ଦୁର ନୂତନ ହୁଏ, ତବେ ପ୍ରଥମେ ତିନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟନ ଜାଲାଇଯା ରାଖିଯା ତନ୍ଦୁର ଠିକ କରିଯା ନିବେ ।

ନାନଖାତାଯୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ନିୟମ

ଏକ ପୋଯା ଘି, ଏକ ପୋଯା ସାଦା ଚିନି, ଆଧ ଆନା ଏଲାଚିର ଦାନା, ତିନ ମାସା ସମୁଦ୍ର ଫେନା, ଗେହ୍ନର ମୟଦା ପାଂଚ ଛଟାକ ।

ପ୍ରଥମେ ଘି, ଚିନି, ଏଲାଚି ବିଶ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ ମଲିବେ । ଭାଲରାପେ ଗଲିଯା ତରଲ ହଇଯା ଗେଲେ ସମୁଦ୍ର ଫେନା ପିଧିଯା ଉହାର ସହିତ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଖୁବ ଫେଟିବେ । ଅତଃପର ଏକ ପୋଯା ମୟଦା ମିଶ୍ରିତ କରିବେ । ସଦି ଏକଟୁ ଲେଛକା ଥାକେ, ବାକୀ ଏକ ଛଟାକ ଓ ମିଶାଇଯା କାନେର ଲତିର ମତ ନରମ କରିଯା ରୁଟି ବାନାଇଯା ତନ୍ଦୁରେ ଦିବେ । ସଥାପମ୍ବୟେ ପାକ ହଇଲେ ପର ବାହିର କରିବେ ।

ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ନିୟମ

ଦେଢ଼ ପୋଯା ଘୃତ, ଆଧ ସେର ଚିନି, ଛୟ ମାସା ସମୁଦ୍ର ଫେନା, ଏକ ଆନା ପରିମାଣ ଦୁଧ, ଟୋଦ ଛଟାକ ଗେହ୍ନର ମୟଦା ପ୍ରଥମେ ଘି ଓ ଚିନି ନାନଖାତାଯୀର ମତ ଫେଟିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦୁଧ ଉହାତେ ଛାଡ଼ିତେ ଥାକିବେ । ସଥାପମ୍ବୟେ ବନ୍ଦୁର ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ହଇଯା ଯାଇବେ, ତଥନ ଏକବାରେ ଆଧ ପୋଯା ପାନି ଉହାତେ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଫେନାଓ ପିଧିଯା ମିଶାଇବେ । ଅତଃପର ମୟଦା ରାଖିଯା ରୁଟିର ଟେଲା ବାନାଇବେ । ସଦି ବେଶୀ ନରମ ହଇଯା ପଡ଼େ, ତବେ ଆରୋ ମୟଦା ମିଶାଇଯା ବେଳନା ଦ୍ୱାରା ବେଲିବାର ଉପଯୁକ୍ତ କରିଯା ରୁଟି ବାନାଇଯା ରୁଟି ମତ ବିସ୍କୁଟେ ଛାଚେ କାଟିଯା ଟିନେର ପାତେ ତନ୍ଦୁରେ ଦିବେ । ପାକ ହଇଲେ ପର ବାହିର କରିଯା ନିବେ ।

ନିମ୍ନକୀ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ନିୟମ

ଏକ ପୋଯା ଘୃତ, ଏକ-ଛଟାକ ଚିନି, ସୋଆ ଆଟା ମାସା ନିମକ, ଏକ ସେର ମୟଦା ଘୃତ, ଚିନି ଓ ନିମକ ପିଧିଯା ଏକଟା ଗାମଲାଯ ରାଖିଯା ପାଂଚ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ ଫେଟିବେ ତାରପର ମୟଦା ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ଖୁବ ଫେଟିବେ । ଅତଃପର ଯତୁଟିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ବାନାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତତ ବଡ଼ କରିଯା ବେଲିଯା ବିସ୍କୁଟଗୁଲି ଟିନେର ପାତେ ଉପର ରାଖିବେ ଏବଂ ତନ୍ଦୁରେ ଦିଯା ରାଖିବେ, ପାକ ହଇଲେ ପର ବାହିର କରିବେ ।

নিম্নী বিস্কুট পাউরণ্টি পাকাইবার পূর্বে পাকাইতে হয়। কারণ, ইহাতে তাপ কিছু বেশী প্রয়োজন হয়।

আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম

তাজা কচি আম, যাহার উপর কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই-এই প্রকারের আম লইয়া উহার উপরের ছিলকা এমনভাবে ছিলিয়া ফেলিবে যেন ভিতরে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর আমের নীচের দিক দিয়া ছিড়িয়া আমের আঁটি বাহির করিয়া ফেলিবে। আম যেন দুই খণ্ড না হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর রসুন, লাল মরিচ, সোপ, পুদিনা, আদা, কালি জিরা ও নিমক আন্দাজ মত মিশ্রিত করিয়া আমের মধ্যে ভরিয়া দিয়া ফাঁক করা স্থান সৃতা দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া আট দশ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিবে। তারপর পুদিনার রসে বা সিরকার মধ্যে চুবাইয়া এক সপ্তাহ রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

যদি তৈলে দিয়া আচার বানাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আর আম ছুলিতে হইবে না ; বরং মসল্লাদি ও নিমক-ভরিয়া তৈলের মধ্যে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলেই হইবে।

চাস্নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম

আধ সের কিস্মিস, আধ সের খেজুর (খুরমা) এক পোয়া আম চূর্ণ, আধ পোয়া আদা ও আধ পোয়া রসুন, এই সকল মসল্লা দ্রব্য তিন সের পুদিনা রসে ছাড়িয়া দেড় সের চিনি দিয়া ১৫ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

শালগমের আচার

পাঁচ সের পরিমাণ শালগমের টুক্রা পানিতে সামান্য গরম করিয়া শুকাইয়া উহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি মিশ্রিত করিবে। আধ পোয়া নিমক, এক ছটাক লাল মরিচ, আধ পোয়া রাই সরিয়া— এগুলি পিষিয়া লইবে, আধ পোয়া রসুন, এক পোয়া আদা ইহা পাতলা করিয়া কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া লইবে এই সকল দ্রব্য শালগমের সহিত মাখাইয়া দিবে। যখন ইহাতে ঝাঁজ ও টক সৃষ্টি হইয়া যাইবে, তখন সাদা চিনির শিরা অথবা গুড়ের শিরা তৈয়ার করিয়া উক্ত শালগমের টুক্রাগুলিতে ঢালিবে। শিরা কমিতে থাকিলে আবার প্রস্তুত করিয়া দিতে থাকিবে। এই আচার বহুকাল স্থায়ী হয়।

নবরত্ন চাটনী তৈয়ার করার নিয়ম

কাঁচা ছোলা আম ১ সের, পুদিনার রস সোয়া সের বা সিরকা সোয়া সের, রসুন আধ ছটাক, লাল মরিচ আধ ছটাক, কালিজিরা ২ তোলা, সোপ ২ তোলা, শুক্র পুদিনা ২ তোলা, লবঙ্গ ৪ মাসা, জায়ফল ৪ মাসা, আদা ১ ছটাক, লবণ ১ ছটাক, চিনি বা গুড় ১ পোয়া। প্রথমতঃ সিরকার সহিত আম পিষিয়া নিবে অতঃপর সকল মসল্লা সিরকাসহ বাটিয়া আম বাটার সহিত মিশাইবে। এখন যে সিরকা বাকী রাখিয়াছে অর্থাৎ আম বাটার ও মসল্লা পিষার পর যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছে তাহার সহিত আরো আম এবং মসল্লা মিশাইয়া আগুনে জোশ দিবে, যখন ঘন হইয়া চাস্নী তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন ব্যবহার করিবে। যদি খোশ রং করিতে চাও, তবে দুই তোলা হলুদ বালু দ্বারা ভাজিয়া পিষিয়া উহার সহিত মিশাও। বাস্তব নব রত্ন চাটনী তৈয়ার হইয়া গেল।

মোরবা প্রস্তুতের নিয়ম

কাঁচা আম এমনভাবে ছুলিবে যেন ভিতরের দিকে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর ভিতরের শাস বাহির করিয়া সূর্ত অথবা কাঁটা দ্বারা খুব ফুড়িবে। ভাল মত ফোঁড়া হইয়া গেলে চুনের এবং

ଫିଟକାରୀର ପାନିତେ ଭିଜାଇୟା ରାଖିବେ । ୨/୩ ସନ୍ତା ପର ପରିଷ୍କାର ପାନିତେ ଭାଲ ମତ ଧୁଇୟା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନିତେ ଆଧା ସିନ୍ଦ କରିବେ । ତାରପର ପାନି ହିତେ ଉଠାଇୟା ନିଂଡାଇୟା ଆମଗୁଲିକେ ବାତାସେ ଶୁକାଇୟା ନିବେ ।

ଅତଃପର କଡ଼ାଇର ମଧ୍ୟେ ଆମେର ଦ୍ଵିଗୁଣ ଚିନି ଅଥବା ପରିଷ୍କାର ଗୁଡ଼େର ଶିରାର ମଧ୍ୟେ ଛାଡ଼ିୟା ଜୋଶ ଦିତେ ଥାକିବେ । ଶିରା ସଖନ ଖୁବ ଗାଢ଼ ଆଁଶ ଧରିବେ ତଥନଇ ମୋରବା ତୈୟାର ହଇୟା ଗେଲ । ଏହି ନିୟମେଇ ଚାଲ କୁମଡ଼ା, ଆମଲକୀ ଓ ଛେବ ଇତ୍ୟାଦିର ମୋରବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିତେ ହ୍ୟ ।

ନିମକ ପାନିର ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାଲୀ

ଗାଛ ହିତେ ପଡ଼ା ଅକ୍ଷତ ପୋଖ୍ତା ଆମ କୁଡ଼ାଇୟା ଆନିଯା ଭାଲ ମତ ଧୁଇୟା ମାଟିର ପାତ୍ରେ ରାଖିଯା ଆମେର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନି ଭରିଯା ଦିଯା ତିନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଗୁଲି ଡୁବାଇୟା ରାଖିବେ । ଅତଃପର ଆମଗୁଲି ଆବାର ଧୁଇୟା ପାନିଗୁଲି ଫେଲିଯା ଦିବେ । ଏହିବାର ନୂତନ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତି ଏକଶତ ଆମେର ଜନ୍ୟ ଏକ ପୋଯା ନିମକ, ଆଧ ପୋଯା ରସୁନ ଏବଂ ଆନ୍ତ ଲାଲ ମରିଚ ପରିମାଣ ମତ ଦିଯା ଆମଗୁଲି ଏହି ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଛାଡ଼ିୟା ପନର ଦିନ ପର ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ପାନି ସର୍ବଦାଇ ଆମେର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୁବାଇୟା ରାଖିତେ ହିବେ । କେହ କେହ ଦ୍ୱିତୀୟବାରେର ପାନି ଫେଲିଯା ଦିଯା ତୃତୀୟ ବାରେର ପାନିର ସହିତ ମେଥି ଜୋଶ କରିଯା ପାନି ଠାଣ୍ଡା ହିଲେ ଆମଗୁଲିର ମୁଖେ ସାମାନ୍ୟ ତୈଳ ମାଖାଇୟା ଦିଯା ଉତ୍କ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଛାଡ଼ିୟା ଥାକେ । ମେଥିର କାରଣେ ଏହି ପାନି ନଷ୍ଟ ହ୍ୟ ନା ବରଂ ଉହାତେ ଆମ ବେଶୀ ଦିନ ହ୍ୟାମୀ ହିବ୍ୟା ଥାକେ ।

ଲେବୁର ଆଚାର ତୈୟାର କରାର ନିୟମ

ପ୍ରାଚ ସେର କାଗଜୀ ଲେବୁ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଫେଲିଯା ଏକଦିନ ଭିଜାଇୟା ରାଖିବେ । ୨ୟ ଦିନେ ପାନି ଫେଲିଯା ଦିଯା ପ୍ରତିଟି ଲେବୁର ଚାର ଚାର ଫାଡ଼ ଦିଯା ଉହାର ମଧ୍ୟେ ଗରମ ମସଙ୍ଗା, ସୈନ୍ଦବ ଲବଣ ଭରିଯା ଦିବେ । ପ୍ରାଚ ସେର ଲେବୁର ଜନ୍ୟ ଆଧ ସେର ମସଙ୍ଗା ଏବଂ ତିନ ପୋଯା ଲବଣଇ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ନିମକ ଓ ମସଙ୍ଗା ଭରିଯା ଲେବୁଗୁଲି ଏକଟି ବର୍ତନେ ରାଖିଯା ଉହାର ଉପର ଅନ୍ୟ ଲେବୁର ରସ ନିଂଡାଇୟା ଦିବେ । କେହ କେହ ଲେବୁର ପାନି ୩ ବାରଓ ପରିବର୍ତନ କରିଯା ଥାକେ ଏବଂ ସେର ପ୍ରତି ୧ ଛଟାକ ମସଙ୍ଗା ଏବଂ ପୋଡ଼ା ଲେବୁର ରସ ଯତ ବେଶୀ ନିଂଡାଇୟା ଦେଓୟା ଯାଯା, ତତହିଁ ଉହା ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲ ଥାକେ ।

କେହ କେହ ଏହି ଲେବୁର ଆଚାରେ ୧୫ ସେର ଲେବୁର ଜନ୍ୟ ୧୧ ସେର ନିମକ, ୬ ମାସା ଶୁଣ୍ଠି ଆଦା, ୬ ମାସା ପିପୁଲ, ୬ ମାସା ସମୁଦ୍ର ଫେନା ଓ ୬ ମାସା ସାଦା ଜିରା ଏହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗରମ ମସଙ୍ଗାର ସହିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ଦିଯା ଥାକେ ।

କାପଡ଼ ରଂଗାଇୟାର ନିୟମ

କାଲ ରଂ—ପାଥର ଚୁନାର ଗୁଡ଼ା ଆଧ ସେର, ଖାଟି ନୀଳ ଏକ ସେର, ଗୁଡ଼େର ଶିରା ଆଧ ସେର, ସକଳ ବଞ୍ଚି ମିଶାଇୟା ଏକଟା ଚାଡ଼ି ବା ଗାମଲାର ମଧ୍ୟେ ଭରିଯା ସକାଳେ, ଦୁପୁରେ ଓ ବୈକାଳେ ଏକଟା କାଠି ଦିଯା ଖୁବ ନାଡ଼ିୟା ଉହାର ଗାଦ ଉଠାଇୟା ଫେଲିବେ । ଯଦି ଶୀତକାଳ ହ୍ୟ, ତବେ ଉତ୍କ ଗାମଲାର ଚତୁର୍ଦିକେ ଆଗ୍ନନେର ତାପ ଦିଲେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଗାଦ ଉଠିୟା ଯାଇବେ । ପରିଷ୍କାର ହୋଇବାର ପର ଉହାର ମଧ୍ୟେ କାପଡ଼ ଚୋବାଇୟା ରଂ ଲାଗାଇବେ । କାପଡ଼ ଶୁକାଇୟା ତାରପର ତାଜା କାଂଚା ଦୁଧେର ମଧ୍ୟେ ଡୁବାଇବେ ଅଥବା ମେନ୍ଦି ପାତାର ପାନି ଜୋଶ ଦିଯା ତାହାତେ କାପଡ଼ ଚୁବାଇୟା ଶୁକାଇୟା ନିବେ, ଉହାତେ ରଂ ଖୁବ ପାକା ହ୍ୟ ।

ହଲୁଦ ରଂ

ପ୍ରଥମେ ହଲୁଦ ଖୁବ ଗୁଡ଼ା କରିଯା ପାନିର ମଧ୍ୟେ ମିଶାଇବେ, ଉହାତେ କାପଡ଼ ରଂଗାଇୟା ନିଂଡାଇୟାର ଏବଂ ଶୁକାଇୟା ନିଯା ଦୁଇ ତୋଳା ସାଦା ଫିଟକାରୀ ଚର୍ଚ କରତଃ ପାନିର ସହିତ ମିଶିତ କରିଯା ସେଇ ପାନିତେ

কাপড় ধূইয়া শুকাইবে। অতঃপর অর্ধ সের আমের ছাল তিন প্রহর পর্যন্ত পানির সহিত জোশ দিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে কাপড় চুবাইয়া রং করতঃ শুক করিবে।

সোনালী আভা রং

প্রথমে সিকি তোলা ওজনের হলদি দ্বারা রংগন পানিতে কাপড় রংগীন করিয়া এক পোয়া নাসপাল (নাস্পেল) পানিতে জোশ দিয়া উহা ছাঁকিয়া কাপড় রংগাইয়া অবশিষ্ট নাসপালের পানি রাখিয়া দিবে। তারপর সিকি তোলা ওজনের গেৱ পানিতে মিশ্রিত করিয়া উহাতে পুনরায় উক্ত কাপড় রংগাইবে এবং পূর্বের যে রাস্কিত নাসপালের পানি আছে উহার মধ্যে কাপড় চুবাইয়া নিবে। অতঃপর একতোলা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ করিয়া পরিশ্বার পানির সহিত মিশ্রিত করিবে। উহার মধ্যে উক্ত কাপড় একবার চুব দিয়া উঠাইবে। অবশিষ্ট ফিটকারীর পানির মধ্যে চাউলের গুঁড়া অথবা ময়দার সামান্য কলপ দিয়া কয়েক বার উক্ত কাপড় ডুবাইয়া উঠাইবে।

সোনালী রং করার অন্য নিয়ম

নাসপাল এবং মঙ্গিষ্ঠা সম্পরিমাণ লইয়া আধ-থেতো করিয়া অথবা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা বেলায় পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে উহা জোশ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। সর্বপ্রথম ফিটকারী খুব চূর্ণ করিয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুক করিয়া নিবে। অতঃপর নাসপাল এবং মঙ্গিষ্ঠার পানিতে কাপড় ডুবাইয়া রং করিয়া ফেলিবে।

গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম

ফিটকারীর পানির মধ্যে কাপড় ডুবাইয়া শুকাইয়া নিয়া তারপর নীলের পানির মধ্যে কাপড় ভিজাইবে। অতঃপর নাসপাল ও মঙ্গিষ্ঠার বঙ্গিন পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই সবুজ রং করা হইয়া যাইবে।

সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী

আধ পোয়া আমের কচি পাতা লইয়া আধ সের পানিতে জোশ দিবে, ছাঁকিয়া নিয়া উক্ত পানি রাখিয়া দিবে। অতঃপর অন্য পানিতে উহা ২য় বার জোশ দিতে হইবে এবং পানি পৃথক করিয়া রাখিয়া ৩য় বার জোশ দিবে এবং পানি ছাঁকিয়া পৃথক রাখিবে।

প্রথম বারের জোশ দেওয়া পানিতে কাপড় প্রথমে চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় বারের জোশ দেওয়া পানিতে চুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর তৃতীয় বারের জোশ দেওয়া পানির সহিত নয় মাসা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে কাপড় খুব মলিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার ছাল এক পোয়া, জায়ফল ৪ তোলা আধ কেটা করিয়া রাত্রে পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ভোরে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। তারপর দুই তোলা ফিটকারী চূর্ণ ভিন্ন পানিতে মিশ্রিত করিয়া কাপড়খানা প্রথমে ফিটকারীর পানিতে ডুবাইবে। তারপর ছাল ভিজান পানির মধ্যে ভিজাইয়া উঠাইয়া এই রংগন পানির মধ্যে হীরার কস এক তোলা পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিয়া উক্ত কাপড় আবার চুবাইবে ও শুক করিয়া ব্যবহার করিবে।

লাল-আভা পাকা গাঢ় বেগুনী রং

আধ পোয়া মঙ্গিষ্ঠা এবং আধ পোয়া মেন্দি পাতা থেতো করিয়া রাত্রে ছয় সের পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে মাটির হাড়িতে করিয়া কয়েকবার জোশ দিয়া ছাঁকিয়া রাখিবে।

ଅତଃପର ବଡ଼ ହରିତକୀ ଓ ହଲୁଦ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ବେଶୀ ପାନିର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ସମାନ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାପଡ଼ଟା ରଙ୍ଗାଇବେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିବେ ଯେ ଛାପ ଛାପ ରଂ ନା ଲାଗେ । ଅତଃପର କାପଡ଼ ନିଂଡ଼ାଇୟା ଛାଯାର ମଧ୍ୟେ ଶୁକାଇୟା ନିବେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ପାନି ରାଖିଯା ଦିବେ । ତାରପର ଆଧ ପୋଯା ଗୁଡ଼ ଓ ଆଧ ପୋଯା ଶୁକନା ଆମଲକୀ ଏକଟା ଲୋହର କଡ଼ାଇତେ ଲାଇୟା ଅଳ୍ପ ପାନି ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ରୌଦ୍ରେ ରାଖିବେ । ସଥନ ଗରମ ହଇୟା ଉହା ହଇତେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଉଠିବେ ଏବଂ କାଲ ରଂ ଧାରଣ କରିବେ ତଥନ ପୂର୍ବେର ରକ୍ଷିତ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ଓ ମେନ୍ଦି ପାତାର ଜୋଶ ଦେଓୟା ପାନି ଉହାର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା କାପଡ଼ ରଙ୍ଗାଇବେ ।

ଚକଳେଟ ରଂ

ଦୁଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଜୁ (ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବିଶେଷ) ଆଧ ଥେତୋ କରିଯା ଏକ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଭିଜାଇୟା ରାଖିଯା ବାଟିଆ ନିଯା କିଛୁ ବେଶୀ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ମିଶ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ଉହାର ମଧ୍ୟେ କାପଡ଼ ରଙ୍ଗାଇୟା ଶୁକାଇୟା ନିବେ । ଅତଃପର ଏ ପାନି ଫେଲିଯା ଦିଯା ଉତ୍କ୍ରୋଧ ପାତ୍ରେ ନୂତନ ପାନି ଲାଇୟା ଉହାର ସହିତ ଏକ ପୋଯାଲାଯ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପରିମାଣ “କାଟ” ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ଉହାତେ ଉତ୍କ୍ରୋଧ କାପଡ଼ ରଙ୍ଗାଇବେ ।

“କାଟ” ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଯମ : ପନର ସେଇ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଦୁଇ ସେଇ ଲୋହା, କିଛୁ ଆମଲକୀ, କିଛୁ ବଡ଼ ହରିତକୀ ମିଶାଇୟା ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳ ରାଖିବେ । କେହ କେହ ସେମାଇ ଜାଲ ଦିଯା ଉହାର ପାନିଓ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ଥାକେ । ସଦି ରଂକାରକଦେର ନିକଟ କାଟ ପାଓୟା ଯାଯା, ତବେ ଆର ନିଜେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାର ଦରକାର ନାଇ ।

ବାଦାମୀ ବା ହାଲ୍କା ଜରଦ ରଂ

ପ୍ରଥମେ ହାଲ୍କା ରଂଗେର ଗେର ଦ୍ୱାରା କାପଡ଼ ରଂ କରତଃ ଶୁକାଇୟା ନିବେ । ଅତଃପର “ତୁଳ” (ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଛେର ଗୋଟା) ହାମାନ ଦିନାଯ କୁଟିଆ ଉହାର ଶାସ ବାହିର କରିଯା ଲାଇୟା । ଶାସଗୁଲି ପାନିର ସହିତ ୨/୩ ବାର ଜୋଶ ଦିଯା ଆପର ଏକଟି ପାତ୍ରେ କିଛୁ ଠାଣ୍ଡା ପାନି ଲାଇୟା ଜୋଶ ଦେଓୟା ପାନିର ଅର୍ଧେକ ମିଶ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ କାପଡ଼ ଚୁବାଇୟା ଦେଖିବେ ସଦି ରଂ ଏକଟୁ କମ ଗାଡ଼ ମନେ ହୁଏ, ତବେ ବାକୀ ଅର୍ଧେକ ଜୋଶ ଦେଓୟା ତୁଲେର ପାନିଓ ଉତ୍କ୍ରୋଧ ଠାଣ୍ଡା ପାନିର ସହିତ ମିଶାଇୟା କାପଡ଼ରେ ଦିବେ ।

(ପାକା ବେଣ୍ଟନୀ ରଂ ଯାହା ଏକଟୁ କାଲଚେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ହୁଏ ଉହାକେ ଇଂରେଜୀତେ ବ୍ରାଉନ ରଂ ବଲେ) ଚୁନେର ପାନିର ସହିତ ପତଙ୍ଗ ଶିରୀନ ଜୋଶ କରିଯା ଛାକିଯା ଉହାର ସହିତ ବଡ଼ ହରିତକୀ ଏବଂ ହୀରାର କସ ପିଘିଯା ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ଥାକେ । (ହୀରା କସ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିଟକାରୀ ବା ଲୋହ ଓ ଗନ୍ଧକ ମିଶାଗେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଇୟା ଥାକେ ।)

ଲାଲ ପାକା ରଂ

ତିନ ଛଟାକ ପତଙ୍ଗ ଶିରୀନ କୁଚା କୁଚା କରିଯା କାଟିଆ ଏକ ସେଇ ପାନିତେ ଜୋଶ କରିଯା ଏକ ବାତା ରାଖିଯା ପରେର ଦିନ ସକାଳେ ପୁନରାୟ ଜୋଶ ଦିଯା ଆଧୁନିକ ପାନିତେ ନାମାଇୟା ଉହା ଛାକିଯା ପାନି ପୃଥକ କରିଯା ରାଖିବେ ଏବଂ ଉତ୍କ୍ରୋଧ ପତଙ୍ଗ ଶିରୀନେର ଛାକା ଅଂଶ ପୁନରାୟ ତତଖାନି ପାନିତେ ଜୋଶ ଦିଯା ଅର୍ଧେକ ଥାକିତେ ଛାକିଯା ସେଇ ପାନିଓ ପୃଥକ ରାଖିବେ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ତୋଳା ବଡ଼ ହରିତକୀ ପିଘିଯା ପାନି ମିଶ୍ରିତ କରତଃ ଉହାତେ କାପଡ଼ ଭିଜାଇୟା ଶୁକାଇୟା ଲାଇୟା । ତାରପର ଦୁଇବାର ଜୋଶ ଦେଓୟା ୧ମ ବାରେର ପତଙ୍ଗ ଶିରୀନେର ପାନିତେ କାପଡ଼ ରଙ୍ଗାଇବେ ଏବଂ କାପଡ଼ ଶୁକାଇୟା ଲାଇୟା । ତାରପର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରେର ଏକବାର ଜୋଶ ଦେଓୟା ପାନିତେ ଏକ ତୋଳା ସାଦା ଫିଟକାରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରିତ କରିଯା ହାତ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ ନାଡ଼ିବେ ଯେଣ ଉହାର ଫେନା ଉଠିଯା ଯାଯା । ଅତଃପର ଉତ୍କ୍ରୋଧ କାପଡ଼ ଏଇ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ଏକ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇୟା ରାଖିଯା ଦିବେ । ରଂ କରା ହେଲା ଗେଲେ ଚିପିଯା ଶୁକାଇୟା ଲାଇୟା ।

পেন্তা রং

কাপড়ে প্রথমে হল্দি রং দিয়া সাবানের পানিতে ভিজাইবে। অতঃপর কাগজী লেবুর রস পানিতে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইবে।

পেন্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম

৪ মাসা নীল চূর্ণ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার মধ্যে কাপড়ে রং লাগাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে। অতঃপর ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া শুকাইবে এবং ৪ তোলা নাসপাল পানির মধ্যে কাপড় চুবাইয়া শুক করিয়া ফেলিবে।

নীল রং

প্রথমত নীল তুঁইতা পিষিয়া পানিতে মিশাইয়া রাখিবে। তারপর চুনা পাথর দ্বারা কাপড়ের হাঙ্কা রং দিবে। অতঃপর উক্ত তুঁইতা মিশ্রিত রং পৃথকভাবে লইয়া উহাতে কাপড় চুবাইতে থাকিবে এবং প্রত্যেক বারেই শুকাইতে থাকিবে। যখন কাপড়টি মনোরম রঙে রঞ্জিত হইয়া যাইবে তখন ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া অতঃপর চিপিয়া শুকাইবে।

খাদ্য অধ্যায়

বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ জানা না থাকিলে শরীর বক্ষ করা দুষ্কর। সে জন্য এই অধ্যায়ে খাদ্যের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

খাদ্যের দ্বারা আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়। শরীর রক্ষার জন্য কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে আহার করিলে শরীরে যথোচিত শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয় তাহা জানা দরকার। খাদ্য হইতে যে পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহার $\frac{1}{6}$ অংশ কর্ম শক্তিতে এবং অবশিষ্ট $\frac{5}{6}$ অংশ দেহের তাপ বজায় রাখিতে ব্যয়িত হয়।

শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যই শরীরের তাপ উৎপাদন করে। এজন্য বয়স্ক ব্যক্তিক খাদ্য $\frac{4}{6}$ ভাগ শ্বেতসার ও স্নেহ পদার্থ এবং এক ভাগ আমিষ জাতীয় পদার্থের আবশ্যক। ঘৃত, মাখন প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের মূল্য বেশী। এগুলি অধিক খাইলে শরীরে মেদ জন্মে বলিয়া দুনিয়ার সকল দেশেই দেহের তাপের সমতা রক্ষার জন্য ভাত, ঝুটি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১) আমিষ জাতীয় খাদ্য—মাছ, গোশত, ডিম, ছানা প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন ডাল, দুধ, আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতেও অল্পাধিক আমিষ জাতীয় উপাদান আছে।

(২) স্নেহ পদার্থ—ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি। ইহাছাড়া দুধ, নারিকেল, বাদাম, পেন্তা, আখরোট, মাছ, গোশত, প্রভৃতিতেও কিছু পরিমাণে স্নেহ পদার্থ আছে।

(৩) শ্বেতসার—ভাত, ঝুটি, পাউরঁটি, সুজি, আলু, চিনি, গুড় ইত্যাদি।

(৪) লবণ জাতীয়—লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, ধাতব লবণ।

(৫) পানি; (৬) ভিটামিন। এই ছয় প্রকারের পদার্থই প্রত্যেক লোকের দেহের শক্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আমাদের খাদ্যে উপরোক্ত সকল প্রকারের উপাদানই যথোচিত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। কেোন এক জাতীয় খাদ্যে সকল জাতীয় উপাদান থাকে না। বিভিন্ন উপাদানের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন।

আমিষ জাতীয় উপাদান শরীরের ক্ষয়পূরণ করে। স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় উপাদান তাপ ও কর্ম শক্তি উৎপাদন করে। লবণ জাতীয় উপাদানে অস্তির গঠনও বৃদ্ধি করে।

ପାନି ଦେହେ ରକ୍ତ ସଥ୍ଵାଳନେର ସହାୟତା କରେ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବର୍ଧନ କରେ । ଶରୀର ଓ ସାନ୍ତ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଏହି ସବଗୁଲିଇ ଅପରିହାର୍ୟ । ଏଇଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ସୁମଧୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଓୟା ଉଚିତ । ଯେ ଖାଦ୍ୟେ ଉକ୍ତ ଛୟ ପ୍ରକାରେର ଉପାଦାନ ଥାକେ ଏବଂ ଦେହ ପରିପୂରକ, ଦେହ ପରିପୋଷକ ଏବଂ ଦେହ ସଂରକ୍ଷକ ଉପାଦାନ ସ୍ଥିତିରେ ପରିମାଣେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକେ ଏବଂ ଆହାର କରିଲେ ସହଜେଇ ହଜମ ହିଁଯା ଯାଇ, ଦେହେର ଦୈନିକ କ୍ଷୟପୂରଗ ଓ ଦେହେର ପ୍ରୋଜନୀୟ ତାପ ଓ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟକେଇ ସୁମଧୁର ଖାଦ୍ୟ ବା ମିଶ୍ର ଖାଦ୍ୟ ବଲେ ।

ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣେର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁତେହେ ଶରୀରେର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରା । ମାଛ, ମାଂସ, ଛାନା, ଡିମ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣୀଜ ଆମିଷ ଉଡ଼ିଙ୍ଗ ଆମିଷ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀରେର କ୍ଷୟ ପୂରଣେର ପକ୍ଷେ ଅଧିକତର ଉପଯୋଗୀ । ଏଇଜନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୋଜନୀୟ ଆମିଷେର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଜ ଆମିଷ ହିଁଯା ଉଚିତ । ଆଟାର ଆମିଷ ଅପେକ୍ଷା ଚାଉଲେର ଆମିଷ ଦେହେର କ୍ଷୟ ପୂରଣେର ପକ୍ଷେ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ । ଅର୍ଥାତ ଆଟାର ଆମିଷ ଚାଉଲେର ଆମିଷେର ପାଯ ଦିଗ୍ନଗ । ଏଇଜନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭାତ ବା ଶୁଦ୍ଧ ରନ୍ତି ନା ଖାଇଁଯା ଏକ ବେଳା ଭାତ ଏବଂ ଏକ ବେଳା ରନ୍ତି ଖାଓୟାଇ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ପକ୍ଷେ ଅଧିକ ହିଁତକର ।

ଭିଟାମିନ ବା ଖାଦ୍ୟ-ପ୍ରାଣ

ଆମାଦେର ଖାଦ୍ୟେ ଆମିଷ, ସ୍ନେହ, ଲବଣ ଓ ପାନି ଏହି ପାଂଚ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ବ୍ୟାତୀତ ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପଦାର୍ଥ ଆହେ, ଯାହାର ଅଭାବେ ଆମାଦେର ଦେହେର ସଥ୍ୟାୟଥ ପରିପୋଷଣ ହୁଏ ନା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ । ଏହି ଭିଟାମିନଗୁଲି ଅତିଶୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରିମାଣେ ସାମାନ୍ୟ ହିଁଲେଣ୍ଡ ଆମାଦେର ଦେହେର ଉପର ଇହାଦେର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ । ଜୀବନ ଧାରଣେର ପକ୍ଷେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଅପରିହାର୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଲିର ନାମି ହିଁଲେ ଭିଟାମିନ ବା ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣ । ଏହି ଭିଟାମିନ ମହିନାରେ ଜ୍ଞାନ୍ୟମନ୍ଦିରୀ, ଯକୃତ ଓ ପାକସ୍ତଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତରୀଳ ସନ୍ତ୍ରଣ୍ଗଳିର କ୍ରିୟାର ସହାୟତା କରେ । ଇହାଦେର ଅଭାବେ ଦେହ ଅସୁନ୍ଦର ହିଁଯା ପଢ଼େ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଁଯା ନାନା ପ୍ରକାର କଠିନ ରୋଗେର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନେର ଅଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜନ୍ମେ । ଭିଟାମିନ ପ୍ରଧାନତଃ ପାଂଚ ପ୍ରକାର । ଇହାରା ବିଭିନ୍ନଭାବେ ଥାକେ ଏବଂ ଇହାଦେର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ । କୋନ କୋନ ଖାଦ୍ୟ ଏକାଧିକ ଭିଟାମିନେର ସମବାଯାଓ ଦେଖା ଯାଇ ।

স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব.bibliography.com
ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা

কিসে কিসে পাওয়া যায়		উপকারিতা	অভাবে অপকারিতা
A	ভিটামিন A দুধ, মাখন, দুধের সর, ডিম, কড়লিভার অয়েল, টাট্কা শাক-সবজি, লাল ও হলুদ ফল, পশুর যকৃত, পালংশাক, মিষ্টি আলু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।	ভিটামিন দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করে, রোগ প্রতিবেধক ক্ষমতা বাড়ায়, দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে।	ইহার অভাবে রাতকানা ও নানা প্রকার চক্ষু রোগ জন্মে। চর্ম রোগও হইতে পারে।
B	টেকি ছাঁটা চাউল, খাতায় ভাঙ্গা আটা, ডাইল, বাদাম অংকুরিত শস্য, মাছ, পশুর যকৃৎ, ডিম, আলু, কলা, পঁয়ুইশাক, ফেন না-গালা ভাত প্রভৃতি।	স্বাস্থ্য রক্ষা করে, স্নায়ুর পুষ্টি বৃদ্ধি পায়, কার্য ক্ষমতা ও সাহস বৃদ্ধি করে, শিশুদের বৃদ্ধি বজায় রাখে।	বেরী বেরী রোগ হয়, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়।
C	অংকুরিত শস্য, লেবু, আনারস, আম, টমাটো, বেগুন, টাট্কা শাক-সবজি গুড়, মাছের ডিম, বাঁধাকপি, গোলাপ জাম প্রভৃতি।	রক্ত ও দেহের রসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিবেধক, শক্তি বাড়ায়।	স্কার্বি রোগ জন্মায়। চর্ম রোগ দেখা দেয়। দাঁতের মাড়ী নষ্ট হয়। অকালে দাঁত পড়িয়া যায়।
D	ডিম, দুধ, মাখন, মাছের তেল, পশুর যকৃৎ, ছোট মাছ, কাঁচা শাক-সবজি, বাঁধাকপি, ডাটা ইত্যাদি এবং সূর্য কিরণ।	অস্থি, দস্ত ও পেশী গঠনের সাহায্য করে।	অস্থি দুর্বল হয় ও রিকেট রোগ জন্মে।
E	কড়লিভার তেল, টেকি ছাঁটা কুড়াযুক্ত চাউল, গম ও ঘব, বাদাম, ডিমের কুসুম।	মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে।	প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়। সহবাসে অক্ষম হয়। যৌনশক্তি লোপ পায়।

কোন খাদ্যে কত গুণ ভিটামিন আছে
তাহার তালিকা

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
টেকি ছাঁটা চাউল	+	++	-	+	+
কলে ছাঁটা চাউল	o	o	-	-	o
গম	+	++	-	-	+
কলে পিয়া ময়দা	o	+	-	-	-
ঝাতায় ভাঙ্গা আটা	+	++	-	-	+
সাদা ধূধথবে পাউরুটি	o	o	o	-	-
ঝাতায় ভাঙ্গা আটার পাউরুটি	+	++	-	-	-
যব	+	++	-	-	+
অংকুরিত ছোলা, মটর, মুগ	+	++	++	-	-
গমের ভূষি	+	++	-	-	-
চাউলের কুড়া	+	++	-	-	+
মুসুরী ডাল	+	++	-	-	-
চিনি	o	o	o	-	-
গুঁড়	o	+	-	-	-
মধু	o	+	o	-	-
কাঁচা দুধ	+++	++	+	+	+
বেশী জ্বাল দেওয়া দুধ	+	+	-	-	-
কঙ্গেল মিঞ্চ বা কৌটায় ভরা ঘন মিঠা দুধ	+	+	-	-	-
পনির	++	?	-	-	-
শনী	+++	++	+	-	-
দধি বা ঘোল	+	+++	+	-	-
মাখন	+++	-	o	-	-
ঘৃত	+++	+	-	-	+
কাঁচা গোশ্ত	+	+	+	-	-
সিদ্ধ গোশ্ত	+	+	+	-	-
মগজ বা মস্তিষ্ক	+	++	-	-	-
হৃৎপিণ্ড	+	+++	-	-	-
কলিজা বা যকৃত	++	++	-	-	+
মৎস্য	++	++	-	-	-

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
মাছের যক্ত	++	-	-	-	-
মাছের ডিম	+	++	-	-	-
গরুর চর্বি	++	o	o	-	-
কড় লিভার ওয়েল	+++	?	o	+++	-
ডিম	++	+++	o	-	-
ডিমের কুসুম	++	+	?	+	+
ডিমের সাদা অংশ	?	?	?	-	-
বাদাম তেল	o	o	o	o	+
কাবুলী বাদাম	o	o	o	o	+
চিনা বাদামের তেল	++	o	o	-	-
সরিয়ার তেল	o	o	o	o	-
চিনা বাদাম	+	++	-	-	-
বুনা নারিকেল	+	++	o	-	-
নারিকেলের দুধ	-	++	-	-	-
আখরোট	+	++	-	-	-
আপেল	+	+	+	-	-
বেদানা		+	+	-	-
কলা	+?	+	+	-	-
আনারস	-	++	++	-	-
আঙ্গুর	o	++	++	-	-
সর্বথকার লেবু	-	+	+	-	-
লিচু	-	+	++	-	-
আম	+	-	++	-	-
পেয়ারা	o	+	+	-	-
তেঁতুল	?	+	+	-	-
টমাটো	+	+++	+++	-	-
কিসমিস	-	+	+	o	o
খুরমা	-	+	-	-	-
বরবটি (কাঁচা)	-	+++	-	-	-
বাঁধাকপি (কাঁচা)	+	+++	+++	-	-
বাঁধাকপি (সিদ্ধ)	+	++	++	-	-
ফুলকপি	+	++	+	-	-
গাজর	++	++	++	+	-
চেরস	-	+	+	-	-

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
ওলকপি	-	+	+	-	-
লেটুস শাক	++	++	+++	-	-
পটল	-	+	+	-	-
গোল আলু (কঁচা)	+	++	++	-	-
গোল আলু (সিদ্ধ)	?	++	++	-	-
লাল মিঠা আলু	++	+	?	-	-
কলাই সুটি	++	++	+?	-	-
পালং শাক	+++	+++	+++	+	-
ইক্সু	-	+	+	-	-
মূলা	?	+	?	-	-
শালগম	?	+	++	?	-
পেঁয়াজ	?	+	?	-	-
রসূন	?	?	++	-	-
বেগুন	?	+	+	-	+
তিল তেল	?	o	o	-	-

যদিও তেলে কোন প্রকার খাদ্যপ্রাণ নাই, তবু দেহের তাপ রক্ষার্থে উদ্ভিজ তেল খাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ৪ চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর সি, আই, ই; আই, এস ও এম বি, এফ,সি, এস রসায়নচার্য প্রণীত খাদ্য নামক পুস্তক হইতে উপরিউক্ত খাদ্যপ্রাণ তথ্যাদি সংগৃহীত হইল।

ভিটামিন A—ইহা দেহের বৃদ্ধি ও পৃষ্ঠি সাধান করে, চক্ষুর দ্রষ্টিশক্তি বর্ধন করে, দস্তদিগকে সাহায্য করে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার অভাবে শিশু বালক-বালিকাদের শরীর রীতিমত বৃদ্ধি পায় না।

এই ভিটামিন সাধারণ উত্তাপে নষ্ট হয় না, কিন্তু রঞ্চনকালে বেশী উত্তাপে বাস্পের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রঞ্চনকালে খাদ্য-দ্রব্য ঢাকনা দিয়াও অল্প উত্তাপে পাকান উচিত। বেশী সিদ্ধ করা দ্রব্যে খাদ্যপ্রাণ থাকে না। এই জন্য যাহাতে বাস্পের সহিত খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। তরকারীর বাকলে, চাউলের কুড়ায় বেশী ভিটামিন থাকে, এই জন্য চাউলের কুড়া ছাড়ান ঠিক নহে। তরকারী খোসাসহ যতদূর সম্ভব খাওয়া উচিত। ভাতের মাড় কোনমতেই ফেলান উচিত নহে। মাড় না গালিয়া রঞ্চন করাই উত্তম। যদি মাড় গালিতেই হয়, তবে খাওয়ার সময় ভাতের সহিত ফেলও খাইবে। তরকারীর মধ্যে কিছু চাউলের কুড়া মিশ্রিত করিয়া রাখিলে বিশেষ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

ভিটামিন B— ইহা শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ কাঠিন্য করে। পেশী, স্নায়ুমণ্ডলী, হৎপিণি ও পাকস্থলীকে সবল করে। দেহ যন্ত্রগুলিকে কর্মক্ষম রাখে। বেরিবেরি, স্নায়ু প্রদাহ প্রভৃতি রোগ দূর করার সহায়তা করে।

ভিটামিন B দুই প্রকারঃ B-১নং এবং B-২নং উভয়ের গুণই প্রায় সমান। এইজন্য ইহাকে ভিটামিন (B Complex) মিশ্রিত-বি ভিটামিন বলে। ভিটামিন B-১নং কে বেরিবেরি প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। ইহাও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে সরল ও কর্মক্ষম রাখে, হজম শক্তি বাড়ায়। ভিটামিন B-২নং শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা, পালং শাক, কলমী শাক, লেটুস শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি। সমস্ত তরিতকারীর খোসায়, মটর, মসুর, ছোলা ইত্যাদির ভূষিতে চাউলের কুড়ায়, বিশেষ করিয়া রোদের তাপ প্রাপ্ত গাছ-গাছড়ার ফল ও তরিতকারীতে প্রাপ্তব্য। এইজন্য খোসাযুক্ত তরকারী, ডাল, ইত্যাদি মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত।

ভিটামিন C— ইহা রক্ত ও দেহসংগ্রহকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিবেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন D— ইহা অস্থি, দস্ত ও পেশী গঠনে সাহায্য করে। এইজন্য ছোট শিশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডিয়ুক্তি খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত। ভোরের রোদের তাপের মধ্যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, ইহাকে অল্টাভায়েলেটও বলে। এইজন্য শিশুর শরীরে দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় রোদের তাপ দেওয়া উচিত। ইহাতে শিশুর সর্দি, কাশি ও চর্মরোগ হইতে মুক্ত থাকে। শরীর মজবুত হয়, রোগ প্রতিবেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন E— এই ভিটামিন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে, প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে, রতিশক্তি বর্ধন করে, ঘোবন শক্তি স্থায়ী রাখে। এই ভিটামিনের অধিকাংশ চাউলের কুড়ায়, ভাতের ফেনে, ডিমের কুসুমে, কডলিভার অয়েলে, গম-ঘব, পশুর কলিজায় ও কাবুলী বাদামে পাওয়া যায়।

একজন পরিশ্রমী পূর্ণ বয়স্ক বাঙালী লোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য-তালিকা (দুই বেলার)ঃ

খাদ্য	পরিমাণ
চাউল	৪ ছটাক
আটা	৩ ছটাক
ডাইল	২ ছটাক
ঘৃত, মাখন, তৈল	১½ ছটাক
মাছ, গোশ্ত, ডিম ও ছানা	২ ছটাক
শাক-সবজি ও ফল	৩ ছটাক
দুধ	৪ ছটাক
গুড় বা চিনি	½ ছটাক
নিমক	পরিমাণ মত
পানি	প্রচুর পরিমাণে

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে মলমৃত্র, ঘাম ইত্যাদির সহিত দৈনিক প্রায় সাড়ে তিনি সের পানি সরিয়া যায়। ইহা পূরণের জন্য এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া রক্ষার ও ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রচুর পানি পান করিবে। পানিতে পাকস্থলী ঘোত হইয়া যায়। অতএব, সর্বদা বিশুদ্ধ পানি পান করিবে, বিশেষ করিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে এবং ভোরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পান কর্তব্য, ইহাতে অনেক উপকারিতা আছে।

[আমাদের দেশীয় শাক পাতা ও তরিতরকারির গুণগুণ]

শাক—প্রায় সমস্ত শাকই গুরুপাক, অতিশয় মলজনক ও মলবাত নিঃসারক। শাক শরীর ও অঙ্গ নাশ করে, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, রক্ত, শুক্র নষ্ট করে, অকালে বার্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু। অল্পেও প্রায় এই সকল দোষ বর্তমান থাকে। অতএব, শাক বেশী ভক্ষণ করা উচিত নহে। যে সকল শাকে $\frac{1}{6}$ উপকারিতা আছে, তাহা খাওয়ায় উপকার বৈ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অতিরিক্ত শাক ভোজনে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।

বেতো শাক—ইহা হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, রুচিপ্রদ, শুক্র ও বলকারক সারক এবং প্লীহা, রক্ত-পিণ্ড, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

গীমা শাক—লঘু পাক, রুচিকারক এবং পিণ্ড, কফ, কামলা পাণ্ড জ্বর ও প্লীহা রোগ নাশ করে।

শেঁচি বা শালিঞ্চ শাক—ইহা অগ্নি বর্ধক, কফবাত প্রশমক, প্লীহা ও অর্শরোগ নাশক।

পুই শাক—ইহা ঠাণ্ডা, শ্লেষাকর, কঠের অহিতকর, নিদ্রাজনক, বায়ু ও পিণ্ডনাশক, শুক্র বর্ধক, রক্তপিণ্ড নিবারক, বলকারক, রুচিপ্রদ, সুপথ্য পুষ্টিকারক ত্তপ্তিজনক।

পুদিনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা বা তোত্লামী নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর এবং বমি ও অরুচি নিবারক।

কাঁটা নটে শাক—ইহা লঘু পাক, ঠাণ্ডা, রুচিকর, মল-মৃত্র সংশোধন করে, পেটের অগ্নি বাড়ায় এবং পিণ্ড, কফ, রক্ত দুষ্টি ও বিষ নাশক।

পালং শাক—ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, কফ বাড়ায়, পায়খানা বাড়ায়, পেট নরম করে, গুরুপাক, রক্তপিণ্ড ও বিষদোষ দূর করে।

পাট শাক—ইহা রক্তপিণ্ড দোষ দূর করে, মল বর্ধক, বাতের প্রকোপ বাড়ায়।

কলমী শাক—স্ন দুৰ্ঘ বাড়ায়, শুক্র বৃদ্ধি করে, চোখের জ্যোতির হিতকর ও ঠাণ্ডা। বিষ দোষ নষ্ট করে।

নুনে শাক বা নোনতা শাক—ইহা গুরুপাক, হজম শক্তি বাড়ায়, অর্শ রোগ, বায়ু শ্লেষা, অগ্নি-মান্দ্য ও বিষ দোষ দূর করে।

হেলেঞ্চি বা হিঞ্চে শাক—ইহাকে ব্রহ্মী শাকও বলা হয়। ইহা শোষ কুঠ কফ ও পিণ্ড দোষ নিবারণ করে।

মূলা শাক—মূলার কচি শাক হজমী কারক, লঘু, রুচিকর ও গরম। ইহা তৈল ঘৃতের সহিত পাকাইয়া ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিণ্ড কফ নিবারক হয়। আর সিদ্ধ না হইলে কফ ও পিণ্ড বাড়াইয়া দেয়।

মটর শাক—লঘু পাক, পেট নরম করে, বায়ু, পিণ্ড, কফ দোষ দূর করে।

সরিষার শাক—মল-মৃত্র বাড়ায়, গুরুপাক, দাহ বাড়ায়, গরম, বায়ু পিণ্ড, কফ বাড়াইয়া দেয়। ইহা সমস্ত শাকের নিকৃষ্ট শাক।

ছোলা শাক—রঁচিকর, হজম হওয়া কঠিন, কফ, বাত বৃদ্ধি করে, মল বৃদ্ধি করে ও দাঁতের ফোলা দোষ দূর করে।

পটল শাক—ইহা পিত্ত দোষ নষ্ট করে, হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, ঠাণ্ডা, লঘুপাক, শুক্র বর্ধক, জর, কাশ ও ক্রিমি রোগ নিবারক।

গন্ধ ভাঞ্চুলে—গুরুপাক, শুক্র বর্ধক, বল কারক, ভগ্ন সংযোজক, সারক, বাত, রক্ত ও কফ দূর করে।

কলাই শাক বা খেসারী শাক—গুরুপাক, মুখ রোচক। আর কেবল গুণ নাই।

থুলকুড়ি, ঠানকুনি বা টাকা পাতা—ইহা ঠাণ্ডা, সারক, মেধাজনক, আয়ুস্কর, স্বর্ব বর্ধক ও শৃঙ্খল বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্ত দোষ, কাশ, বিষদোষ, শোষ ও জ্বর নাশক।

কলার মোচা—ঠাণ্ডা, দেরিতে হজম হয়। বায়ু পিত্ত ও ক্ষয় নিবারণ করে।

শজিনার ফুল ও ডাটা—তেজস্বী, ফুলা নিবারক, ক্রিমি, কফ, বায়ু, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক।

বেতের ডগা—ভেদক, লঘু, ঠাণ্ডা, বাত বর্ধক এবং রক্ত দোষ, কফ ও পিত্তের দোষ দূর করে।

ধনে শাক—পিত্ত নাশক, রঁচিকর, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস-কাশ ও ক্রিমি নিবারক।

পান—রঁচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কাম দীপক। ইহা কফ, মুখ দুর্গন্ধি, বায়ু শ্বাস্তি ও রাত্রিদ্রোগ (রাত কানা) নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রঁচি বর্ধক, অগ্নি দীপক, পাচক ও কফবাত নাশক।

তরি-তরকারি

কদু—ইহা শক্তি বর্ধক, শরীরের মোটা-তাজাকারক, রঁচিকর, ধাতু বর্ধক পুষ্টিকর ও পিত্ত শ্লেষ্মা নষ্ট করে। ইহা পেটে থাকা অবস্থায় কলেরা রোগ হয় না।

চাল কুমড়া—পুষ্টিকারক, রস বর্ধক, দেরীতে হজম হয় এবং রক্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক।

কচি কুমড়া—হজম শক্তি বাড়ায়, তাড়াতাড়ি হজম হয়, পাকস্থলী শোধক, চিন্ত বিকৃতি বা উগ্রাদ দোষ এবং সর্বদোষ প্রশমক।

মধ্যম কুমড়া—বলকারক।

চিচিঙ্গে বা কহী—ইহা বাত পিত্ত নাশক, বলকারক, পথ্য ও রঁচিপ্রদ। ইহা শোষ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। পটলেরও এই গুণ; কিন্তু চিচিঙ্গের গুণ পটল হইতে কিছু কম।

বিঙ্গে—কফ, পিত্ত নাশক, ক্ষুধা, রঁচি, বল ও বীর্য বাড়ায়।

পটল—ইহা কাশ, রক্ত দোষ, জ্বর, ক্রিমি ও বায়ু পিত্ত কফ দূর করে।

শিমি—ইহা সহজে হজম হয় না, পেট গরম করে, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মা বাড়ায় ও বাত পিত্ত দূর করে।

সজিনার ডাটা—অত্যন্ত অগ্নি বর্ধক, কফ, পিত্তশূল, কুষ্ঠ, ক্ষয় শ্বাস ও গুল্ম রোগ বিনাশ করে।

করলা ও উচ্চে—ইহা ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, সহজে হজম হয়, জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি দূর করে। ইহা বাত বৃদ্ধি করে না। উচ্চের গুণ করলার ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা সহজে হজম হয় এবং পেটের অগ্নি বৃদ্ধি করে।

ধুধুল—ঠাণ্ডা, রক্ত পিত্ত ও বায়ু নাশক।

বেগুন—পিত্তকর নহে, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, লঘু পাক। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক। কচি বেগুন কফ ও পিত্ত নাশক। পাকা বেগুন পিত্তকারক ও গুরুপাক। পোড়া বেগুন অত্যন্ত

লঘু, সামান্য পিণ্ডকারক, হজমশক্তি বাড়ায়, কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শাস্তি কারক। পোড়া বেগুন লবণ ও তেলে মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। আর এক প্রকার ডিমের মত সাদা বেগুন আছে, তাহা পূর্বোক্ত বেগুন হইতে নিরস কিন্তু অর্শ রোগে বড় উপকারী।

টেঁড়শ—রঁচিকর, মল বৃদ্ধি করে, পিণ্ড শ্লেষ্মা দূর করে। ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, প্রশ্নাব বাড়ায়, পাথরী রোগ উপশম করে।

কাঁকরোল—পায়খানা পরিষ্কার করে। কুষ্ঠ, হল্লাস, অরঁচি, শ্বাস, কাশ ও জ্বর সারায়। ইহা অগ্নিদীপক।

ওলকচু—ইহা পাকস্তলীর অগ্নি বাড়ায়, কফ, কাশি, অর্শ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক। বিশেষতঃ অর্শ রোগে সুপথ্য। কিন্তু দাদ, রক্তপিণ্ড ও কুষ্ঠ রোগীর জন্য ইহা হিতকর নহে।

মান কচু—ইহা ফুলা নিবারক, ঠাণ্ডা, লঘু এবং পিণ্ড রক্তের দোষ দূর করে।

গোল আলু—দুষ্পাচ্য, মল বর্ধক, গুরুপাক, মল-মূত্র নিঃসারক, রক্তপিণ্ড দোষ নাশক, বলকারক, শুক্র বর্ধক, স্তন্য বর্ধক।

মিঠা সাদা আলু—ইহা প্রশ্নাবের পীড়া দূর করে, দাহ, শোষ, প্রমেহ রোগ দূর করে। গুরুপাক, মূত্রকুষ্ট রোগীর পক্ষে সাদা মিঠা আলু বিশেষ উপকারী।

লাল মিঠা আলু—বলকর, গুরুপাক ঠাণ্ডা, কফ দোষ দূর করে, পায়খানা বাড়ায়, তেলে ভাজিলে খুব রঁচিকর হয়।

মূলা—রঁচিকর, লঘু, পরিপাক সহজ, ত্রিদোষ নাশক, গলার আওয়াজ পরিষ্কারক, ইহা জ্বর, শ্বাস, নাকের ভিতরের রোগ, গলার ভিতরের রোগ, চক্ষুর রোগ দূরীভূত করে। বড় মূলা তেলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ নাশক হয়।

গাঁজর—হজমশক্তি বাড়ায়, সহজে হজম হয়, মল সংগ্রহ করে, রক্তপিণ্ড, অর্শ, গ্রহণী, কফ ও বায়ু বিনাশ করে।

কাঁচা কলা—ইহা দেরীতে হজম হয়, ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, রক্ত, পিণ্ড, পিপাসা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় নিবারণ করে এবং বায়ু দূর করে।

পাকা কলা—শুক্র বৃদ্ধি করে, পুষ্টিজনক, রঁচিকারক, মাংস বর্ধক, ক্ষুধা ও ত্রঞ্চ নিবারক, প্রমেহ নাশক, চক্ষুর হিতকারী।

কলার থোড় বা ভাঁড়ালী—(কলা গাছের মধ্যের দণ্ডের নাম) ইহা অগ্নি বর্ধক, যৌনিদোষ দূর করে, রক্তপিণ্ড দোষ বিনাশ করে।

দেশী ফল-ফলাদির গুণাগুণ

ঘড়ত ডুমুর—পিণ্ড, কফ ও রক্তের দোষ দূর করে।

পেঁপে—ঠাণ্ডা, রঁচিকর, হজমীকারক, সহজপাচ্য, সারক ও রক্ত-পিণ্ড নাশক, ইহা অর্শ রোগের বিশেষ উপকারী। পেঁপের আটা ২/১ ফোটা কলা বা অন্য দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

তাল—পাকা তাল পিণ্ড রক্ত, ও কফ বর্ধক, দুষ্পাচ্য বহুমুত্রজনক, তন্দ্রাকারক, বাত প্রশ্নমক, পিণ্ড নাশক এবং সারক।

কাঁচা বেল—ধারক, অগ্নি বর্ধক, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফ নাশক। কিন্তু পাকা বেলে ত্রিদোষ জন্মে।

আম—পাকা—বলকারক, গুরুপাক, বায়ু নাশক, সারক, তৃষ্ণি জনক, পুষ্টিকারক এবং কফ বর্ধক। পাকাআম দুধের সহিত খাইলে, শুক্র বর্ধক, শরীরের বর্ণ সুন্দর কারক, বায়ু পিণ্ড দূর করে, রুটিকারক হয়, পুষ্টিকারক এবং বল বর্ধক। অধিক টক আম ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর; রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ হইতে পারে। কিন্তু মিঠা আমে চক্ষুর হিত হইয়া থাকে ও কোন রোগ হয় না। পাকা আম সামান্য পিণ্ডকারক। কিন্তু কাঁচা আম পিণ্ডকারক নহে।

আমসত্ত্ব—ইহা তৎপা, বমি, বায়ু ও পিণ্ড দোষ দূর করে, সারক এবং রুটিকর। সূর্য তাপের আমসত্ত্ব সহজে হজম হয়।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল ঠাণ্ডা, তৃষ্ণিকারক, পুষ্টিজনক, মাংস বর্ধক, অত্যন্ত কফ বর্ধক, বলকারক, শুক্র বর্ধক এবং পিণ্ড, বায়ু রক্ত পিণ্ড, ক্ষত ও ব্রণ নাশক। কাঁঠালের বীজ শুক্র বর্ধক, মলরোধক ও মুত্ত নিঃসারক, গুরুপাক। কাঁঠালের মজা শুক্র বর্ধক এবং বায়ু, পিণ্ড ও কফ নাশক। গুল্ম রোগাক্রান্ত এবং মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির কাঁঠাল খাওয়া অনুচিত।

পেয়ারা—বলকারক, রুটিকর, শুক্রজনক, ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৎপা, জ্বর, দাহ, মূচ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ নিবারক।

কমলা লেবু—হজমশক্তি বর্ধক, বায়ু নাশক।

গাব—(পাকা ও কাঁচা) কাঁচা গাব বায়ু বর্ধক, ধারক, লঘু, ঠাণ্ডা। পাকা গাব পিণ্ড, প্রমেহ, রক্ত দোষ ও দাহ নাশক।

ডাব নারিকেল—পিণ্ড জ্বর ও পিণ্ডজনিত সমস্ত রোগনাশক, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, পিপাসা নাশক, পেট শোধক।

বড় জাম—ইহা পাচক, মল বর্ধক, রুটিকর, কঠস্বর বর্ধক। পিণ্ড, দাহ, ক্রিমি, খাস ও শোষ রোগ, অতিসার, কাশ, রক্ত দোষ, কফ রোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

ছেট জাম—কফ, পিণ্ড, রক্ত দুষ্টি ও দাহ নাশক।

কুল বা বড়ই—বড় মিঠা বড়ই। ইহা গুরুপাক, শুক্র বর্ধক ও পুষ্টিকর। ইহা পিণ্ড, দাহ, রক্ত দোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক। শুক্রনা বড়ই ভেদেক, অগ্নি বর্ধক ও সহজে হজম হয়। ইহা পিপাসা, ক্লাস্তি ও রক্ত দোষ নাশ করে।

চাল্তা—কাঁচা চাল্তা কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা চাল্তা—ধারক, ত্রিদোষ নাশক, ও বিষ নাশক, শ্রান্তি ও শুল নাশক।

ক্ষীরভুট—ইহা শুক্র বর্ধক, বলকারক, ঠাণ্ডা, গুরুপাক। ইহা পিপাসা, মূর্চ্ছা মন্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষ দূর করে।

তরমুজ—পাকা তরমুজ পিণ্ড বর্ধক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

কামরাঙ্গা—ধারক, কফ ও বায়ু নাশক।

তেঁতুল—পাকা তেঁতুল অগ্নি বর্ধক, সারক, কফ ও বায়ু নাশক। কিন্তু কাঁচা তেঁতুল ভয়ানক ক্ষতিকর।

লেবু—জামীর লেবু বায়ু, কফ, বিবাজ, শূল, কাশ, বমির বেগ, বমি, পিপাসা, আম দোষ, হৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি নাশক।

কাগজী ও পাতি লেবু—বায়ু নাশক, অগ্নি বর্ধক, পাচক ও লঘু। ক্রিমি নাশক, উদর রোগ নাশক। ইহা বায়ু, পিণ্ড, কফ ও শূল রোগে হিতকর। যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে, তাহার

পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, রক্ত দুষ্টি, গলরোগ ও বিশুচিকা রোগে প্রযোজ্য।

মনাঙ্গা-কিসমিস—ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাত রক্ত, কামলা, মূত্রকৃষ্ট, রক্ত পিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যায় রোগ নাশক। ইহা ঠাণ্ডা, চক্ষুর জন্য হিতকর, শরীর বর্ধক, আওয়াজ পরিকারক, মল-মূত্র নিঃসারক, পেটে বায়ুজনক, শুক্র বর্ধক।

খেজুর—ইহা ঠাণ্ডা, রুচিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, মলবর্ধক, বলকারক, ক্ষত নাশক ও ক্ষয় নিবারক, রক্তপিত্ত নাশক।

খেজুরের রস—মততাজনক, পিত্তকারক, বাত দূর করে। কফ নাশক, রংচিজনক, অগ্নি বর্ধক বলকর এবং শুক্রবর্ধক।

তালের রস—ইহা অত্যন্ত মততাজনক, টক হইলে পর পিত্ত বর্ধক হয় ও বাত নাশক হইয়া থাকে।

দাড়িষ্ব বা আনার—ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর হৃদরোগ, কঠগত রোগ ও মুখ রোগ নাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, লঘু, ঠাণ্ডা মেধা ও বল বর্ধক।

নাশপাতি—অমৃত ফল, লঘু, শুক্র বর্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষ নাশক।

কাবুলী বাদাম—সুমিঞ্চ, বায়ু নাশক, শুক্র বর্ধক, ইহা রক্ত পিত্ত রোগীর পক্ষে অহিতকর।

মধু—লঘু, ধারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নি বর্ধক, স্বর বর্ধক, ব্রণশোধক, শরীরে কোমলতা আনয়ন করে। মেধা শক্তি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, রুচিকারক, সামান্য বায়ু বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্ত পিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিঙ্কা অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

মসল্লাদির গুণাগুণ

গোল মরিচ—অগ্নি বর্ধক, কফ ও বায়ু নাশক, ইহা শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক।

আদা—ইহা ভেদক, অগ্নি-দীপক, বাত ও কফ নাশক, খাওয়ার পূর্বে আদা ও লবণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নি দীপক, আহারে অরুচি জিহ্বা ও কঠ শোধিত হয়। প্রয়োগ নিষেধঃ কুষ্ঠ, পাণ্ডু রোগ, মূত্রকৃষ্ট, রক্ত পিত্ত, জ্বর যুক্ত ব্রণ ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম শরৎকালে আদা হিতকর নহে।

ধনে—ইহা স্নিগ্ধ, মুত্রজনক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর, ধারক, ত্রিদোষ নাশক। ইহা ত্বক্ষা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। ধনে শাক পিত্ত নাশক এবং উপরে লিখিত ধনের গুণ বিশিষ্ট।

হরিদ্বা বা হল্দী—ইহা কফ দোষ, বাত দোষ, রক্ত দোষ, কুণ্ড, প্রমেহ, ত্বক দোষ, ব্রণ, শোষ, পাণ্ডু রোগ, ক্রিমি, বিষ দোষ, অরুচি ও পিত্ত রোগের দোষ দূর করে।

লবঙ্গ—লঘু, চক্ষুর জন্য হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পাচক ও রুচিকারক। ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত দোষ, ত্বক্ষা, বমি, শূল, কাশ, শ্বাস, হিঙ্কা ও ক্ষয় রোগ আশু বিনাশক।

বড় এলাচি—অগ্নি বর্ধক, লঘু। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কুণ্ড, শ্বাস, ত্বক্ষা, বিষ দোষ, বস্তিগত রোগ, মুখের রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করে।

ছেট এলাচি—কফ, কাশ, শ্বাস, অর্শ রোগ, মূত্রকৃষ্ট ও বায়ুনাশক, লঘু ও ঠাণ্ডা।

দারুচিনি—ইহা বাতের দোষ দূর করে, পিত্ত দোষ সারায়, সুগন্ধি, শুক্র বর্ধক বলকারক, মুখ শোষ ও ত্বষ্ণা নিবারক।

তেজ পাতা—ইহা কফ, বায়ু, অর্শ, অরুচি বিনাশক।

মেথি—অগ্নি বর্ধক, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ বাড়ায়, বায়ু শ্লেষ্মা ও জ্বর নিবারক।

মৌরী বা মিঠা জিরা—ইহা যোনি শূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

সাদা জিরা—নরম পেট শক্ত করে, হজম শক্তি বাড়ায়, চক্ষুর হিতকারক, বীর্য বর্ধক, গর্ভ থলির সংশোধক, সুগন্ধিকর। ইহা বমি, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, কুষ্ঠ, বিষ রোগ, জ্বর, অরুচি, রক্ত দোষ, অতিসার ক্রিমি রোগ, পিত্তের দোষ, গুল্ম রোগ নাশক।

কালি জিরা—ইহা চক্ষুর হিতকর, পেট শক্ত করে, অগ্নি বাড়ায়, কফ নষ্ট করে, জীর্ণ জ্বর, শোথ, শির রোগ ও কুষ্ঠ রোগ ভাল করে।

বড় কালি জিরা—অজীর্ণ, বাত গুল্ম, রক্ত পিত্ত, ক্রিমি, কফ, পিত্ত আম দোষ ও শূল, রোগ নাশক।

পেঁয়াজ—বায়ু নাশক, বেশী পিত্তজনক নহে। বলকারক, বীর্য বর্ধক ও গুরুত্বাক, কফ বর্ধক।

রসুন—পুষ্টিকর শুক্র বর্ধক, স্নিঘ, পাচক, সারক, ভগ্নহান জোড়া দায়ক, কণ্ঠ শোধক, বলকারক, ব্রণ প্রসাধক, মেধাশক্তি বর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, পিত্ত রক্ত বর্ধক। ইহা হৃদরোগ, জীর্ণ জ্বর, বুক বেদনা, মল বর্ধতা, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোষ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক।

পান—ইহা রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কামভাব বর্ধক, ঘা বর্ধক, কফ নাশক, রাতকানা নাশক, বায়ু নিবারক, মুখ দুর্গন্ধ নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নিদীপক, পাচক ও কফ বাত নাশক।

সুপারী—কফ দূর করে, পিত্তের দোষ নষ্ট করে, মদকারক, অগ্নি বর্ধক, রুচিকারক, মুখের নিরসন নাশক। কাঁচা সুপারী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, পেটের অগ্নি নষ্ট করে, ত্রিদোষ নাশ করে।

সাদা জর্দা বা (তামাক পাতা) কোন গুণ পাওয়া যায় নাই।

চুনা—(যে চুন পানের সহিত খাওয়া হয়) মনে রাখিতে হইবে যে, পাথর চুনা শরীরের ক্যালসিয়াম অর্থাৎ, শক্তিক্ষয় করে, জীবনী শক্তি নষ্ট করে, পাকস্তুলীর শক্তি নাশ করে, এইজন্য কোন মতেই পাথর চুনা খাওয়া উচিত নহে।

বিনুক চুনা ও শামুক চুন—শরীরের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে।

বিনুক চুনের গুণ—এই চুন বাত, শ্লেষ্মা, মেদো রোগ, অগ্নি পিত্ত শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমি রোগ নষ্ট করে। ৮ তোলা চুন দশ সের পানির মধ্যে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে, সেই পানির সহিত দুধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মধু মেহ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নি পিত্ত ও শূল রোগের পথ্য ও ঔষধ। বিনুক চুনের মধ্যে মুক্তার গুণ পাওয়া যায়।

খয়ের—দাঁতের হিতকর। ইহা কুণ্ড, কাশ, অরুচি, মেদো দোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শিক্র, শোথ, আম দোষ, পিত্ত, রক্ত দোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদর নাশক।

আমাদের দেশের বহু লোক আছেন যাহারা হিসাব-নিকাশ, টাকা-পয়সার জমা-খরচ লিখা শিখেন নাই। তাহাদের সুবিধার্থে নমুনা-স্বরূপ কিছু হিসাব করার নিয়ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

তাহা ছাড়া স্বীলোকদের জন্যও হিসাব রাখার অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। কেননা, অনেক সময় তাহারা স্বামীর দেওয়া টাকা-পয়সা রাখিতে না জানার দরুন কত টাকা কি বাবদ ব্যয় হইল তাহা নিয়া পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। স্বামীর ধর্মক খাইতে হয়। চাকর-নকর দ্বারা বাজার করাইতে হয়। হিসাব রাখিতে না পারার কারণে চাকরেরা পয়সার গোঁজামিল দেয়, চুরি করে।

পূর্বের জমা কত ছিল, বর্তমানে কত পাওয়া গেল, কি বাবদ কত খরচ হইল তাহা জানা না থাকার দরুন অনুমানে হিসাব দিতে হয় এবং অবিশ্বাসী হইতে হয়। উগ্রপঙ্গী স্বামী অনেক সময় এইসব কারণে অমানুষিক ব্যবহারও করিয়া বসে। সে জন্য মেয়েদের অবশ্যই হিসাব শিক্ষা করা কর্তব্য।

পূর্বে ঘোল আনায় বা চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা গণনা করা হইত। এক আনা ১০ এইরূপ এবং দুই আনা ৩০ এইরূপ লিখা হইত। বর্তমানে আর আনার প্রচলন নাই। এখন একশত পয়সায় এক টাকা গণনা করা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্বের মত টাকা-পয়সার মুদ্রার অংক লিখিবার জটিলতা আর রহিল না। এখন টাকার অংকের ডান পার্শ্বে “.” দশমিক বিন্দু দিয়া পয়সার অংক লিখিবে। যথা, ১.৪৪ এক টাকা চৌয়াল্লিশ পয়সা, ১.৭০.৯৪ একশত সত্ত্বর টাকা চৌরানববই পয়সা, ১.১০.৬ এগার টাকা ছয় পয়সা ইত্যাদি।

হিসাবের নমুনা

প্রথমে তারিখ ও বার লিখ। তারপর নীচের লাইন জমা শব্দটা লিখিয়া লম্বা একটা টান ডান দিকে খিচ। তারপর ডান পার্শ্বে খরচ শব্দটা লিখিয়া ডান দিকে লম্বা টান দাও। তাপর প্রত্যেক খরচের নীচে খরচ লিখ এবং যোগ করিয়া জমা হইতে বিয়োগ দিয়া হাতের নগদ টাকা হিসাব রাখ। খরচ বেশী হইলে অর্থাৎ কর্জ হইলে জমার ঘরে “কর্জ বাবদ জমা” শব্দটি লিখিয়া জমা করিয়া নেও এবং কর্জ পরিশোধের সময় খরচের ঘরে দেনা পরিশোধ শব্দ লিখিয়া হিসাব রাখ। প্রত্যেক প্রকারের জমা-খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

বি�ঃ তাৎ রই মাঘ রোজ শনিবার—১৩৬৮ সন

হাল জমা—	খরচ—
মনি আর্ডারে প্রাপ্ত—	৩৫.৪০
বকেয়া জমা ধান বিক্রি বাবদ—	৬.৯৪
মোট জমা—	৪২.৩৪
মোট খরচ—	৩০ .৬০
মোট খরচ বাদে হাতে রহিল—	১১.৭৪

বিঃ তাৎ ১১ই মাঘ সোমবার—১৩৬৮ সন

সাবেক জমা—	১১০৭৪	মাছ তরকারী—	২০১৬
ধান বিক্রি বাবদ—	৯০১৪	লাকড়ী—	৩০০৯
মোট জমা—	২০০৮৮	ধোপার মজুরী—	০৬০
মোট খরচ—	৬০১০	পান সাদা—	০২৫
খরচ বাদে জমা—	১৪০৭৮	মোট খরচ—	৬০১০

বিঃ তাঃ ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৬৮ সন
জমা হইতে খরচ বেশী হওয়ায় কর্জ করা লাগিল

		খরচ—
সাবেক জমা—	১৪০৭৮	খাজনা—
কর্জ বাবদ—	২০০১৫	২০০১৯
	<u>৩৪০৯৩</u>	
		ডাক্তারকে—
		নৌকা ভাড়া—
		ছেলের পুস্তক—
		১৮০০৯
৯০৪৯ পয়সা দোকানে বাকী		৮৮০৮২

ବିଃ ତାଃ ୧୬ଟି ମାଘ ଶନିବାର—୧୩୬୮ ସନ

সাবেক জমা নাই		খরচ—
গাছ বিক্রি বাবদ—	৮০.০০	দোকানের দেনা শোধ—
গরম পাওনা ওয়াশীল—	৮৭.১৪	চাউল দুই মণ—
	৮৭.১৪	কুলির মজুরী—
	৮৩.৯২	নাঞ্চিমার মাতাকে—
খরচ বাদে জমা—	৩.২২	৮৩.৯৬

বিঃ তাঃ ৩০শে মাঘ, শুক্রবার—১৩৬৮ সন

		খরচ
সাবেক জমা—	৩০২২	২০১৪
নাছিমার মাতা—	৭০২৫	১০০৬
মোট জমা—	১০৮৭	০২৫
		২০১৭
মোট জমা—	১০৮৭	৩০১৩
মোট খরচ—	৮০৭৫	৮০৭৫
খরচ বাদ জমা—	১০৯২	

হাতে রহিল এক টাকা বাহাদুর পয়সা

জমা খরচ সমান সমান
বি: তাঁ ১লা ফাল্গুন, শনিবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—
সাবেক জমা—	২৪.৫৪	নৌকা ভাড়া—
হাল জমা নাই		চাউল—
হাতে কিছুই নাই		মোট খরচ—
		২৪.৫৪

৬৪ পয়সায় বা ঘোল আনায় টাকা ধরিয়া পুরাতন নিয়মে হিসাব করার জন্য অল্প কথায় সহজ নিয়ম দেওয়া গেল। ইহাকে আর্য্যা বলে।

১ম নিয়মঃ—এক মণের দাম যত টাকা হইবে /২। আড়াই সেরের মূল্য তত আনা হইবে। যথা—একমণ চাউল ২৮, হইলে আড়াই সেরের দাম ২৮ আনা বা ১৬০ আনা হইবে।

২য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের জিনিস পাওয়া যাইবে ৪০, টাকায় তত মণ জিনিস পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় /১। দেড় সের চাউল পাওয়া গেল ৪০, টাকায় দেড় মণ পাওয়া যাইবে।

৩য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের বস্তু পাওয়া পাইবে, এক আনায় তত ছটাক বস্তু পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় তিন সের দুঃখ পাওয়া গেলে এক আনায় তিন ছটাক দুঃখ পাওয়া যাইবে।

৪র্থ নিয়মঃ—এক টাকায় যে বস্তু পাঁচ সের পাওয়া যায় ৮, (আট) টাকায় সে বস্তু এক মণ পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় পাঁচ সের গোল আলু পাওয়া গেলে আট টাকায় এক মণ আলু পাওয়া যাইবে।

৫ম নিয়মঃ—১ টাকায় যত গজ কাপড় পাওয়া যাইবে, ১ আনায় তত গিরা পাওয়া যাইবে।

যে সকল গৃহ-কল্যাণ স্থলে বা মক্কলে লেখাপড়া করেন নাই এবং অঙ্গ জানেন না, তাহাদের সহজভাবে হিসাব শিক্ষার জন্য উপরোক্ত হিসাবটুকু লিখিয়া দেওয়া হইল।

পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

পত্রাদির নিয়ম—একখানা পোষ্ট কার্ডের দাম নয়া পাঁচ পয়সা। উহার যে পঠে ঠিকানা লেখার দাগ কাটা আছে, তাহার বাম পার্শ্বে নিজ বক্তব্য লিখা যায়; কিন্তু ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিতে হইবে। কোন কোন লোক ঠিকানার স্থলে দুই একটা শব্দ লিখিয়া দেয়। ইহা বড়ই অন্যায়। ইহাতে পত্র বেয়ারিং হইয়া যায়। অর্থাৎ, যাহার নিকট পত্র যাইবে, তাহার নিকট হইতে ডাক বিভাগ নয়া দশ পয়সা উগুল করিবে। সুতরাং বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা এবং বক্তব্য লিখিবে। আর ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিবে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া পূর্ণরূপে লিখিবে। সে স্থান যদি বিখ্যাত না হয়, তবে পোষ্টের সহিত জেলার নামও লিখে দাও। আর যদি বড় শহরে পত্র পাঠাইতে হয়, তবে মহল্লা ও বন্ডির নাম, বাড়ির নম্বরও লিখিয়া দাও।

৩। যদি লেফাফায় পত্র দিতে চাও, তবে উহার উপর ঠিকানার স্থানে কিছু লিখিলে বে-আইনী হইবে।

৪। যদি পোষ্ট কার্ডের সমতুল্য লম্বা এবং চৌড়া প্লেজ মোটা কাগজে পত্র লিখিয়া ঠিকানার স্থানে ঠিকানা লিখিয়া টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে ইহাও পোষ্ট কার্ড বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে উহা আর প্রাপকের নিকট যাইবে না। ডাক বিভাগের লোকেরা উহা নিয়া লা-ওয়ারিশ পত্রে শামিল করিয়া ফেলিবে। হাঁ, যদি পোষ্ট কার্ডের সাইজ হইতে কিছু কম চওড়া থাকে এবং অপর পৃষ্ঠের ডান অর্ধে ঠিকানা দেওয়া থাকে, তবে উক্ত পত্র বেয়ারিং হইয়া মালিকের নিকট পেঁচিবে; ইহাকে প্রাইভেট কার্ড বলা হয়। এইরূপ কার্ডের ডান দিকে মোহরাদির জন্য স্থান রাখিতে হইবে এবং ডান পার্শ্বে কিছু লিখিবে না। আর যদি বাম অর্ধেকে ঠিকানা লিখ, তবে উহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

যদি সাদা লেফাফায় ১৫ পয়সার টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে উহাও পনর পয়সার ইনভেলোপ হইয়া যাইবে। যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে ৩০ পয়সার বেয়ারিং হইয়া যাইবে। কিন্তু লেফাফা আটকাইয়া দিতে হইবে। আঠা দিয়া আটকাইয়া না দিলে টিকেটবিহীন ইনভেলোপ লা-ওয়ারিশ চিঠি বলিয়া গণ্য হইবে। পথে যদি টিকেট লাগাইতে না পাও, তবে অন্য পোষ্ট কার্ডের ষাপ্সের চাপ দেওয়া স্থান হইতে কাটিয়া নিয়া অন্য পত্রে লাগাইও না। যদি লাগাও, তবে তাহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

৫। কার্ড বা লেফাফা এরূপভাবে ধূইও না—যাহাতে টিকেটের রং বিগড়াইয়া যায়। এরূপ ময়লা টিকেট পত্রে লাগাইও না যাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। টিকেটের উপর নিজ নাম লিখিও না। কোন প্রকার দাগও কাটিও না; বরং টিকেট পরিকার রাখ, অন্যথায় পত্র বেয়ারিং হইয়া যাইবে। ব্যবহার্য টিকেটও পত্রে কখনও ব্যবহার করিও না; ইহাতেও পত্র বেয়ারিং হয়। যদি পুর্বের ব্যবহার্য টিকেটের দাগ ধূইয়া মুছিয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর, তবে তাহা কঠিন অপরাধ হইয়া যাইবে এবং এইরূপ টিকেট ব্যবহারকারীকে মোকদ্দমায় সোপান্দ করা হয়। অনেক স্থলে কঠিন সাজাও হইয়া থাকে।

৬। কেহ কেহ জওয়াবী কার্ড না পাইলে উত্তরের জন্য দুইখানা কার্ড সেলাই করিয়া জোড়াইয়া দেয়। ইহাতেও চিঠি বেয়ারিং হইয়া যায়। সুতরাঙ জওয়াবী কার্ড সংগ্রহ করিয়াই পত্র দেওয়া উচিত। জরুরী পত্রাদি তাড়াতাড়ি বিলি করার জন্য প্রেরককে এক্সপ্রেস ডেলিভারীর জন্য অতিরিক্ত ১৫ পয়সার টিকেট লাগাইতে হয়। লেফাফায় পত্র ভরিয়া নিষ্কি দ্বারা এক তোলার ওজন লইয়া পত্রাটি ওজন দাও। এক টাকায় এক তোলা হয়, যদি এক তোলার বেশী ওজন না হয়, তবে ১৫ পয়সায় যাইবে। এক তোলার বেশী হইলেই প্রতি তোলায় ৫ পয়সার টিকেট বেশী লাগে। আর যদি অতিরিক্ত চার্জের টিকেট না দিয়া পত্র ছাড়, তবে প্রাপকের নিকট হইতে ডবল চার্জ উসুল করা হইবে। অর্থাৎ, এখানে যে টিকেট লাগিত উহার দ্বিগুণ।

যদি প্রাপক বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করে, তবে সেই পত্র তোমার অর্থাৎ, প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসিবে এবং তোমাকেই উহার দ্বিগুণ মাশুল দিতে হইবে। আর যদি তুমি এই মাশুল দিতে অনিচ্ছুক হও, তবে ভবিষ্যতে তোমার নামের পত্র আটক রাখা হইবে, যাবৎ তুমি উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তোমার চিঠি বিলি করা হইবে না।

୭ । ଏକ ଲେଫାଫାୟ କ୍ୟେକଜନେର ନିକଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଲିଖିଓ ନା । କେନନା, ଡାକ ବିଭାଗେର ନିଷେଧ ଆଛେ । ତା ଛାଡ଼ା ଶରୀଅତେତେ ଏକଥି କରା ଦୁଇନ୍ତ ନହେ । ହାଁ, ତୁମି ଯାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜାନିତେ ଚାଓ ତାଦେର ବିଷୟ ଏହି ଏକଇ ପତ୍ରେ ଦୁଚାର କଥା ଲିଖିତେ ପାର, ତାତେ ଦୋଷ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଥକ ଏକ ଲେଫାଫାୟ କତକଣ୍ଠି ଚିଠି ବାନାଇୟା ସାଜାଇୟା ଲିଖିଯା ଦିଓ ନା ।

୮ । ଚିଠି ବା ପାର୍ଶ୍ଵେଲେର ଉପର ସତ ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ ଲାଗାନ ପ୍ରୋଜନ, ତାହା ହିତେ କମ ଲାଗାଇଲେ ସତ କମ ଟିକେଟ ଲାଗାନ ହିଯାଛେ ତାହାର ଦିଗ୍ନଗ ପ୍ରାପକେର ନିକଟ ହିତେ ଉସୁଳ କରା ହିବେ ।

ବୁକ-ପୋଷ୍ଟେର ନିୟମ

୧ । ଯେ ସମସ୍ତ କାଗଜ ଛାପାନ, ଯେମନ, କିତାବ, ଖବରେର କୋଗଜ ବା ମାସିକ ପତ୍ର-ପତ୍ରିକା । ଯଦି ଇହା ଡାକେ ପାଠାଇତେ ହୁଁ, ତବେ ଏମନଭାବେ ଉହା ପ୍ଯାକେଟ କରିବେ ଯେନ ଡାକ ଘରେର ଲୋକେର ଖୁଲିତେ ଅସୁବିଧା ନା ହୁଁ । ଏହି ପ୍ରକାରେର ପାର୍ଶ୍ଵେଲକେ ବୁକ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ଵେଲ ବଲେ । ପ୍ରଥମେ ଉହାର ପାଁଚ ତୋଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ (ସାତ) ପଯସା, ଉହାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତି ୨୦୦ ତୋଳା ବା ଉହାର ଅଂଶେର ଜନ୍ୟ ଓ ପଯସାର ଟିକେଟ ବାଡାଇତେ ହିବେ ।

୨ । ବୁକ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ଵେଲେର ମଧ୍ୟେ ଚିଠି ଦେଓୟା ନିଷେଧ ।

୩ । ବୁକ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ଵେଲେର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଟାକାର ନୋଟ, ହଣ୍ଡି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବା ବ୍ୟାଙ୍କେର ନୋଟ ଇତ୍ୟାଦି କାଗଜପତ୍ର ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟାକାର ମୂଲ୍ୟ ପାଓୟା ଯାଇ, ତାହା ପାଠାନ ନିଷେଧ । ପାର୍ଶ୍ଵେଲେର ପ୍ଯାକେଟ ଦୁଇ ଫୁଟ ଲସ୍ବା, ଏକ ଫୁଟ ଚନ୍ଦା ଏବଂ ଏକ ଫୁଟ ଉଁଚୁ ହିବେ, ଇହାର ଅତିରିକ୍ତ ହିତେ ପାରିବେ ନା । ଆର ଯଦି ଗୋଲାକାର କରିଯା ବଟିଆ ଦେଓୟା ହୁଁ, ତବେ ୩୦ ଇଞ୍ଚିଲ ଲସ୍ବା ଏବଂ ୪ ଇଞ୍ଚିଲ ମୁଖେ, ଇହାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ଯାକେଟ କରା ଯାଇବେ ନା ।

୪ । ପ୍ଯାକେଟ ପାଠାନୋର ସମୟ ଯଦି ଟିକେଟ ଏଥାନ ହିତେ ନା ଲାଗାଇୟା ଦାଓ, ତବେ ବେଯାରିଂ ହିଯା ଯାଇବେ ଓ ପ୍ରାପକେର ନିକଟ ଦିଗ୍ନଗ ମାଶୁଳ ଉସୁଳ କରା ହିବେ । ସେ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ଵେଲ ନା ରାଖେ, ତବେ ପ୍ରେରକେର ନିକଟ ହିତେଇ ସେଇ ଦିଗ୍ନଗ ମାଶୁଳ ଉସୁଳ କରା ହିବେ ।

ରେଜିଷ୍ଟରୀର ନିୟମ—ଚିଠି-ପତ୍ର, ପ୍ଯାକେଟ ବା ପାର୍ଶ୍ଵେଲେର ଯଦି ବେଶୀ ହେଫାୟତ କରିତେ ଚାଓ, ତବେ ଉହା ବେଜିଷ୍ଟାରୀ କରିଯା ଲାଗେ । ଅର୍ଥାତ୍, ପତ୍ରେର ଉପର ଅତିରିକ୍ତ ଆରଓ ୪୦ ପଯସାର ଟିକେଟ ଲାଗାଓ ଏବଂ ନିଜେ ଅଫିସେ ଯାଇତେ ନା ପାରିଲେ ପିଯନକେ ବଲେ ଦାଓ ଯେ, ଇହାକେ ରେଜିଷ୍ଟରୀ କରିଯା ଦିତେ ହିବେ । ଅଫିସ ହିତେ ରେଜିଷ୍ଟରୀ କରାର ଏକଟି ରସିଦ ପାଓୟା ଯାଇବେ । ଉହା ସତ କରିଯା ରାଖିଯା ଦିଓ ।

ଯଦି ତୁମି ଇଚ୍ଛା କର ଯେ, ଯାହାର ନିକଟ ଯାହା ପାଠାଇବେ, ତାହାର ଦସ୍ତଖତ କରା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥିକାର ରସିଦଓ ପାଓୟା ଦରକାର, ଯେନ ସେ ପତ୍ର ପାଓୟା ଅସ୍ଥିକାର କରିତେ ନା ପାରେ ଯେ, ଆମାର ନିକଟ ପତ୍ର ବା ପାର୍ଶ୍ଵେଲ ପୌଛେ ନାହିଁ, ତବେ ତୁମି ଆରଓ ୧୩ ପଯସାର ଟିକେଟ ଦିଯା ଏକନୋଲ୍ୟାଜମ୍ୟାନ୍ ରସିଦ ଦିଯା ଦାଓ । ଅଥବା ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ଟାରକେ ବଲ, ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥିକାର ରସିଦ ବା ଏକନୋଲ୍ୟାଜମ୍ୟାନ୍ ରସିଦ ଦିଯା ଦେନ । ଉହା ଏକଥଣେ ଛୋଟ ଛାପାନ କାଗଜ । ଉହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵେ ପ୍ରେରକେର ଠିକାନା ଏବଂ ଅପର ପାର୍ଶ୍ଵେ ପ୍ରାପକେର ଠିକାନା ଲିଖାର ସର ଥାକେ । ତାହା ପୁରା କରିଯା ପତ୍ରେର ସହିତ ଝାଁଧିଯା ଦିଲେଇ ପ୍ରାପକେର ନିକଟ ତୋମାର ପ୍ରେରିତ ପତ୍ର ବିଲି କରାର ସମୟ ପ୍ରାପକେର ଦସ୍ତଖତ ହିଯା ଉତ୍କ ରସିଦ ଫେରତ ଡାକେ ତୋମାର ନିକଟ ଆସିବେ । ଇନ୍‌ସିଓର ବା ହଣ୍ଡି, ଟିକେଟ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଇତ୍ୟାଦିର ହେଫାୟତେର ଜନ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟରୀ କରା ପ୍ରୋଜନ । କେନନା, ରେଜିଷ୍ଟରୀ ନା ହିଲେ ଯଦି ଉହାର କୋନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଁ, ତବେ ଡାକ ବିଭାଗ ସେ ଜନ୍ୟ ଦାରୀ ହିବେ ନା ।

রেজিষ্টারী পত্রের নীচের দিকে বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা নাম ধাম লিখে দাও। কেননা, যাহার নিকট পাঠাইতেছ তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে যেন অবিলম্বে তোমার নিকট ফেরত আসিতে পারে।

বীমা বা ইনসিওরের নিয়ম

যদি কোন মূল্যবান বস্তু যাহা সোনা রূপার অলঙ্কার বা টাকার নেট ইত্যাদি কোথায়ও নিরাপদে পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিয়া দাও।

বীমার এনভেলপ বা প্যাকেটের সেলাই করার স্থানটা প্রত্যেক ইঞ্চির পর পর গালা দিয়া কোন নাম খোদাই করা সীল দ্বারা মোহর করিয়া দাও। বুতাম, পয়সা বা টাকা কিংবা ফুল ইত্যাদির ছাপ দিও না। বীমার উপর প্রাপকের এবং প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কার লিখিয়া দাও। বীমার মূল্যও লিখিতে হইবে। যেমন ৩০০ তিন শত টাকা বা ৫০০ পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি। মূল্যটা কথায়ও লিখিয়া দিতে হইবে। আর যদি টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে টাকার সংখ্যাও কথায় ও অক্ষে লিখিয়া দিতে হইবে।

যদি তিনশত বা উহার কম টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে লেফাফার মূল্য এবং রেজিষ্টারীর খরচের অতিরিক্ত .৫০ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে। তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ইনসিওর করা যায় না। যদি লেফাফার মধ্যে নেট ভর্তি করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিতেই হইবে।

ইনসিওর বা বীমার জন্য পোষ্ট অফিস হইতে রেজিষ্টারী লেফাফা সবচেয়ে নিরাপদ। কেননা, উহার ভিতর দিকে কাপড় লাগান থাকে এবং খুব মজবুত হওয়ার কারণে নেটগুলি ভাল থাকে। উহার উপর রেজিষ্টারী খরচ দিতে হয় না, লেফাফার মূল্যের সহিতই রেজিষ্টারী চার্জ নিয়া নেওয়া হয়। উহার ওজন যদি এক তোলার অতিরিক্ত না হয় বা এক তোলার কম হয়, তবে উহা রেজিষ্টারীর সময় অতিরিক্ত পয়সা দিতে হইবে না। যদি এক তোলার বেশী হয়, তবে চিঠির নিয়ম মত তোলা বা তোলার অংশের জন্য পাঁচ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে।

টাকা, সোনা, চাঁদি ও মূল্যবান পাথরাদি, নেট বা উহার অংশ, অথবা সোনা চাঁদির তৈরী কোন বস্তু অবশ্যই বীমা করিতেই হইবে। বীমা ছাড়া পাঠাইলে ডাক ঘরের লোকেরা জানিতে পারিলে উহা প্রেরককে ফেরত দিবে এবং এক টাকা জরিমানা আদায় করিবে অথবা যদি প্রাপক অঙ্গীকার করে যে, উহা তাহার রাখার ইচ্ছা নাই, তবে বীমাহীন পার্শ্বে প্রেরককে দেওয়া হইবে এবং এক টাকা জরিমানা উসুল করা হইবে।

পার্শ্বের নিয়ম—১। টাকা, পয়সা, অলংকার, ঔষধ, আতর অথবা কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য কোন ডিক্ষিকার মধ্যে বা কোন বাক্সে ভরিয়া উহার উপর কাপড় মোড়াইয়া সেলাই করিয়া গালা দিয়া আটকাইয়া ডাকে পাঠানের নামই হইতেছে পার্শ্বে। পার্শ্বের মাশুল—প্রতি চালিশ তোলার জন্য ৫০ পয়সা এবং তদুর্ধে আরও ৪০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা।

২। সাড়ে বার সের বা ১০০০ তোলা পর্যন্ত পার্শ্বে পাঠান যায়।

৩। পার্শ্বের মধ্যে একটা পত্র দেওয়ার অনুমতি আছে, তাহা শুধু ঐ ব্যক্তির নামেই থাকিবে যাহার নামে পার্শ্বে যাইবে।

৪। পার্শ্বের সেলাইগুলির উপর উত্তমরূপে গালা লাগাইয়া মোহর করিয়া দিও। উহাতে হেফায়ত হইবে।

৫। এত ছোট পার্শ্বে করিও না যাহার উপর ডাকঘরের মোহর করার স্থান হয় না।

৬। পার্শ্বে বেয়ারিং যায় না। উহার মধ্যে যদি মূল্যবান বস্তু থাকে, তবে উহা রেজেষ্টারী করাইয়া দাও, তাহা হইলে নিরাপদে পৌঁছিবে।

ভি, পি-এর নিয়ম

১। কাহারো নিকট কোন বস্তু ডাকে পাঠাইয়া যদি উহার মূল্য উসুল করিয়া লইতে চাও, তবে পার্শ্বে প্যাকেট বা পত্রের উপর প্রাপকের ঠিকানা লিখিয়া উহার মূল্য যথাঃ—ভি, পি মূল্য— এগার টাকা, এইরূপ লিখিয়া উহার সহিত একখানা ভি,পি, মনিঅর্ডার ফরম পুরা করিয়া পাঠাইয়া দাও। ইহা রেজেষ্টারী করান অবশ্য কর্তব্য। এই জন্য মাশুলের টিকেট যত মূল্যের হইবে, উহার অতিরিক্ত টিকেট লাগাইতে হইবে। পোষ্ট অফিস হইতে তুমি একটা রসিদ পাইবে উহা যত্নে রাখিও। প্রাপক হইতে তোমার প্রাপ্য টাকা উসুল হইয়া তোমার নিকট পৌঁছিবে।

২। এক হাজার টাকার অতিরিক্ত ভি, পি, হইতে পারে না।

৩। সরকারী ভি, পি, ছাড়া সাধারণ ভি, পি, আনার ভংগাংশে হয় না।

৪। যদি প্রাপক ভি,পি, রাখিতে অসম্ভব হয়, তবে প্রেরকের নিকট উহা ফেরত দেওয়া হইবে। মূল্য তলব করা ভি,পি'র টাকা যদি এক মাসের মধ্যে উসুল হইয়া না আসে, তবে সংশ্লিষ্ট পোষ্টল কর্মচারীকে লিখিতে হইবে।

মনিঅর্ডারের নিয়ম

যদি তুমি ডাকযোগে অন্যত্র টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে ডাকঘর হইতে একটা মনিঅর্ডার ফরম লইয়া তাহা পূরণ করিয়া টাকা ও ফরম ডাকঘরে পাঠাইয়া দাও। সাথে সাথে টাকা পাঠাইবার মাশুলও পাঠাইয়া দাও। একখানা রসিদ পাইবে উহা স্বত্ত্বে রাখিও। প্রাপকের দন্তখন্ত হইয়া উক্ত মনিঅর্ডারের এক অংশ তোমার নিকট আসিবে।

একসঙ্গে ৬০০ (ছয় শত) টাকা উর্ধ্বে মনিঅর্ডার করা যায় না।

মনিঅর্ডারের মাশুল প্রতি দশটাকা বা উহার অংশের জন্য ৩০ পয়সা। এরোপ্লেনে মনিঅর্ডার পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। একশত টাকার উর্ধ্বে মনিঅর্ডার করিলে উহার মাশুলের হিসাব প্রথম হইতে ধরিতে হইবে।

১। মনিঅর্ডার ফরমের নীচে কিছুসাদা স্থান থাকে সে স্থানে প্রেরকের বক্তব্য লিখার অধিকার আছে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে, অন্যথায় লিখার গোলমালে অন্যত্র টাকা বিলি হইলে ডাক বিভাগ দায়ী হইবে না।

৩। প্রাপক যদি টাকা না রাখে বা ঠিকানা ভুল হওয়ার কারণে টাকা বিলি না হয়, তবে উহা প্রেরকের নিকট ফেরত আসিবে।

৪। তোমার টাকা অতিসত্ত্ব পৌঁছাইতে হইলে, টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার কর।

টেলিগ্রামের নিয়ম—টেলিগ্রাম দুই প্রকার, জরুরী ও সাধারণ। পাকিস্তানের যে কোন স্থানে টেলিগ্রাম পাঠান হটক না কেন উহার মাশুল ঠিকানাসহ প্রতি ৮ শদ্দের জন্য .৮৭ পয়সা

ও অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য .৬ পয়সা। জরুরী টেলিগ্রামের ফিস, সাধারণ টেলিগ্রামের ফিসের দ্বিগুণ।

পাসপোর্ট ও ভিসা

এক রাষ্ট্রের কোন লোক অন্য রাষ্ট্রে গমন করার জন্য নিজ রাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয়, উহাকে পাসপোর্ট বলে। আর যেই ভিন্ন রাষ্ট্রে গমন বা অবস্থান করার প্রয়োজন হয়, সেই রাষ্ট্রের সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয় উহাকে ভিসা বলে। পাসপোর্ট অফিস হইতে .১৩ পয়সা মূল্য দিয়া ছাপান ফরম লইয়া উহা পূরণ করিয়া নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তিন টাকা ফিস জমার রসিদসহ জেলা অফিসারের নিকট পাঠাইতে হয়। উহা মঞ্জুর হইলে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। পাসপোর্টের মেয়াদ আপাততঃ পাঁচ বৎসর। পাসপোর্ট পাওয়ার পর ভিসার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। ভিসার জন্যও ছাপান ফরম পাওয়া যায়। নির্ধারিত নিয়মে এক টাকা ফিস দিয়া যে দেশে যাইতে ইচ্ছুক সেই দেশের হাইকমিশনার বরাবরে দরখাস্ত করিতে হয়। তিনিই ভিসা প্রদানের অধিকারী।